INDEX

DATE PAGE

WEDNESDAY, THE 28TH MARCH, 1984

THURSDAY, THE 29TH MARCH, 1984

FRIDAY, THE 30TH MARCH, 1984

Questions & Answers

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on wednesday, the 28th. March, 1984 at 11. A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, In the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 9 (Nine) Ministers, the Deputy Speaker and 37 (Thirty-Seven) Members.

QUESTIONS & ANSWERS

(To which oral answers were given)

অধ্যক্ষ মহোদয় : আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ২১।

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ২১।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে কোন ব্লকে কতটি মেডিক্যাল সাব-সেন্টার খোলা হয়েছে এবং আরও কতগুলি খোলার পরিকল্পনা আছে ? (ব্লক-ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে মোট ৪২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং আরো ২৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। ব্লকভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

নিম্নলিখিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খোলা হইয়াছে। (আপ টু ২৮-২-৮৪)

আগরতলা মিউনিসিপালিটি

১। জগহরিমুড়া, ২। ভাটি অভয়নগর, ৩। বড়েশ্বর, ৪। গোল চক্কর।

জোলাইবাড়ী ব্লক

১। মোহরছড়া আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী, ২। গৌরাঙ্গটিলা, ৩। শান্তিনগর, ৪। কাওয়াইবাড়ী, ৫। বিলাশলী

এছাড়া মেলাঘর ব্লকে হয়েছে ৬টি, জিরানিয়া ব্লকে ২টি, মোহনপুর ব্লকে ৩টি, অমরপুর ব্লকে ২টি, বগাফা ব্লকে ৪টি, রাজনগর ব্লকে ৪টি, বিশালগড় ব্লকে ১২টি।

নিম্নলিখিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খোলার পরিকল্পনা আছে :-

আগরতলা মিউনিসিপালিটি ১টি, মেলাঘর ব্লকে ২টি, ছামনু ব্লকে ৩টি, কুমারঘাট ব্লকে ১টি, পানিসাগর ব্লকে ৪টি, কাঞ্চনপুর ব্লকে ২টি, সালেমা ব্লকে ৪টি, মাতাবাড়ি ব্লকে ৫টি, সাব্রুম ব্লকে ১টি, রাজনগর ব্লকে ২টি, বিশালগড় ব্লকে ২টি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগরের দেওয়ানবাসা, দক্ষিণ পদ্মবিল ইচাই লালছড়া প্রভৃতি স্থানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছরে রয়েছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগামী আর্থিক বছরের প্রথমেই এই উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কি ধরনের চিকিৎসক রাখার ব্যবস্থা সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সব সাব-সেন্টারগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা রাখা হচ্ছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই ব্লকে একটি সাব সেন্টার খোলার কথা ছিল কিন্তু সেটা এখনো হয়নি এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : স্যার, আমরা ৪৬০টি সাব-সেন্টার খুলব। কিন্তু আমাদের এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা এই সাব সেন্টারগুলি খোলার জন্য জায়গা পাচ্ছিনা। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, তারা যেন এই সব সেন্টারের জন্য যাতে জমি অথবা ভাড়া ঘর পাওয়া যায় তার জন্য সাহায্য করেন তা হলেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি এইগুলি খোলতে পারব।

শ্রীতবিনী মোহন সিংহ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল সাব সেন্টার খোলা হয়েছে সেখানে থাকার জায়গার অভাবে ডাক্তাররা যান না, যেমন গঙ্গানগর সাব সেন্টার রয়েছে কিন্তু সেখানে ডাক্তার আছেন কিন্তু তার থাকার জায়গা নেই এই অবস্থায় ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বিভিন্ন সাব সেন্টারে ডাক্তার দিয়েছি কিন্তু আমরা তাদের থাকার জন্য কোন কোয়ার্টার দিতে পারিনি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যাতে ডাক্তাররা থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা তারা যেন করেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে, সাব-সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমাদের হেলথ্ এর বিষয়ে ট্রেইনিং দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটে কোশ্চান নাম্বার ২৮।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটে কোশ্চান নাম্বার ২৮।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৩ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত পরিবারকে ভূমিহীন ও গৃহহীন হিসাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২। উক্ত পুনর্বাসনের কোনরূপ নিয়মনীতি আছে কিনা ?

৩। যদি থাকে তবে কি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে ?

৪। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গৃহহীনদের পুনর্বাসনে বাস্তুভিটি এলোটমেণ্ট দেওয়ার পর আর্থিক অনুদান ৭৫০ টাকা থেকে বাড়ানোর বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

৫। থাকিলে ১৯৮০-৮৪ ইং সনে কত সংখ্যক গৃহহীনকে বাস্তুভিটি এলোটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে ?

১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৩ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৬,০৬৫ টি পরিবারকে ভূমিহীন ও গৃহহীন হিসাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

২। আছে।

৩। মহকুমা শহর এবং মহকুমা শহর নিকটবর্তী এলাকায় গ্রামীন দরিদ্র জনগন যাহাদের বাৎসরিক আয়, ২,৫০০ টাকার বেশী নয় এবং যাহাদের নিজস্ব কোন ভূমি বা বাড়ি নেই এমন লোক বিবেচিত বলিয়া নথিভুক্ত করা হইয়াছে।

৪। নেই।

৫। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে মোট ৫৪৭১ জনকে বাস্তুভিটি এলোটমেণ্ট দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কি নিয়ম-বিধি চালু আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা সংখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি এর সংখ্যা অনেক বেশী।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—প্রথমত: গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এবং নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে যেসমস্ত লোক বাস করে, সেটা নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি সিলেকশান করে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যারা বসবাস করে তারা বি.ডি.সি. এর অ্যাপ্রোভাল নিয়ে পঞ্চায়েতগুলি রাজ্যসরকারের কাছে পাঠাবেন, তখন এই সমস্ত ভূমিহীনদের জন্য টাকা মঞ্জুর করা হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—কমলপুর সাবডিভিশনে বি,ডি.সি. এর অ্যাপ্রোভাল ছাড়াই ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ? জানা না থাকলে এটা সংশোধন করার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—এটা আমার জানা নেই। তবে কোন্ জায়গা কোন্ গাওসভার অন্তর্গত সেটা জানালে পরে আমরা দেখতে পারি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—ভূমিহীন এবং গৃহহীন ঘোষণা সরকার থেকে দেওয়ার পর গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তহশীল অফিসে নাম লেখায় এবং দরখাস্ত করে তহশীল অফিসের রিকমেণ্ডেশন নিয়ে সাবমিট করে। কিন্তু বি,ডি.সি, এর অ্যাপ্রোভাল না নিয়েই সালেমা

ত্তশীলের কিছু গৃহহীন এর নাম দেওয়া হয়েছে এবং যারা পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য নয়, এমন কি ১৯৭২ সনে যে সমস্ত লোক বাংলাদেশ থেকে এসেছে, তারাও পেয়েছে। এতে এলাকায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—আমি বলেছি যদি এই ধরনের ঘটনা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। প্রশ্ন কর্তা যেহেতু বি,ডি, সি. এর চেয়ারম্যান, এটা কিভাবে হলো না হলো, এই সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করলে বি,ডি,সি. তে তা হলেই জানতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে বিলো পোভার্টি লাইন, ৬৫ টাকা মাথাপিছু আয় মাসিক, এই ভিত্তিতে একটা পরিবারের কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার টাকা হয়। অর্থাত বিলো পভার্টি লাইন সুযোগ দেবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা— ১৯৮১ সনের পরে রাজ্য সরকার যারা ভূমিহীন এবং গৃহহীন তাদের জন্য ৭৫০ টাকা করে একটা অনুদান দেওয়া হয়েছে। তাতে ১৯৮২তে ৮০০ জনকে, আগে দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭৯ সনে ৮৮৪ জনকে দেওয়া হয়েছে। এই অনুদান ১৯৮০-৮১ সনে ১,৫৭৭ জনকে, ১৯৮১-৮২ সনে ৩,৭৭৭ জনকে, ১৯৮২-৮৩ সনে ৫,৬৬৫ জনকে এবং ১৯৮৩-৮৪ সনে ৪,০০০ জনকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী— আমার প্রশ্নটা হলো বিলো পোভার্টি লাইনের সমস্ত পরিবারকে এই সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ? তাছাড়া ভূমিহীন পুনর্বাসনের জন্য কি কি স্কীম আছে, শুধু কি ভূমি অ্যালটমেন্ট দেওয়া ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, আমি বলতে চাই। প্রশ্নকর্তা যেভাবে বলেছেন সেই রকম-ভাবে যদি হিসাব করতে হয় তা হলে তার জন্য আর্থিক সঙ্গতি দরকার। ফিনান্স কমি-শনের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত করেছিলাম যে এই ৭৫০ টাকা দিয়ে কোন গৃহ হয় না এবং সেই ঘর এক বছরের বেশী চলবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা গৃহ নির্মানের নামে প্রহসন মাত্র। কিন্তু ফিনানস কমিশন এটা করেননি। তারা হয়ত ২০০ টাকা দিয়ে দেবে, যে টাকায় একটা মুরগীর ঘরও হয় না। যারা বন্যাতে গৃহহীন হয়েছে, তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০০ টাকা করে মাত্র বরাদ্দ করেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটা যা তিনি করেছেন, সেটা জানাচ্ছি যে রুরাল ডেভেলাপমেন্ট একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। তার ব্যাপক কর্মসূচী আছে এবং এন, আর, ই, পি, তেও আমরা করছি। সম্প্রতি আমরা ডিসিশান নিয়েছি যারা এই ধরণের ৭৫০ টাকা পেয়েছে অথচ ভূমিহীনদের কলোনী,

সেইসব জায়গায় তাদের ঘরবাড়ী মেরামত করার জন্য আবার অর্থ সাহায্য-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই প্রকল্পটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্থাৎ ঝড় বর্ষার আগেই আমরা কার্যকরী করব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার— এইযে ভূমিহীনের ক্যাটাগরী ঠিক করা হয়েছে, যে পদ্ধতিতে, তার জন্য সরকারের কোন নির্দিষ্ট দায় দায়িত্ব আছে কি না? আগে হয়ত একটা পরিবার ভূমিহীনের পুনর্বাসন পেয়েছিল, তারই একটা অংশ আর এক জায়গায় পুনর্বাসন পাচ্ছে। তাহলে তো পুনর্বাসন চলতেই থাকবে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা— এটা ইয়ার লিমিট করে দেওয়া যাবেনা। তহশীল অফিসে ফেমিলী রেজিষ্ট্রেশান থাকে। তারা কিভাবে নির্ধারণ করবে সেটা সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ঠিক করবে।

শ্রীকেশব সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে বি, ডি, সির সিদ্ধান্ত নিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অমরপুর ব্লকে যে সমস্ত গাঁও সভা আছে, সেগুলিতে যে সব ভূমিহীন এবং গৃহহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তার সংখ্যা কত তা জানার জন্য বি, ডি, সি, থেকে মহকুমা শাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সংখ্যাটা আজ অবধি মহকুমা শাসক বি, ডি, সিকে জানান নি। অন্য দিকে বি, ডি ও, এবং বিভিন্ন গাঁও সভার প্রধানেরা তাদের নিজ নিজ গাঁও সভায় কতজন ভূমিহীন এবং গৃহহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তা মহকুমা শাসক থেকে জানতে চেয়েছেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মহকুমা শাসক প্রকৃত সংখ্যাটা তাদেরকে জানান নি এর কারণ হল বি, ডি, সি, এবং বিভিন্ন গাঁও প্রধানেরা তাদের নিজ নিজ গাঁও সভার মধ্যে যারা প্রকৃতই ভূমিহীন এবং গৃহহীন তাদের পুনর্বাসন দিতে চেয়েছিল, তা দেওয়া হয় নি, মহকুমা শাসক কোনও রাজনৈতিক দলের ইচ্ছামত তাদের দলের লোকদের ভূমিহীন অথবা গৃহহীন বলে স্বীকার করে নিয়ে পুনর্বাসন দিয়েছেন, যেটা গাঁও প্রধানদের আদৌ মনোপূত: হয় নি। কাজেই গাঁও প্রধান ও বি, ডি, সির মতামতকে উপেক্ষা করে অমরপুর ব্লকের বিভিন্ন গাঁও সভাতে যাদেরকে ভূমিহীন এবং গৃহহীন বলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি এবং সেই তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে, তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা— স্যার, তিনি যে সমস্ত গাঁও সভা সম্পর্কে এখানে অভিযোগ করেছেন, সেগুলি আমি অনুসন্ধান করে দেখব।

মিঃ স্পীকার— শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ও শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

শ্রীআরবের রহমান— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বহু মূল্যবান বনজ সম্পদ চোরাপথে বাংলাদেশে বা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যে পাচার হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়, তবে এই ধরনের পাচার রোধে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং

৩। এই ধরনের পাচারের ফলে চলতি আর্থিক বছরে বন দপ্তরের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, রাজ্যের বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান বনজ সম্পদ চোরা পথে বাংলাদেশে পাচার হয় তবে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যে বনজ সম্পদ পাচারের সংবাদ জানা নাই।

২। এই ধরনের পাচার বন্ধ করার জন্য বন দপ্তরের স্থানীয় কর্মচারীদের ও টহলদার বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে এবং এই ব্যাপারে সীমান্তবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হইতেছে।

৩। এই ধরনের পাচারের সময় চলতি আর্থিক বছরে যে সমস্ত ঘটনা ধরা পড়েছে, তাহাতে বন দপ্তরের আনুমানিক ৩৫,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান বনজ সম্পদ পাচার হচ্ছে বলে বল্লেন, তা কোন কোন জায়গা দিয়ে বেশী করে পাচার হচ্ছে, তা জানাবেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান— স্যার, এটা নিশ্চয় সবাই অবগত আছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সব দিকেই বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে এবং সেই সীমান্ত এলাকা পাহাড়ী

দেওয়ার জন্য আমাদের দিকে যেমন সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের সীমান্ত বাহিনী রয়েছে। তাছেই এই বিরাট সীমান্তের কোন দিক দিয়ে বেশী করে বনজ সম্পদ পাচার হচ্ছে, তার সঠিক তথ্য তারাই দিতে পারেন। যা হউক বন দপ্তরের দিক থেকে এই ধরনের পাচার যাতে বন্ধ হয়, সেজন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শুধু আমাদের বনজ সম্পদই পাচার হচ্ছে, তা নয়, সেই সঙ্গে আমাদের অনেক বন্য পশুও পাচার হয়ে যাচ্ছে. এটা আপনি অবগত আছেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান— স্যার, এই তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে আমাদের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে যে সব মূল্যবান কাঠ পাচার হচ্ছে, তাতে বন দপ্তরের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার মত। কিন্তু এই সব পাচারের ক্ষেত্রে বন দপ্তরের কর্মচারী বিশেষ করে চড়িলাম ফরেষ্ট বীটের যে সব অফিসার ও ষ্টাফ আছে, তারাই সহযোগীতা করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীআরবের রহমান— হ্যাঁ, চড়িলাম এরিয়াতে বিগত কিছু দিন আগে এই ধরনের কিছু পাচারের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই পাচারের সঙ্গে কর্মচারীরা জড়িত রয়েছেন বলে যে কথা উনি বলেছেন, তা আমার জানা নাই।

শ্রীকানুলাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শুধু বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যেই আমাদের বনাঞ্চলের মূল্যবান কাঠগুলি পাচার হয়ে যাচ্ছে, তা নয়। আমাদের এই রাজ্যের মধ্যেও মূল্যবান কাঠ পাচার করার একটা চক্র রয়েছে, বিশেষ করে চড়িলাম অঞ্চলে একটা রাজনৈতিক দলের লোকেরা বনাঞ্চল থেকে কাঠ চুরি করে, সেগুলি বাইরে পাচার করে দেওয়ার চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে, আর সেখানে কাঠ পাচার কালে কোন বিঘ্ন ঘটলেই ঐ চক্রের লোকজন বোমা ফাটিয়ে ঐ খানে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীআরবের রহমান— হ্যাঁ, এই ধরনের ঘটনার রিপোর্টও আমাদের কাছে এসেছে। এই কয়েকদিন আগে আমাদের সি, এফ, ও, যখন এই ধরনের ঘটনার তদন্ত করছে, সেখানে

যান, তখন তার গাড়ী লক্ষ্য করে একটি রাজনৈতিক দলের কিছু দুষ্কৃতিকারী বোমা ফাটি-য়েছিল।

শ্রীভানুলাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতিকারী বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ করে পাচার করার চেষ্টা করছে, সেটাকে রোধ করার মত নিজস্ব সিকিউরিটি যখন বন দপ্তরের নাই, তখন রাজ্য পুলিশ থেকে কিছু সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে সেই পাচার বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীআবেদর রহমান— এই বিষয়টা আমরা ভেবে দেখব।

শ্রীজওহর সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বছরে ২ লক্ষ টাকার বনজ সম্পদ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে পাচার হয়ে যায়। কিন্তু কিছু দিন আগে আপনার দপ্তরের কোন একজন কর্মী, আপনারই পার্সোন্যাল সেক্রেটারী জনৈক মজুমদার তেলিয়ামুড়া বনাঞ্চল থেকে কিছু মূল্যবান গাছ কেটে লাকড়ি করে সরকারী গাড়ী করে আনার পথে ডি, এফ, ও, রেঞ্জের একজন অফিসারের হাতে ধরা পড়েছেন এবং ধরা পড়ার পর আইন মাফিক তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা এবং কোন সরকারী কর্মচারী যদি এই ধরনের বে-আইনী কাজে লিপ্ত থেকে ধরা পড়ে জরিমানা দিতে হয় তাহলে সরকার আইন-মূলে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা, তার বিরুদ্ধে সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীআবেদর রহমান— স্যার, এই ধরনের কোন ঘটনার কথা আমার জানা নাই।

শ্রীজওহর সাহা— স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে যদি কোন লোক বে-আইনী বনজ সম্পদ পাচার কালে ধরা পড়ে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সরকারী আইন অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, তা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনার এই সাপ্লিমেন্টারীটা মূল প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া — কোয়েশ্চান নং ৬৯

শ্রীখগেন দাস— কোয়েশ্চান নং ৬৯

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে ?

উত্তর

৩৭টি।

প্রশ্ন

২। তার মধ্যে ৬ শয্যা বিশিষ্ট কয়টি এবং অতুর্ধ কয়টি ?

উত্তর

৬ শয্যা বিশিষ্ট ৫টি। যথা:— (১) কাঞ্চনবাড়ী (২) আনন্দনগর (৩) শ্রীনগর (৪) কাতলামারা ও (৫) তীর্থমুখ এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি যথা — বাইজলবাড়ী

প্রশ্ন

৩। শয্যাবিহীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়টি (আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

শয্যাবিহীন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩১টি।

প্রশ্ন

৪। সব কয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছি কি না ?

উত্তর

শয্যাযুক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইয়াছে। শয্যাবি-হীন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও চিকিৎসক দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন

৫। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতিলাল সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যে রোগীদের জন্য মাথা পিছু কত টাকার ঔষধ বরাদ্দ আছে ?

শ্রীখগেন দাস— স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে পরিমাণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বাড়ান হয়েছে সেই পরিমাণ ঔ ষধের বরাদ্দ, এমবুলেন্স, ডাক্তারের পরিমাণ বাড়ান হয়েছে কি না ?

শ্রীখগেন দাস— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রীকওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি আছে সেগুলিতে প্রতি দিন গড়ে কত রোগীকে চিকিৎসা করা হচ্ছে ?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হয় নাই সেগুলিতে ফার্মাসিষ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস—হ্যাঁ।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই উপস্বাস্থ্য কবে নাগাদ ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হবে জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, সময় সীমা জানান সম্ভব নয়।
মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য নকুল দাস, সমর চৌধুরী, রতিমোহন জমাতিয়া, মতিলাল সরকার ও কেশব মজুমদার—ব্র্যাকেটেড।

শ্রীনকুল দাস—কোয়েশ্চান নং ১১৩

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ১১৩

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কয়টি টিউবওয়েল, রিংওয়েল, মেশিনারী ওয়েল ও গভীর নলকূপ দ্বারা পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল ?

উত্তর

১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৬,৯২৬টি টিউবওয়েল, ৩,৭৮০টি রিংওয়েল দ্বারা পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল।

প্রশ্ন

২। ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতগুলি রিংওয়েল, টিউবওয়েল, মেশিনারী ওয়েল, ও ডিপ—টিউবওয়েল বসান হয়েছে ?

উত্তর

১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৩,৪০৭টি টিউবওয়েল, ৪,৫৫৬টি রিংওয়েল ৪১৬টি মেশিনারী ওয়েল এবং ১৮টি ডিপ—টিউবওয়েল বসান হইয়াছে।

প্রশ্ন

৩। এর মধ্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কতগুলি বসান হয়েছে ?

উত্তর

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টিউবওয়েল ইত্যাদির কাজ করান হয় না।

প্রশ্ন

৪। এতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

৭,৯৬,৩৯,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রশ্ন

৫। কত মানুষকে পানীয় জলের সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং ?

উত্তর

৬,৫০,০০০ জন মানুষের পানীয় জলের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন

৬। বর্তমানে কতগুলি অচল ও কতগুলি সচল অবস্থায় আছে ?

উত্তর

বর্তমানে ১,২৭০টি টিউবওয়েল, ৪৮৫টি রিংওয়েল ও ৫টি মেশিনারী ওয়েল খারাপ অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন

৭। গ্রামে যে সমস্ত টিউবওয়েল ও রিংওয়েল বসানো হয়েছে সেগুলিকে সর্বদা সার্ভিসিং এবং মেইনেটনেনস করার জন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা আছে।

উত্তর

সার্ভিসিং ও মেনেটনেনস এর জন্য সরকার প্রতিটি ব্লককে এসিষ্ট্যান্ট ও মেকানিক্স নিযুক্ত করেছেন যাহারা পর্যায়ক্রমে গ্রাম পরিদর্শন করে ও পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে এবং সীমিত অর্থ বরাদ্দের সাথে সংগতি রেখে অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি মেরামতের ব্যবস্থা করে থাকে।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি ঠিক যে টিউবওয়েলগুলি ঠিক করার জন্য প্রতিটি ব্লকে/প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসিষ্ট্যান্ট ও মিকানিক্স নাই সেজন্য অচল টিউবওয়েলগুলি ঠিক সময় মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না? যদি সত্যি হয় তাহলে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে ৮২ জন মিকানিক্স ও ৬৭ জন ওয়ার্ক এসিষটেন্ট ১৭টি ব্লকে নিযুক্ত আছে। সরকার কয়েকটি পঞ্চায়েতকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস দিয়েছেন যাতে গ্রামের লোকেরাই টিউব ওয়েলগুলি রিপেয়ার করে নিয়ে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়া আমরা প্রতিটা সাব-ডিভিশনে প্রতি বছর এই জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি সেই ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে গ্রামের শিক্ষিত বেকার যারা আছেন তারা সেখানে ট্রেনিং নিয়ে নিজেরাই টিউবওয়েলগুলি মেরামত করে গ্রামে জল সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে পারেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সারা ত্রিপুরায় আমরা টিউবওয়েল ও রিংওয়েল দিয়ে ছড়িয়ে রেখেছি তার সবগুলি সরকার তরফ থেকে মিকানিক্স দিয়ে মেরামত করে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা প্রত্যেক ডি, এম, র কাছে বহু টাকা দিয়ে রেখেছি সেখান থেকে ব্লক থেকে বা বি, ডি, সি, থেকে কোথায় টিউবওয়েল খারাপ হয়ে আছে সেই সব খোঁজ নিয়ে ডি, এম, র কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেগুলি মেরামত করে জল সরবরাহ চালু রাখতে পারেন।

শ্রীমতিলাল সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যেহেতু টিউবওয়েল ইত্যাদি মেরামত করার জন্য মেকানিকসের অভাব সেজন্য বিভিন্ন গাঁও সভাগুলির অফিস কম্প-

লেন বুক রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে কি না? কারণ সেই বইগুলিতে কোথায় কোথায় টিউবওয়েল অকেজো হয়ে আছে সেই সব খবর জানালে গাঁও সভা থেকে সেগুলি মেরামত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হতে পারে?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিভিন্ন ব্লকগুলিতে ম্যাকানিকস ক্যাম্প করার ব্যবস্থা আছে। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছিল যে নষ্ট হলে মেকানিকসরা বা ওভারসীয়াররা জানতে পারবেন না সেটা ঠিক নয়। তার জন্য প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা করে কম্পলান বুক রাখা হয়েছে। সেখানে কোন গ্রামবাসী বা প্রধানরা যে কোন লোক ঐ কম্পলান বুকে লিখে দিলে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী মেকানিকস অথবা বি, ডি, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই সমস্ত খবর দেবে এবং এগুলি মেরামত করা হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, কম্পলান বুকে কম্পলান করা সত্ত্বেও মেকানিকস বা ওভারসীয়ারদেরকে দিয়ে টিউবওয়েল মেরামত করানো যায় না এবং টিউবওয়েলগুলি আরও বেশী অচল হয়ে যায়। কাজেই মেকানিকসরা বা ওভারসীয়াররা বি, ডি, ওর আনডারে আছে কি না এবং বি, ডি, ওর আদেশ মানতে বাধ্য কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মেকানিকস বা ওভারসীয়ার ব্লকে যারা কাজ করেন তারা বি, ডি, ওর অধীনে কাজ করেন এবং বি, ডি, ও, নির্দেশ দিলে তারা সেটা করতে বাধ্য। টিউবওয়েল ও রিংওয়েল নষ্ট হওয়ার কতগুলি কারণ আছে। যে গভীরতায় টিউবওয়েল বসানো উচিত সেটা অনেক সময় হয় না। জলের লেয়ারের নীচে চলে যায় এবং ফিলটারে কোন কারণে বালি জমে গেলে জল সংবরাহ হয় না। এটা মেকানিকস বা ওভারসীয়ারদেরকে জানালে তারা এটা অনুসন্ধান করে বেমবো ওয়াশ করে ঠিক করে দিতে পারে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মেকানিক বা ওভারসীয়ার বি, ডি, ওর আদেশ মানতে বাধ্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অনুসন্ধান করে দেখবেন কি না যে, সোনামুড়া ব্লকের মেকানিক ও ওভারসীয়ারকে বি, ডি, ও, আদেশ দিয়েছিলেন বি, ডি, সির মিটিংএ উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানদের কি কি অসুবিধা আছে সেগুলি জানার জন্য। এই ক্ষেত্রে তারা বি, ডি, সির মিটিংএ উপস্থিত হন নি এবং বি, ডি, ওর আদেশ অমান্য করেছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে

দেখবেন কি না ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এটা নিশ্চয় অনুসন্ধান করে দেখা হবে এবং অর্ডার ভায়লেট করা হলে সরকারী ভাবে কি করা যেতে পারে সেটা পরে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই শুকা মরশুমে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ছড়াগুলি শুকিয়ে গেছে। কাঁচা কুয়ো সেগুলিও শুকিয়ে গেছে। এখন একমাত্র নির্ভর করতে হচ্ছে টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলির উপর। আমার ডলুমা এলাকা থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার এলাকায় এই অবস্থা। সেগুলি দেখার জন্য কোন টেকনিক্যাল লোক নেই। আমি দুই জন লোক ঠিক করলে বি, ডি, ও, তাদেরকে ঠিক মত পেমেন্ট না করায় তারা অসহায়। স্যার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এগুলি করা হয়েছে আর ৫/৬শো টাকার জন্য এই টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি অচল হয়ে পড়ে আছে. মানুষ সার্ভিস পাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না যে, দুই জন লোককে নিয়োগ করে এগুলি মেরামত করা যায় কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। এগুলি মেকানিকেল জিনিস নষ্ট হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন। বি, ডি. সির মিটিং এ এই ধরনের রিপোর্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে যার ফলে গ্রামবাসীরা অসুবিধা ভোগ করছে। ট্রাইবেল বলে কথা নয়, ট্রাইবেল ও বাঙ্গালী বিভিন্ন এলাকায় এগুলি হচ্ছে। আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে য প্রধানরা তারা পার্টস বি, ডি. ও, অফিস থেকে নিয়ে তারা মেরামত করতে পারে। যেখানে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে সেই সব জায়গায় আমাদের লোক না পৌছলে প্রধানরা তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে লোক্যাল কারিগর দিয়ে মেরামত করতে পারবে বি, ডি, ও, অফিস থেকে পার্টস নিয়ে। কিন্তু রি-সিনকিং এর কোন ব্যাপার হলে সেই সব কাজ সেগুলি আমাদের অফিসার দিয়ে করাতে হবে। ছোটখাট যে কাজ যে কোন সময়ে মেরামত করার দরকার হতে পারে এবং হাজার হাজার টিউবওয়েল রয়েছে ১৫/২০ পার্সেন্ট টিউবওয়েল অচল হয়ে আছে। চালু টিউবওয়েলগুলিও অচল হতে পারে। যেমন অনেক পার্টস খুলে নিয়ে মার্কেটে বিক্রী করে দেওয়া হচ্ছে। সবগুলি টিউবওয়েল পাহাড়া দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় যদি গ্রামাঞ্চলের লোক নিজেরা উদ্যোগী না হয়। আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করছি যে আগামী যে সময়টা এই সময়ে এইগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে, এই কাজটা করতে

হবে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমার অমরপুর ব্লকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন সেখানে অধিকাংশ গাঁওসভার প্রধানরা দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন যে শতকরা ৮০ ভাগ টিউবওয়েল ও রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলিতে কোন কাজ হচ্ছে না। বি.ডি. সির মিটিং-এ বার বার সিদ্ধান্ত নিয়ে গত তিন বছর যাবত এগুলি ঠিক করানো হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ, দুই জন মেকানিক্স দিয়ে এগুলির মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এত লম্বা বক্তৃতার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি জবাব দিচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জওহর সাহার মূল প্রশ্ন হচ্ছে, অমরপুর বি. ডি. সি. এর মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল দুই জন মেকানিক্স দেওয়া হবে, সেই মেকানিক্স দেওয়া হবে কি না সে সম্পর্কে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— এটার জন্য পাঁচ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিলে চলে না। আমরা চেষ্টা করে দেখব, দিতে পারব কি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটা জনসাধারণের স্বার্থে একটি বিরাট প্রশ্ন। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, জবাব দিতে পারবেন না। এ কেমন কথা।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় সব মিলিয়ে, ১৩,৪০৭ টি টিউবওয়েল, ৪,৫৫৬টি রিংওয়েল, ৪১৬টি মেশিনারী ওয়েল ও ১৮টি ডিপ টিউবওয়েল বসানো ও তৈরী করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৭, ৯৬, ৯ ৩৯, ০০০ টাকা, এবং ৬.৩০,০০০ মানুষ পানীয় জলের সুযোগ পাচ্ছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাকী লোকদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ? এ ছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কিসের ভিত্তিতে এইগুলি এলাকায় বসান হয় ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা হচ্ছে, রুরাল ডেভলাপমেন্ট প্রোগ্রাম। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন এলাকায় ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে সাপ্লাই

ওয়াটারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ফর ড্রিংকিং। ৬, ৩০, ০০০ মানুষের কাছে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সেটা শুধু মাত্র টাউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামাঞ্চলেও আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— কিভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, প্রায়রিটি ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে, যে সব গ্রামে একেবারেই পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যে জন সংখ্যার কথা বলেছেন তা আরবান এলাকার কথা বাদ দিয়ে বলা যায় না। শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রায়রিটির ভিত্তিতে কোন গ্রামে দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, এমন ট্রাইবেল এলাকা আছে যেখানে কোন টিউবওয়েল পর্যন্ত নেই। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু করা সম্ভব হয় নি। সেই সব এলাকায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ট্যাঙ্ক করে। এটা খুবই কঠিন কাজ। এই বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য ৬টি ট্যাঙ্ক করা হয়েছে, যার ফলে ৪ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে। কাঞ্চনপুরে ডিপ টিউব-ওয়েল হত না। সেখানে রিসেন্টলি সাকসেসফুল হয়েছে। আমরা ডিপ টিউব-ওয়েল করতে পেরেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে টিউব-ওয়েল করা সম্ভব হয় নি। প্রায়রিটির বেসিসে হচ্ছে, যেখানে জল এখন পর্যন্ত যায় নি সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার, অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

মিঃ স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার, ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কোন অভার ডিউ (over due position) আছে কি,

উত্তর

হাঁ, আছে।

প্রশ্ন

২। থাকিলে তাহা কমানোর জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

অভার ডিউ কমানোর জন্য যে সব উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে তাহা এই রূপ :—

(ক) ঋণ খেলাপী সভ্যদের ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া,

(খ) ইচ্ছাকৃত ভাবে ঋণ পরিশোধ করে নি এইরূপ সদস্যদের বিরোদ্ধে সমবায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

(গ) ঋণ ফেরত দাতা সভ্যদের নূতন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা তরান্বিত করা।

শ্রীনকুল দাস :— এই যে অভার ডিউ হচ্ছে, এটার মূল পারসেনটেজ কত, এবং এর জন্য বিরাট অংশের ঋণ ১৯৭৭ সনের আগে সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছিল যাদের পাত্তা নেই, ওরা পরিশোধও করে নি এই জন্য স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ফিনানসিয়াল অবস্থায় আঘাত পড়ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন যে ঋণ অভার ডিউ আছে এটা পুরানো এবং নূতন মিলিয়েই ধরা আছে। স্বল্প মেয়াদি ঋণ এখন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক যা বিনিয়োগ করেছে যা তা হচ্ছে, ২, ১৮, ৩৭, ০০০ টাকা। বকেয়া আছে, ২০১, ৪২, ০০০ টাকা। পারসেন্টেজ হচ্ছে, ৯২.২৪। এই হচ্ছে অবস্থা। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্য্যন্ত অনেক ঋণ ছিল বকেয়া, সেগুলিও তার মধ্যে ধরা আছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & "B")

রেফারেন্স পিরিয়ড

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়-এর নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। বিষয়টি হলো

১৯৮৪-৮৫ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাজেটে কর পুনর্বিন্যাসের নীতিতে রাজ্য সমূহের যে ৭৬ কোটি টাকা ক্ষতি হবে বলে অনুমিত হয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে আহ্বান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য ।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মি: স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে ১৯৮৪-৮৫ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাজেট কর পুনর্বিন্যাসের নীতিতে রাজ্য সমূহের যে ৭৬ কোটি টাকা ক্ষতি হবে বলে অনুমিত হয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ।

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২৯শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব ।

মি. স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ২৯শে মার্চ্চ হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন ।

গত ২৬/৩/৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য । বিষয় বস্তু হলো –

'গত ১৯শে মার্চ্চ থেকে ত্রিপুরার গ্রামীন ব্যাংক কর্মচারীদের রিলে অনশন অবস্থান আন্দোলন সম্পর্কে' ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি -

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাংকিং রেগুলেশন এ্যাক্টট, ১৯৪৯ অনুযায়ী এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংকগুলির কাজকর্ম পরিচালিত হয়। ব্যাংকগুলির উপর রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার নেই । সুতরাং ব্যাংক ও তাদের কর্মচারীদের কার্য্যকলাপের উপরে বিবৃতি দেওয়া যায় না। তবুও উক্ত বিষয়ে যতটুকু আমার গোচরে এসেছে তাহা নিম্নরূপ । ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক কর্মচারী সমিতি ৭/৩/৮৪ ইং তারিখে চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংকে জানাইয়াছে যে তাদের সমিতির পক্ষ থেকে সারা দেশ ব্যাপী

এক দিনের মাস ক্যাজুয়েল লীভ নেওয়ার প্রোগ্রাম করিয়াছে তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে। দাবীগুলি নিম্নরূপ -

১) সমকাজুরীর সমবেতন,
২) এসো সয়েশানকে স্বীকৃতি দেওয়া,
৩) কেশীয়ার-কাম ক্লার্ককে ক্যাশ এলাউন্স দেওয়া,
৪) ক্রিয়েশান অব পোষ্ট ইন পোষ্ট উইথ স্কেল ফর সুইপার কাম ম্যাসেন্জার
৫) ইউনিফর্ম রিক্রুটমেণ্ট রুলস তৈরী করা সম্পর্কে,
৬) হাউস বিল্ডিং লোন দেওয়া সম্পর্কে, যেমন রাজ্য সরকার দিচ্ছেন,
৭) ডেপুটেড অফিসারদের ফেরৎ দেওয়া সম্পর্কে,
৮) একই রকম লীভ ট্রেভেল কনসেশন দেওয়া সম্পর্কে,
৯) চিকিৎসা খরচ দেওয়া সম্পর্কে,

এই ক্যাশ এলাউন্স রাজ্য সরকারও দিয়ে থাকেন। আমরা এই দাবীর প্রতি সহানুভূতিসহ আমি আগেই বলেছি রিজার্ভ ব্যাংক, এবং ব্যাংকের যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে ও কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তাদের উপর নির্ভর করে। এইসব দাবী সুরাহা না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামীন ব্যাংকের কর্মচারীরা আমি যতটুকু জানি নিম্নলিখিত আন্দোলনের কর্মসূচী তারা পালন করছেন -

১) বিলে ভাংগার ষ্ট্রাইক ফ্রম ১৯/২/৮৪ টু ২৪/২/৮৪ এ্যাট হেড কোয়ার্টার
২) বিলে এ্যান্ড প্রসেশন এ্যাট হেড কোয়ার্টার। এ মাসের ২৪ তারিখে সেটা হয়েছে।
৩) মাস বিলে বিভিন্ন জায়গাতে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে। এটা তারা ১১/৪/৮৪ ইং তারিখে করবেন।
৪) সিগ্‌নেচার ক্যাম্পেন, সেটা তারা ৩১/৫/৮৪ ইং তারিখে করবেন।
৫) নন্‌-সাবমিশন অব অল টাইপস্ অব রিপোর্ট এ্যান্ড রিটার্ন। সেটা তারা করবেন ১৫/৬/৮৪ থেকে ৩১/৭/৮৪ পর্য্যন্ত।

স্যার, বামফ্রন্ট সরকার কোন আইন সংগত এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর হস্তক্ষেপ করে না। আমরা শুধু চাই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকুক এবং তাদের ন্যায় সংগত যে সমস্ত দাবী আছে কর্তৃপক্ষ সেগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের একটা সূত্র বের করুন। আমি আবার এই হাউসে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, এই পোর্ট ও ডকের ৩ লক্ষ শ্রমিক দীর্ঘদিন

যাবৎ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন বন্দরে বন্দরে। এতে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে সমস্ত দেশে, এই ক্ষতির কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার তাড়াতাড়ি আবারও আলোচনায় বসুন এবং ধর্মঘটের মীমাংসা করুন শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে। আমি এর বেশী কোন বক্তব্য এখানে উপস্থিত করতে পারছি না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবগত আছেন কি যে, ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংকে ত্রিপুরা সরকারের কিছু প্রকল্প আছে, যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার এই গন আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং এটাও উল্লেখ করেছেন কর্মচারীদের যে সমস্ত দাবী আছে সেগুলি যুক্তি সংগত, তাই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক-এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন কিনা যাতে তাদের এই দাবীগুলি পূরণ করা হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমি আগেই বলেছি এটা সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী কর্মসূচীর একটা অংগ। যখনই এই রাজ্যে এই ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংকের কর্মচারী এবং শ্রমিকদের সংগে বিরোধ হয়েছে তখনই আমরা সাহায্যের পথে গিয়েছি এবং অনেক ক্ষেত্রেই শান্তি-পূর্ণ মীমাংসা আমরা করতে পেরেছি। এক্ষেত্রেও যদি কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক কর্মচারী আমাদের সাহায্য চান আমরা নিশ্চয়ই সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করব।

শ্রীকওহর সাহা :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৯শে মার্চ ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক কর্মচারীবৃন্দ রিলে অনশন এবং গন অবস্থান করছেন এবং এতে রাজ্যের উন্নয়ন-মূলক কাজের অসুবিধা হচ্ছে এবং জনসাধারণও অসুবিধা ভোগ করছেন। ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের দাবীগুলি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে আলাপ আলো-চনা করে পূরণ করার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা। কারণ ত্রিপুরা একটি পশ্চাদপদ রাজ্য, কাজেই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে রিজার্ভ ব্যাংক এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গ্রামীন ব্যাংকের কর্মচারীদের বিরোধ নিষ্পত্তি-কল্পে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, এই সব ক্ল্যারিফিকেশান আমি আগেই দিয়েছি। আমি বলেছি যে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের করনীয় কিছু নেই। আমরা শুধু এইটুকু আশা করতে পারি রিজার্ভ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে এই বিরোধ মীমাংসা করেন।

মিঃ স্পীকার :- গত ২৬-৩-৮৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক

উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তু হলো –

'গত ২৩শে মার্চ কংগ্রেস (ই) রাজ্য সম্পাদক সহ ভোলানাথ দেব সাথে আগরতলায় অরুন্ধুতি নগর পুলিশ লাইনের সন্নিকটে এস, আই, মুকুন্দ ঘোষের কোয়ার্টারে কিছু সংখ্যক পুলিশ অফিসার কর্মচারীদের সাথে বৈঠক সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

কংগ্রেস (ই) রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীভোলানাথ দেব গত ২৩ মার্চ অরুন্ধুতি নগর পুলিশ কোয়ার্টারে শ্রীমুকুন্দ ঘোষের বাসায় পুলিশ অফিসার ও কনেষ্টবলদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক করেছেন কিনা, তা বলা সম্ভব নয়। বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক দলের নেতাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য কোন গোয়েন্দা নিয়োগ করেন না। এটা আগেকার সরকার করতেন কিন্তু আমরা সরকারে আসার পর রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে কোন গোয়েন্দা লাগাবার ব্যবস্থা করি নি। তবে রাজনৈতিক দলসমূহকে এবং তাদের নেতাদের নিকট অনুরোধ জানাতে চাই যে, তারা যেন পুলিশ অফিসার কর্মচারীদের মধ্যে এমন কোন উস্কানি না দেন যার ফলে পুলিশের নিয়ম-শৃঙ্খলা দুর্বল হতে পারে। অনেক দিনের গনতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ত্রিপুরার পুলিশ তাঁদের সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার পেয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকার তাদের স্বীকৃত সংগঠনের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেছেন। যে কোন ধরনের উস্কানি তাদের সেই সংগঠনের অধিকারের উপরই আঘাত আনতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের জীবন ধারনের মান উন্নত করার জন্য অনেক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাদের জন্য আরো সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করার দিকে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা সব সময় অব্যাহত থাকবে।

শ্রীমানিক সরকার – পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই ভোলানাথ দেব এবং রাখাল চক্রবর্ত্তী উনারা দুইজন কংগ্রেস (আই) দলের অন্যতম সম্পাদক, উগ্রপন্থীদের আক্রমনে তিন জন পুলিশ নিহত হন এবং সেই নিহত পুলিশদের যখন অরুন্ধুতিনগর পুলিশ ষ্টেশনে আনা হয় তখন সেখানে তাঁরা বাইরের লোকদের নিয়োজিত করেন পুলিশদের উত্তেজিত করার জন্য কংগ্রেস (আই) দলের পক্ষ থেকে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী – আমি সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে এই বিষয়গুলি উপস্থিত করবেন না, কারণ, পুলিশের মধ্যে আজকে এমন কোন বক্তব্য এখন দেওয়া উচিত নয় যা উস্কানি দিতে সাহায্য করবে।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান,

মিঃ স্পীকার- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—

"The Indian Forest (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984). "উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় বন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমার দুটি কলিং এটেনশ্যান নোটিশ রয়েছে। একটা হচ্ছে" গত ১৭/৩/৮৪ ইং গর্কি থেকে বাড়ী ফেরার পথে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমনে একজন আহত হওয়া সম্পর্কে" এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনাদের বোধ হয় এটা জানানো হয় নি যে, আজকে দুটি কলিং এটেনশ্যান নোটিশ ছিল, একটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদারের এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার এই দুটি কলিং এটেনশ্যান নোটিশের উপর ২৩/৩/৮৪ ইং তারিখে কলিং এটেনশন এবং ২৬/৩/৮৪ ইং রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং এটেনশ্যান নোটিশ থেকে একটু অন্য রকম করে দেওয়া হয়েছে কারন ২৬/৩/৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া রেফারেন্স পিরিয়ড এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ২৭/৩/৮৪ ইং তারিখে কলিং এটেনশ্যান নোটিশ আকারে এনেছিলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই নোটিশগুলির উপর বিবৃতিও দিয়েছেন। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা কনফার্ম করেছেন যে একই সাবজেক্টের উপর দুবার কলিং এটেনশ্যান হবে না, তাই আমি ডিলেট করতে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীজওহর সাহা— স্যার, আমার একটা কথা আছে আমরা দেখছি এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেস দল বর্তমান বিধান সভার অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার আমি অনুরোধ করবো ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ লোকের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাঁদের উপর থেকে সাসপেনশ্যানের অর্ডার তুলে নিয়ে সুস্থ

পরিবেশ গড়ে তুলুন করুন বাজেট অধিবেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, কোন সাসপেনশনের ভার্ডার তাদের উপর নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার— মিঃ স্পীকার স্যার, একটা শক্তিশালী বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকবে বিধান সভায় ভেবে দেখুন।

মিঃ স্পীকার— আমিও এটা চাই না, সেইজন্য আমি বার বার তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছি কিন্তু তাঁরা আসেন নি।

শ্রীব্রজেন্দ্র সাহা— এই ব্যাপারে আপনি উদ্যোগ নিন যাতে তাঁরা আসতে পারেন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য আমার উদ্যোগ আছে এবং এখনও সে উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্র সাহা— মিঃ স্পীকার স্যার, বাজেট অধিবেশন একটা পূর্নাঙ্গ অধিবেন, এই অধিবেশনে বাজেট প্লেস করা হয় কিন্তু এই অধিবেশনে এক পক্ষ উপস্থিত থাকবে আর অন্য পক্ষ থাকবে না এটা তো হতে পারে না। কারন আলোচনায় বিরোধীরা অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না। গনতান্ত্রীক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে হলে সেটা তো হতে পারে না তাই আমি আপনার তরফ থেকে জানতে চাই এই ব্যাপারে কি কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার— এটা সত্যই বাজেট সেশানে তাঁরা আসছেন না, এটা আমরা কেহই চাই না। অন্ততঃ স্পীকার হিসাবে আমি কখনও এটা চাইতে পারি না। সে জন্য আমি বার বার তাদের কাছে আবেদন করেছি।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন্ দাবীর ভিত্তিতে কংগ্রেস (আই) দল কেন এখনও বিধানসভায় আসছেন না ?

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে প্রশ্ন এনেছেন আমি নিশ্চয়ই সেটা জানাতে পারি তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই। এসেম্বলীর লিডার অব দি অপজিশ্যন এবং এসেম্বলীর চীফ হুইপদের কাছে একটা ষ্টেটমেন্ট যাবে সেটা প্রেসে দেওয়া হয়েছে এবং তার কপি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেওয়া হবে, তার মধ্যেই আমি সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছি।

আমি আশা করি, আপনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা জানতে পারবেন, আমি জানাবো ।

Shri Araber Rahaman— Mr Speaker sir, I beg to move for leave to introduce the Indian Forest (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984.

মি: স্পীকার— এখন আমি মাননীয় বন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—
The Indian Forest (Tripura Amendment) Bill.
1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984). এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক ।

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :—
'The Tripura Educational Institutions (Acquisittion of Right, Title and interest) (Amendment) Bill. 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984) উত্থাপন' । আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে ।

Shri Dasharath Deb— Mr Speaker sir, I beg to move for leave to introduce the 'Tripura Educational Institutions (Acquisittion of Right, Title and interest) (Amendment) Bill. 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984)'.

মি: স্পীকার— এখন মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :-
'The Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right, Tit'e and Interest (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984.)
এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক' ।

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS.

ANNCXURE—'C'

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস।" গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়ের আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার * ৩১৯-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।
আমি এখন মাননীয় খাদ্য ও জন সংভরন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ ও পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার * ৩১৯-এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীবাম কুমার নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি" পোস্ট পণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ এবং পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার * ৩১৯-এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু পাস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান।" গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।
আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি "পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬ এর উত্তর পত্রগুলো সভায় পেশ করছি।"

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—"লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান।" গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।
আমি এখন মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি "পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১ এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।"

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, অদ্যকের যে সমস্ত পোষ্টপণ্ড স্টার্ড (*) এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চান-এর উত্তর পত্রগুলো সভায়

পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

: গভর্ণমেন্ট বিজনেস্ (ফিনানশিয়াল) :

"ডিস্কাশান অ্যাণ্ড ভোটিং অন্ দি ডিমাণ্ডস্
অব গ্র্যাণ্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৪-৮৫ ইং।"

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- '১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উত্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্যসূচীতে মোট ১৫টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরুর আগে আপনারা নিশ্চয়ই বুলেটিন পার্ট টু পেয়েছেন, যাতে রংলি একটা মেজর হেড ২৮৫ পুট হয়েছিল, সেটা মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের নামে ছিল, এই বুলেটিনটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সব সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটা নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

এখানে সময় যেটা রাখা হয়েছিল যে কংগ্রেস (ই) জন্য ৩২ মিনিট, টি. ইউ, জে, এস এর জন্য ১৬ মিনিট ইণ্ডেপেনডেনসের জন্য ৭ মিনিট, ট্রেজারী বেন্স এর জন্য ১০ মিনিট, বাকী সময়টা ভোটিং-এর জন্য। যদি কংগ্রেস (ই) র সদস্যরা না আসেন, তাহলে টি, ইউ, জে, এস পাবেন আরও বাড়তি ৮ মিনিট, ইণ্ডেপেনডেনসে পাবেন ৪ মিনিট, ট্রেজারী বেন্স পাবেন ২০ মিনিট, সেই অনুযায়ী আপনারা সময়টা এডজাষ্ট করে নেবেন।

শ্রীজওহর সাহা :- স্যার, কংগ্রেস (ই) তো বিরোধী দল, কাজেই তাদের সময়টাতো বিরোধী দলের মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা।

মিঃ স্পীকার :- তারা না আসলে সবার একই ভাগ হতে হবে। আপনার বক্তব্য বলার সময় দেখা যাবে কি করা যায়। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমার কোন কাট মোশান নাই। তবে যারা কাট মোশান এনেছেন তাদের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে আজকে ১৫টা ডিমাণ্ড এবং ২০টা কাটমোশান আছে। কাজেই এর উপর ভোট নেবার সময় কম পক্ষে ৫০ মিনিট সময় লাগবে। সুতরাং সেই দিকে দৃষ্টি রেখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যাতে টাইম এলুয়েন্স মেনে চলেন সেই দিকে একটু নজর দিতে অনুরোধ করছি। এখানে ডিমাণ্ড নং ৩৬-এ এনিমেল হাজবেণ্ড্রী মানে পশু পালন দপ্তর সম্পর্কে মেজর হেড ৩১০ সম্পর্কে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। সেটা হল, এখানে গত বছর পশু খাদ্যের বাবদ ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, আর আজকে ১৯৮৪-৮৫এ সেটা বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ টাকা। এই পশু খাদ্য বাবদ যে টাকা খরচ হচ্ছে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু আমরা জানি যে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে ফার্ম আছে সেই ফার্মে যে গরু তাদের খাওয়া খাদ্যের ব্যাপার এতে জড়িত, এখানে আর-কে-নগরে যে পশু খাদ্য তৈরীর কথা সেখানে আছে মোট ৮১২ একর জায়গা, তার মধ্যে ৬৭৭ একর জায়গাতে গ্রীন ফুড তৈরী হতে পারে বর্তমানে আর-কে-নগরে যে কেটেল আছে তার ১৮ গুণ পশুকে খাওয়ালেও শেষ হবে না, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রতি বছর এই পশু খাদ্য বাবদ টাকা এখানে মিসইউজ শুধু হচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ টাকার এক্সেস এক্সপেনডিচার সরকারের হচ্ছে। অথচ এই টাকাটা অন্য উন্নয়ন খাতে জনগনের মঙ্গলের জন্য যদি খাটানো যেত তাহলে আমার মনে হয় ভাল হত। পশু পালনের জন্য যেখানে জমি রয়েছে, পশু খাদ্য সেখানে উৎপাদন করা যেত সেখানে কেন এইটা করা হল না, সেইটাই আমার মূল বক্তব্য। আমরা দেখেছি যে, পশু খাদ্যের জন্য যে একটা ভিত্তি যে নিয়ম-নীতি, সেই নিয়ম-নীতি ও ভিত্তিতে তারা লঙ্ঘন করে অনেক বেশী টাকা খরচ করা হচ্ছে। যেমন আর-কেনগরে যে পশু ফার্ম আছে তাতে যে কেটেল আছে তা স্বাভাবিকভাবে যা দরকার, তার চেয়ে দুই গুণ ফুড বেশী আনা হচ্ছে, ফলে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আমি বছর ভিত্তিক একটা হিসাব দিচ্ছি, যেমন, ১৯৭৮-৭৯ এ সেখানে যে ফুড ছিল, তাদের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল ২৯ হাজার কিলোগ্রাম, কিন্তু ডাইরেক্টর অফ এনিমেল হাজবেণ্ড্রী গিয়ে বললেন যে না, ২৯ হাজার দিলে হবে না, এখানে ৪৬ হাজার কিলোগ্রাম লাগবে। ঠিক আছে ৪৬ হাজারই হউক, কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যায় কত

ক্রুড দেওয়া হল, না ৭২ হাজার কিলোগ্রাম ক্রুড দেওয়া হলো।

এর ফলে সরকারের একটা বিরাট অ্যামাউন্ট খরচ হয়ে গেল। ১৯৭৯-৮০, ৮০-৮১ সনে তাদের যেভাবে খরচ হয়েছে তা অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এটা শুধু বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা নয়। এই কাট মোশানটা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে। এইভাবে টাকা অপচয় করার কোন যুক্তি আছে কি না। তার পরে স্টাটিসটিক্স আ্যাণ্ড প্রিন্টিং-এর ব্যপারে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা একটি কাট মোশান এনেছেন। স্বাভাবিক নিয়মে যারা এস, এল, এ, থাকেন বা অফিসার থাকেন বিভিন্ন পোষ্টে তাদের জন্য গভর্ণমেন্টের পলিসি নোটিফিকেশান তাদের দেখার জন্য সাপ্লাই করা হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম ১ বৎসর হয়ে গেল আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা ত্রিপুরা গেজেট পাচ্ছি না। এই অবস্থায় মাননীয় প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী দপ্তরের মন্ত্রী কি করে টাকা চান তা বুঝতে পারি না। অবশ্য তিনি গতবারের তুলনায় এবার টাকা কম চেয়েছে। আমার মনে হয় উনি টাকা কম চেয়েছেন কারন হল ঐ এম, এল, এদের এই সমস্ত দিতে পারছেন না দিতে বলেই। এইখানে আমি বলতে চাই যদিও কাট মোশান নাই মাননীয় ইণ্ডাষ্ট্রী মিনিষ্টার গতকাল অহংকার করে বলেছেন ত্রিপুরায় যা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে তা হয়নি বা হবেও না। এইটা সত্য কথা। আপনারা-যা করছেন আর এক সরকার এমন কাজ করবে তা ত হয়না। ত্রিপুরাতে যা হচ্ছে, সেটা অন্য রাজ্যে আমরা আশা করতে পারছিনা। ভাল কাজই বলুন আর খারাপ কাজই বলুন। তিনি কেবল ভাল দিকটাই দেখিয়েছেন, খারাপ দিকটা একটুও দেখাননি। জেনে ও না দেখানোর জন্য ভান ধরেছেন। অতি দর্পে হতলংকা তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যে সমস্ত ভাল কাজের ফিরিস্তি দিয়েছেন তার সংগে যদি খারাপ কাজেরও ফিরিস্তি দিতেন তাহলে ভাল হত। লোকশিল্প, লোকশিক্ষা, ইত্যাদির নামে টাকা খরচ করা হচ্ছে তিনি বলেছেন। সব কাজগুলিই ভাল আর খারাপ কাজ নেই তা ত ঠিক নয়। গত ১২ তারিখে ছৈলেংটাতে একটা বিল্ডিং উদযাপনের ব্যাপারে আগরতলা থেকে একজন মহিলাকে নেওয়া হয়েছে ১২০০ টাকা দিয়ে, একজন পুরুষকে নেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা দিয়ে। সেখানে লোক শিল্প সংস্কৃতির ব্যবস্থা করতে গিয়ে এতগুলি টাকা খরচ, এইগুলি কি অপচয় নয়? আমি এইখানে একটা নমুনা দিলাম লোক শিল্পের ব্যাপারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কর্মচারীদের কত টাকা আ্যাডিশনেল ডি, এ, লাগবে তা তিনি জানেন না আশ্চর্য্যের ঘটনা। একজন মুখ্যমন্ত্রী, কর্মচারীদের সংখ্যা কত, তাদের ডি, এ, কত টাকা লাগতে পারে এইটা তিনি জানেন না, এইটা আশ্চর্য্য ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। যখন ৩২৬

পয়েন্ট প্রাইস ইনডেক্স ছিল সেই সময়ে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের বেতন রিভাইজড করা হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ভাবে যে ভাতা পে কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। তারপরে ৩০৬ পয়েন্টের যদি আমরা দেখি ৪৯৪ পয়েন্ট প্রাইস ইনডেক্স আছে। সেই ক্ষেত্রে ১৫৮ পয়েন্ট প্রাইস ইনডেক্স বাড়ছে তাহলেও কর্মচারীদের ১৯৮২ সালে যে পে রিভাইজড হয়েছে, ১৯৮২ পর্যন্ত যে রিভাইজড হয়েছে তার ফলে ১৮টা ডি, এ, অ্যাডিশনেল ডি. এ, কর্মচারীদের পাওনার কথা। তারা তা দিতে চাননা। ১৭ কোটি সামথিং প্রভিডেন্ড ফান্ডে ব্যবস্থা আছে, যা কর্মচারীদের দেওয়ার জন্য ধরা হয়েছিল আমাদের যে হিসাব এই বৎসরের যে ঘাটতি ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। গত বৎসরে ছিল ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১১ কোটি সামথিং। ১৭ কোটি টাকা থেকে যাচ্ছে। এইটাকে ডেফিসিট বাজেট বলতে পারিনা, সারপ্লাস বাজেট আমাদের বলতে হবে। সরকার জনগণকে ধাওকা দিচ্ছেন, যার জন্য বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব হাউসে পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে দেখতে পাই ডিমান্ড নং ৩১,৩৮,৩৯ পঞ্চায়েত এবং রুরেল ডেভোলাপমেন্টের জন্য সেখানে ১১ কোটি ১৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। পঞ্চায়েত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের কাছে একটা পৌঁছে দিতে পেরেছে। জ্বলন্ত রূপ, উজ্জ্বল রূপ, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। বামফ্রন্ট আসার পর পঞ্চায়েতে হাত তুলে ভোট দেওয়া বাদ দিয়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সেখানে ভোটের ব্যবস্থা করেছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি অনুসারে পঞ্চায়েতের কাছে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যার ফলে যারা কংগ্রেসী রাজত্বে সুদখোর, মহাজন যারা ছিল, কৃষকদের যারা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করত, শ্রমিকদের যারা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করত, তাদের কাছে এটা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষকদের, শ্রমিকদের আর সুদখোর, মহাজনদের রক্ত যারা চোষের সামনে দাঁড়াতে হবনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যথা সময়ে নির্বাচন হল। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে ১০ বৎসরে একটি

পঞ্চায়েত নির্বাচন হত না। আর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন ২১ বৎসরে হত। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর নতুন ধরনের আইন রচনা করে তারা এই ভোটের ব্যবস্থা করেছে। আজকে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের টাইম ঠিক হয়ে গেছে, তখন তাদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন জেগেছে। আগে কয়েকটি অধিবেশনে তাদের বলিতে শোনা গেছে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছেনা। কিন্তু এখন যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে তখন ডেলিমিটেশানের প্রশ্ন উঠেছে। কোথায় কোথায় এ, ডি, সির মধ্যে পঞ্চায়েতের এরিয়া পড়েছে, ঐ জায়গার লোকদের উস্কিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তোমরা ভোট দিবেনা। গোপীনগরে বিশালগড় ব্লকে কয়েকজন কংগ্রেস (আই)-এর মাতব্বর মানুষকে নিয়ে যুক্তি করেছে, মিটিং করেছে নির্বাচনকে কিভাবে বানচাল করা যায়, কিভাবে মানুষকে উস্কিয়ে দেওয়া যায় ভোট না দিতে যাওয়ার জন্য। অবশ্য তারও একটা কারণ আছে। বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজকে আমরা দেখি যে ডি, এম, ডব্লিউ, থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের কর্মচারীরা বামফ্রণ্ট সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীকে রূপদান করছেন এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। আজকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং-এ বি, ডি সি, র অফিসাররা উপস্থিত থাকেন মন্ত্রী এম, এল, এ-রা পর্যন্ত সেসব মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন সেই বি ডি-সির মিটিংএও দাবী তোলা হয় যে, সন্ত্রাসের বিরোদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং গ্রামের সাধারন মানুষকে যাতে আরো বেশী করে গণতান্ত্রিক চেতনায় উন্নয়নমূলক কার্যে উদ্বোদ্ধ করা যায় তার জন্য সরকার যেন উদ্যোগ নেন।

কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারী সংবাদপত্র এই সব বি, ডি, সি, র মিটিং-এর কোন খোঁজ খবর রাখেন না। আকাশবানীও তাই। এরা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের খোঁজ খবর করার কোন প্রয়োজনই মনে করেন না।

কংগ্রেসের আমলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করার কোন অধিকার গ্রাম পঞ্চায়েত এর ছিল না। এই পঞ্চায়েতের কাজ ছিল শুধু লেভির ধান গম গরীব কৃষকদের নিকট থেকে জোর করে আদায় করা।

আজকে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন গাঁও সভার পঞ্চায়েত প্রধানরা জনগনের নিকট তাদের কাজকর্মের হিসাব দিচ্ছেন। বিশালগড় ব্লকের মধুপুর গাঁওসভার প্রধান গাঁওসভার এক মিটিং-এ পূর্বের কংগ্রেসের আমলের ত্রিশ বছরে কি হয়েছিল এবং বামফ্রণ্ট সরকারের বিগত ৬ বছরে কি হয়েছে তার একটা হিসাব তুলনামূলকভাবে দিয়েছেন। ১৮৭৮ইং থেকে ১৯৮৩ইং সন পর্যন্ত খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্পে নতুন রাস্তা হয়েছে ৫টি, রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে ৮টি কাঁচা কুয়া খনন করা হয়েছে ৫টি কাঁচা কুয়া সংস্কার করা হয়েছে ৪০টি।

বাজার সংস্কার করা হয়েছে ১টি, ছড়া সংস্কার ২টি, পুকুর খনন করা হয়েছে ২টি পঞ্চায়েত অফিস ঘর নির্মাণ ১টি, পঞ্চায়েত লাইব্রেরী ঘর নির্মাণ ১টি, বন মহোৎসব উপলক্ষ্যে চারা গাছ রোপন করা হয়েছে ১০০টি, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি পরিবারের সাহায্যের জন্য প্রকল্প ১টি করা হয়েছে। কংগ্রেসী আমলে সেসব কোন কাজই করা হয়নি।

গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য কংগ্রেসী আমলে টিউবওয়েল করা হয়েছিল ১২টি, কিন্তু গত পাঁচ বছরের বামফ্রন্টের শাসনে করা হয়েছে ২৮টি। কংগ্রেসী আমলে রিংওয়েল করা হয়েছিল ৭টি কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে করা হয়েছে ৬টি। গত পাঁচ বছরে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে ডিপ টিউবওয়েল করা হয়েছে বামফ্রন্টের আমলে ১টি কিন্তু কংগ্রেসী আমলে শূন্য। খরায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যের জন্য বীজধান বিতরণ করা হয় ১৬০ জনকে, কিন্তু কংগ্রেসী আমলে সেটা শূন্য। বীজ বিতরণ করা হয় মুগ ৬৩ জনকে ধান ২০০ জনকে, অরহর ৩০ জনকে, মাসকলাই ১৫ জনকে, তুলাবীজ ৭ জনকে তিল ১৪ জনকে, আলু ২০ জনকে, নারিকেল চারা ১০ জনকে, লিচু ১০ জনকে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে সেটা ছিল শূন্য। তাঁত শিল্পীদের ঘর করার জন্য সাহায্য ৬টি, তপশিলী জাতির পরিবারের মধ্যে তাদের সুতা দেওয়া হয়েছে ৩২টি পরিবারকে, পাছড়ার জন্য সুতা দেওয়া হয়েছে ৪৮ জনকে মুড়ি চিড়ার জন্য লোন দেওয়া হয়েছে ১০ জনকে, ক্ষুদ্র শিল্প-এর জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে ১০ জনকে। গরীব দুঃস্থদের মধ্যে চাঁদর দেওয়া হয়েছে ৩০টি, ধুতি এবং শাড়ী বিতরণ করা হয়েছে ১০৯৭টি।

যিনি এই মধুপুর গাঁওসভার প্রধান তিনি কংগ্রেসী আমলের ত্রিশ বছরই প্রধান ছিলেন এবং বামফ্রন্টের আমলেও তিনি প্রধান হয়েছেন। নেতাল চন্দ্র নগরের গাঁও প্রধানও বিগত ত্রিশ বছর কি হয়েছিল আর বামফ্রন্টের পাঁচ বছরে কি হয়েছে তার একটা তুলনামূলক হিসাব দিয়েছেন।

কৃষি ক্ষেত্রে টেরিচ কাটার জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৩০০ পরিবারকে। কোদাল বিতরণ করা হয়েছে ২০টি, পরিবারকে। বীজ ধান দেওয়া হয়েছে ১৩৫টি পরিবারকে। শ্যালো টিউব-ওয়েল করা হয়েছে ১টি, রাবার চাষ করার জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে ২টি পরিবারকে। গম অনুদান করা হয়েছে ৪১টি পরিবারকে। অরহর, ভুট্টা ও সরিষা অনুদান করা হয়েছে ১৪১টি পরিবারকে। পল্লী বেতার করা হয়েছে ১টি গ্রামীণ জল সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল করা হয়েছে ২৯টি, কংগ্রেসী আমলে করা হয়েছিল মাত্র ২টি এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ত্রিশ বছরে কাজ ছিল শূন্য।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে চিত্র, পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন এগিয়ে আসছে তখন তারা কেন পেছন দিকে যাচ্ছেন, কেন ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কথা তুলে তারা সরে যাচ্ছেন এর

কারণ হচ্ছে এই। তারা বলেন ক্যাডার পোষণ করছে বামফ্রন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে বামফ্রন্ট কাজ করছে সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন, বামফ্রন্ট রাজ্যে গ্রামের মানুষ যে অধিকার পেয়েছে সেই অধিকারের ফল গ্রামের মধ্যে বামফ্রন্টের ঘাঁটি হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলিতে আজকে বাগান হয়েছে, জলাশয় হয়েছে, দুগ্ধ প্রকল্প হয়েছে। গ্রামগুলি ঘুমে ছিল। বামফ্রন্ট সেই গ্রামগুলিকে জাগিয়েছে। শুধু আর্থিক সাহায্য দিয়েই নয়, সচেতনও করেছে। এই যে কাজের কথা বলেছি তার মধ্যে এ, ডি, সি,-এর কাজও আছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে। আজকে ৭ম তপশীলের ভিত্তিতে এ, ডি, সি, গঠিত হয়েছে। কংগ্রেস (আই) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলো না এবং তারা এ, ডি, সি, মানেন কিনা সেই বিষয়েও এখনও ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী যখন করা হয়েছে কেন্দ্রের কাছে, কংগ্রেস (আই) সেই দাবীকে মানছেন না। উপজাতি যুব সমিতির কোন কোন নেতা চেষ্টা করছেন তাঁরা নাকি ৬ষ্ঠ তপশীল মানছেন এই কথা বোঝাতে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাট মোশানগুলিকে বিরোধিতা করে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে বিরোধী দলের সদস্যদের দ্বারা আনীত যে সমস্ত কাট মোশন আছে আমি এইগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য সুরু করছি। আমি বুঝতে পারছি না, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এত অঙ্গভঙ্গী করে পঞ্চায়েত গাঁও সভার এই বরাদ্দের ফিরিস্তি দিলেন কেন? গাঁও সভার জন্য বরাদ্দকৃত আলু বা টমাটো বা নারিকেল চারাই বলুন বা সুপারীর চারাই বলুন, তার কত অংশ সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছে, তা বললে শুধু আমি নই, সকলেই খুশী হবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটা জিনিষ হলো যে, আমরা জানি যে বামফ্রন্ট মিছিল করতে গেলে, প্রচার করতে গেলে গরীবের নামে যে কুপনগুলি আছে, আমি জানি না, তার কতগুলি মাননীয় সদস্যের ভাগে পড়েছে।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩—মেজর হেড ৪৯৮। এটা হচ্ছে কো-পারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি যেগুলি আছে তার অব্যাবস্থার উপর। এখানে সরকার টাকা দিচ্ছেন, আর বছরের পর বছর সেখানে ঘাটতি দেখাচ্ছে ওরা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গিয়ে দেখুন এমন জিনিষ আছে যথানে খোলা বাজারে দর কম। সেখানে দাম বেশী হওয়ার কারণটা কি? সাধারণ মানুষ আশা করেছিল মার্কেটিং কো-পারেটিভের কাছ থেকে ন্যায্য

মূল্যে জিনিষ পত্র পাবে। কিন্তু যেমন লবণের বেলায় জনসাধারণের মুখে কালো ছাই-গুলি তুলে দিচ্ছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত পয়সা তুলে নিচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হলো, ঘাটতি দেখাচ্ছে বছরের পর বছর। কাপড় চুরি হয়েছে, তেল চুরি হয়েছে, এই সমস্ত দেখা যাচ্ছে। সেখানে দেখা যায় তারা যখন হিসাব দেখাতে পারে না, তখন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। বলছে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। কাজেই সঠিক তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরুণ। যারা সাধারণ মানুষের অর্থকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায় তাদের সঙ্গে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধে থেকে কাজ করুন। আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩—মেজর হেড ৩১২। এটা হচ্ছে গ্রামের মৎস্যজীবিদের অর্থাৎ ইনল্যাণ্ড ফিসারীজের ব্যাপার। সরকার তাদের মাছের পোনা দিচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি বিরতির পর আবার বলতে পারবেন। এই সভা আজ বেলা ২ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

—: বিরতির পর বেলা ২ ঘটিকা :—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য, শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে আমি তাঁর কনটিনিউড স্পীচ রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩- মেজর হেড-৪৯৮-এর উপর আমার একটা কাট মোশন আছে regarding failure of the government to control and eliminate wasteful expenditure on Audit of Co-operation. স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম যে যতই মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ করা হউক না কেন, সেগুলির হিসাব নিকাশের জন্য যদি অডিটের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে যত ঠিক ভাবেই সেগুলিকে চালানো হউক না কেন, সেই সব কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির টাকা পয়সা নয় ছয় হবেই। কারণ আমরা বাস্তবে এগুলি দেখতে পাচ্ছি, কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির লক্ষ লক্ষ টাকা দলীয় লোকদের, পরিবারের বিভিন্ন লোক-দের নামে-বে-নামে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন যদি এ সব সোসাইটি-গুলির হিসাব অডিট করা হয়, তাহলে সেই হিসাবের মধ্যে থেকে অনেক কেলেঙ্কারী বেরিয়ে আসবে। তখন হয়তো প্রচার করতে হবে যে সোসাইটির অফিস চুরি হয়ে সব টাকা পয়সা খোয়া গিয়েছে অথবা বন্যায় সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ গোজামিল দেওয়ার জন্য একটা না একটা কিছুর আশ্রয় নিতে হবে। এরপর যদি পুলিশকে খবর

দেওয়া হয় তো, পুলিশ এসে একটু এদিক সেদিক তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরেই চলে যাবে, তাতে কিছু হলো না, একটা গোজামিল দিয়ে হিসাবটা কোন রকমে মিলিয়ে দিতে পারলেই হল। যেহেতু অডিট নেই, সেহেতু এই রকম গোজামিল দেওয়া সম্ভব। আর যদি সত্যি এর জন্য অডিটের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে অনেক তথ্যই বেরিয়ে আসত। কাজেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি এখানকার সরকারের দলীয় লোকদের স্বার্থ উদ্ধারের একটা কৌশল, এর মধ্যে সাধারণ মানুষের উপকৃত হওয়াত দূরের কথা, উল্টো তারা যা কিছু রাখল, সবই নয় ছয়ের ব্যবস্থা। স্যার, আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হল ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫ – মেজর হেড – ৫০৫। স্যার, কৃষকদের সময় মত বীজ দেওয়া হয় না। বীজটা কখন দেওয়া হয়, না যখন কৃষকদের জমির ফসল তাদের নিজেদের হাতে এসে উঠে যাবে, তখন তাদের মধ্যে বীজ বিতরণের নাম করে বরাদ্দকৃত কিছু টাকা নয় ছয় করার ব্যবস্থা হয় মাত্র। এতে কৃষকদের সত্যিকারের কোন উপকারই হয় না। তাদের সময় এবং চাহিদা মতো যদি বীজ সরবরাহ করা হত, তাহলে অভাবের সময়ে অহেতুক কৃষকদের ঋণগ্রস্ত হতে হয় না, হয়রানি হতে হয় না। আর যদি বা কোথাও কিছু বীজ দেওয়া হল তো, দেখা গেল যে সেই বীজ থেকে আর অঙ্কুর বের হচ্ছে না। স্যার, এটা হচ্ছে এই কৃষকদের মধ্যে বীজ বিতরণের সরকারী ব্যবস্থা, এটা হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে বীজ পৌঁছিয়ে দেওয়ার নমুনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজওহর সাহা— স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন। কারণ আমার নির্দল সদস্যা, রত্নপ্রভা দাস কিছু বলবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মানীয় সদস্য, এটা হয় না। যা হউক আপনি বলুন, তবে সময় খুব কম, তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা— স্যার, আমি যেটা বলছিলাম যে কৃষকদের সময় এবং চাহিদা মত বীজ সরবরাহ করা হয় না। সরকারের এজন্য বরাদ্দ আছে, অথচ সময় মত না দেওয়ায় কৃষকদের কোন কাজেই লাগল না। সরকার প্রতিশ্রুতি দেন বটে, কিন্তু সেটা রক্ষা করতে পারে না। স্যার, এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, সেটা সার এবং ঔষধ। সার যদি বা কিছু দেওয়া হল, তাও আবার কৃষকদের চাহিদা মত দেওয়া হচ্ছে না। ফলে কৃষকেরা তাদের জমিতে ফসল ফলাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারণ যে জমি, যে ফসল,

তার প্রয়োজনীয় সার যদি না দেওয়া যায়, তাহলে সেই জমি থেকে যে ফসল আশা করা যায়, তার অর্ধেক ফসলও আসে না। আর জমিতে পোকা মাকড় মারার জন্য যে ঔষধ দেওয়া হয়, তাতেও ভেজাল। কোথায় ঔষধ দিলে পরে পোকা মাকড় মারা যাবে, তা না হয়ে ঐ ঔষধে এমন জিনিস মেশানো হল, যেটা ফসলেরই সমূহে ক্ষতি হয়ে গেল। স্যার এভাবে আজকে কৃষকেরা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অন্তত: সরকার থেকে এবারে যে আলুর বীজ এবং ঔষধ দেওয়া হয়েছে, তার থেকেই কৃষকেরা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। দামটা কিন্তু ঠিকই নেওয়া হল, কিন্তু সেই ঔষধে কৃষকদের উপকার না হয়ে বরং অপকারই হল। তারপর, ডিমাণ্ড নাম্বার ২২ মেজর হেড—২৮০ এর উপর আমার ছাঁটাই প্রস্তাব রয়েছে। আমার এই ছাঁটাই প্রস্তাব দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যাতে চেলাগাঙ্গে একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হয়। কারণ এই এলাকাতে যেমন উপজাতিরা রয়েছে, তেমনি বাঙালিরাও রয়েছে এবং এই অঞ্চলে রাস্তার অবস্থাও তেমন ভাল নয় যাতে করে যানবাহন চলাচলের সুবিধা হতে পারে। কাজেই আমি আশা করব যে ট্রেজারী বেঞ্চ-এর সদস্যদের কাছে, তারাও আমার এই দাবীটাকে সমর্থণ করবেন, কারণ এই এলাকাতে যদি একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হয়, তাহলে এটা জনসাধারনের স্বার্থেই করা হবে, এর এই দল, সেই দল টেনে এনে লাভ নেই। আমাদের সবার কাছে জনসাধরণের স্বার্থটাই বড় হওয়া দরকার। তাই অনুরোধ এই যাতে চেলাগাঙ্গে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ এই বাজেটের মধ্যে ধরা হয়। স্যার, এর পরে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০—মেজর হেড ৩১২ এর উপর আমার আর একটা কাট মোশান আছে, এতে আমার বক্তব্য হল আমাদের ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জলাশয় যেগুলি আছে, সরকারী বাবে—সরকারী, সেগুলিতে যেভাবে ফসল চাষ হওয়ার কথা, ঠিক ভাবে হচ্ছে না। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যে নিজস্ব চাহিদা, সেটাও মিট আপ করার পক্ষে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। কাজেই আমাদের নিজস্ব চাহিদা মিটানোর জন্য এই সব জলাশয়গুলি যাতে আরও ভাল ভাবে ইউটিলাইজড্ করা যায়, তার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। এছাড়া ডিমাণ্ড নাম্বার ২২-এ আমার যে কাট মোশান আছে, তাতে আমার দাবী হল অমরপুর সাব-ডিভিশনে একটা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ আজকে এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং বহু লোক এই চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উদগ্রিব। আশা করি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরাও আমার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত। কারণ শুধু বিরোধীতা বা সমালোচনা করার জন্যই আমি এখানে কাট মোশান আনি নি, এর মধ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে জনসাধারণের যদি কোন

স্বার্থ থাকে, সেটাকে কার্যোরূপ দেওয়ার জন্য আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। কাজেই আমার কাট মোশানগুলির বাস্তবতা স্বীকার করে মাননীয় সদস্যরাও সেগুলি সমর্থন করবেন বলে আমি আশা করি এবং সেই সঙ্গে অবিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে বিভিন্ন দপ্তরের বায় বরাদ্দ সম্পর্কে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, সেগুলির বিরোধীতা করে এবং আমাদের পক্ষ থেকে ঐ সব ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে, সেগুলি এবং আমার নিজের কাট মোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭, যেখানে হেড ৩১৩-এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে ফরেষ্ট প্লান্টেশন স্কীমের বিরুদ্ধে কারণ এই ফরেষ্ট দপ্তর সম্পর্কে উপজাতিরা বিশেষ করে জুমিয়া সমাজ একটা আতঙ্কগ্রস্ত। স্যার, আমি এই রাজ্যের বিভিন্ন দিকটা বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখে এসেছি, যেমন মান্দাছড়া, গঙ্গানগর, লক্ষ্মীছড়া, কাকড়াছড়া এবং বড়মুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত জুমিয়ারা দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছেন, সেখানে তাদের বাড়ী ঘর এলাকায় নয়, বলতে গেলে তাদের ঘরের দোয়ার পর্যন্ত এলাকাতেও আজকাল প্লেন্টেশন হচ্ছে। বন দপ্তর আজকে তাদের গ্রামের সীমানার মধ্যে এসে গেছে। ফলে আজকে জুমিয়াদের জীবন জীবিকা হরণ করার একটা চেষ্টা হচ্ছে। স্যার, আজকে জুমিয়াদের কি অবস্থা? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে একবার গিয়ে দেখে আসুন যে ঐ অঞ্চলের জুমিয়া মায়েদের বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে, তারা তাদের বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে পারছে না, আজকে খাদ্যের অভাবে সেখানে হাহাকার চলছে। কাজেই এই যখন অবস্থা, তখন তিনি তাঁর বন দপ্তরের জন্য ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশানের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা রেখেছেন। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান নয় ঐ জুমিয়া গ্রামগুলিকে গ্রাম করা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী যাঁরা হয়েছেন তাঁরা যখন বিরোধী পক্ষে ছিলেন তখন জুমিয়াদের এই ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে শাসক দলের বিরোধে প্রতিবাদ জানাতেন। কিন্তু আজকে তাঁদের মুখ থেকেই আমাদের শুনতে হচ্ছে, এই সব বনাঞ্চলে জুমিয়ারা চাষ করতে পারবে না স্যার ইট ইজ এ ট্র্যাজেডি—তিনি যদি এখন জুমিয়াদের সঙ্গে মিশতেন তাহলে তিনি এই ধরনের কথা বলতে পারতেন না। মাননীয় বন মন্ত্রী এক সময় কবিতা লিখতেন, তিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে নিয়ে অনেক কবিতা

লিখেছেন আর আজকে তিনি মন্ত্রী হয়ে আমার কাট মোশানের বিরোধীতা করছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, যারা একদিন উপজাতিদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলতেন, যারা একদিন উপজাতিদের স্বার্থ নিয়ে ঐ জুমিয়াদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করতেন তাঁরাই আজ জুমিয়াদের স্বার্থের পরিপন্থী কথা বলছেন, জুমিয়াদের আজকে শত্রুর মত দেখছেন। অথচ কিছুদিন আগে যারা বলতেন যে এই জুমিয়ারা ত্রিপুরার বনকে রক্ষা করছেন তারাই আজকে বলছেন যে উপজাতি জুমিয়ারা বনকে ধ্বংশ করছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই ভাবে বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদের বাঁচার পথটুকু বন্ধ করে দিতে চাইছেন এই ভাবে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশানের নাম করে। যেখানে জুমিয়ারা জমের মধ্যে তাদের প্রেমি-কাকে সম্ভাষন করত আজকে সেখানে সরকার তাদের সেই পরিবেশ ধংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই জন্য আজকে জুমিয়ারা ক্ষুব্ধ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে— কিন্তু আমি চেলেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে আজ পর্যান্ত ক'টি জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে? এই জন্যই আজকে সমস্ত জুমিয়ারা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে যে, টিলার উপর তোমরা ফসল কর টিলার উপর সবুজের ঢেউ খেলবে—কিভাবে সবুজের ঢেউ খেলবে, কোথায় ইরিগেশানের ব্যবস্থা, কি করে তারা টিলার উপর ফসল করবে? সেজন্য আজকে জুমিয়ারা টিলার উপর ফসল করতে পারছে না এই জন্য আজকে তারা শাসক দলের উপর আস্থা আর রাখতে পারছে না, এবং জুমিয়া পুনর্বা-সনের উপর তাদের আর বিশ্বাস নাই এই ভাবে আজকে জুমিয়ারা শাসক দলের প্রতি বিরুদ্ধে এবং গোটা প্রশাসনের প্রতি তারা বিদ্রোহ করছে। তাছাড়া মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা যদি কোন ডিমাণ্ড আনি জুমিয়াদের উন্নতির কথা চিন্তা করে তাহলে আমি আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি কথা বলা হয়। কিন্তু আমি তাঁদের আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাস করতে চাই, জুমিয়ারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয় আপনারাই তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিয়েছেন। এর জন্য আপনারাই সম্পূর্ণ দায়ী। আপনা-দের অপশাসনে জুমিয়াদের আপনারা দুই শতাব্দি পিছনে ঠেলে দিয়েছেন। স্যার, এখানে ১৬৬ কোটী টাকার বাজেট তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস করতে চাই যে এখানে ডেয়ারীর— অপারেশান ফ্লাডের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে— কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা একটা জুমিয়া বাচ্চাকেও কি আপনারা এক ফোটা দুধ তার মুখে দিতে পেরেছেন? কেন তারা বিক্ষুব্ধ হবে না? কেন তারা বিদ্রোহ করবে না? তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয় আপনা-রাই তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। এখানে শিক্ষার উন্নতির কথা বলা

হচ্ছে, কিন্তু কজন জুমিয়ার ছেলে মেয়ে শিক্ষার আলো পেয়েছে ? ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট করে বিদ্যুত উৎপাদন করা হচ্ছে তার জন্য জুমিয়ারা তাদের বাড়ী ঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু ক'টি জুমিয়া পরিবারের ঘরে বিদ্যুতের আলো আপনারা পৌঁছে দিতে পেরেছেন ? আপনারা হাসপাতাল করেন মেলা করেন—ক'জন জুমিয়াকে আপনারা ঔষধ দিয়েছেন, ক'টি জুমিয়ার ছেলেমেয়েদের আপনারা শিক্ষার আলো দিতে পেরেছেন ? মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই জন্য আমার ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করতে এগিয়ে আসার জন্য হাউসের সমস্ত মাননীয় সদস্যদের আহ্বান জানাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করছি যে আপনারা জুমিয়াদের দিকে তাকান। কংগ্রেস আমলে জুমিয়াদের জন্য কিছুই করা হয় নাই বলে আপনারা চিৎকার করেন, তাই জুমিয়াদের স্বার্থের কথা আপনারা চিন্তা করুন। অথচ তাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন। তাদেরকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করছেন, তাদেরকে ধ্বংস করছেন এবং তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছেন। সেই কারণে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এবং আমাদের তরফ থেকে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য গোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করি এবং এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সেগুলি সমর্থন করতে পারছি না। আমরা দেখছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা এমন সমস্ত অভিযোগ এনেছেন যেগুলির কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে জুমিয়াদের সম্পর্কে অনেক মায়া কান্না ওরা কেঁদেছেন। ওরা বলছেন যে ফরেষ্ট রজার্ভের ফলে জুমিয়ারা উচ্ছেদ হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস আমলে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের নাম করে হাজার হাজার টাকা গায়েব হয়েছে, সেই সমস্ত কথা দেখছি নগেন বাবুরা বলছেন না। বিগত ৩০/৩৫ বছর কংগ্রেস শাসনে এই পিছিয়ে পড়া সমগ্র উপজাতিরা বিশেষ করে জুমিয়া হটে যাচ্ছিল সে সমস্ত কথা তো তারা বলছেন না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে রাবার প্ল্যানটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করছে সে কথা তো তারা বলছেন না। কাজেই তার যে অভিযোগ এখানে আনছেন সেগুলি ভিত্তিহীন।

আজকে নগেন্দ্র বাবুরা এখানে বিচ্ছিন্নবাদের কথা তুলছেন। বিচ্ছিন্নবাদী কারা? তারাই তো স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তারাই তো উগ্রপন্থী সৃষ্টি করে এই আওয়াজ তুলেছিলেন। টি, ইউ, জে, এসই তো এর মদত দিয়েছে। তার পরিণতি হিসাবে জুনের দাংগা। অথচ এখানে এসে বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার মদত দিয়েছে। অদ্ভুত কথা! এই সব কথা বলে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সুরসুরি দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং বামফ্রন্ট সরকারকে কজা করার জন্য চেষ্টা করছে। জমিয়াদের পক্ষে ট্রাইবেল দরদী সেজে বলছে যে, জমিয়াদেরকে ফরেষ্ট ডিপার্টের দ্বারা উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই সমস্ত কথা বলে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানী দেওয়ার জন্য সুরসুরি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। ফরেষ্ট বিভাগ এটা প্রাকৃতিক সম্পদ সেটা রক্ষা করতে হবে। তা না হলে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে। আমরা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, বিরোধী সদস্যদেরকে অনুরোধ করব যে, যে সমস্ত মূল্যবান কাঠ গাছ নষ্ট হচ্ছে, পাচার হচ্ছে সেটা যাতে বন্ধ হয় সেই জন্য তারা যেন সরকারকে সাহায্য করেন। এই সমস্ত মূল্যবান কাঠ, গাছ যাতে সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা পাচার না হয়। ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিকের কথা এখানে বলা হয়েছে। কংগ্রেস আমলে এই প্রোজেক্টের ফলে হাজার হাজার উপজাতি উচ্ছেদ হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত উপজাতীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য স্কীম হাতে নিয়েছেন। সেই সমস্ত কথা তারা বলছেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কাট মোশান তারা উদ্দেশ্য-মূলকভাবে এনেছেন। আমরা দেখছি, এখানে যে, ডিমান্ড রাখা হয়েছে ডিমান্ড নং ৩৭, মেজর হেড ৩০৭ ফরেস্ট এবং কনজার্ভেশনের জন্য, বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত আরবর্ন ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক হাতে নিয়েছেন এবং তার জন্য যে টাকা এখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। এখানে তারা দেখছি মেডিকেলের উপরও কাট মোশান এনেছেন। এই রাজ্যে শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন। ঔষধ সরবরাহ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সাহায্যের প্রয়োজন এবং সেই জন্যই এই খাতে টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে ছয় কোটির কিছু উপরে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা আমি মনে করি অপ্রতুল। আরও টাকার দরকার। বামফ্রন্ট সরকার তো এক সঙ্গে সমস্ত কাজ করতে পারছেন না। সেইজন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটা করতে হবে এবং তার জন্য টাকার দরকার। টাকা আসবে কোথা থেকে? কেন্দ্রীয় সরকার তো টাকা দিচ্ছে না। সেই কথা তো তারা বলছেন না। যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। মাত্র ৫৩৬৪ লক্ষ টাকা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এ কথা বলতে চাই, এখানে যে

ডিমাণ্ডগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলির আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এ কারণে, বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্ম-সূচী গরীব মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মানুষকে সাহায্য করার জন্য এটা বাস্তবোচিত হয়েছে। কাজেই এখানে যে ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলির সমর্থন করে ও বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট-মোশান আনা হয়েছে সে সব কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ॥

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ - মেজর হেড - ৩১০ এর উপরে আমার একটি কাট মোশান আছে। কাট মোশানের বিষয় বস্তু হচ্ছে, "Failure of the Govt. to control and eliminate. wasteful expenditure on 'Veterinary Services and Animal Health.' সেই কাট মোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে এই সম্পর্কে আমি প্রথমেই বলতে চাই, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যানডার্ড ইন্সটিটিউট-এর মতে যে খাদ্য দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটার যে প্রপোরশন আছে তা হচ্ছে, Wheat Prand-50%, Oil cake - 30%, Chuni - 20%, কিন্তু আমাদের এই সরকার সেই প্রপোরশান দিচ্ছেন না। * তাঁরা ৮৪ পারসেন্ট দিচ্ছেন। * Wheat Prand - 50%, Oil cake - 30% and Chuni - 4%। যার ফলে দুগ্ধ উৎপাদন কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে সেটা আমি পরে বলছি। ১৯৮০তে এই সরকার পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৩৫টি গাভী ক্রয় করেছেন। এই গাভীগুলির মধ্যে ১৭টার বংশ পরিচয় পর্যান্ত জানা নেই, যথাযথ ভেক্সিনেশান নাই। এই গরুগুলি এনে রাধানগর ফার্মে রাখা হয়েছে। ফলে সেখানে সেখানে একটা সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হল। এই রোগে ৬৬টি জার্সি গরু মারা যায়। আমাদের যে গো-উন্নয়ন প্রকল্প সেই প্রকল্পের বাস্তব যে চেহারা তা আমি, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। এই যে গরুগুলি কেনা হয়েছে, তা হচ্ছে, হাড় ভাঙ্গা, বৃদ্ধ আঁকোজো। যার ফল হয়েছে, দুধের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। দুগ্ধ উৎপাদন মূল্য হচ্ছে। ৬৬,০০০ টাকা, কিন্তু খরচ হচ্ছে ২,২০,০০০ টাকা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে, এই প্রকল্পের ফলশ্রুতি। তাতেই বুঝা যায়, কিভাবে সরকারের টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে, এবং গো- উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের টাকা গো নিধনের কাজে যাচ্ছে। এই জন্যই এই ডিমাণ্ডের এই মেজর হেডের উপর আমার

ছাটাই প্রস্তাব এনেছি। আর একটি ছাটাই প্রস্তাব আমার আছে। সেটা হচ্ছে, Demand No. 13, Major Head - 298, Failure of the Govt. to control and elimenate wasteful expenditure on Grants-In-aid to consumer's Co-operative.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স-গুলি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে সেগুলি সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-যোগান দেবে এই কথা ছিল। কিন্তু আজকে এই ল্যাম্পস্ থেকে চাল আনতে গেলে চিনি পাওয়া যায় না, চিনি পাওয়া গেলে লবণ পাওয়া যায় না। এক দিকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন, চেষ্টার অভাব নাই। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে, বিপরীত চিত্র। আজকে দেখা যাচ্ছে, শাসক দলের যারা পৃষ্ট-পোষক সেই সব লোকদের দুর্নীতির কেন্দ্রস্থল এই ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলি। গত বছরও এই ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে চুরি হয়েছিল এবারও হচ্ছে চুরি, আগুনে পুড়ান হচ্ছে প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্‌গুলিকে। এই সবের কারণ হচ্ছে, হিসাবের গড়মিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু এ সবই নয়, এই ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলি শাসক দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। বীরচন্দ্র মনুতে এক বেকার গরীব মহিলাকে লোন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাসক দলের প্রতিবাদের ফলে সেখানে তাকে দেওয়া হয় নাই। এই ল্যাম্পস্ থেকে আরো ৮ মাইল দূরের ল্যাম্পস্ থেকে তাকে ঋণ আনতে বলা হয়েছে। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, ক্ষমতাসীন দল এই-গুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করছে। সরকার ঘোষণা করেছিলেন, বিলোনীয়ার বড়পাথরী প্যাক্স-এর ইলেকসন হবে ৩০শে মার্চ। ১৯শে মার্চ নমিনে-শান জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল। সেই ভাবে নমিনেশন জমা দেওয়া হয়েছে, অথচ হঠাৎ সরকার থেকে নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হল। কারণ, যারা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা দুর্নীতিতে এমন লিপ্ত আছেন যে, জনসাধারণের দিক থেকে সরে যাচ্ছেন। এর পরিণতি হচ্ছে, জনসাধারণের কোন মঙ্গল হচ্ছে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ জন্যই আমি এখানে আমার ছাটাই প্রস্তাব এনেছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৫, মেজর হেড - ২৮৯, রেচারের কেলামেটিস সেখানে এ বছরও ১৮ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮৩ সালে যে বন্যা হয়েছিল সেই বন্যায় কোটি কোটি টাকা সরকারকে খরচ করতে হয়েছে। বিরোধী সদস্যরা বলা সত্বেও বাড়ান হয় নি। কিন্তু এবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি, টাকার অঙ্ক একই রয়ে গেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইবারও কি তাহলে আমাদের সাপ্লিমেন্টারী নিতে হবে, আর একটি সাপ্লিমেন্টারী

বাজেট আনতে হবে ? আজকে ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে বন্যা বিধ্বস্ত লোকদের চেহারা দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু কোথায়, তাদের তো একটা চাকুরীর ব্যবস্থা হল না ? ব্যবস্থা হল, যারা খুন করে তাদের। কিন্তু বন্যার মাটির নীচে চাপা পড়ে যে সব মানুষ মারা পরল তাদের তো কিছু হল না। গরু মারা পড়েছে প্রচুর। কিন্তু সে সব কেনার জন্য কোন ব্যবস্থা হল না। তাদের গরুগুলির জন্য টাকা দেওয়ার কথা, কিন্তু আজ পর্যান্ত এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের ছাটাই প্রস্তাব আনতে হয় এবং আমরা এই প্রস্তাব এনেছি। স্যার, বিরোধী সদস্যদের সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি অরনি অ আনি Cut motion কাঁচাই তুই ফাইক্লাকথা বিরোধী দলনি ৬টা দপ্তরনি কাট মোশন ফাইকা যে আলোচনানি বাগীই। বিশেষ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যানি অবস্থানি মূল কারণ আংখা কৃষি ক্ষেত্র অ এগ্রিকালচার অ উকলক অ তংমানি কারন তাবুক চাঁচ নুকঅ। অ এগ্রিকালচারন কোন উন্নতি থাঁসাইনানি নাইয়া। যেখানে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ কৃষিনি উপর' নির্ভর থাঁসাই তংগ। কিন্তু অ বামফ্রন্ট সরকার কিছুফান' উন্নতি থাঁসাই নানি নাইয়া। যার ফলে চাঁচ নুকঅ জাগার জাগায় বিভিন্ন স্থাগায় যেখানে মাচারা মা নুংবা আংনাই এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, প্রত্যেকটি জাগায় ধর্ণা মা রাঅই তংবাই অ। অরনি যারা তংনাইরগ নিরগ থানাই অংবাইথানা যে, ২৫ তারিখ অমরপুর' এস, ডি, ও অফিস ধর্ণা থাঁসাইজাকমানি কারন তাম' ? কৃষি অ উন্নতি আংরানি কারণে, এই যে নাহানি আঠারো রা একটা গাঁওসভা, একটা বিরাট গাঁওসভা, অ গাঁওসভা অ কোন উন্নতি থাঁসাই নানি বাগীই জল সেচনি কোন ব্যবস্থা কাঁরাই, তাঁরনি কোন ব্যবস্থা কাঁচাই। যার ফলে আর' গোটা একটা গাঁও সভানি এলাকা চাষ থাঁসাই অই মাই বানানি ব কোন ব্যবস্থা কাঁরাই। চাষ বাসসে থাঁসাই মানয়া। কারণ তাঁরনি কোন ব্যবস্থা কাঁচাই। তেইব নাইদি সমগ্র ত্রিপুরা অঞ্চল। যেমন লক্ষীপতি গাঁও সভা থেকে — শুরু থাঁসাই অই সমস্ত গাঁওসভা বিস্তীর্ণ একটা এলাকা। অ এলাকা রগনি বিসিং ৫টা গাঁওসভা তংগ। অ ৫টা গাঁওসভা অ একটা ফান জল সেচনি কোন ব্যবস্থা কাঁরাই। কারন অ বামফ্রন্ট সরকার অমরগণ কোন ব্যবস্থা থাঁসাইয়া এবং জনসাধারণ

বগন মা চাগৌনা নানি কোন ব্যবস্থা খালাইয়া। অ কৃষি ন উন্নতি অংযানি বাগাই ন তিনি বামফ্রন্ট সরকার ন অর' বার বার মা চৌন' কেন্দ্রনি বানি নাসিকঅই মা আ, তীর্থের কাকের মত কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ কৃষি ন উন্নতি খালাই নানি নাইয়া। উন্নতি যদি খালাইয়া চানখেলাই অর' তেইব মাচায়া অংনাই। আবনি বাগাই ন বামফ্রন্ট সরকার ন ত্রিপুরা ২২ (বাইশ) লক্ষ ববকরগ অ আশায় রহরমানি যাতে কোন' মাইনি বিয়াল অংযাতাই. এক, কক কারাম ছানানি বাগাই রহরমানি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার অ বাইশ লক্ষ ববকরগণ ফাঁকি রীলাহা। কারণ অ বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত অংমানি পরে চাঁগু তাবুক তাম চুকথা— সমগ্র ববক বগন বিশেষ করে উপজাতি ববকরগনি অবস্থা তাইব হাময়া অংখা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আবনি বাগাই আও মা চৌন অ। নি এই যে কেন্দ্র সরকার উপর' খালাই নানি বাধা কানাই। তবে সারা ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা অংগাই তংখা। মা চায়া, মা নুংয়া অংগাই তংবাইখা। কংগ্রেসনি আমল' যেভাবে নিবগ মা চায়া মা নুংয়া অংগাই তংখা। কিন্তু 'চিনি আমল' চাঁগু আরাইথে তংনানি রীয়া'। তাবুক তামনি চাগৌয়া অই রথার অই তংখা? বারাইথে এ রকম ভাবে খালাই তংখা এই সরকার?

অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, চাঁগু অবনি অ হনানানি নাই অ এই বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে কৃষকরগ ন তলা সাবালাক অই তংমানি-অ কৃষকরগ ন হানানানি যে অ বামফ্রন্ট সরকার বার্থমানি পরিচয় হাঅ তানাই। কিন্তু বরগ কক ছিমি কাতাই কাতাই চাঅ। বাবা অ রাজ্য অ মাচায়া মা নুংয়া অংগাই তংনাই বরগ ন অবনি অ কক কাতাই কাতাই ছাকই বানকি অই তনমা এব সরকারী কর্মচারী বগ ন-ন বানদিঅই তনমা। কিন্তু আব বাস্তব বাই মিলিয়া। নিবগ জাগা জাগা থাংকাই ছাই অ চাঁগু নিবগ ন আরাইনানাই, আরাই খালাই রীনাই চানাই। তাবুক যে নিবগ ন বতন' বুঝিয়াইখা একটা কক তংগ চিষ্টি কথায় চিড়া ভিজেনা'। বুখুক বাইলে কক কাতাই কাতাই ছাঅ। বাখা অ-লে নিবগনি হাময়া। আবনি বাগাই ন তাবুক অ অবস্থা অংগাই তংগ ১৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৫ হাজার নিবগ রাঙ নাইখা। কিন্তু চাঁগু নুকঅ নিবগ Flood Control পুরাপুরি বার্থ অংখা। আবতাই বগন খালাই নানি ক্ষমতা কাগাই, কারণ নিবগনি বংবগ অ আসাক বহুতম অংখা খ, আতাইনি বাগাইন গত ১৯৮৩ সাল সে ভয়াবহ বন্যা অংগাই থাংমানি আ বন্যা য নিবগ থামকঅই মানয়া। আ বন্যা অংগাই থংমানি ন থামকনানি চেষ্টা নায়া। সেই কারণে ত্রিনি জাগা জাগা যে অবস্থা অংগা এবং বরগনি বাগাই Flood Control ব ব্যর্থ অংখা। আবনি কারণে ন তিনি লক্ষীপতি হাই গাঁও সভা অ যেখানে এক সময় মাই মান মানি, এমন একটা জাগা অ জাগা অ বান বাইমানি কারণে, বান সেঅই বাই

মানয়ানি কারণে ন আরনি অ মাই মাননানি ব্যবস্থা কারাইথা। সেই কারণেই এই Flood Control যে নিরগ খীলাই মানয়া ব এবটা সরকারনি ব্যর্থতানি পরিচয়। কাজেই অমতাই চিন্তা খীলাই অই ন অরনি অ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে খরচ খীলাই নানি বাগাই যে নাইমানি আব যুক্তিযুক্ত আংয়া। আবন চাঙ গমিই নাঅই মানয়া। আতাই হীনাই ন চিনি বিরোধী পক্ষ থেকে চাঙ অবনি যে ৬টা দপ্তরনি ছাঁটাই প্রস্তাব মা তুবুম। নিরগ অবনি অ বাইশ লক্ষ বরক ন কি পাহাড়ী, কি বাঙ্গালী বরগ ন খাংগাই চাঅই তংখা। মিঃ ডিপুটী স্পীকার স্যা'র, অবনি অ যে হাঙ নাইমানি আবন চাঙ বাসিই নাঅই মানয়া এবং চিনি বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত Cut motion চক-কাইমানি অা Cut motion বগ-ন সমর্থন খীলাই অই-ন তগনি কক অরন পাই রীখা।

ধন্যবাদ

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যা'র, আজকে এই হাউসে আমার কাট মোশান নেই। তবে আমাদের উপজাতি যুব সমিতি থেকে ৬টা দপ্তরের কাট মোশান আনা হয়েছে আলোচনার জন্য। বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অবনতি হওয়ার মূল কারণ কৃষি ক্ষেত্রের জন্য এগ্রিকালচার এ পিছিয়ে থাকার জন্যই রাজ্যে অভাব অনটন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই এগ্রিকালচারকে উন্নতি করার জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। যেখানে আমাদের এই রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে শতকরা ৭০–৭৫ ভাগই কৃষির উপরে নির্ভর করছে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার কিছুই উন্নতি করতে চান না। যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জায়গায় বিভিন্ন, জায়গায় যেখানে অনাহারে রয়েছে সে সমস্ত জায়গাগুলিতে এস. ডি, ও, বি, ডি. ও অফিসে ধর্না দিচ্ছে। হয়তো এই হাউসে যারা রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই শুনেছেন গত ২৫ তারিখে অমরপুরে এস, ডি, ও, অফিসে যে ধর্না হয়েছে তার কারণ কি? অভাব অনটনের জন্যই ঐ কৃষিতে উন্নতি না হওয়ার কারণেই। তারপর এই যে দেখুন আঠারত্রা একটি গাঁওসভা, একটা বিরাট গাঁওসভা সেই গাঁওসভাকে উন্নতি করার জন্য জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই এবং চাষবাস করবার মত কোন জলও নেই। যার ফলে সেখানে গোটা একটা গাঁওসভাতে চাষবাস করে ধান রোপন করারও কোন ব্যবস্থা নেই। চাষ বাসই করতে পারছেনা আরো দেখুন সমগ্র ত্রিপুরাতে, যেমন লক্ষ্মীপতি গাঁওসভা থেকে শুরু করে সমস্ত গাঁওসভা বিস্তীর্ণ একটা এলাকা। সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে পাঁচটি গাঁওসভা আছে। ঐ পাঁচটি গাঁওসভার মধ্যে একটিও জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার এসবগুলিকে কোন উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন না এবং

জনসাধারণদেরকে ভালভাবে চাষবাস করে যাতে কৃষিক্ষেত্র স্বাবলম্বী হতে পারে এরকম তারা চান না।

তার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খাদ্যের জন্য তীর্থের কাকের মত নির্ভর করতে হয়। তার কারণ হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি না হওয়ার জন্য। উন্নতি যদি করতে না চান তাহলে এ রাজ্যে আরো খাদ্যের জন্য অভাব, অনটন অনাহার আরো বেড়ে যাবে এই কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি না হওয়ার জন্য আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে এই হাউসে বার বার বলতে হয় যাতে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে যেন সমস্ত সুযোগ সুবিধা করে দেন তার জন্যই বামফ্রন্ট সরকারকে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইশ লক্ষ জনসাধারণ এই আশায় ক্ষমতায় বসাইয়াছে যাতে কোন কোন অভাব অনটন না রাখেন এবং গরীব মানুষের দুঃখ বেদনাকে দূর করার জন্যই ক্ষমতায় এনেছিলেন, কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার এই বাইশ লক্ষ জনসাধারণকে আজকে ফাঁকি দিয়েছে। কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা এখন কি দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র মানুষকে বিশেষ করে উপজাতি মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তার জন্যই আমরা বলতে হয় এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করুন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন যে একটা অবস্থা হয়ে রয়েছে অনেক লোক অনাহারে, অর্ধাহারে কালাতিপাত করছে। আপনারাই বলেছিলেন' কংগ্রেসের আমলে অনাহারে রাখলে এ আমাদের আমলে কাউকে অনাহারে মরতে দেবনা। এখন কেন অনাহারে মৃত্যু দিয়েছ? তাহলে কেন এখন এই সরকার এভাবে রাখছেন? হাউসে অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা এই বলতে চাই এই বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদেরকে যেভাবে অবহেলিত রেখেছে তাতেই এখন বলবে এই বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা পরিচয় দিয়েছে। নিশ্চয় বলবে। কিন্তু তারা শুধু মিষ্টি কথায় বলছে কিন্তু কাজ কর্মে কিছুই করছে না। তার জন্যই আজকে যারা এই রাজ্যে অনাহারে রয়েছে। তাদেরকে শুধু মিষ্টি কথায় বলবে কি যে রেখেছে এবং সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ও তাই হয়ে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কোন মিলছে না। আপনারা জায়গায় জায়গায় গিয়ে বলছেন- 'আমরা আপনাদেরকে আমোঘ দিচ্ছি, এরকম করে দেব 'বলছেন। কিন্তু এখন সবাই সজাগ সবাই আপনাদেরকে বুঝতে পেরেছে। একটা কথা আছে 'মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজে না'। শুধু মুখ দিয়েই মিষ্টি কথা বলছে কিন্তু কাজে কর্মে কিছুই করছে না। তার জন্যই এখন এরকম অবস্থা চলছে।

তারপর আপনারা গত বৎসর ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ফ্লাড কনট্রোল পুরাপুরি গত বন্যায় কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এসবগুলিকে করতে আপনাদের মাথায় এখনো ঢুকেনি। তার জন্যই গত ১৯৮৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় আপনারা প্রতিরোধ করতে পারেন নি। ঐ বন্যার সময়ে কমাবার কোন উদ্যোগ, চেষ্টা নেন নি। সেই কারণেই আজকে জায়গায় জায়গায় যে অবস্থা হয়ে রয়েছে তার জন্য ফ্লাড কণ্ট্রোল পুরাপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তার কারণেই এখন লক্ষীপতির মত একটা গাঁওসভাতে যেখানে এক সময়ে সোনার ফসল পেত, এখন সে জায়গাতে নদীর পাড় ভেসে যাবার ফলে জমির বালু সংস্কারের অভাবে এখন ঐ জমি থেকে এখন ধান পাচ্ছে না। সেই কারণেই এই ফ্লাড কণ্ট্রোলটিকে কাজে লাগাতে পারেন নি। এটা একটা সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় ছাড়া অন্য আর কিছুই না। কাজেই এরকম চিন্তা করেই এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে রাজ্যের স্বার্থ খরচ করার ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। সেটাকে আমরা মেনে নিতে পাচ্ছি না। তার জন্যই আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যে ৬টা দপ্তরের কাট মোশান আনতে হয়েছে, আপনারা এই রাজ্যের বাইশ লক্ষ লোকের কি পাহাড়ী, কি বাঙালী তাদেরকে ছিনিমিনি খেলছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমরা মেনে নিতে পাচ্ছিনা এবং আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান সে সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম।

ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকের এই ব্যয় বরাদ্দের উপর আমার তিনটি কাট মোশান আছে। ডিমাণ্ড নং ২২ মেজর হেড ২৮০, ডিমাণ্ড নং ৩৬ মেজর হেড ২৯৯ এবং ডিমাণ্ড নং ২২ মেজর হেড ২৮০, এই তিনটি কাট মোশন আমি এনেছি। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা বিরোধী সদস্য কর্ত্তৃক আনীত কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে বক্তব্য রেখেছেন। এখানে আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা

বিরোধী সদস্যদের কাট মোশানের বিরোধীতা করে উনারা বক্তব্য রেখেছেন। উনারা আমাদের কাট মোশানকে সমর্থন করতে পারবেন না এটা জানতাম। কারণ, বামফ্রন্ট সরকার যারা গরীব আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ১০০ ভাগ মানুষের মধ্যে ৮১ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করে তাদের জন্য নয়, তাদের পক্ষে নয়। যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন যারা পুঁজিপতি, বুর্জোয়া শ্রেণী, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের সাথে তাঁদের বন্ধুত্ব তার জন্যই আজকে কাট মোশানগুলিকে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করছি, তাঁদের সেই মুখস্থ বিদ্যা নিজেরা যে সংস্কৃতি করবে সেটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা রেহাই পেতে চান। কিন্তু এই বিধানসভায় ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় থেকে শুরু করে বিধায়ক পর্যন্ত কাউকে তো একটা কথা বলতেও শুনলাম না, আগরতলায় যারা নাকি দালানের পর দালান তুলছে, যারা নাকি পুঁজিপতি টাকার উপরে ঘুমাচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার বলছেন অনেক কিছু করেছেন। হ্যাঁ, বামফ্রন্ট সরকার করেছেন টাকা? টাকার উপরে ঘুমাতে পেরেছেন। আজকে দেখা যাচ্ছে এখানে কাট মোশান আছে শূকর পালনের জন্য, বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন? পশু পালন মন্ত্রী এই ভাবে দপ্তর নিয়ে একজন মন্ত্রী রাখা হয় মানুষ পশু পালন করবে। শূকর পালন? ত্রিপুরা রাজ্যে শূকর পালনের নমুনা কি দেখেছি? অমরপুরের কাছে সেই ফটিক বাগানে পশু পালন কেন্দ্রে গত রবিবার দিন আমি যখন সেখানে গেলাম সেখানে তিন মাস আগে বড় সাইনবোর্ড দেখেছিলাম, কিন্তু এখন আর সাইনবোর্ড নেই। তিনটি দালান ঘর আছে, কর্মচারী সব উধাও, কোথায় উড়ে গেছে পাখীর মতো। আর তারই জন্য দেখা যাচ্ছে টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? সেখানে শূকর তো নেই-ই এমন কি শূকরের গুও নেই, এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের শূকর পালনের নমুনা? সেই কৈলাশহর বিভাগের চন্দ্রা বিলটি শূকর পালন কেন্দ্র ছিল সেখানেও সেই একই অবস্থা। মরে গেছে, ককবরক ভাষায় বলে 'বন্যা মা ভাষ গেছে'। বামফ্রন্ট সরকার বলছেন সব রোগে মরে গেছে। কিন্তু আমরা দেখছি কি? সেখানে কর্মচারীরা যারা সমন্বয় ভুক্ত তারা বলছেন আমাদের তো বামফ্রন্ট সরকার, আমাদের অভিরাম বাবু আছেন, কিন্তু বললেন না, তাই 'পিকনিক কর' পিকনিক খাতে শূকর খাওয়া হচ্ছে, এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের পশু পালনের নমুনা। এই ভাবেই সেই বীরচন্দ্র মনুতেও শূকর পালনের একই অবস্থা, সেখানে শূকর পালন মানুষ করে, না শূকর মানুষকে করে? কর্মচারী বেশী, শূকর ২টা, না ৩টা আছে আর কর্মচারী আছে ৬ জন। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি নিজে গিয়ে দেখেছি প্রত্যেকটি শূকর পালন কেন্দ্রে যাদের এই সরকার থেকে সাহায্য দিয়ে

শুরুর দিনে দেওয়া হয়, এটাকেও টাকা ঠিক মতো দেওয়া হয় না। কারণ তিন মাসের বাচ্চা বলে যেটা দেওয়া হয় সেটা ১৫ দিনের বাচ্চা দেওয়া হয়। সরকারের এই লক্ষ লক্ষ টাকা যেটা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে পৌছুচ্ছে না। আজকে পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা কি দেখছি ? পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলতে গেলে মনে হয় রামায়ণ, মহাভারতের শেষ আছে কিন্তু পঞ্চায়েতের শেষ নেই। কারণ পঞ্চায়েত বামফ্রন্ট সরকারের কলঙ্কময় জীবনের মধ্যে একটা বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবে, এটা অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের প্রশংসা করার যথেষ্ট কারণ এটা সুনামের ইতিহাস নয় দুর্নামের ইতিহাস। পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি বলেছেন আমার পঞ্চায়েতে ৩৫৩ জনের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস হয়েছে এবং অমরপুর সাব-ডিভিশানে ১০ জনের বিরুদ্ধে বিচার হয়েছে এবং ২ জন পঞ্চায়েত প্রধানকে আমরা সাসপেনশন করে দিতে বাধ্য হয়েছি। বলতে পারবেন কি বামফ্রন্ট সরকার এমন একজন পঞ্চায়েত প্রধান আছেন যার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতি নেই, কোন অভিযোগ নেই এই কথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে নিজের মাথায় হাত রেখে বলুন তো ? সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে পঞ্চায়েত কলঙ্ক যেমন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ধকার ছেয়ে আছে, কারণ যারা ডাকাতি করে, চুরি করে তাদের হাতে ক্ষমতা পৌছে দিতে চাইছেন। তাঁরা আজকে বলছেন পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে, এটা কি বিরোধী দলের সদস্যরা সমর্থন করেন না ? হ্যাঁ করছি কিন্তু এটা না করে আপনারা অন্যটা করছেন। আপনারা কি করছেন ? মাননীয় বিধায়ক শ্রীমতিলাল সরকার উনি বলেছেন, আমরা তো কংগ্রেস আমলের সেই হাত তুলে ভোট দেওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন উঠিয়ে দিয়ে গোপন ভোটের মাধ্যমে করেছি। কিন্তু গোপন আর একটা গোপনে চলে যাচ্ছে, টাকাকা গোপনে চলে যাচ্ছে, পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ টাকা গোপনে চলে যাচ্ছে তার কোন হিসাব আছে ? প্রতিটি গাঁওসভার একই অবস্থা। আজকে ক্ষমতা কাকে দিচ্ছেন ? আপনারা ক্ষমতা দিচ্ছেন পঞ্চায়েতের প্রধানদের নয়, পঞ্চায়েতের লিডারদের দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েতের যে ক্ষমতা এটা জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌছবে না, কারণ লিডারদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। জন প্রতিনিধি এম. এল. এ সেই অমরপুর মহকুমার, তার হাতে রিকমানডেশানের জন্য জি, আর, এর টাকা দেওয়া হবে না, কাদের হাতে দেওয়া হবে ? যারা পার্টির লিডার হয়েছেন সেই বিনন্দ জমাতিয়া ডাকাতি করেছেন, খুন-খারাপি করেছেন, উগ্রপন্থী নেতা ছিলেন উনার রিকমানডেশানে আজকে পঞ্চায়েতে কাজ পায় সমস্ত কিছুই পায়। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিনন্দ জমাতিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন ভাল কথা স্বাগত জানাই, উনি থাকুন সুস্থ

ভাবে। কিন্তু বিনন্দ জমাতিয়া তো নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নয় উনার একটা বিক্ষমানডেশান নিয়ে গেলেই হ্যাঁ, এটা তো দিতে হবে। কারণ সরকারের ইনট্রোডাক্শান আছে। এটা কি গণতন্ত্র ? পঞ্চায়েতের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই জনপ্রতিনিধির ৩ জন এম, এল, এ আছেন অমরপুরে তাদেরকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কিছুই করা হচ্ছে না, এটা কি গণতন্ত্র ? বিনন্দ জমাতিয়া মেম্বার, বিপিন্দ্র মেম্বার, বীরেন্দ্র এলাকায় সেই অমরপুরে যত্র সাথার সঙ্গে যিনি পরাজিত হয়েছেন উনি কি বি, ডি, সির মেম্বার হতে পারেন ? পারেন না। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের গণতন্ত্র। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বলতে হয়।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা— আর এক মিনিট স্যার.।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পঞ্চায়েতের নাম করে তারা আজকে লাটি পুটে খাচ্ছে পরের ঘাড়ে দোষ দাও। এই হচ্ছে নমুনা। তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। তারা দাঙ্গার পোষণ করছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য যারা ডাকাতি করে, যারা খুন করে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। তাদের নমিনেশান দিচ্ছে পঞ্চায়েত ইলেক্শানে। অতএব স্যার আমি আহ্বান করছি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২১লক্ষ মানুষের স্বার্থে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে, ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— স্যার, আমার এইখানে একটি সাজেশান আছে কংগ্রেস (আই) সদস্যদের হাউসে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য, সমস্যার সমাধানের জন্য আমার মনে হয় সরকার পক্ষের চীফ্ হুইপ এবং বিরোধী দলগুলির চীফ্ হুইপদের নিয়ে আলোচনায় বসলে ঠিক হয়।

স্পীকার :— আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করব। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এইখানে যারা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে ১৯৮৪-৮৫ সনের যে বাজেট মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বামফ্রন্ট সরকার বিগত ৭৮সন

থে'ক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষ কিভাবে বাস করছে তার কতগুলি নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। যেমন ডিমাণ্ড নং ২২, মেজর হেড ২৮০ এইখানে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তরের ৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। এইখানে আমরা দেখি বিগত আর্থিক বৎসরগুলিতে আমাদের অ্যাসেনশিয়েল যেটা মানুষের দরকার, বিগত বৎসরগুলিতে বামফ্রন্ট সরকার তার বাজেটে বরাদ্দ রেখেও তা ঠিকভাবে রুপায়ন করেনি, যার জন্য আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। উদাহরণ স্বরূপ, যে সমস্ত এলাকা এখনও দুর্গম এলাকা সেইসব এলাকায় আজও ডিসপেনশারী নাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র দরকার তার জন্য আমরা সরকারের কাছে বলেছি, কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে তা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কাজেই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। তারা বড় বড় বাজেট ধরেন, কিন্তু কাজ কিছুই করেননা। বাজেটে টাকা ধরা হলে কাজ করা হবে না এটা ত হবেনা। তারা বলছে যে তারা ক্ষমতায় আসার পরে থেকে ত্রিপুরার উন্নতি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে। কিন্তু আমরা কি দেখি? যারা জুমিয়া, দিনমজুর, যারা উপজাতি তাদের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি নাই। তারা এখন হায়ার লেভেলে চলে গেল। তারা এখন নিম্নস্তরের মেহনতী মানুষের দিকে লক্ষ্য করতে পারছেননা। তারাও ত এক সময় হৈ হল্লা করত, যখন বিরোধী ভূমিকায় ছিল। আজকে তারা ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ যা আশা করেছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আজকে তাদের বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই, নগেন্দ্র জমাতিয়া ডিমাণ্ড নং- ৩৭ মেজর হেড ৩১৩ সেখানে ৫কোটি ৪লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে বন দপ্তরের জন্য। এই বন দপ্তরের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট অংশের দরিদ্র উপজাতি, জুমিয়া, ভূমিহীন, তাদের উপকার হতে পারে। কর্পোরেশানের মাধ্যমে প্ল্যানটেশানের মাধ্যমে। ত্রিপুরার জুমিয়াদের বস্তু দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে, আমি স্বীকার করি। ১৯৭৭ সন থেকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উপজাতি গরীবদের ফরেষ্ট কলোনী করে দেওয়া হয়েছে বহু। বহু দেওয়া হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ফরেষ্ট কলোনীতে কি হচ্ছে? ঐ কৈলাশহরের নুনাছড়ায় উপজাতি ফরেষ্ট কলোনী করে দেওয়া হয়েছিল। আজকে তার কি হয়েছে,- উপজাতি ফরেষ্ট কলোনী উপজাতি উচ্ছেদ কলোনীতে পরিণত হয়েছে। সেটা আপনারাও অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনারা গিয়ে দেখুন নুনাছড়ায় উপজাতিদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এটা উপজাতি উচ্ছেদ কলোনী হয়েছে। আবার তারা বলছেন যে তারা উপজাতি কলোনী করে দিয়েছেন।

কাজেই আজকে যে বাজেট ধরা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। কারণ এই বাজেট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রনোদিত। আজকের এই পবিত্র বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাকে অ মরা সমর্থন করতে পারছিনা, কারণ এই বাজেট ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ল্যাম্পস ও প্যাক্সের মাধ্যমে উপজাতি দরিদ্রদের দিয়ে রাবার প্ল্যানটেশান করাবেন বলেছিলেন। প্রচার করেছিলেন। রাবার প্ল্যানটেশান একটা উন্নত ধরনের ব্যবস্থা। তা আমি স্বীকার করি। ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন পরিবার এই রাবার প্ল্যানটেশান করতে পেরেছে। আজকে সরকারও এই রাবার প্ল্যানটেশান করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তারা তা অস্বীকার করতে পারবে ? কাজেই আজকে তারা রাবার প্ল্যানটেশানের মাধ্যমে উপজাতি পরিবারকে বাঁচাতে পারছেনা। তারা ত মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেরেছে কি তাদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নেওয়ার জন্য সুপারিশ করতে ? কাজেই তাদের কাজে এক মুখে আর এক। তারা মানুষকে ভাওতা দিতে জানে। আজকে যারা গরীব মেহনতী মানুষ তারা আরও গরীব হচ্ছে। কাজেই এই য বাজেট এই বাজেটে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে নয়,। এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা এবং বিরোধী গ্রুপ থেকে যে ছাটাই প্রস্তাবগুলো এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ২জন মন্ত্রী আলোচনায় অংশ নেবেন পর পর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে অনুরোধ করছি এক ঘন্টার মধ্যে আপনাদের সময়টাকে এডজাষ্ট করে নিলে ভাল হবে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুধন্য দেববর্মা।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার দপ্তর-এর বিরুদ্ধে কোন কাট মোশান আসেনি, যদিও মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু একটা কাট মোশান এনেছিলেন কিন্তু পরে সেটাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। তবু এখানে তাদের একটু জানার ছিল যে, ১৯৭১-এর সেনসাসের হিসাব কেন এখনো বাহির হল না, সেটা সম্পর্কে তারা অভিযোগ করেছেন। তাদের এই অভিযোগে আমি বলতে পারি যে, এখানে আজকে লক্ষ কাগজ ছাপা হয়েছে, যেমন ন্যাশানেল বুক, তেমনি ককবরক ও মনীপুরী ভাষায়, এইভাবে অনেক ছাপা হয়েছে। অনেকগুলি ছাপা হওয়ার জন্যই সেগুলি এখনও বিলি হচ্ছে, আর বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে যে সমস্ত অভিযোগ আনেন সেগুলির সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নাই। যেমন মনোরঞ্জনবাবু এখানে ডিমান্ড নং ১৪ মেম্বর

হেড ২৭৭-এ তিনি বলেছেন যে সোনামুড়ার স্কুল কনষ্ট্রাকশান সম্পর্কে, এইটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে এই সম্পর্কে তার কোন ধারনাই নাই তিনি স্কুল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে সেই স্কুল কোথায় আছে, সেখানকার কলোনীতে নাকি স্কুল আছে, কিন্তু কোন কলোনীতে তা তিনি উল্লেখ করতে পারেন নি। তাই এখানে আমরা দেখেছি যে, বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনেন তার কোন বাস্তবতা নাই, বিশেষ করে তারা বলতে চান যে এখানে কোন কাজ হয়নি, কিন্তু কোথায় কি কি কাজ করা হয়নি সেটা তারা উল্লেখ করতে পারেন না। তাই আমাকে বলতে হচ্ছে যে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ এখানে আনা হয় না। যদিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাগজ ট্রেশনারী দ্রব্যের মধ্যে প্রধান, কিন্তু সেই কাগজ আনা হয় ডি-জি-এস-ডি-এম থেকে। তবে এই ক্ষেত্রে যদি কেউ মনে করেন যে এইটাকে সাপ্লাই এডভাইচারী বোর্ডের মারফতে ক্রয় করা হয়, তাহলে পরে এইটাকে একেবারে একটা মনগড়া অভিযোগ বলা হবে। যদি এর কোন কাট মোশান আনা হয় তাহলে তার কোন মূল্য থাকে না। তাই আমি এই ধরনের সমস্ত কাট মোশানগুলিকে বাতিল করার জন্য বলছি। বিরোধী পক্ষ থেকে শুধু চিৎকার করলেই কোন কাট মোশানের যুক্তিকতা আসে না, এর উপর ভিত্তি করে তারা যে বক্তব্য রাখেন তাতেও এই কাট মোশানের কোন যুক্তি-র মধ্যে আসে না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব, বিশেষ করে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে এনেছেন সেগুলিকে বাতিল করার জন্য বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং - ৩৫ এর কৃষি দপ্তরের জন্য ১১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং ডিমাণ্ড নং - ৩০র ফিসারীর জন্য ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ-এর দাবী এই সভায় দেওয়া হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ তার উপর কিছু কাট মোশান এনেছেন, আমি তাদের এই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। মূলত বিরোধী সদস্যগণ যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলি হচ্ছে বীজ, সার, ঔষধ এবং ওয়াটারের মেনেইজমেন্টের উপর, আর ফিসারীর ক্ষেত্রে মৎস্য প্রশিসন

সম্পর্কে। প্রথমত বীজ এখানকার কৃষকদের একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ, কিন্তু এই বীজ আমাদেরকে সব সময়ই অনেকাংশে বাহির থেকে আনতে হয়, তার সঙ্গে সার ও ঔষধ প্রভৃতি জিনিষও আমাদেরকে বাহিরে থেকে এনে দিতে হয়। যেমন, গত বছর আমরা এগুলি হিসাব করে দেখেছি যে বিভিন্ন রকমের সার বীজ যেটা কৃষকদের জন্য দরকার তা হল – ১৩৭১ টন, সেখানে আমাদের রাজ্যে সেগুলি উৎপাদিত হয়েছে যেমন বীজ মাত্র ২৬৬ টন, বাকী সবটাই আমাদেরকে বাহিরে থেকে আনতে হয়েছে। যে সমস্ত বীজ সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে সে সমস্ত সংস্থাগুলির রাজ্যের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করার কথা সে দায়িত্ব তারা পালন করছেন না। সমস্ত উত্তর –পূর্বাঞ্চলের জন্য মাত্র একটি সংস্থা আছে। তাই উন্নত জাতের বীজ আনতে হলে গৌহাটি বা দিল্লীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয়। আবার উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে পৌঁছায়না। বিশেষ করে যে সমস্ত বীজ সরবরাহকারী সংস্থা আছে, যেমন নেশন্যাল সীডস্ কর্পোরেশান প্রভৃতি তাদেরকে ত্রিপুরাতে একটি ফার্ম করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যাতে কৃষি উৎপাদনে আরও বেশী পরিমাণে সাহায্য হয় কিন্তু হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে কোন সার উৎপাদনকারী কারখানা নাই। বছরে আমাদেরকে ২বার সার সরবরাহ করা হয়। তাই যখনই আমাদের সারের প্রয়োজন হয় তখনই বম্বে. গুজরাট, আসাম প্রভৃতি জায়গায় দৌড়াতে হয়। তাতেও আমরা পরিমাণ মত বরাদ্দ পাই না। স্বাভাবিকভাবে আমরা সার এবং বীজ পাইনা তাই আমাদের এখানে সার এবং বীজের দাম এত বেশী। অনেক সময় গরীব লোকের ক্ষমতার বাহিরে চলে যায়। তার জন্য আমরা ইচ্ছা করলেই কিছু করতে পারিনা, কারণ সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু দিল্লীর হাত আছেই। আমরা এবার আমাদের কৃষি খাতে পরিকল্পনা চেয়েছি ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা কিন্তু কত পাই জানি না। গত বছর ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছি, তাই অনুমান করে এবারও ৫ কোটি টাকার মত ধরা হয়েছে। সারের ক্ষেত্রে বীজের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। কৃষির উন্নতির জন্য আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছি। বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছি। কৃষকদের সার-বীজের মত প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কোন কাট-মোশান আনার প্রয়োজন ছিলনা। পর্যাপ্ত অসুবিধার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করার জন্য অনেকগুলি কর্মসূচী নিয়েছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার এই সরকারই একমাত্র সরকার যে কোনে কৃষকদের কাছ থেকে সেচ কর নেওয় হয়না, প্রান্তিক চাষী থেকে কর নেওয়া হয়না। বিগত দিনে যারা মহাজনদের খপ্পরে পড়ে জমি হারিয়েছিল সে জমি যাতে তারা আবার ফেরৎ পেতে পারেন

তারজন্য আইন হয়েছে। গরীব কৃষকরা যাতে জমি পেতে পারেন তারজন্য ও কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকল্পনাই অনেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সব ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করেন সে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারবেন না। আমি ব্যাক্তিগতভাবে অনেক কৃষকের সাথে আলাপ করেছি তারা বলেছেন, ত্রিপুরার জমিতে যেসব সম্পদ রয়েছে সেসব সম্পদ কাজে লাগাতে পারলে ত্রিপুরার অনেক উন্নতি হত। এখানে কাজু বাদাম আনারস প্রভৃতি ভাল হয়। মাননীয় সদস্যরা হয়ত জানেন, এখানে নারিকেড়াতে ১ বছরের মধ্যে কাজু বাদাম ফলান যায়। এখানে আনারস ত সবচেয়ে ভাল হয়। তাই এগুলির উৎপাদনে যদি সাহায্য করা যেত তাহলে ত কৃষকরা, গরীব অংশের মানুষের বেশ কিছু পয়সা পেত। এন, ই, সি. স্কীমে এখানে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে যেহেতু ২ কোটি টাকার উপর খরচ হবে সেহেতু পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন লাগবে, কিন্তু অদ্যাবধি অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এখানে যে পাট, মেস্তা উৎপাদন হয় তাতে ৩টি পাটকল চলতে পারে। কিন্তু পাটকলের অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছেনা। কাগজ কলের কথা ত অনেকদিন যাবত বলা হচ্ছে কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছেনা। এখানকার কৃষকরা যাতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে তারজন্য এই বামফ্রন্ট সরকার বহু পরিকল্পনা রচনা করেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যেখানে কৃষিই প্রধান জীবিকা সেখানে কৃষির উন্নতি ছাড়া আর কোন প্রকারে দেশের উন্নতি করা সম্ভব না। তার উপর শ্রীমতি গান্ধী রাজ্যের উপর সেন্ট্রাল স্পন্সরডস্কীম চালু করেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমরা দেখেছি গত ১৯৮৩-৮৪ সনে এখানকার যে ব্যাঙ্কগুলি আছে, তারা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা ৮কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দেবেন। কিন্তু এখন পর্যান্ত তারা মাত্র ৩ কোটি টাকা দিয়েছে। তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র টাকা দিয়েছেন, যেখানে টাকা আরও বেশী দরকার। আমরা দেখছি টাকা আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ছেলেরা বাইরে কৃষিবিদ্যা পড়তে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে কোন কৃষিবিদ্যালয় নেই। যেখানে আমাদের এখানে হয় ধান, সেখানে তারা যেখানে পড়তে যায় সেখানে হয় গম। সুতরাং এখানকার যে জলবায়ু, এখানকার যে মাটি, তার সঙ্গে যদি কৃষি বিজ্ঞানীরা পরিচিত হতে চান তাহলে এখানে দরকার একটি কৃষি বিদ্যালয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এখানে কৃষি বিদ্যালয় হবে কিনা এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার ছিল। সেইভাবে তারা এগিয়ে আসেন নি। আপনারা জানেন দপ্তরের যে বরাদ্দ সেটা

গতবার ১ কোটি টাকার মত ছিল পরিকল্পনা খাতে। এবং সেটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৭ হাজার মেঃ টন এর কাছাকাছি আমাদের মাছের দরকার হয় গত বছর আমাদের কর্মসূচী ছিল ৯ হাজার মেঃ টন। এবার ধরা হয়েছে ১০ হাজার মেঃ টন। আমরা জলাশয়কে যাতে আরও বেশী করে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলা যায় এবং উপজাতিদের দখলেও যে সমস্ত অব্যবহৃত জলাশয় আছে সেগুলিকেও যাতে আরও বেশী করে মাছ চাষের উপযোগী করে তোলা যায় সেই দিক থেকে আমরা কর্মসূচী নিয়েছি। আমরা বার বার বলতে চাই, আমরা নিজেরা মাছের ব্যবসা করতে চাই না। কিন্তু দপ্তরের যেটা কর্মসূচী নিয়েছে সেটা হলো এখানকার মাছের চাষ বাড়ানো। সেই দিক থেকে এই বছর আমরা যে সমস্ত ব্লকের মধ্যে যেখানে মাছের চারা তৈরী করা যায় না সেগুলিতে যাতে মাছের চারা তৈরীর আওতায় আনা যায় স্থানীয় লোকদের ট্রেনিং দিয়ে সেই চেষ্টা চলছে। কেন্দ্র থেকে যেভাবে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার আমরা সেইরকম সাহায্য পাচ্ছিনা। আজকে কাট মোশান আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা কিছু অভিযোগ এনেছেন। এটা আজকে সবাই স্বীকার করবেন যে আমাদের যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার জন্য কেন্দ্রই মূলতঃ দায়ী। রাজ্যগুলিকে শুকিয়ে মেরে যেভাবে তারা চলেছে, আজকে সেই কারণেই বিচ্ছিন্নতা বাদী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। পাঞ্জাব, আসাম সৃষ্টি হয়েছে। যে কংগ্রেস উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে তাদের সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতি হাত মিলিয়েছে। এখনও তারা ত্রিপুরা রজিমেণ্টর কথা বলেন। তারা নূতন করে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করছে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় এসেছে। কারো দয়ার উপর আসে নি। কাজেই বিচ্ছিন্নতা বাদীরা যাতে সুযোগ না পায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি। আমি আশা করছি এখানে যে কাট মোশান এসেছে সেগুলিকে তারা বাতিল করবেন এবং যে ডিমাণ্ট এসেছে তাকে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আরবের রহমান।

আরবের রহমান :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে ফরেষ্ট দপ্তরের ডিমাণ্ট নাম্বার ৩৭ মেজর হেড ৩১৩ এবং ৩০৭ এই দুইটি হেডের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে এবং এই ছাঁটাই প্রস্তাব দুইটি মিলে ১০১ টাকার ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। এটা শুধু তাদের বিরোধিতা করা এবং তাদের বক্তব্য রাখার জন্য। আমি মনে করি, পরিকল্পনার খাতে কেন্দ্রীয়

সরকার থেকে যদি আরও বেশী টাকা পাওয়া যেত তা হলে ফরেষ্ট দপ্তরের পরিকল্পনার টাকা আরও বেড়ে যেত এবং ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে উপজাতি ভাইয়েরা কষ্ট করে এবং তাদের হাট বাজারে এবং রাস্তা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে অসুবিধা হচ্ছে, তাকে অনেকটা কাটিয়ে উঠা যেত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ৬ বৎসর হলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৮ সনে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাগান করার প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং অন্যান্য কিছু অঞ্চলে যেখানে প্ল্যানটেশান হয়, সেখানকার জন সাধারণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বন দপ্তরের প্ল্যানটেশানের কাজ আজকে ৬ বৎসর ধরে চলছে। আজকে এখানে বিরোধী দলের টি, ইউ, জে, এস, সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে আজকে জুমিয়ারা অসহায় এবং বিভিন্ন রকমের অসুবিধায় আছে। আজকে এই অসুবিধা দূর করার জন্য ফরেষ্ট দপ্তর বা বামফ্রন্ট সরকার অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং অসুবিধা কি আছে তাদের? তাদের জন্য বিগত আমলে হাজার হাজার কেস কোর্টে ঝুলছিল। আজকে বামফ্রন্টের আমলে হাজার হাজার কেস ঝুলে না। আমরা বলেছি, পূর্বে যারা জুম চাষ করেছে সেখানে আমরা প্ল্যানটেশান না করে অন্যান্য জায়গায় জুম করতে বন দপ্তর বাধা দিচ্ছে না এবং বিগত দিনে জুম করে যে ফসল পেয়েছে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই মাটির উর্বরতা শক্তি নেই। তাদের বিভিন্ন রকমের সুবিধার জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। মিক্সড প্ল্যানটেশন স্কিমে গত বৎসর ১৯৮৩-৮৪তে ৫০০ পরিবারকে, যারা প্রকৃতপক্ষে জুমিয়া তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কাজ চলছে। আগামী বছর আরও ৬০০ পরিবারকে ঐ প্রিমিটিভ গ্রুপের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে এবং সেখানে কিছু লোকাল এবং কিছু টেকনিক্যাল লোক থাকতে হবে। টেকনিক্যাল লোকেদের মধ্যে নারিকেল, সুপারী এবং বিভিন্ন রকমের ফল ইত্যাদি করার জন্য এবং এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে নারিকেল, সুপারী, এবং ফিসারী দপ্তর থেকে সেখানে সহযোগিতা করা হবে। তার সাথে এনিমেল হাজবেণ্ড্রী থেকে তাদের সাহায্য করা হবে। বিগত দিনেও হয়েছে। চার/পাঁচ বছর হয়েছে, সেখানে তাদের ঘর, হালের বলদ, দুগ্ধবতী গাই ও মোরগ দেওয়া হয়েছে। স্যার আজকে যেখানে প্রিমেটিভ গ্রুপের কাজ চলছে, সেই কাজ করার জন্য সেখানকার জন সাধারণ, জন প্রতিনিধি এবং কর্মচারী সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার জন্য তিনটি সংস্থার মিটিং হয়েছে, সেটার সঙ্গে বি, ডি, সিও আছে, কাজেই সকলে মিলে মিশে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্যার, আর এমনি ভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রি-সেটেলমেন্টের কাজ এগিয়ে চলছে আগামী দিনেও এটা চলবে। আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাই, তাদের এক বছরের মধ্যে পুনর্বাসন হয়ে যাবে

এবং পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই দুইটি বিভাগ খোলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও একটি খোলা হতে পারে। তারা শিক্ষায় দীক্ষায় অ-উন্নত, আগে তাদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না, স্বাস্থ্যের সুযোগ ছিল না, আজকে যদি তাদের সেই সব সুযোগ দিতে হয়, তাহলে টাকা খরচ করতে হবে, আর তা হলে পরেই সেখানে রাস্তাঘাট স্কুল সবই হবে। আমার বন দপ্তর-এর মধ্যেই তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গাতে কয়েকটি স্কুল ঘর করে দিয়েছে যেমন রাতাচড়া গন্ডাচড়া গঙ্গানগর ওয়াংবাড়ী প্রভৃতি জায়গাতে স্কুল ঘর করে দেওয়া হয়েছে আর সেই সঙ্গে শিক্ষা বিভাগ থেকে সেই সব স্কুলগুলিতে শিক্ষকও দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তর একলাই কাজ করছেন না, সেই সঙ্গে অন্যান্য দপ্তর যেগুলি আছে, তারাও কাজ করে চলেছে। এই ভাবে ত্রিপুরা ট্রাইবেলদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটা ট্রাইবেল করপোরেশান করা হয়েছে, করপোরেশান রবার প্ল্যান্টেশানের মাধ্যমে ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর এজন্য গণ্ডাচড়া এবং ওয়াংবাড়ীতে নতুন করে বাগান করা হয়েছে। তাদের জন্য যাতে আও কিছু কাজ করা যায়, সেজন্য চেষ্টা চলছে। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে আমার দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করে যে সব কাট মোশান এসেছে সেগুলির মধ্যে কোন বাস্তবতা নাই এগুলি অত্যন্ত যুক্তিহীন, কাজেই আমি এগুলির বিরোধীতা করছি। এছাড়া অন্যান্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর আরও যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে, আমি সেগুলিরও বিরোধীতা করছি এবং আমার যে ডিমাণ্ডগুলি রয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দপ্তর পঞ্চায়েতের উপর যে কাট মোশান এসেছে যদিও মুভার এখানে উপস্থিত নেই, তবু গোটা পঞ্চায়েত বিলের উপর না হউক, শুধু আইনের ১২ নং ধারার উল্লেখ করে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার সম্পর্কে আমি এই হাউসে আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে পঞ্চায়েত কিভাবে চলছিল আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিভাবে পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজিয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত আইনকে কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা অনেক বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আমি আর সেই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি না। তবে এটুকু বলব যে নতুন পঞ্চায়েত আইনানুসারে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছি। কারণ, গত বিধান সভার আগের বিধান সভায় এই নতুন পঞ্চায়েত আইন তৈরী করে এই হাউসেই একটা বিল আনা হয়েছিল এবং সেই বিল পরীক্ষা

নিরীক্ষা করার জন্য একটা সিলেক্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছিল এবং সেই সিলেক্ট কমিটি দুই দুইবার বসে এই বিলের বিভিন্ন ধারা উপধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিবেচনা করে তাদের রিপোর্ট এই হাউসে পেশ করেছিল। পরবর্তী সময়ে এই হাউস এই বিলটা পাশ করে দিয়েছিল এবং তারপর রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে এখন সেটা আইনে পরিণত হয়েছে। তারপর, সেই আইন কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, তার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রুলস তৈরী করা হয়েছে এবং সেই রুলসের ধারা মত আজকে পঞ্চায়েত-এর নির্বাচন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু এত সব কাজ করতে গিয়ে আমাদের কিছু সময় ব্যয় করতে হয়েছে, কারণ যে কয়েকটি নতুন গাঁওসভার সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলির কিছু অংশ স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে ছিল, আবার কিছু অংশ তার বাইরে ছিল। কাজেই কিছু ইনক্লুডেড করে আবার কিছু এ্যাক্সক্লুডেড করে বাড়তি কয়েকটি গাঁওসভা গঠন করা হয়েছে। এটা নিশ্চয় সবাই জানেন যে আগে আমাদের পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল ৬৮৯ টি এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৭০৪টি। এরপর সেগুলির এরিয়াও ডিলিমিটেশান হয়ে গেছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নোটিফিকেশানও হয়ে গেছে। আবার সীট এলটমেন্ট — কোন গাঁওসভাটা এস, টি অথবা এস, সি, অথবা জেনারেলে যাবে, সেটাও ঠিক করার আছে, এখন এটার কাজও হয়ে গেছে তবে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কিছু সময় লাগবে এবং সেটার চুড়ান্ত পরীক্ষা ৯ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কাজেই আজকে পঞ্চায়েতকে আমরা নতুন ভাবে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছি। যাতে পঞ্চায়েতের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া যায়। অতএব আমি আশা করছি যে আগামী মে মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারব। তবে এই সমস্ত ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং পঞ্চায়েতের সীমা নির্ধারণ এবং ভোটার লিষ্ট তৈরী করার ব্যাপারে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি ত্রিপুরার জনগণের কাছে অনুরোধ করব, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যারা এই ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন তারা যেন তাদের সেই ফাঁদে পা না দেন কারণ এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়নের একমাত্র মাধ্যম। সেজন্য আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ রাখব এই পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে হতে পারে তার জন্য তার জন্য জনসাধারণে যাতে কোন রকম বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের জনগণের কাছেও আমি অনুরোধ রাখছি যে সমস্ত প্রতি-

ক্রিয়াশীল শক্তি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তাদের বিরোদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান, যাতে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে হতে পারে। এই আবেদন রেখে আমার দপ্তরের ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে এবং আমার ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী খগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রাজস্ব এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর যে সব কাট মোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যারা হায় জনগণ হায় জনগণ হায় কর্মচারী হায় কর্মচারী বলে বুক চাপড়াচ্ছেন তাদের চোখের জল অবশ্য আমি দেখি নাই, কিন্তু তাঁদের চিৎকার শুনেছি। কিন্তু গত ৩০ বছর কর্মচারীরা যখন আন্দোলন করেছিলেন তখন তাদের উপর বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল, তাদের উপর রুল ফাইভ প্রয়োগ করে তাদের চাকরী থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল ঐ ক্ষেত মজুর, জুমিয়া, ভূমিহীন তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যখন আন্দোলন করছিল তখন তাদের উপর পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করা হয়েছিল, তাদের জেলে ঢুকান হয়েছিল, তাদের উপর গুলি চালিয়েছিল — আজকে উদের জন্য কথা বলার অধিকার কাদের নেই। তাঁদের জনগণ হচ্ছে ঐ টাটা, বিড়লারা। আর তাদের সঙ্গে প্রেম করতে এসেছে উপজাতি যুব সমিতি এবং পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্যের কথা গত ৩০ বছর একটা কথাও উদের মুখে শুনি নাই এদের জন্য। ঐ উপজাতির লোকেরা বনের আলু খেয়েছে, অনাহারে মরেছে তখনতো একটা কথাও তাদের মুখ থেকে শুনতে পাই নাই আমরা। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, উপজাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য যে ষষ্ঠ তপশীলের জন্য কেউ ভেবেছি কি না জানি না, কিন্তু আমিতো একটা কথাও উনাদের মুখ থেকে শুনতে পাই নাই। আজকে যখন ত্রিপুরার জনগনের কল্যাণের জন্য কর্মসূচী নিয়ে এই হাউসে বাজেট উপস্থিত করা হল তখন উঁদের নাকে কাঁদন শুরু হয়েছে, এবং ত্রিপুরার জনগণের জন্য তাঁদের মেকী কান্না সুরু করে এই বিধানসভা মুখর করে তুলছেন। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা বলেছিলাম যে গরীব কৃষক ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, গৃহহীন

করা যাতে গৃহ তৈরীর জন্য ভূমি পায় তার জন্য চেষ্টা করা হবে। সেই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে আমরা ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে পুনঃজরিপের কাজ শুরু করি এবং ১৯৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আমরা ১২টি রেভিনিউ সার্কেলের আওতায় মোট ৫৯০টি মৌজায় কাজ শুরু হয়েছে। এই পুনঃজরিপ চলাকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা মোট ২৫,৭৯৭ টি ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি দিয়েছি এবং তাদের সেই জমির পরিমাণ হচ্ছে ৩৪,০৭০.৯২ একর। তার মধ্যে উপজাতি হচ্ছে ৭,০৬০টি পরিবার, জমির পরিমাণ ১৬,৩১১.৯৬ একর, তপশীল জাতি ৪,৭৯২টি পরিবার এবং জমির পরিমাণ হচ্ছে ৫,৫৭১.৪৯ একর। গৃহহীন পরিবারের মধ্যে আমরা গত ৬ বছরে আমরা জমি দিয়েছি মোট ১০,৮৭১টি পরিবারকে। তার মধ্যে উপজাতি ২,১৮২টি পরিবার এবং জমির পরিমাণ হচ্ছে ৬২৫.৮০৭ এবং তপশীল জাতি ২,৬৩৭টি পরিবার এবং জমির পরিমাণ ৬৬৩.৭৫ একর। ২১,২২৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে মোট ৪৫,৬৯৬.৬৯ একর জমি বিলি করে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। আমরা যাদের মধ্যে এই জমি বিলি করেছি তার মধ্যে উপজাতি পরিবার হচ্ছে ৯,৯৪৮টি এবং জমির পরিমাণ হচ্ছে ৩০,৯৯.৫৭ একর আর তপশীল জাতী হচ্ছে ৩,৮৯৫টি পরিবার এবং জমির পরিমাণ হচ্ছে ৪,৬৭১.৮৩ একর। পুনঃজরিপের কাজে ১৯৮৪ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যান্ত আমরা ৩,০৬৭ জন বর্গাচাষীর নাম আমরা রেকর্ড ভুক্ত করেছি এবং ২৯৩ জন বর্গা চাষী ও প্রান্তিক চাষীকে আমরা আইনগত ও আর্থিক মোট ৭৫,২৯২ টাকা সাহায্য দিয়েছি। এছাড়া আমরা ৬৯৫ জন চাষীকে কোর্ফা স্বত্বের অধিকার দিয়েছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই সময়ের মধ্যে ঐ ১২টি রেভিনিউ সার্কেলের অন্তর্গত ৬৩,৩৭৪টি নামজারীর কেস শেষ করে রেকর্ড সংশোধন করা হয়েছে এবং উপজাতিদের জমি পুনরুদ্ধারের কাজও ত্বরান্বিত করা হয়েছে। বিগত ৩০ বৎসর যাবত বা ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেস আমলে ওরা ৬৮৮ পরিবারের উপজাতিদের জমি পুনরোদ্ধার করেছিল এবং তার পরিমাণ হল ৬৩৬ একর। আর ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২৭৯৭টি উপজাতি পরিবারের জমি আমরা উদ্ধার করেছি এবং তার পরিমাণ হল ২৭৭০ একর। এই জমি যে সমস্ত অ-উপজাতীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের ১৬১৫টি পরিবারের রিসেটেলমেন্টের জন্য খরচ হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ২০ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছি সেটা পাই নি এবং অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি, চাহিদার তুলনায় আমরা শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ টাকা কম পাচ্ছি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে-

ছেন যে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিকিৎসার সুযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু ওরা পরিকল্পনার টাকা কাঁট ছাঁট করে দিচ্ছেন। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কেন্দ্রের টোটেল বাজেটে ১.৮৬ ভাগ ধরা হয়েছে সেখানে সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যের ১৯৮৪—৮৫ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ৭.৬৬ ভাগ। ত্রিপুরার জনগণকে আমরা এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসার সুযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হবে। সুতরাং যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং আমার দুইটা দপ্তরের যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেইগুলিকে সমর্থন করার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার দুইটা ডিমাণ্ড আছে। সেগুলি হল ডিমাণ্ড নং ১৩ এবং ৩৬। এই দুইটা ডিমাণ্ডের উপরেই কাট মোশন আছে। আমি কাট মোশনগুলির বিরোধীতা করি এবং মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে ১/১টি কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শুক্র সাহা ডিমাণ্ড নং ১৩–এর উপর একটা কাট মোশন এনে বলবার চেষ্টা করেছেন যে ১৯৮০ সালের বাজেটে কনজিউমার সোসাইটির জন্য যে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছিল সেটার নাকি অপব্যয় করা হয়েছে। এটা কিসের থেকে বলবার চেষ্টা করেছেন আমি জানি না। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সমবায়কে চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য এই সমবায় আগে যেখানে কংগ্রেস আমলে মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য ব্যবহার করা হত। যারা বড় লোক, ধনী, ব্যবসায়ী সমবায় তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকে তাদের মাথা নেই। আঠারমুড়ার একজন জুমিয়া থেকে আরম্ভ করে কোনাবনের একজন উদ্বাস্তুর কাছে এই সমবায়কে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই সরকার চেষ্টা করছেন। তাদেরকে শুধু ঋণ নয় তাদের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কনজিউমার্স সোসাইটির মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যের বক্তব্য হল, আইজর্মায় জিনিষপত্র বেশী দামে বিক্রী হয়। এই আইজর্ম ১৯৮১ সালে খোলা হয়েছে, তখন থেকে তার মাসিক বিক্রীর পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা। আজকে সেখানে মাসে দশ লক্ষ টাকার জিনিষ বিক্রী হয়। আজকে যদি আইজর্মাতে জিনিষপত্রের দাম বেশী হত তাহলে সেখানে জনসাধারণ যেতেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, রোজমেরা কনজিউমার ফেডারেশন থেকে ১৯৮৪ সালে টাকা দেওয়া

তা আমি সমর্থন করতে পারি না। মিঃ স্পীকার স্যার এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট-মোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।
এখন আমি আলোচিত ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সে ক্ষেত্রে প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এক একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker :— There is no Cut Motion on the Demand. No, 31 Now, the question before the house is that the demand for grant No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 1, 99,02,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment durird the periop from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of demand no. 31, under the following Major Head :-

314— Community Development. Rs. 1,99,02,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- There is no Cut Motion on the demand. No. 38 Now, the question before the House is that the demand for Grant no. 38 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum sum not exceeding Rs. 7,09,75,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of demand no. 38. Under the following Major Heads :-

238— Housing. Rs. 30,00,000/-
314-- Community development. Rs. 6.72,75,000/-
683— Loans for housing. Rs. 7,00,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There is no Cut Motion on the demand. No 39

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is that the demand for grant no. 39 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not excee- ding Rs. 2,07,37,000/- be granted to defray the charges which will oome in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in resect of demand No, 39. under the fallowing Major Head.

314— Community development. Rs. 2,07,37,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— There are some Cut Motions on the Demand. No. 13

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder, demand no. 13, major head-298- 'That theamount of the demadn be reduced by Rs. 10, 000/- to represent theeconomy that can bee ffected on the particular matier viz :—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on grants in-aid to Consumer's Co-operatives'.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is the cut motion moved by Shri Jawhar Saha, demand no. 13. major Head-498- 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 10,000-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on share capital contribution to marketing Co-operative societies'.

(Than the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is the cut motion moved by Shri Jawhar Saha, demand No. 13 Major head-298- 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 12,00,000/-to represent the economy that can be effected on particular matter viz -

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on audit of Co-operation'

(Then the Cut Motion was put to voice and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 13 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 6,26,30,000/be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of demand No. 13. uhder the following Major Heads :-

298— Co-operation. Rs. 1,88,30,000/-
498— Capital outlay on Co-operation. Rs. 2,35,00,000/-
698— Loans for Co-operative societies. Rs. 2,03,00000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr, Speaker:— There are some Cut Motion on the Demand. No. - 36. Now, the question before the house is the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder, Demand No. 36, Major Head-310- 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-
Failure of the Govt. to control & eliminate wastful expenditure on 'Veterinary Services and Animal Health'.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker : ... Now, the question before the house is the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma, Demand No. 36, Major Head-299- 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-
Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on 'Regional pig breeding farm'.

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is that the Demand for grant No. 36 moved by the Hon'ble Minister in-charge is that a sum not exceeding Rs. 3,63,28,000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 36. under the following Major Heads :-

299— Special and bockwaıd areas. Rs. 34,70,00?/-
310— Animal husbendry. Rs. 2,68,91,000/-
311— Dairy development, Rs. 59,67,0oo/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- There is no Cut Motion on the Demand No. 10.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Demand for grant No. 10 moved by the Hon'ble Minister-in-charges is that a sum not exceeding Rs: 35,60,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984, to 31st March, 1985 in respect of demand No. 10 under the Mojor Heads :-

296— Secretariat Economic services. Rs. 4,12,000
(Evaluation)
304— Other general Economic services. Rs. 31,42,000
(Economic advice and statistic)

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker: — There is one Cut Motion on the Demand.

**Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Deman No. 44. Major Head 285- 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the praticular matter viz.-
Failure of the Govt. to contral and eliminate wasteful expenditure on purches and supply of stationary stores'.**

(Then Cut Motion was put voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House Is that the Demand for Grant No. 44. moved by the Hon'ble Minister in-charge is that a sum not exceeding Rs. 1, 07, 50, 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984, to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 44 under the following Major Heads.

258 Stationery and printing. Rs. 1,07,50,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— There Is one Cut Motion on this Demand No. 30 Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri. Jawhar Saha, Demand No. 30, Major head 312 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy t at can be effected on the particular matter viz. Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Inland Fisheries."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand for Grants No. 30 moved by the Hon'ble Minister-in-charge is that a sum not exceeding Rs. 1, 73, 74, 000/be- granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads.

299— Special and Backward Areas. Rs. 4,70,000/-
312— Fisheries. Rs. 1,69,04,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No, 35 to vote. But there are 3 Cut Motions on this demand. First, I am putting Cut Motions to vote seperately, one after anoher.
Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'

ble Member Sri Jawhar Saha on Demand No. 35 Major Head-505 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on seeds".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jawhar Saha on Demand No 35, Major Head-505 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Manures & Fertilizers".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Buddha Deb Barma, on Demand No. 35, Major Head- 305 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Multiplication and distribution of seeds".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 1 ,73 46,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period form the 1st April 1984 to 31st March 1985 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads.

299—	Special and Backward Areas.	Rs.	6 ,85,00 /-
305—	Agriculture.	Rs.	6, ,96 000/-
307—	Soil and Water Conservation.	Rs.	1 03.90,0 0/-
500—	Investment in General Financial and Trading Institution.	Rs.	,75,000/-

5C5— Capital Outlay on Agriculture. Rs. 3,5 , ,000.-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker Next question before the house is the motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 1,8?, ?, 00 /- be granted to defray the charges which will come in course of paymend during the period from the 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect to Demand No 4 under the following Major Heads.

220— Collection of Taxes on Income and Expenditure.	Rs.	1,52 000/-
229— Land Reveune	Rs.	1,48,?4,000/-
230 — Stamps and Registration.	Rs.	13,34,000/-
239— State Excise.	Rs.	5,25,000/-
240— Sale Tax.	Rs.	14,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No 5 to vote. But there is a Cut Motion on this demand. First. I am putting the Cut Motion to vote. Next question before the house is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri monoranjan Majumder on Demand No. 5, major head- 289 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000 /- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.
Failure of the Govt. eliminate the wasteful expenditure on relief on account of natural calamition.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the house is the motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 1,15,77,000/- be garnted to defray the charges which will come in course of payment during the period from the 1st April, 1984 to 31st march, 1985 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads.

288— Special Security and Welfare . Rs. 10,00 000/-

289— Relief on account of Natural Calamities. Rs. 18,00,000/-
295— Other Social and Community Services. Rs. 4,94,000/-
304— Other General Economic Services Rs. 82,83,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : — Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,49.65,000/- (excluding the charged amount of Rs. 1,15,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during period from the 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :

253-- District Administration, Rs. 1,28,65,000/-
254-- Tresury and Accounts Administration, Rs. 21,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 22 to vote. But there are 6 Cut Motions on this Demand First, I am putting the Cut Motions to vote seperately, one after another Next question before the House is that Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Buddha Deb Barma on Demand No. 22 Major Head-282 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effect on the particular matter viz., Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on National Malaria Eradication Programme'.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jawhar Saha on Demand No. 22, Major Head- 280 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievenace that : Need to open Primary Health Centre at Chellagang Bazar, Amarpur Sub-Division'.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 22, Major Head- 280 'That the amount

of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : Need to open Primary Health Centre at Raishyabari, Amarpur'.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Diba Chandra Hrangkhawl on Demand No 22 Major Head-280 'That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that : Need to open dispensary at Joharnagar, Kachuchhera in Kamalpur Sub-division and 82 miles (Kanchanchhera) Kailashahar Sub-division'.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jawhar Saha on Demand No. 22, Major Head- 280 That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that : Need to open Ayurvedic Hospital in Amarpur'.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No 22, Major Head- 280 'That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate specific grievance that : Need to open dispensary at Jagabandubazar in Amarpur'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Revenue Department that a further sum not exceding Rs 8,13,69,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from the 1st April, 1984 to 31 March 1985 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :-

265—Other Administrative Services.	Rs 2,86,000/-
280— Medical.	Rs. 6,23,54,000/-
282— Public Health, Sanitation and Water Supply.	Rs. 1,68,73,000/-
295— Other Social and Community Services.	Rs. 2,000/-
299— Special and Backward Areas.	Rs. 9,68,000/-
499— Capital outlay on special and Backward Areas	Rs. 8,86,000/-

(It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Revenue Department that a further sum not exceeding Rs. 1,31,75,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 23 under the following major Head :-

281 - Family Welfare. Rs. 1,31,75,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

There is a cut motion on Demand No. 37 Major Head- 307 mvoed by Shri Buddha Deb Barma "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-
Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on soil conservation".

(It was put to voice vote and lost).

There is a cut motion on Demand No. 37, Major Head-313 moved by Shri Nagendra Jamatia "That the amount of the demand be reduced to re. 1/- to represent disapproval of the policy underlving the demand viz.-
Disapproval of govt. policy on Forest plantations Schemes".

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department that a further sum not excèding Rs. 7,22,55,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No.-
37 under the following Major Heads :-

299—	Special and Backward Areas.	Rs.	18,55,000
307—	Socil and water Conservation	Rs.	1,24,70,000
313—	Forest.	Rs.	5,04,30,000
500—	Investment in general Financial and Trading Institutions.	Rs.	75,00,000

(It was put to voice vote and passed.)

এই সভা আগামী ২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৮৪ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—A

Admitted Starred Question No. 23 asked by Shri Subodh Ch. Das.

QUESTION

Will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Depit. Pleased to state :—

১) ১৯৮৩—৮৪ইং আর্থিক বছরের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ত্রিপুরায় মোট কত সিমেন্ট আমদানী করা হয়েছে ; এবং
২) তার মধ্যে কত ব্যাগ সিমেন্ট রাজধানী শহর আগরতলা এবং কত ব্যাগ মহকুমা-গুলিতে বন্টন করা হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

To be replied by the Food Minister.

১) ৯৬,৩৭৪ ব্যাগ

২) সিমেন্ট বন্টনের হিসাব নিম্নরূপ :—

আগরতলা (মিউনিসিপ্যাল এলাকা)	= ৫২,৯৭৬ ব্যাগ
সদর (গ্রাম্য এলাকা)	= ১৩,৭৯৮ ,,
খোয়াই	= ৫,৬৬৮ ,,
সোনামুড়া	= ৩,৪৫০ ,,
উদয়পুর	= ২,৮৮০ ,,
বিলোনিয়া	= ১,০৬০ ,,

সাব্রুম ... ... = ১০২৫ "
অমরপুর ... ... = ৮০৫ "
ধর্মনগর ... ... = ২৫১২ "
কৈলাসহর ... ... = ২২০২ "
কমলপুর ... ... = ১৯২৩ "

ADMITTED STARRED QUESTION 41

Name of M. L. A. Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর বিভাগের দামছড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর মোট কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করেছেন, এবং

২। ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কাজ কত দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-In-Charge of The Health And Family Welfare Department
(Name of The Minister) : Shri Khagen Das.

১। দামছড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার কোন জমি গ্রহণ করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION 68

Name of M. L. A. Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ হাসপাতালে এক্সরে মেসিন আছে, এবং

২। কোন কোন হাসপাতালে উক্ত মেশিনগুলি সচল আছে, এবং

৩। রাজ্যের যে সমস্ত হাসপাতালে এক্সরে মেশিন চালু নাই ঐ সব হাসপাতালে চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ANSWER

**Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department
(Name Of The Minister): Shri Khagen Das**

১। রাজ্যে জি, বি, হাসপাতাল, ভি, এম, হাসপাতাল, উদয়পুর জেলা হাসপাতাল, কৈলাশহর জেলা হাসপাতাল, মেলাঘর হাসপাতাল, খোয়াই হাসপাতাল, ধর্মনগর হাসপাতাল, কমলপুর হাসপাতাল, অমরপুর হাসপাতাল, বিলোনিয়া হাসপাতাল, সাব্রুম হাসপাতাল এবং বাক্রনপুর গ্রামীন হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে।

২। মেলাঘর, বিলোনিয়া এবং ধর্মনগর ব্যতীত অন্য সব হাসপাতালগুলিতে এক্সরে মেশিন চালু আছে।

৩। যে সব হাসপাতালে এক্সরে মেশিন চালু অবস্থায় নাই বা থাকেনা সেগুলি চালু রাখার জন্য প্রস্তুতকারক কোম্পাণীগুলির সাথে ১৯৮৩ সালের ৯ই আগষ্ট এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে যাহাতে তাহারা নিজ নিজ মেশিন নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ করেন। ইহা ছাড়াও হঠাৎ কোন মেশিন খারাপ হইলে নিয়মিত ব্যবধানে পরীক্ষা ছাড়াও প্রস্তুতকারক কোম্পাণীর লোককে আলাদাভাবে আনাইয়া সেই মেশিন ঠিক করার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 132, asked by Shri Nakul Das and Shri Matilal Sarkar.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be Pleased to state :—

১) লবণ, চিনি, কেরোসিন সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে কিনা?

২) যদি হয়ে থাকে তাহলে তাহা রাজ্যের মোট চাহিদার কত অংশ ; এবং

৩) যদি না হয়ে থাকে তাহা করা হবে কি না ;

৪) গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের অভাব দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১) লবণের মজুত ভাণ্ডার আছে। চিনি ও কেরোসিন তেলের মজুত ভাণ্ডার নাই।

২) লবণের মজুত রাজ্যের ৬ মাসের প্রয়োজন মিটাইবে।

৩) চিনি ও কেরোসিন তেল কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক বরাদ্দ করেন। এই কারণে চিনি ও কেরোসিন তেলের মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়।

৪) ত্রিপুরায় কেরোসিনের বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় রাজ্য সরকার ভারত সরকারকে কেরোসিনের কোটা বৃদ্ধির জন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং বরাদ্দকৃত কেরোসিন ত্রিপুরায় পাঠানোর জন্যও রাজ্য সরকার চেষ্টা চালাইতেছেন।

Admitted Starred qnestion No. —169.
Name of the MLA :— Shri Matilal Sarkar,

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং সন থেকে ১৯৭৭ ইং সন পর্যন্ত সরকারের উদ্যোগে কত শ্রমদিবস কাজ গ্রামীন বেকারগণ পেয়েছিলেন ?

২। ইহা কি সত্য এন্, আর, ই, পি থাকার পরও এস্ আর, ই পি চালু করা হয়েছে ;

৩। সত্য হইলে তার কারণ ?

ANSWER

Reply to be given by the Minister-in-charge of the Rural Development Department, Shri Dinesh Ch. Deb Barma.

উত্তর

১। ১৯৭২ ইং হতে ১৯৭৭ইং সন পর্যন্ত সরকারের উদ্যোগে গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক শ্রমদিবস সৃষ্টির হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। ১৯৭২ – ৭৩ = ৫,১৩,৯৮৭ জন

২। ১৯৭৩ – ৭৪ = ৪,৭৩,৩৬১ ,,

মোট = ৯,৮৭,৩৪৮ ,,

২। হ্যাঁ ইহা সত্য।

৩। ফুড ফর ওয়ার্কের তুলনায় এন্ আর ই, পির টাকার বরাদ্দ বেশী ভাগে পরিণত হওয়ায় রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের শ্রমভিত্তিক স্কীমগুলি সমাবেশ করিয়া এস, আর, ই, পি প্রকল্প চালু করেন।

ADMITTED STARRED QUESTION 170

Name Of M. L. A. Shri Mati Lal Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be Pleased to state

১। ১৯৭৭ ইং ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে হাসপাতালগুলিতে মোট কয়টি শয্যা ছিল, এবং

২। বর্তমানে হাসপাতালগুলিতে মোট কয়টি শয্যা আছে,

৩। ১৯৭৭ ইং ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে ব্লাড ব্যাংক ছিল,

৪। বর্তমানে কোন কোন স্থানে ব্লাড ব্যাংক আছে।

ANSWER

Minister-In-Charge of the Health And Family Welfare Department (Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। ১৯৭৭ ইং ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যের হাসপাতাল সমূহের মোট শয্যা সংখ্যা ছিল ১২৭২টি।

২। বর্তমানে বাঁকোর হাসপাতাল সমূহে মোট শয্যা সংখ্যা ১৫৪৬। ইহা ছাড়াও ডি, বি, হাসপাতালে আরও ১২০টি এবং ক্যান্সার হাসপাতালে ৫০টি শয্যা খোলার জন্য তৈরী আছে।

৩। ডি, বি, হাসপাতালে।

৪। বর্তমান ডি, বি, হাসপাতাল, ডি, এস, হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল হাসপাতাল ও কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক আছে।

Admitted Starred Question No. 192 asked by Shri Matilal Sarkar.

QUESTION

Will the Hon'b'e Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১) ১৯৭৭ইং ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রেশনের চাল, ডিজেল, কেরোসিন ও চিনির দাম কত ছিল, এবং

২) বর্তমানে এসব জিনিসের দাম কত?

ANSWER

To be replied by the Food Minister.

১) ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর রেশনে চাল, চিনি, কেরোসিনের দাম নিম্নরূপ ছিল :—

চাউল—

কমন (বয়েলড্)	= ১৬৭ টাকা প্রতি কুইন্টল
কমন (র)	= ১৬২ ,, ,, ,,
ফাইন (বয়েলড্)	= ১৯০ ,, ,, ,,
ফাইন (র)	= ১৮৮ ,, ,, ,,
সুপার ফাইন (বয়েলড্)	= ২০০ ,, ,, ,,
সুপার ফাইন (র)	= ১৯৮ ,, ,, ,,

ডিজেল—

ডিজেল রেশনে দেওয়া হয় না।

ডিজেলের দাম ছিল ১'১৪ টাকা প্রতিলিটার

চিনি ... . ২'১৫ টাকা প্রতি কে, জি,

কেরোসিন ... ... ১'২৮ টাকা প্রতিলিটার

২) চাউল—

কমল = ২৩৫ টাকা প্রতি কুইন্টল

ফাইন = ২৫১ „ „ „

সুপার ফাইন = ২৬৬ „ „ „

ডিজেল — ... ... = ৩'০৬ টাকা প্রতি লিটার

চিনি — — — — = ৪ „ „ কে:জি:

কেরোসিন .. — — .. = ১'৮৭ „ „ লিটার

Admitted Starred Question No. 205.

Name of Member : Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রুরাল লেণ্ডলেস্ এমপ্লয়মেণ্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম এ ত্রিপুরায় ১৯৮৩-৮৪ ইং বৎসরে কোন ব্লকে কত শ্রমদিবসের কি ধরনের কাজ করা হয়েছে ?

২। এই কাজে জুমিয়া ও উপজাতি কৃষি মজুরদের কত সংখ্যা কাকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় রুরাল লেণ্ডলেস এমপ্লয়মেণ্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম এ কাজ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কোন ব্লকে কি ধরনের কাজ ও কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হইব তাহার বিবরন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) নিয়ে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত টাকা	শ্রমদিবস
১	২	৩	৪	৫

পশ্চিম ত্রিপুরা

১।	বিশালগড় ব্লক	নবীনগর ও লালছিমুড়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও জল নিষ্কাশনের নালা নির্মাণ।	১,৫০,১৫৫ টাকা	১৭,০৬৮ জন
২।	মোহনপুর "	চন্দ্রপুর ও বড়কালা গাঁও সভায় কৃষি কাজের জন্য পাকা নালা নির্মাণ।	২,২৯,০২৯ "	৫,০৮৫ "
৩।	ঐ	ছনখলা গাঁও সভায় ইটের রাস্তা নির্মাণ।	১,৪৩,৯১০ "	১,৪৭৭ "
৪।	তেলিয়ামুড়া ব্লক	রামদয়াল বাড়ীতে ইটের রাস্তা নির্মাণ।	৮০,৯৬০ "	১,২৬৪ "
৫।	জিরানিয়া "	জিরানিয়া গাঁওয় ইটের রাস্তা নির্মাণ।	৯৯,৮৪৬ "	১,৫১০ "
৬।	ঐ	ঐ	৯৯,৮৪৬ "	১,৪১০ "
			৮,০৫,৭৬৬টাকা	২৭,৮১৪ জন

কৃষি বিভাগের মাধ্যমে

			বি-এফ, ৮,০৫,৭৬৬	২৭,৮১৪ জন
৭।	কাঞ্চনপুর ব্লক	দাও লেংগুইয়ে ভূমি সংস্কার	৪,৯৭,০০০	৪৪,০০০ জন
৮।	রাজনগর ব্লক	মতাই মণিঘরছড়াতে ভূমি সংস্কার	৫,১৭,০০০	৪৫,০০০ জন
৯।	বিশালগড় ব্লক	রাঙ্গাপানিয়াছড়াতে ভূমি সংস্কার	৫,০৮,০০০	৪৪,০০০ জন
			১৫,২২,০০০	১,৩৩,০০০ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা—

১০।	অমরপুর ব্লক	ডম্বুর বস্তী কলোনী নং ১ এ সর্ব সাধারণের জন্য পুকুর খনন।	৫৬,১৭০	৬,৬৮৭ জন
১১।	অমরপুর ব্লক	কৃষ্ণনগর কলোনীতে সর্বসাধারণের জন্য পুকুর খনন।	৫৬,৪৩০	৬,২৮৭ জন
১২।	অমরপুর ব্লক	অম্পিনগর রিফিউজি রিলিফ কলোনীতে উঁচু নীচু ভূমি সংস্কার	৫৩,২৭২	৬,৭১৮ জন
১৩।	রাজনগর ব্লক	ধনঞ্জয় ত্রিপুরার খাস ভূমিতে ক্ষুদ্র জল সংরক্ষণ প্রকল্প	৪১,৫৮১	৫,৬১৮ জন
১৪।	রাজনগর ব্লক	মহুরী নদী হইতে লাতিছড়া পর্যন্ত জমিতে নালা প্রস্তুত।	১২,০২০	১,৪৩১ জন

১৫। রাজনগর ব্লক	বিলোনীয়াছড়ার উত্তর পার্শ্বে বাঁধ নির্মাণ।	১৪,৬৯৮	১,৭৪৪ জন
১৬। ডম্বুরনগর ব্লক	নালা খনন	৬৩,১২৪	৫,৪৯১ জন
১৭। ডম্বুর নগর ব্লক	রতননগরে জমি আবাদ	৫৭,৬৪৮	৬,৮০৩ জন
১৮। ডম্বুর নগর ব্লক	নারায়ণপুরে জমি আবাদ	৯,৮১১	১,১৬৮ জন
		৩,৪৭,৫০৪ টাকা	৪২,৪৬৩ জন
	সর্বমোট	২৬,৭৫,২৭০ "	২,০০,২৭৭ জন

উত্তর

২। যে হেতু এই প্রকল্পের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রমদিবস সম্পর্কীয় তথ্যাদি এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই সে হেতু এই তথ্য বর্তমানে সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

A lm tted Starred Q iestion No. 205.

Name of the MLA :— Shri Samar Cha udhury,

QUESTION

Will the H on'b'e Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গ্রামাঞ্চলে সকল বেকার কৃষি মজুরদের কাজ দিতে কত সংখ্যক শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি করা প্রয়োজন এষ্টিমেট করা হয়েছে;

২। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কি কি ব্যবস্থা ও সাহায্য চাওয়া হয়েছে;

৩। কোন কোন ব্যবস্থার দ্বারা কত শ্রমদিবসের কাজ সরকার বর্তমান পরিকল্পনার বছরগুলিতে গ্রামের বেকার কৃষি মজুরদের দিয়েছেন?

ANSWER

Reply to be given by the Minister-in-charge of the Rural Development Department, Shri Dinesh Ch. Deb Barma.

উত্তর

১। ১৯৮১ইং সনের সেন্সাস অনুসারে ত্রিপুরায় মোট ১,২৪,০৮৭ জন কৃষি মজুর আছে। ঐ কৃষি মজুরদের বৎসরে প্রত্যেককে অন্তত ১০০ দিনের কাজ দিতে হলে আনুমানিক ১,২৪,০৮,৭০০ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

২। ১৯৮৪-৮৫ইং সনে বার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এন্ আর ই, পি খাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অংশ হিসাবে মোট (কেন্দ্রীয় অংশ বাবত ৯৯,০০ লক্ষ টাকা + রাজ্য অংশ বাবত ৯৯.০০ লক্ষ টাকা = ১৯৮.০০ লক্ষ) ১৯৮.০০ লক্ষ টাকা চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে গ্রামীন উন্নয়ন মন্ত্রনালয় কর্তৃক কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে ৭৬.০০ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য অংশ হিসাবে আরও ৭৬.০০ লক্ষ টাকা = মোট ১৫২.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এছাড়া আর, এল, ই. জি পিতে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ আরও ১৬৫,০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া স্থির আছে।

৩। বর্তমান ষষ্ঠ পরিকল্পনার বছরগুলিতে গ্রামের বেকার কৃষি মজুরদের নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যথা ফুড, ফর, ওয়ার্ক ; এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি ও আর, এল, ই, জি, পিতে মোট শ্রমদিবস সৃষ্টির বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। ১৯৮০-৮১ = ৭৮.১০৯ লক্ষ শ্রমদিবস।
২। ১৯৮১-৮২ = ৫০.৫৯২ ,, ,,
৩। ১৯৮২-৮৩ = ৬৩.৯৩০ ,, ,,
৪। ১৯৮৩-৮৪ = ৮৫.৭৬০ ,, ,,

Admitted Starred Question :— 207
Name of the M. L. . A. Shri Samar Choudhnry

will the Hon'ble Minister-in-hharge of the Rural Development be Please to state :—

(১) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকীতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার কত টাকা পরিকল্পনা বরাদ্দ চেয়েছিলেন ?

(২) কোন বছরের জন্য কত টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে ?

(৩) এই বরাদ্দের দ্বারা মোট কত লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে ?

Name of the Minister-in-charge of the Rural Development

Shri Dinesh Ded Barma.

ANSWER

(১) ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ২৫ কোটি টাকা পি, ডাব্লিউ, ডি সহ চাওয়া হয়েছিল।

(২) ষ্টেট প্লেনিং মেশিনারী কর্ত্তৃক বৎসর ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :—

১৯৮০-৮১ …… ১৯০'০০ লক্ষ (এক কোটি নব্বই লক্ষ টাকা)।

১৯৮১-৮২ … .. ২১৬'০০ লক্ষ (দুই কোটি ষোল লক্ষ টাকা) P.W. D. সহ।

১৯৮২-৮৩ … .. ২২০'০০ লক্ষ (দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা) P. W. D. সহ।

১৯৮৩-৮৪ ….. ৩০০'০০ লক্ষ (তিন কোটি টাকা-পি, ডাব্লিউ, ডি সহ)।

১৯৮৪-৮৫ — .. ৩১০'০০ লক্ষ (তিন কোটি দশ লক্ষ টাকা) P. W. D. সহ।

(৩) ঐ বরাদ্দের দ্বারা ১৯৮৩-৮৪ সন পর্য্যন্ত প্রায় ৪, ৫৬, ০০০ (চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) গ্রামীন লোকের পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 212.
Name of Member :- Shri Samir Kr. Nath,

Will the Hon'ble Minister jn-charge of the Rural Development Depertment (IRDP) be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক (টি-আর-ডি-এ) স্কীম চালু করার পর থেকে পানিসাগর ব্লকের কোন গাঁও সভায় কতজন প্রার্থীকে কোন সনে কি বাবদ কত টাকা করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

উত্তর

১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-১৯৮২ সালে গাঁওসভা অনুযায়ী তথ্য রাখা হয় নাই। এই দুই বৎসরের পানিসাগর ব্লকের মোট তথ্য এবং বাকী বৎসরগুলির পানিসাগর ব্লকের নির্বাচিত গাঁওসভা ভিত্তিক তথ্য দেওয়া হইল।

সন	গাঁওসভার নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	স্কীমের নাম	প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকার হিসাব।)
১৯৮০-৮১	মোট—	৫৯৬	কৃষি—	২·৬০
			ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থা	০·৫০
			পশু পালন—	০·২৮
			মৎস্য চাষ প্রকল্পে	২·৭২
			স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্প	০·৩০
			মোট—	৬·৪০
১৯৮১-৮২	মোট—	২৯১	কৃষি—	১·০০
			ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থা	০·৬০
			মৎস্য চাষ—	২·৭০
			গ্রাম্য শিল্প—	০·১৭
			স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্প—	০·৩৩

সন	গাঁওসভার নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	স্কীমের নাম	প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ
১৯৮২-৮৩	গবিন্দপুর	৪৮	ফলের বাগান—	০.১১
			মৎস্য চাষ—	০.৪১
			হাঁস মুরগীর— চাষ—	০.১৬
			গ্রামা শিল্প—	০.৩৫
			পশু পালন—	০.২৩
	গঙ্গানগর	৩০	ফলের বাগান—	০.০৬

		মৎস্য চাষ—	০·২৭
		হাঁস মুরগী— চাষ—	০·০৪
		শূকর চাষ—	০·০২
		গ্রাম্য শিল্প—	০·৫৫
		পশু পালন—	০·১১
চণ্ডীবাড়ী	৯	ফলের বাগান—	০·০৮
		মৎস্য চাষ—	০·২৫
		হাঁস মুরগী চাষ—	০·০৭
		গ্রাম্য শিল্প—	০·২৭
		পশু পালন—	০·২৬
বাগপাশা	১৯	ফলের বাগান—	০·১৪
		মৎস্য চাষ—	০·১৭
		হাঁস মুরগী— চাষ—	০·০৫
		গ্রাম্য শিল্প—	০·২৬
		পশু পালন—	[illegible]
জইদাং	২০	ফলের বাগান—	০·৩১
		মৎস্য চাষ—	০·৩১
		হাঁস মুরগী— চাষ—	০.১০
		শূকর চাষ—	০·[illegible]
		পশু পালন—	০·২২
		কৃষি যন্ত্রপাতি—	০·১২
খনিছড়া	১[illegible]	ফলের বাগান—	০·২১
		মৎস্য চাষ—	০·২৫
		হাঁস মুরগীর— চাষ—	০·০৬
		গ্রাম্য শিল্প—	০·১০
		পশু পালন—	০·১২
		কৃষিযন্ত্রপাতি—	০·১৭

সন	গাঁওসভার নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	স্কীমের নাম	প্রদত্ত ঋণের প'রমাণ
১৯৮২-৮৩	কাঁরেশ্বর	২৪	ফং্রে বাগান—	০'০৬
			মৎস্য চাষ—	০'১৭
			ছাঁস মুরগী চা৭—	০'১৪
			গ্রাম্য শিল্ট—	০'৫০
			পশু পালন—	০'২৭
	রাগনা	২৯	ফলের বাগান—	০'০৬
			মৎস্য চাষ—	০'৩১
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১২
			গ্রাম্য শিল্প—	০'২৮
			পশু পালন—	০'৪৭
	ভাগ্যপুর	৫২	ফলের বাগান—	০'০২
			মৎস্য চাষ—	০'২৪
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১৩
			গ্রাম্য শিল্প—	০'৩৫
			পশু পালন—	০'৪৩
	উঃ হুরুয়া	১২	ফলের বাগান—	০'২৭
			মৎস্য চাষ—	০'৩৮
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১৫
			গ্রাম্য শিল্প—	০'৩১
			পশু পালন—	০'২১
	দঃ হুরুয়া	১১	ফলের বাগান—	০'১৯
			মৎস্য চাষ—	০'৪৮
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১৪
			গ্রাম্য শিল্প—	০'২৩
			পশু পালন—	০'১২

	প্রত্যেকবাড়ী	৩৭	ফলের বাগান—	০'৩৫
			মৎস্য চাষ—	০'৪১
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১৭
			গ্রাম্য শিল্প—	০'৩০
			পশু পালন—	০'৭৩
			কৃষি যন্ত্রপাতি—	০'০৮
	বকেয়া প্রস্তাব	৫৫১		১১'০২

সন	গ্রামসভার নাম	প্রস্তাবিত প্রার্থীর সংখ্যা	স্কীমের নাম	প্রস্তাবিত ঋণের পরিমাণ
১৯৮৩-৮৪ (ডিসেম্বর পর্যন্ত	পদ্মবিল	৪১	ফলের বাগান—	০'৩০
			মৎস্য চাষ—	০'৬১
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১৮
			শূকর চাষ—	০'০৬
			পশু পালন—	০'৩৬
			গ্রাম্য শিল্প—	০'২৮
	বামনগর	৪৬	ফলের বাগান—	০'০১
			মৎস্য চাষ—	০'১০
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১৯
			পশু পালন—	০'৪২
			রেশম চাষ—	০'০১
			গ্রাম্য শিল্প—	০'০৭
			কৃষি যন্ত্রপাতি—	০'০৩
	উদ্রাখালি	৪৩	ফলের বাগান—	০'১২
			মৎস্য চাষ—	০'৩৬
			হাঁস মুরগী চাষ—	০'১১
			পশু পালন—	০'১৯
			গ্রাম্য শিল্প—	০'২৩

চন্দ্রপুর	৪৭	ফলের বাগান—	০·০৭
		মৎস্য চাষ—	০·১৩
		হাঁস মুরগী চাষ—	০·০২
		পশু পালন	০·০৬
		গ্রাম্য শিল্প—	০·৭৬
বরুয়াকান্দি	৩৩	ফলের বাগান—	০·১১
		মৎস্য চাষ —	০·২১
		হাঁস মুরগী চাষ—	০·০২
		পশু পালন—	০·১২
		গ্রাম্য শিল্প—	০·৩২
প্রত্যেকরায়	১৩	মৎস্য চাষ—	০·০৬
		হাঁস মুরগী চাষ—	০·০৫
		পশু পালন—	০·১৪
		গ্রাম্য শিল্প—	০·২৯
নটিফাইড এরিয়া		গ্রাম্য শিল্প—	০·১০

প্রশ্ন

২। পানিসাগর ব্লকের বালিছড়া গাঁওসভায় ঐ সময়ের মধ্যে কত জন উপজাতি প্রার্থীর নামে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কতজন পেয়েছেন এবং আর কতজন পাননি ?

উত্তর

বালিছড়া গাঁওসভায় এই পর্য্যন্ত ৫০ জন উপজাতির নামে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে তাহাদের মধ্যে ৬ জন পেয়েছে বাকী ৪৪ জন এখনও পাননি।

ADMITTED STARRED QUESTION : 222

NAME OF M. L. A. SHRI RABINDRA DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-chargc of the Health & Family Welfare Depertment pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার ক্যান্সার হাসপাতালটি কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে বন্ধ হয়ে আছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে নিয়মিত চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং

৩। এই ক্যান্সার হাসপাতাল কত আসন বিশিষ্ট হইবে ?

ANSWER

Ministe -in-Charge of the Healh and Family Welfare Department
(Name of the Minister): SHRI KHAGEN DAS:

১। ইহা সত্য নহে। কোবাল্ট সোর্স পাওয়ার অপেক্ষায় রেডিও থেরাপি বিভাগটি চালু করা যায় নাই। তবে বহির্বিভাগ এবং শল্য চিকিৎসার কাজ চলিতেছে।

২। ভাবা পরমাণু গবেষনা কেন্দ্রে কোবাল্ট সোর্সের জন্য লেখা হইয়াছে। কোবাল্ট সোর্স ব্যবহার করার উপযুক্ত ফিজিসিষ্ট ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হইয়াছে এবং আরও একজন ট্রেইনড ফিজিসিষ্ট নিয়োগের জন্য অফার দেওয়া হইয়াছে।

৩। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট।

Admitted Starred Question No. 279
Name of the M. L. A. : Shri Diba Chandra Hrangkhowl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমার দারচর (Darchawl) গাঁওসভায় পানীয় জল সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

Name of the Minister-in-charge of the Rural Development Department : Shri Dinesh Deb Barma,

১। হ্যাঁ, আছে।

২। বিষয়টি বর্তমানে ADC-র পরীক্ষাধীন আছে এবং তাহা শেষ হইলেই কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION : 280

Name of M. L. A. Shri Diba Chandra Hrangkhowl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be Pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরা ধুমাছড়া সরকারী ডিসপেনসারীটিতে Building Construction করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করার সম্ভাবনা রয়েছে,

৩। যদি না থাকে তার কারণ, এবং

৪। ইহা কি সত্য যে, উক্ত ডিসপেনসারীতে Electric Facility মঞ্জুর করা সত্বেও আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা হচ্ছে না,

৫। যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health and family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। নূতন ভাবে ঘর তৈরীর কোন পরিকল্পনা নাই।

২। তবে অতি সংসা এ, ডি, সির মাধ্যমে ধুমাছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘরটি মেরামতের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৩। যেহেতু আমাদের নিজস্ব ঘর আছে সেহেতু নূতন ঘর তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না।

৪। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে এবং কাজ তরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং ইহা জানা যায় যে তাহারা কাজ হাতে নিয়াছেন।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION : 281

Name of M.L.A. Shri Diba Chandra Hrangkhowl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

১। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমা Kanchan chara (82 miles) এলাকায় সরকারী পি, এইচ, সি, স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না।

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

৩। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family welfare Depaitment (Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার ৮২ মাইল এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের নাই। তবে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে এবং উপযুক্ত ভাড়া ঘর পাওয়া গেলে উহা খোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে। উপযুক্ত ভাড়া ঘর দেখার জন্য বি, ডি, সি, কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থানগুলির মধ্যে ৮২ মাইল পড়েনা।

ADMITTED STARRED QUESTION : 321

NAME OF M. L. A. Shri Rashik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। সরকারী ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে এ পর্যন্ত কতজন শিক্ষার্থী হোমিওপ্যাথি কোর্স (ডি, এম, এস,) পাশ করেছেন,

২। এদের মধ্যে কতজনকে সরকার নিয়োগ করিয়াছেন এবং আর কতজনকে এখনও নিয়োগ করা হয় নাই,

৩। যে সব পাশ করা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের এখনও নিয়োগ করা হয় নাই তাদেরকে নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৪। থাকিলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department
NAME OF THE MINISTER : SHRI KHAGEN DAS.

১। ৫ জন।

২। ৪ জনের চাকুরী হইয়াছে ও একজনকে নিয়োগ করা হয় নাই।

৩। আছে।

৪। Dereservation এর অনুমোদন পাইলেই নিয়োগ করা হইবে।

Assembly Admitted Starred Question No. 325 asked by Shri Bhanulal Saha.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be Pleased to state :—

১) সম্প্রতি রেশনের চালের দাম প্রতি কেজিতে কত পয়সা কবে থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে ?

২) এই দাম বৃদ্ধির কারণ কি ?

৩) ইহা কি সত্য খাদ্য গুদামে চিনির ঘাটতি আছে।

৪) যদি সত্য হয় তার কারণ ?

ANSWER

To be replied by the Food Minister

১) প্রতি কেজিতে ২০ পয়সা হারে ১৯৮৪ইং সনের ১৬ই জানুয়ারী হইতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দাম বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৩) খাদ্য গুদামে চিনি মজুত করা হয় না। রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্ট ত্রিপুরা ষ্টেট কোঅপারেটিভ কন্‌জিউমার্স ফেডারেশন লিঃ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাসিক বরাদ্দকৃত চিনি ফেক্টরী হইতে আনিয়া তাহাদের গুদামে রাখে এবং মাঝে মাঝে চিনির ঘাটতি দেখা দেয়।

৪) কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর প্রদেশ ও বিহারের কিছু সংখ্যক চিনি কলের উপর ত্রিপুরার জন্য চিনির মাসিক বরাদ্দ স্থির করিয়া সরবরাহের নির্দেশ দেন। কিন্তু ত্রিপুরা ষ্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিঃ হইতে earnest money জমা রাখিয়াও চিনি কলগুলি রীতিমত চিনি পাঠায় না। এছাড়া মাঝে মাঝে রেল কর্তৃপক্ষ মালের booking বন্ধ করিয়া দেন। এই সমস্ত কারণে মাঝে মাঝে চিনির ঘাটতি দেখা দেয়।

Admitted Starred Question No. 327

Name of Member :— Shri Bhanulal Saha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Cooperative Department be pleased to sta te :—

১) বিশালগড়ের গৌতম প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির জন্য সমবায় দপ্তর থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়া হয়েছে, এবং

২) যদি কোন শেয়ার ক্যাপিটেল না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ, এবং

৩) কবে নাগাদ উক্ত প্যাকস নূনতম শেয়ার ক্যাপিটেলের টাকা পাবে।

ANSWER

Minister-In-Charge of The Cooperative Department

১) বিশালগড়ের গৌতম প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিকে ১৯৮০-৮১ সনে রুরেল কনজিউমার্স স্কিমে মার্জিন মানি হিসাবে টাঃ ৫,০০০ শেয়ার কেপিটেল দেওয়া হইয়াছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) দরখাস্ত পাইলে আগামী আর্থিক বৎসরে উক্ত সমিতিকে আরও শেয়ার কেপিটেল দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No :- 328
Name of the M. L. A. :- Shri Bhanulal Saha
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

QUESTION

১) বিশালগড়ের অফিসটিলা, মুড়াবাড়ী সহ বিশালগড় ও বাইজালবাড়ী গাঁওসভায় গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটি চালু আছে কিনা ?

২) যদি চালু না থাকে তবে ঐ অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

৩) রঘুনাথপুর ও গৌতমনগরে অবস্থিত দুটি ডিপ টিউব ওয়েল থেকে সমগ্র এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন মেরামত ও স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

Name of the Minister-in-charge of the Rural Development Department :- Shri Dinesh Deb Barma

ANSWER

১) বর্তমানে একটি চালু আছে ও অপরটি শীঘ্রই চালু হবে।

২) হ্যাঁ। বিকল্প হিসাবে ঐ এলাকায় দুটো ডিপ টিউব ওয়েল ছাড়া বিশালগড় এলাকায় ৬৮টি টিউব ওয়েল ও ২০টি রিং ওয়েল ও একটি মেশনারী ওয়েল আছে এবং

হাউৎখলায় ৬০টি টিউব ওয়েল ও ৮টি রিং ওয়েল আছে।

৩) হঁ্যা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION :- 341

Name of M. L. A. Shri Tarani Mohan Sinha
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

১। কুমারঘাটের সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রের শয্যা-সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত করার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্তটি কার্যাকরী করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। কাঞ্চনবাড়ী ৬শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৪। থাকিলে কবে পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister -in-charge of the Health and Family Welfare Depertment
Name of the Minister : Shri Khagen Das

১। হঁ্যা .

২। প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে এবং পূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৩। বর্তমানে নাই।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 354

Name of Member :— Shri Keshab Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the cooperation Department be Pleased to state :—

১) বর্তমানে রাজ্যে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স ছাড়া অন্য ধরনের সমবায় সমিতির (রেজিস্ট্রিকৃত) মোট সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২) উক্ত সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা কত,

ANSWER

Minister in-charge of the Cooperative Department

১) বর্তমানে রাজ্যে ল্যাম্পস ও প্যাক্স ছাড়া অন্য ধরনের সমবায় সমিতির (রেজিস্ট্রিকৃত) মোট সংখ্যা ৮৪৪। ইহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

সদর	৪৩৫
খোয়াই	৩৫
সোনামুড়া	৪৭
অমরপুর	৫৩
সাব্রুম	২৫
বিলোনিয়া	৩২
উদয়পুর	৩১
ধর্মনগর	৫২
কৈলাশহর	৫৪
কমলপুর	৪০
	৮৩৪

১) ল্যাম্পস ও প্যাক্স ছাড়া অন্য ধরনের সমবায় সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ১৯৮১-৮২ সমবায় বৎসরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৭৮, ৪৫৬।

ADMITTED STARRED QUESTION : 359

Name of M. L. A. Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, যে সব অভিভাবকদের মাসিক আয় অনধিক ১০০০ টাকা (এক হাজার) সেই সব অভিভাবকদের ছেলে মেয়ে-দের এম, বি, বি, এস, কোর্সে পড়াশুনার জন্য সরকারী ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে,

২। সত্য হইলে ভর্তি হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে যেসব ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের আয় এক হাজার টাকার অধিক হয় তাদের ষ্টাইপেণ্ড বাতিল করা হয় কিনা, এবং

৩। অপরপক্ষে যাদের অভিভাবকদের আয় এক হাজার টাকা থেকে কমে যায় তাদেরকে ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর করা হয় কিনা,

৪। যদি না হয় তার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Khagen Das.

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। না।

৪। ১৫-৩-৭৯ইং তারিখের মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি হওয়ার সময় পারিবারিক মাসিক আয়ের সার্টিফিকেট মাত্র একবারই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পরবর্তীকালে মাসিক আয়ের সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রদের ক্ষেত্রে মাসিক আয়ের সার্টিফিকেট দেওয়ার কোন প্রয়োজনই হয়না। এই সিদ্ধান্ত ১-৪-৭৯ইং হইতে কার্যকরী হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION :- 358

Name Of M. L. A, Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৭ ইং সনে রাজ্যে মাথাপিছু চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ কত ছিল ?

২। ঐ সময়ে শুধু ঔষধের জন্য মাথাপিছু কত টাকা ধার্য করা ছিল ?

৩। ১৯৮৩ ইং সনে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে শুধু ঔষধের জন্য মাথাপিছু কত টাকা ধার্য্য হয়েছে।

ANSWER

Minister-In-Charge Of The Health And Family Welfare Department

(Name Of The Minister) : Shri Khagen Das

১। মাথাপিছু কোন বরাদ্দ ছিলনা। তবে ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে ঔষধ খাতে ২৯ লক্ষ টাকা এবং পথ্য খাতে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। এই হিসাবে অন্তর্বিভাগে রোগী পিছু ৪.৫০ পয়সা পথ্য ও ঔষধ খাতে এবং বহির্বিভাগে ০.৫০ পয়সা শুধু ঔষধ খাতে গড়ে খরচ করা হইয়াছিল।

২। ১৯৭৭-৭৮ সালে মাথাপিছু দৈনিক কোন নির্দ্ধারিত বরাদ্দ ছিলনা। ঔষধের জন্য মোট ব্যয় করা হইয়াছিল ২৯ লক্ষ টাকা। মোট রোগীর সংখ্যা ছিল বহির্বিভাগে ৩৯,৭৮,০০০ এবং অন্তর্বিভাগে ৬,১২,০০০। এই হিসাবে দৈনিক গড় খরচের হিসাব নিম্নরূপ :

বহির্বিভাগ— গড়ে রোগীপিছু— ০.৫০ পয়সা
অন্তর্বিভাগ— গড়ে রোগীপিছু— ১.৫০ পয়সা

৩। ১৯৮৩-৮৪ সালে ঔষধের জন্য আনুমানিক ৬০,৭০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। রোগীপিছু কোন ব্যয় বরাদ্দ করা হয়না। ব্যয় রোগের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। রোগীপিছু ঔষধের খরচ আর্থিক বৎসর শেষ হইলেই পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। তবে ১৯৮২-৮৩ সালে রোগীপিছু ঔষধখাতে ব্যয় নিম্নরূপ ছিল :

বহির্বিভাগ— গড়ে রোগীপিছু— ০.৭০ পয়সা
অন্তর্বিভাগ— গড়ে রোগীপিছু— ৩.৩০ পয়সা

১৯৮২-৮৩ সালে ব্যয় বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। রোগীর সংখ্যা বহির্বিভাগে ৪৮ লক্ষ এবং অন্তর্বিভাগে ৮ লক্ষ।

Admitted Starred Question No. 332

Name of Member :... Shri Keshab Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলোর মাধ্যমে কতটি কৃষক পরিবারকে এ পর্যন্ত সমবায় আন্দোলনে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্গুলির সভ্য সংখ্যা ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বর্ষে কত ছিল এবং ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত কতজন সভ্য করা হয়েছে,

৩) এদের মধ্যে রাজ্য সরকার শেয়ার কেপিটেলের টাকা দিয়ে কত জনকে সভ্য করেছেন ?

ANSWER

Minister-In-Charge of the Cooperative Department

১) রাজ্যের ল্যাম্পস্ ও প্যাকসমূহের মাধ্যমে ১,৫৮,৯১৩টি কৃষক পরিবারকে (১৯৮১-৮২ সমবায় বর্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমবায় আন্দোলনে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ইহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

মহকুমার নাম	কৃষক পরিবারের সংখ্যা
সদর	৩৬,১২৭
খোয়াই	১৬,৯১১
সোনামুড়া	৮,৩৭১
উদয়পুর	১৩,৫৩২
বিলোনীয়া	১৯,৭৫৬
অমরপুর	১২,২২৬
সাব্রুম	৭,৪৯২
ধর্মনগর	২০,৭০২
কৈলাশহর	১৭,২৫৫
কমলপুর	১২,৫৪১
মোট :—	১,৫৮,৯১৩

২) ১৯৭৭-৭৮ সমবায় বর্ষে ল্যাম্পস্ এর সভ্য সংখ্যা ছিল ১৪,০০০। তখন প্যাকস্ ছিলনা। ১৯৭৮-৭৯ সমবায় বর্ষ থেকে ৮১-৮২ সমবায় বর্ষ পর্যন্ত ল্যাম্পস এবং প্যাকসের সভ্য সংখ্যা ১,৪৪,৯১৩। ১৯৮২-৮৩ ৮৩-৮৪ সনের হিসাব পাওয়া যায়নাই।

৩) সরকার ১৯৭৮-৭৯ হইতে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এর মাধ্যমে ১,১৫.৯৪১ জনকে সভ্য করার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।
(প্রত্যেক সভ্যের জন্য ৪০ টাকা হারে)।

Admitted Starred Question No. 365 asked by Shri Tarani Mohan Sinha.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিমাসে রেশনের চিনি ও চাউল কত মেট্রিক টন বরাদ্দ করেন (আলাদা হিসাব)

২। ১৯৮৩ইং এর মার্চ হইতে ১৯৮৪ইং ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কত মেঃ টন রেশনের চিনি ও চাউল পাওয়া গিয়েছে (মাস ওয়ারী হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য ১৯৮৪ইং এর জানুয়ারী হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে রেশনের চিনি ও চাউলের সংকট ছিল,

৪। সত্য হইলে তাহার কারণ ?

ANSWER

To be replied by the Food Minister.

১। চাউল ৭,৫০০ মেট্রিক টন এবং চিনি ৯৮০ মেট্রিক টন।

২। চাউল এবং চিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের বিনিময়ে প্রাপ্তির হিসাব নিম্নরূপ—

মাসের নাম	প্রাপ্তির পরিমাণ (মেঃ টন হিসাবে) চাউল	চিনি
মার্চ ১৯৮৩ ইং	৬৭৭১	৮'৭৬
এপ্রিল ,,	৬৫৬৬	৮'৭৬
মে ,,	৯৪৯৯	৮৭৬
জুন ,,	৯০১৭	৮৭৬
জুলাই ,,	৮৭৫৫	৮৭৬
আগষ্ট ,,	৭২৬০	৮৭৬
সেপ্টেম্বর ,,	৭২১২'৭	৮৭৬
অক্টোবর ,,	৭৬১১	৯৫৮ ও উৎসবের জন্য ১৪৯
নভেম্বর ,,	৭৭২৮	৪৮৫
ডিসেম্বর ,,	৫৪৩৮	৭০৯'৮
জানুয়ারী ১৯৮৪	৬০৯৪	৪৯৫'০
ফেব্রুয়ারী ,,	৭৮৫১	৫১০

৩) ফেব্রুয়ারী মাসে চিনির সংকট ছিল। অগ্রিম বাবদ টাকা প্রতি টন ২০০, টাকা হিসাবে যথা সময়ে পাঠানো সত্বেও গত নভেম্বর মাস হইতে চিনি কলগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত চিনি নিয়মিত যথা সময়ে পাঠায় নাই সেই কারণে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে চিনির সংকট দেখা দিয়াছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION : 368

Name of M. L. A. Shri Jadav Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

১। ত্রিপুরা জুট মিল সংলগ্ন প্রস্তাবিত জেলা হাসপাতালের নির্ম্মান কার্য্য কবে নাগাদ শুরু হইবে বলে আশা করা যায়?

২। প্রস্তাবিত হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সরকার অধিগ্রহণ করা সত্বেও উক্ত হাসপাতাল নির্ম্মানের কাজ বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of The Minister : Shri Khagen Das.

১। নির্মানকার্য্য শুরু করার জন্য পূর্ত দপ্তর কর্তৃক নক্সা তৈরীর কাজ চলিতেছে।

২। অধিগৃহিত জমি সম্পূর্ণ অংশ দখলদারহীন অবস্থায় স্বাস্থ্য দপ্তর ১৯-১১-৮২ইং তারিখে গ্রহণ করেন এবং পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধিদের সরজমিনে দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে সীমানা নির্দ্ধারক খুঁটি বসানো হয়। পরে ঐ হাসপাতালটিতে কোন কোন বিভাগ খোলা হইবে এবং কি কি সুবিধা সম্প্রসারন করা হইবে সেই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নক্সা তৈরীর জন্য পূর্ত দপ্তরকে ১১-২-৮৩ইং তারিখে অনুরোধ জানানো হয়। এই রকম একটি হাসপাতাল নির্মানের জন্য নক্সা তৈয়ার করিতে কিছু সময় লাগে। মূলত দখলহীন অবস্থায় জমি পাইতে দেরী হওয়ায় নির্মান কার্য্য বিলম্বিত হইতেছে।

Admitted Starr ed qnestion No. —371.

Name of the M.L.A. :— Shri Jadab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

QUESTION

১) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাহিরে পানীয় জলের ডোমেষ্টিক লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হইবে কি ?

২) হইলে কবে নাগাদ চালু করা হইবে ?

Name of the Minister-in-charge of the Rural Devclopment Department Shri Dinesh Debbarma.

ANSWER

১) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION :374

Name of M. L. A. Shri Jadav Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Depertment be plesed to state :-

১। বর্তমানে ডি, এম, এবং জি, বি হাসপাতালে চালু অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা কত,

২। আগামী আর্থিক বৎসরে নূতন কোন অ্যাম্বুলেন্সের চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩। ত্রিপুরা বিভিন্ন Govt Dispensaryগুলি কতজন ডাক্তার নিযুক্ত আছে এবং কতগুলি ডাক্তার বিহীন অবস্থায় আছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minisrer-in-charge of the Healh and Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Khagen Das

১। বর্তমানে জি, এম, হাসপাতালে ৩টি অ্যাম্বুলেন্স চালু অবস্থায় আছে এবং আরও ৪টিকে মেরামত করার অযোগ্য বলিয়া Condemn করার জন্য এস, ডি, ও, (মেকানি-ক্যালকে) অনুরোধ জানানো হইয়াছে। ভি, বি, হসপাতালে কোন অ্যাম্বুলেন্স নাই।

২। নাই।

৩। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের (২৪/৩/৮৪ ইং পর্যন্ত) তালিকা (বিভাগ ও ব্লক ভিত্তিক) দেওয়া হইল। এই তালিকায় তারকা চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন। অচিহ্নিতগুলিতে নাই।

সাবডিভিশন	ব্লকের নাম	স্থানের নাম
সদর	জিরানিয়া	* ১। পুরাতন আগরতলা
		* ২। জিরানিয়া [শচীন্দ্রনগর কলোনী]
		* ৩। রানীর বাজার
		৪। গুরুপদ কলোনী
		* ৫। রাধাকিশোর নগর
		* ৬। চম্পকনগর
		৭। পূর্বনোয়াগাঁও
		* ৮। মান্দাই
		৯। ব্রজনগর
		১০। কোবরাখামার
	মোহনপুর	
		* ১। এয়ারপোর্ট
		* ২। মনতলা
		* ৩। ঈশানপুর
		* ৪। গান্ধীগ্রাম
		* ৫। উত্তর দেবেন্দ্রনগর
		* ৬। বামুটিয়া
		* ৭। দুর্জয়নগর
		* ৮। নৃপেন্দ্রনগর
		৯। লক্ষ্মীপাড়া
		* ১০। সিমনাতলা
		* ১১। চাচু বাজার

- ● ১২। গোপালনগর
- ১৩। ভমাতারী
- ● ১৪। তারানগর [হোমিও]
- ১৫। বেতুঙ্গা

বিশালগড়

- ● ১। ঈশানচন্দ্রনগর
- ● ২। বিশ্রামগঞ্জ
- ● ৩। চড়িলাম
- ● ৪। যোগেন্দ্রনগর
- ● ৫। মধুবন
- ● ৬। গকুলনগর
- ● ৭। দক্ষিণ নেহালচন্দ্রনগর
- ● ৮। অরুন্ধতিনগর
- ● ৯। আমতলী
- ● ১০। অরুন্ধতিনগর (হোমিও)
- ● ১১। জম্পুইজলা
- ● ১২। দেবীপুর
- ● ১৩। গোলাঘাটী
- ● ১৪। মধুপুর
- ● ১৫। সোনামুড়া
- ● ১৬। চাম্পামুড়া
- ১৭। তারুকবাচাই
- ● ১৮। পূর্বলক্ষীবিল
- ১৯। দুর্গানগর
- ২০। নবীনগর
- ২১। পুরাথল রাজনগর
- ২২। নরশিংগঞ্জ বাজার
- ২৩। ওয়ারাংবাড়ী
- ২৪। কাঞ্চনমালা
- ২৫। সিপাহিজলা

২৬। পাণ্ডবপুর
২৭। প্রতাপগড়
২৮। গাবর্দী
২৯। সূর্য্যমনিনগর

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা

● ১। প্যালেস কম্পাউণ্ড হোমিও
● ২। মডেল ভিলেজ হোমিও
● ৩। শ্রীদূর্গা চৌমুহনী হোমিও
● ৪। আগরতলা আয়ুর্বেদ
● ৫। অভয়নগর
● ৬। জগহরিমুড়া
● ৭। ধলেশ্বর
● ৮। ভাটি অভয়নগর
● ৯। গোলচক্কর

সোনামুড়া — মেলাঘর

● ১। কাঠালিয়া
● ২। ধনপুর
● ৩। মতিনগর
● ৪। নিদয়া
● ৫। তকসাপাড়া
৬। তুইবান্দল
৭। মাইক্রোসাপাড়া
৮। ভেলুয়ার চর
৯। দূর্জয় নারায়ন
১০। ভবানীপুর
১১। মনাইপাথর
১২। উৎমাই
১৩। মোহনভোগ

খোয়াই — খোয়াই

● ১। আশারাম বাড়ী
২। গণ্ডাবস্তী
৩। রামচন্দ্রঘাট
৪। বেহালাবাড়ী
৫। চম্পাহাওর

		৬। রাজনগর
		৭। রতনপুর
খোয়াই	তেলিয়ামুড়া	১। বালুছড়া
		● ২। কৃষ্ণপুর
		● ৩। উত্তর মহারাণী
		৪। অম্পুরা
		● ৫। মোহরছড়া আয়ুর্বেদ
		৬। হাওয়াইবাড়ী
		৭। গিলাতলী
		৮। গৌরাঙ্গটিলা
		৯। শান্তিনগর
কৈলাশহর	কুমারঘাট	● ১। হাওরের বাজার
		২। জগন্নাথপুর
		● ৩। ইরানী
		● ৪। চন্দ্রপল্লী
		● ৫। কুমারঘাট হোমিও
কৈলাশহর	ছামনু	● ১। ধুমাছড়া
		* ২। মাছলিছড়া
		৩। করমছড়া
		● ৪। ছৈলেংটা
		৫। মানিকপুর
		৬। থালছড়া
ধর্মনগর	পানিসাগর	● ১। উপ্তাখালি
		* ২। ব্রজেন্দ্রনগর
		● ৩। শনিছড়া
		* ৪। জলেবাসা
		৫। কালিকাপুর
		* ৬। ধর্মনগর আয়ুর্বেদ
	কাঞ্চনপুর	১। সাতনালা

		● ২। দশদা
		● ৩। দামছড়া
		৪। আনন্দবাজার
		৫। ভাটিমাছমারা
		৬। শেংমুন
		৭। কৃষ্ণটিলা
		৮। লালজুরী
		৯। খেদাছড়া
		● ১০। মাছমারা
		● ১১। কাঞ্চনপুর হোমিও
কমলপুর	সালেমা	● ১। হালাহালি
		● ২। কুলাইহাওর
		৩। সালেমা
		● ৪। আমবাসা
		৫। চানকাপ
		৬। গঙ্গানগর
		● ৭। মানিকভাণ্ডার
		৮। শান্তিরবাজার
		৯। বলরাম
উদয়পুর	মাতাবাড়ী	● ১। শালগড়া
		● ২। কাকড়াবন হোমিও
		● ৩। চন্দ্রপুর
		৪। তেপানিয়া
		৫। নোয়াবাদী কিল্লা
		● ৬। গর্জী
		● ৭। পালাটানা
		৮। ফুলামুড়া
		● ৯। গঙ্গাছড়া
		● ১০। বাগমা
		● ১১। আঠারবোলা
		● ১২। মির্জা
		১৩। খাটনা বাড়ী

বিলোনিয়া	বগাফা	* ১। মুহুরীপুর
		● ২। কলসী
		● ৩। কাঠালিয়াছড়া
		* ৪। জোলাইবাড়ী হোমিও
		৫। পোয়াইফাং
		* ৬। বাইখোড়া হোমিও
		৭। বীরচন্দ্রমনু
		৮। রামরাইবাড়ী
		৯। দেবদারু
		১০। পশ্চিম চড়কবাই
বিলোনিয়া	রাজনগর	* ১। রাধানগর
		● ২। রাজনগর
		৩। ডিমাতলী
		৪। ছোটখোলা
		৫। গৌরাঙ্গ বাজার
		● ৬। বড় পাথারী
		৭। যশমুড়া
		* ৮। মতাই
		৯। নলুয়া
		১০। দক্ষিণ সোনাইছড়ি
সাব্রুম	সাতচাঁদ	১। ঘোরাকাপ্পা
		* ২। সাতচাঁদ
		● ৩। হরিনা
		● ৪। মনু বনকুল
		* ৫। ছোটখিল
		৬। কলাছড়ি
		* ৭। সোনাইছড়ি
অমরপুর	অমরপুর	১। চেলাগাং
		২। জলাইয়া
		৩। যতনবাড়ী
		৪। নগরাই

		৫। তৈদু
		৬। করবুক
		৭। ডম্বুর হেমিল
		৮। বাইপুর
		৯। পাহাড়পুর
অমরপুর	ডুম্বুরনগর	১। রইস্যাবাড়ী
		২। রতন নগর

ANNEXURE 'B'

Admitted Unstarred Question No :— 25
Name of M. L. . A. Ratimohan Jamatia (Rabindra Deb Barma M. L. A.)

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of jail Department be pleased to state :—

১। সারা ত্রিপুরায় ১৯৭১ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতজন জেল বন্দী ছিল ; এবং

২। তার মধ্যে কত জন হাজতী ও কত জন কয়েদী,

৩। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরায় কত জন জেল বন্দী ছিল ;

৪। তার মধ্যে কত জন কয়েদী ও কত জন হাজতী;

৫। সেই সব কয়েদী ও হাজতীদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

ANSWER

Minister-in-charge : - Shri Jogesh ChaKraborty

১। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১৯৬৫৭ জন জেল বন্দী ছিল।

২। তার মধ্যে ৩৯,৯৫৮ জন হাজতী ৫,৬৯৩ জন কয়েদী ও ৬৮৫ জন অন্যান্য শ্রেণীর বন্দী ছিল।

৩। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সনের ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫২,৫৩০ জন জেল বন্দী হয়েছিল।

৪। তার মধ্যে ২,৩৩৭ জন কয়েদী, ৩০০৫২ জন হাজতী ও ১৭১ জন অন্যান্য শ্রেণীর বন্দী ছিল।

৫। ঐ সব কয়েদী ও হাজতীদের নিম্নোক্ত সুবিধাদি দেওয়া হয় :—

ক) তাদের জন্য আলোর অনুকূল সুপরিসর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। জেল বিশেষে নতুন গৃহাদি নির্মানের দ্বারা ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

খ) তাদের জন্য উত্তম রেশন ও খাদ্য পরিবেশন করা হয়। জেল বিশেষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে উক্ত রেশনের পরিমাণগত ও গুণগত দিক পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। উপকারি বন্দীদের প্রয়োজনের দিক চিন্তা করিয়া সেন্ট্রাল জেলে সামগ্রিক ভাবে ডাল ও গমের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং শুকনো মাছ (সিধল) তাদের জন্য খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

গ) প্রত্যেক জেলে বন্দীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। সেন্ট্রাল জেলে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ১২ বেডের হাসপাতাল আছে। তাতে একজন গ্রেড ৫ ডাক্তার ১জন ফার্মাসিষ্ট ও ৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছেন। উক্ত হাসপাতালের নিজস্ব প্রায় সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা আছে। ডিষ্ট্রিক্ট জেল ও সাবজেল অনুরূপ ব্যবস্থা জেনারেল হাসপাতালের মাধ্যমে করা হয় এবং তার জন্য সপ্তাহে দুইদিন হাসপাতালের ডাক্তার জেল পরিদর্শন করেন ও রোগীদের পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করেন। তথায় উন্নততর ব্যবস্থার জন্য একজন করে ফার্মাসিষ্টের নিয়োজিত ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে।

ঘ) বাসস্থান, আহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অন্যান্য সুবিধা ও জেলগুলিতে আছে, যেমন—

১। তাদের জন্য বালিশ, চপ্পল, মশারী, গায়েমাখা সাবান স্ত্রীবন্দীদের জন্য নারিকেল তেলের অতিরিক্ত ব্যবস্থা আছে।

২। জেল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদীদের নিজ নিজ বাড়ীতে পৌঁছার জন্য গাড়ীভাড়া ও ও পথের খরচ দেওয়া হয় ক্ষেত্র বিশেষে উন্মাদবন্দীদের সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থা পানায় ও খরচে বাড়ী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

৩। যে সব বন্দী কোর্টে উপস্থিতির জন্য দীর্ঘতর সময় তথায় থাকিতে হয় তাদের জন্য মধ্যাহ্ন-কালিন টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। ইতিমধ্যে কয়েদীদের কাজের নিমিত্ত পারিশ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মজুরী ২ টাকার স্থলে ২.১৫ এবং ৯৫ পয়সা স্থলে টা ১.১০ করা হইয়াছে।

৫। জেল হাজতী জামীনে মুক্তি পাওয়া ত্বরান্বিত করার জন্য (Free legal aid) অর্থ ব্যবস্থা করা হয়।

৬। কয়েদীর প্যারোলে মুক্তির ব্যবস্থা সহজতর করা হইয়াছে।

৭। প্রত্যেক জেলে বন্দীদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেন্ট্রাল জেলে একটি নিম্নবুনিয়াদী পর্যায়ের একটি স্কুল আছে। তাতে পুরুষ ও মহিলা বন্দীদের পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজ শিক্ষা কর্মীর দ্বারা করা হয়। অন্যান্য জেলেও অনুরূপ সমাজ শিক্ষা কর্মী আছেন। সেন্ট্রাল জেলে বহুবিধ পুস্তক সমন্বিত একটি পুস্তকাগার আছে। ঐসব পুস্তকাদির দ্বারা বন্দীরা একাধারে অবসর-বিনোদন ও জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ আছে।

৮। সেন্ট্রাল জেলে প্রতি রবিবারে ধর্মমূলক আলোচনা একজন পণ্ডিতের দ্বারা পরিচালিত হয়।

৯। জেল বন্দীদের জন্য ব্যায়াম, তাস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও অন্যান্য খেলার সুবন্দোবস্ত আছে।

১০। কয়েদীদের আপিল কেসে সাহায্য করার জন্য একজন বেল অফিসার (Chief-welfare officer) আছেন। তিনি তাহাদের নিজ নিজ পরিবারের কল্যাণমূলক দিকগুলিও দেখেন।

১১। জেলগুলিতে প্রোবেশন স্কীম চালু আছে। ইহার দ্বারা প্রোবেশন অফিসারগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের প্রোবেশনে নিয়ে যান ও সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগের সৃষ্টি করেন।

Admitted unstarred Question No. 58

Name of member :— Shri Makhan Lal Chakraborty, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Rural Development Department (IRDP) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। টি, আর, ডি, এ স্কীমের বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কত সংখ্যক দরিদ্র পরিবার ঋণ পেয়েছেন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১৯৮০ ইং সাল হইতে ১৯৮৩ ইং সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডি, আর, ডি, এ এবং ডি, আর, ডি, এ অফিসের মাধ্যমে সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ব্লক ভিত্তিক ঋণ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	১৯৮০ সাল হইতে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিবারের সংখ্যা
১। খোয়াই	১১৫২
২। তেলিয়ামূড়া	৮৮২
৩। জিরানীয়া	২২৬৮
৪। মোহনপুর	৩২৩৩
৫। বিশালগড়	২৬০৫
৬। মেলাঘর	১৬৮৯
৭। মাতাবাড়ী	৩৮২৬
৮। অমরপুর	৬৭৪
৯। অম্বুরনগর	১২০
১০। বগাফা	৩০৫০
১১। রাজনগর	১৭৭৭
১২। সাতচাঁদ	১৫২৯
১৩। পানিসাগর	১৭১৯
১৪। কাঞ্চনপুর	১৪৪৪
১৫। কুমারঘাট	৫৯৮৩
১৬। ডামছু	৬৮৮
১৭। সালেমা	২০১৭

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্য যে প্রতিটি গাঁও সভায় ক্রেডিট ক্যাম্প করে তদন্তের পর যে সব স্কীমগুলি মঞ্জুর করে ব্যাঙ্কে পাঠান হয় তার মধ্যে অনেকগুলি স্কীমেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিজ ক্ষমতায় বাতিল করে দেন ?

উত্তর

আংশিক সত্য

Admitted Unstarred Question No. 64
Name of Member :- Shri Diba Chandra Hrangkhowl

Will the Hon'ble Minitser-in-charge of the Cooperative Department be pleased to state.

১) উত্তর ত্রিপুরায় আমবাসা ল্যাম্পস্ ধুমাছড়া ল্যাম্পস্ এবং কমলছড়া ল্যাম্পসগুলিতে বাৎসরিক আয় এবং ব্যয়-এর হিসাব কত,

২) ইহা কি সত্য যে, উক্ত ল্যাম্পসগুলিতে আজ পর্যন্ত অডিট করা হচ্ছে না,

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে তার কারণ কি এবং

৪) ইহা কি সত্য যে ধুমাছড়া এবং কমলছড়া ল্যাম্পসগুলির মেনেজিং ডাইরেক্টরগণ transfer হওয়ার দুই মাস পরও charge hand over না করার দরুন নূতন মেনেজিং ডাইরেক্টরগণ charge নিতে পারছেন না,

৫) সত্য হলে charge hand over না করার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Co-operative Department

১) অডিট সাপেক্ষে আমবাসা, ধুমাছড়া ও কমলছড়া ল্যাম্পসগুলির (১৯৮১-৮২) বাৎসরিক আয় ব্যয় এইরূপ :—

ল্যাম্পসের নাম	আয়	ব্যয়
আমবাসা ল্যাম্পস্	টাঃ ৩৬,০৪৯'৫৭	টাঃ ৬১,৩৮২'০৬
ধুমাছড়া ল্যাম্পস্	টাঃ ৪৪,৪৪৩'০০	টাঃ ১,১১,০১৪'৬৭
কমলছড়া ল্যাম্পস্	টাঃ ৯০,৭৯৪'৭৭	টাঃ ১'৯,০২৯'৫০

২) না ইহা সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) কমলছড়া ল্যাম্পস্-এর মেনেজিং ডাইরেক্টর গত মাসে ১৮/২/৮৪ ইং তারিখে কার্য্যভার হস্তান্তর করিয়াছেন। ধুমাছড়া ল্যাম্পস্ এর মেনেজিং ডাইরেক্টর কার্যভার হস্তান্তর করিতেছেন এবং ৩১শে মার্চের মধ্যেই হস্তান্তরের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION :— 72

Name of M.L.A. Shri Keshab Majumder

Will The Hon'ble Minister-in-charge of The Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি হাসপাতাল, কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কয়টি ডিসপেনসারী ও কয়টি অন্যান্য ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে,

২। তার মধ্যে ১৯৭৭ ইং সনে ঐ সংখ্যা কত ছিল,

৩। ঐ সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে কত শতাংশ লোকের কাছে চিকিৎসার সহজ সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

১। রাজ্যে বর্তমানে ১১টি হাসপাতাল, ৫টি গ্রামীন হাসপাতাল ৩২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩টি ছয়শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং ২৪'৩'৮৪ পর্যন্ত ১৮০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২। ১৯৭৭ইং সনে ১১টি হাসপাতাল, ১৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬টি ছয়শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং ১১৯টি ডিসপেনসারী (বর্তমানে নামকরণ হয়েছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) ছিল।

৩। ৮৯ শতাংশ লোকের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 74

Name of Member :— Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Rural Development Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ইং থেকে ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত Food For work

SREP ও NREP কর্মসূচীতে সারা রাজ্যে মোট কত কিলোমিটার নূতন রাস্তা তৈরী ও পুরাতন রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ।

২। ঐ কর্মসূচীতে তৈরী রাস্তাগুলির মধ্যে কত পরিমাণ রাস্তা পাকা করার জন্য P.W.D Deptt এ হস্তান্তরিত করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ।

উত্তর

১ ও ২নং প্রশ্নের ব্লক ভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক সংখ্যা ব্লকের নাম	নতুন রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার হিসাবে)	পুরাতন রাস্তা সংস্কার (কিলোমিটার হিসাবে)	পূর্ত বিভাগকে হস্তান্তরিত রাস্তার পরিমাণ (কি: মি:)
১) মেলাঘর	২৯৫	৯০৮	
২) অমরপুর	১,২৭৭.৯৫	৫০১.৬৬	
৩) বিশালগড়	৪৭০.০০	৩৩৫.০০	৫০.০০
৪) বগাফা	৭১২.০০	৫১৯.০০	—
৫) তেলিয়ামুড়া	৫৬০.০০	৫৩৯.৫০	১৭.০০
৬) ডুম্বুরনগর	১,২০৪.০০		৩৩.০০
৭) মান্ডাবাড়ী	৬৩৬.০০	২০১.০০	
৮) জিরাণীয়া	৮৪৯.০০	১,৩১৪.০০	
৯) রাজনগর	১,৬৩২.০০	১,৭৮২.০০	৩০৬.০০
১০) কুমারঘাট	২৭২.০০	৬২৫.০০	১২৮.০০
১১) কাঞ্চনপুর	১,০৭৪.০০	১,৪৯৭.০০	১৬০.০০
১২) খোয়াই	১৫৪.০০	৪৬৮.০০	১৪.০০
১৩) মোহনপুর	১,০৪৮.০০	৫,২৯৭.০০	৩৬.০০
১৪) সাতচাঁদ	৪৫১.৭৫	৬৭২.০০	
১৫) পানিসাগর		তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।	
১৬) ছামনু			
১৭) সালেমা			

Admitted Unstatarred Question No. 76

Name of the Member :— Shri Jadab Majumdar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooparative Department be pleased to state :-

১) Tripura State whole sale Consumers' Federation এর বিভিন্ন সংস্থার নিকট প্রাপ্য বাকীর পরিমাণ কত (ফেব্রুয়ারী ৮৩ পর্য্যন্ত হিসাব),

২) উক্ত বাকী আদায়ের জন্য সরকার কোন অগ্র পরিকল্পনা নিয়েছেন কি না,

৩) উক্ত সংস্থা ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্গুলিকে কি নিয়মের ভিত্তিতে বাকী দিয়ে থাকেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Cooperative Department

১) Tripura State Wholesale Consumers' Federation
(Tripura State Cooperative Consumer's Federation Ltd.)
এর বিভিন্ন সংস্থার নিকট প্রাপ্য বাকীর পরিমাণ টাঃ ২৫,২৪,৯১০'৪২ পয়সা।

২) উক্ত বাকী টাকা আদায়ের জন্য ফেডারেশন তাগিদ দিয়াছে এবং দিতেছে। সমবায় নিয়ামক ও জিলার উপ নিয়ামকগণকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতেছেন।

৩) উক্ত সংস্থা বর্ত্তমানে ল্যাম্পস্, প্যাকস্গুলিকে বাকীতে মাল দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছে। পূর্ব্বে সমবায় সমিতিগুলির প্রয়োজন অনুযায়ী মাল বিক্রির অব্যবহিত পর টাকা জমা দেওয়ার ভিত্তিতে বাকী দেওয়া হইত।

ANNEXURE—'C'

Assembly Admitted Starred Question No. 319 postponed asked by Shri Rabindra Deb Barma, M.L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-Dharge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state,

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলে এ যাবত মোট কয়টি রেশন সপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে,

২। এর মধ্যে কয়টি রেশন সপের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। ২৮৪টি রেশনসপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

২। ১২৪টির ক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তাদের ডিলারশীপ বাতিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬০টি রেশন সপের ক্ষেত্রে ২২টি তদন্তাধীন, ৬০টি বিচারাধীন ৭৫টি নির্দোষ এবং ৩টির ক্ষেত্রে সিকিউরিটি গচ্ছিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

Assembly postponed un-starred question No. 1, asked by Shri Sunil Kumar Choudhury, M.L.A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। সাব্রুম বিভাগে রেশন দিতে সপ্তাহে মোট কত পরিমাণ চাল, কেরোসিন ও চিনি প্রয়োজন হয়,

২। গত ৪ঠা আগষ্ট ১৯৮৩ইং সনে সাব্রুম বিভাগে কোন গুদামে ও ডিপোতে কত পরিমাণ চাল, চিনি ও কেরোসিন ছিল তার হিসাব.

৩। ১৯৮৩ ইং সনের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সাব্রুম বিভাগের রেশন সপে চাউল, চিনি ও কেরোসিন সরবরাহের ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছিল কি ;

৪। হয়ে থাকলে তার কারণ

৫। ১৯৮৩ সনে আগষ্ট মাসে সাব্রুম বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত চাউল কেরোসিন ইত্যাদি সাব্রুম থেকে বিলোনিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিনা ?

ANSWER

To be replied by the Food Minister.

১) চাউল — ৫৫·০০ মেঃ টন

চিনি — ৮·৪৮৬ ,, ,,

কেরোসিন — ১৭,৩১১ লিটার

২) চাউল — সাব্রুম গোদাম — ২৪·৬ মেঃ টন

মনু ,, — ৭৫·০ ,, ,,

শিলাছড়ি ,, — ২০·০ ,, ,,

চিনি — মার্কেটিং সোসাইটি

মনু বাজার — ৪১·৭২৯ ,, ,,

কেরোসিন — এ, ও, সি, ডিপোট

মনু বাজার — ৭৭১০ লিটার

আই, ও, সি ডিপোট — ৬৩৫২ লিটার

মনু বাজার

৪) হঠাৎ বন্যার দরুন রাস্তা ঘাট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিশেষ করে উদয়পুর সাব্রুম রাস্তার পাকুনিয়া সত্ত্বেও এবং বাঁধের মাটি সরিয়া যাওয়ার ফলে রেশন সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।

৫) না।

Assembly un-Starred Question No. 195 (Admitted No. 26)
(Postponed)

Name of the Member :— Shri Monoranjan Majumder, M.L.A.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকের সংখ্যা কত ?
২। জুন দাঙ্গার প্রাক্কালে সরকারী নির্দেশে কত সংখ্যক বন্দুক জমা পড়িয়াছে ?
৩। বর্তমানে ধৃত বা আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীর কাছে লাইসেন্স সহ বন্দুক পাওয়া গিয়াছে কি ?
৪। পাইলে তাহার সংখ্যা কত ?
৫। সরকারী নির্দেশে বা অনুমতিতে বর্তমানে কাহারও কাছে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক আছে কি ?
৬। কত জনের নিকট আছে। (তাদের নাম সহ ঠিকানা)

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। ৫,৬৭৫।
২। ৫৯৭।
৩। না।
৪। প্রশ্ন উঠেনা।
৫। হ্যাঁ।
৬। ৪১ জনের নিকট আছে (সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য)।

সরকারী নির্দেশ বা অনুমতিতে যাদের নিকট লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক আছে তাদের নাম ও ঠিকানা।

১। শ্রীএস আর ভট্টাচার্য্য, সার্কেল অফিসার, ডি, এম অফিস, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২। শ্রীপি, বি, দেববর্মা ট্রেজারী অফিসার।

৩। শ্রীপান্নালাল গঙ্গুলী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আগরতলা।

৪। শ্রী এম-এল গাঙ্গুলী ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন উপ-সচিব।

৫। শ্রী বিক্রম বিহারী দেববর্মা, সার্কেল অফিসার সদর এস-ডি ও অফিস আগরতলা।

৬। শ্রীবারীন ভট্টাচার্য্য, এল, এ, ও, ডি এম অফিস, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৭। শ্রীসীতেশ দাস বিশ্বাশ, সাব ডেপুটি কালেক্টর, খাদ্য এবং জনসংভরণ অধিকর্তার অফিস।

৮। শ্রীডি কে ভট্টাচার্য্য, ও, এস,ডি, সিভিল সেক্রেটারিয়েট আগরতলা।

৯। শ্রীমনিন্দ্র পাল, প্রথম নিজস্ব সহায়ক, রাজস্ব মন্ত্রী।

১০। শ্রীআর দত্ত, ত্রিপুরা সরকারের এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী।

১১। শ্রীএস ব্যানার্জি, রেজিষ্ট্রার, কোঃঅপারেটিভ সোসাইটি

১২। শ্রীএইচ, সি, দত্ত, প্রাক্তন সেনাবাহিনীর মেজর আই এ এম, সি, মন্ত্রীবাড়ী রোড আগরতলা।

১৩। শ্রীসুকেশ দাস বিশ্বাস, জগন্নাথ বাড়ী রোড, আগরতলা।

১৪। শ্রী এম কে মজুমদার প্রাক্তন এস, ডি, ও, সোনামুড়া।

১৫। শ্রীজি, সি রায়, এরিয়া অরগানাইজার এস, এস, আর আগরতলা ত্রিপুরা।

১৬। শ্রীএ, বি, বোস, এ্যাসিষ্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, সাব সিডারী ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, গৃহ মন্ত্রনালয়, ভারত সরকার।

১৭। শ্রীটি, আর চ্যাটার্জী, সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যানিং এবং ডিজাইন, আই, এবং এফ, সি।

১৮। শ্রীসত্যব্রত ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন ডিভিশন্যাল ফরেষ্ট অফিসার সিপাহীজলা।

১৯। শ্রী আর এন গুপ্ত, রাজস্ব বিভাগের প্রাক্তন সচিব।

২০। শ্রীএস, শর্মা, প্রাক্তন ডাইরেক্টর, ত্রিপুরা তফশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ অধিকর্তার অফিস।

২১। শ্রী কমলরায় দেববর্মা, কলেজটিলা, আগরতলা।

২২। শ্রীপি, কে দেববর্মা, কুঞ্জবন, আগরতলা।

২৩। শ্রীকালু সিং, কনেষ্টবলনং ১৩৫১, পূর্ব আগরতলা থানা ট্রাফিক ইউনিট।

২৪। শ্রী এস, সি দেব, চেয়ারম্যান, টি,পি, এস,সি।
২৫। শ্রী ড, কে চৌধুরী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, ত্রিপুরা।
২৬। শ্রী এম, বি, চক্রবর্ত্তী, প্রাক্তন ‌ৈ, ডি, এম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা।
২৭। শ্রী এস, সি, দত্ত, প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার।
২৮। শ্রী এস, সি বৰ্দ্ধন, পুরাতন কালীবাড়ী রোড কৃষ্ণনগর, আগরতলা।
২৯। শ্রী শৈলেশ দাস বিশ্বাস, সুপারিনটেনডেন্ট আগরতলা ট্রেজারী।
৩০। শ্রী কে, পি চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন সচিব।
৩১। শ্রী হেমেন্দ্র দেববর্মা, রিটায়ার্ড এ, সি, কলমচৌড়া থানা।
৩২। শ্রী দিবাকর দত্ত, কুঞ্জবন, আগরতলা।
৩৩। শ্রী মধু চন্দ্র দেব, পিয়ন, ডি, এম, অফিস, পশ্চিম ত্রিপুরা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা

৩৪। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কৈলাশহর ব্রাঞ্চ।
৩৫। শ্রী রাধা চন্দ্র রায়, এজেন্ট, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কৈলাশহর ব্রাঞ্চ।
৩৬। ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কৈলাশহর ব্রাঞ্চ।
৩৭। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ধর্মনগর।
৩৮। অফিসিয়েটিং এজেন্ট, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ধর্মনগর।
৩৯। একাউনট্যান্ট-ইন্-চার্জ, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কমলপুর ব্রাঞ্চ, কমলপুর।
৪০। শ্রী অজিত কুমার রায়, এম, বি, বি, এস ধর্মনগর।
৪১। শ্রী আনন্দ বিহারী মিশ্র, তহশিলদার, বীরচন্দ্রনগর তহশীল অফিস, কৈলাশহর।

Name of Member :- Shri Rabindra Deb Barma
Interim reply given on :- 16/7/1983
Subject :- Postpond Unstarred Question No. 51,

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ৩১শে মে, ১৯৮৩ ইং তারিখে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারীর হার কত,

উত্তর

১। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কর্মচারীর হার নিয়ে দেওয়া হল।

(দপ্তর ভিত্তিক ও পদ ভিত্তিক হিসাব) (১) ডাইরেক্টোরেট এমপ্লোমেন্ট সার্ভিস :-

	তপঃ জাতির হার।	তপঃ উপজাতির হার
ক্লাস ওয়ান :—	× পারসেন্ট	× পারসেন্ট
,, টু :—	× ,,	× ,,
,, থ্রী :—	১০ ,,	১৫ ,,
,, ফোর :—	৯ ,,	২০ ,,

(২) ডাইরেক্টোরেট, সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার :-

ডাইরেক্টার :—	× ,,	× ,,
সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার ডেপুটি ডাইরেক্টার :—	×	×
(ডবলিউ, পি,) ডেপুটি (এ, সি) :—	×	×
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার :—	×	×
একাউন্ট অফিসার :—	×	×
ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেকটার সোসিয়াল এডুকেশান :—	×	×

	তপশিলী জাতি	উপজাতি
সুপারিন্টেন্ডেন্ট (আই, ভি, এইচ) :—	×	×
প্রিন্সিপাল (আই, এস, আর) :—	×	×
এসিঃ সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার অফিসার :—	×	×

চিফ্‌ সোসিয়াল এডুকেশান			
অরগানাইজার	—	×	×
লেক্‌চারার (জনতা কলেজ)	:—	×	×
চাইল্ড ডেভেলাপমেন্ট			
প্রজেক্ট অফিসার	:—	×	৩৩·৩ পারসেন্ট
হেড ক্লার্ক একাউন্টেন্ট	:—	১১·১ পারসেন্ট	×
ইউ, ডি, সি,	:—	১৫·৭৮ ,,	৫·২৬ ,,
এল, ডি, সি,	:—	১৮ ,,	১৮ ,,
ড্রাইভার	:—	৮·৫০ ,,	৮·৩৩ ,,
সি, কম্পিউটার	:—	১০০ ,,	×
জু, ,,	:—	×	×
স্টেটস্‌টিকেল এসিটেন্ট	:—	×	×
স্টেনো	:—	×	×
আরটিষ্ট	:—	×	×
এস, ই, ও। এস,এস	:—	১১·৯ ,,	১৬·১ ,,
সুপারভাইজার	:—	১৯·৯৫ ,,	৩২·৫৫ ,,
নার্স কাম মেট্রন	:—	×	×
এস, ই, ডব্লিউ। জি, এস,	:—	৭·১৭ ,,	২১·২৩ ,,
স্কুল মাদার। গ্রাম লক্ষী	:—	৯·৪৯ ,,	১৭·৭৮ ,,
ফ্লাশ কোর	:—	৮·৫ ,,	২০·২ ,,
অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার	:—	১৪·৬ ,,	৩৪·৬ ,,
হেলপার (এ, ডব্লিউ)	:—	১৪ ,,	২৪·৬ ,,
এ, এল, টি। পি, টি, আই	:—	১৪·২ ,,	১৯ ,,

(৩) ডাইরেক্টোরেট, ইন্‌ফরমেশান, কালচারেল একারার্স :—

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
ক্লাশ ওয়ান	:—	×	× আই, এস ক্যাডার পোষ্ট
ক্লাশ টু	:—	×	১৩·০৪ ,,
ক্লাশ থ্রী	:—	৮·৬৩ পারসেন্ট	১০·৪৭ ,,

ক্লাশ ফোর	:—	৮' ৯ পারসেন্ট	১৭' ১৯ পারসেন্ট

(৪) ডাইরেক্টোরেট, প্রিন্টিং
এণ্ড স্টেশনারী :—

ক্লাশ ওয়ান	:—	× শতকরা	× শতকরা
ক্লাশ টু	:—	× ,,	× ,,
ক্লাশ থ্রী	:—	৯'৫ ,,	১৫'৬ ,,
ক্লাশ ফোর	:—	১৩'১ ,,	১১'৫ ,,

(৫) ডাইরেক্টোরেট ট্রাইবেল রিসার্চ

রিসার্চ অফিসার	:—	×	১০০ ,,
ইউ, ডি, সি,	:—	×	×
এল, ডি, সি,	:—	×	২৮'৫ ,,
মিউজিয়াম কাম লাইব্রেরী আসিস্ট্যান্ট	:—	×	২৪'৫ ,,
ক্লাশ ফোর	:—	×	১৪'৩ ,,
পি, এ,	:—	১৮'৫ ,,	×
রিসার্চ ইনভেষ্টিগেটার	:—	২৮'৫ ,,	×

(৬) রুরাল ডেভালপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

এক্সিকিউটিভ ইনজিনীয়ার	:—	×	×
এষ্টিমেটার	:—	×	×
এসিস্টেন্ট ইনজিনীয়ার	:—	১	×
হেড্ ক্লার্ক	:—	×	×

রুরাল ডেভালপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	১৬'৬ শতকরা	×
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	×	৯ শতকরা
ড্রাফসম্যান গ্র্যাড-২	:—	×	×

ডাকসম্যান গ্র্যাড-৩	:—	×	×
ট্রেনার-	:—	×	৫০ শতকরা
স্টোর কীপার	:—	×	৫০ "
ড্রাইভার-	:—	×	×
রুপ্রিন্টার-	:—	×	৫০ "
ক্লাশ ফোর-	:—	×	২৫ "

(৭) এপয়েন্ট মেন্ট এণ্ড সার্ভিস
ডিপার্টম্যান্ট :—

আই, এ, এস, (এম, টি)	:—	২ শতকরা	৫ শতকরা
ডেপুটি সেক্রেটারী (নন্ ক্যাডার	:—	× "	× "
আণ্ডার সেক্রেটারী (")	:—	×	১১ "
ফিনান্স অফিসার এণ্ড এক্স			
অফিসিও আণ্ডার সেক্রেটারী	:—	×	×
সেকশান অফিসার	:—	×	×
ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস	:—	৮'৫ "	১৭ "
স্টেনোগ্রাফারস	:—	২ "	১ "
আই, পি, এস, (এস, টি)	:—	৪ "	৪ "
নন, আই, পি, এস	:—	×	×
(ক্লাশ ওয়ান)			
টি, পি, এস,	:—	৫ "	১১'৯ "
(গ্রেড-২)			
ডি, এস, পি,	:—	×	×
(রেভিও)			
একাউন্টস অফিসার	:—	×	×
এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার	:—	×	×
(মাক্যাঃ)			

(৮) ডাইরেকটোরেট অফ হায়ার এডুকেশান

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
ক্লাশ ওয়ান	:—	৫ শতকরা	×

ক্লাস টু	:—	৩'২৫ শতকরা	২'২৯ শতকরা
ক্লাশ থ্রী	:—	১৩ ,,	১৯ ,,
ক্লাশ ফোর	:—	১৩ ,,	১৬ ,,

(৯) ডাইরেকটোরেট অফ ল্যাণ্ড রেকর্ড এণ্ড সেটালম্যান্ট :—

কানন্গ	:—	২'৯৪ শতকরা	১'৪৭ শতকরা
সার্ভেয়ার	:—	২০ ,,	× ,,
ইউ, ডি, সি,	:—	×	১৬'৬৬ ,,
এল, ডি, সি,	:—	৩'৫৭ ,,	১০'০৭ ,,
ড্রাফসম্যান (লিথো)	:—	২৫ ,,	×
রি, টাচার (ফটো)	:—	× ,,	৪০ ,,
কম্পোটার	:—	২৩'০৭ ,,	১৫'৩৮ ,,
রি-টাচার	:—	× ,,	৪২'৮৫ ,,
পেশকার	:—	১০'২৫ ,,	২৩'০৮ ,,
আমিন	:—	৮'৭৬ ,,	১৩'১৬ ,,
বাইণ্ডার	:—	৩৩'৩৩ ,,	× ,,
প্রুফরীডার	:—	×	৫০ ,,
ইঙ্কম্যান	:—	×	১০০ ,,
টেক্নিকেল লেবার (স্কীঞ)	:—	৪০ ,,	৪০ ,,
পিয়ন	:—	৫'১২ ,,	১২'৮২ ,,
নাইট গার্ড	:—	২৫ ,,	১২'৫০ ,,
টেক্নিক্যাল লেবারার	:—	১৪'২৮ ,,	২৮'৫৭ ,,
প্রসেস সার্ভার	:—	১'০৯ ,,	৩'০৯ ,,
ব্লু প্রিন্টার	:—	১০০ ,,	×
মজুর	:—	×	৫০ ,,

(১০) ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট :— তপশিলী জাতি উপজাতি

হেড ক্লার্ক	:—	×	×

একাউন্টেন্ট	:—	×		×	
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×		×	
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	×		৩১'৩১	শতকরা
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	১০	শতকরা	২০	,,
ড্রাইভার	:—	×		৫০	,,
ক্লাশ ফোর	:—	×		৫৭	,,
ইনস্পেক্টার	:—	×		×	
সাব ,,	:—	×		×	
ইনভেসটিগেটর	:—	×		×	
এসিসটেন্ট ইনভেষ্টিগেটর	:—	×		৫০	,,
(১১) পূর্ত দপ্তর	:—	৮	,,	১৩'৭৪	,,
(১২) লেবার ডাইরেকটোরেট :—					
২য় শ্রেণী	:—	১৬	,,	১৬	,,
৩য় শ্রেণী	:—	১০	,,	২২	,,
৪র্থ শ্রেণী	:—	১৩	,,	২৭	,,
(১৩) ডাইরেকটোরেট অফ কোওপারেশন	:—				
১ম শ্রেণী	:—	×		×	
২য় শ্রেণী	:—	×		১২	শতকরা
৩য় শ্রেণী	:—	১১'৩২	,,	২২	,,
৪র্থ ,,	:—	১১'৯৪	,,	২৫'৩৭	,,
(১৪) টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনার	:—	×		১	শতকরা
(১৫) ডাইরেকটোরেট অফ ফায়ার সার্ভিস					
মেইনটিনেনস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট	:—	×		×	
ষ্টেশান অফিসার	:—	×		×	

		তপশিলজাতি	উপজাতি
সিনিয়র ফায়ার লিডার	:—	×	×
সাব অফিসার	:—	৪ শতকরা	৫ শতকরা
লিডিং ফায়ার ম্যান	:—	৬ ,,	৮ ,,
কন্টোলরুম অপারেটর	:—	×	২ ,,
ড্রাইভার	:—	৬ ,,	১২ ,,
ফায়ার ম্যান	:—	২৯ ,,	৫৪ ,,
অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	×
হেড ক্লার্ক	:—	×	×
একাউন্টেন্ট	:—	×	×
ইউ. ডি. ক্লার্ক	:—	×	×
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ষ্টোর কীপার	:—	×	×
এল. ডি, ক্লার্ক	:—	৩ ,,	২ ,,
ডুপ্লিকেটর	:—	১ ,,	×
ফোরম্যান	:—	×	×
মেকানিক	:—	×	১ ,,
জুনিয়র ,,	:—	১ ,,	১ ,,
রেডিও ,,	:—	×	×
পিয়ন	:—	১ ,,	১ ,,
হেলপার	:—	১ ,,	১ ,,
ক্লীনার	:—	১ ,,	১ ,,
সুইপার	:—	৪ ,,	১ ,,
নাইটগার্ড	:—	৪ ,,	×
(১৩) ষ্ট্যাট প্লেনিং মেশিনারী	:—		
ডাইরেক্টর	—	× শতকরা	× শতকরা
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার	—	×	×
রিসার্চ অফিসার	—	×	×
,, ইনভেসটিগেটর	—	১ ,,	১৫ ,,
জুনিয়র রিসার্চ ইনভেষ্টিগেটর	—	×	২০ ,,

	তপশীল জাতি	উপজাতি
ষ্টেনোগ্রাফার	— X শতকরা	X শতকরা
এল, ডি, সি,	— ১২ ,,	১৫ ,,
ইউ, ডি, সি,	— X	X
ডুপ্লিকেটর অপারেটর	X	X
ড্রাইভার	X	১০০ শতকরা
পিয়ন	— ১১ শতকরা	৩৩ ,,

(১৭) রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিভিসন
সদর ।

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	— X	X
হেড ক্লার্ক	— X	X
এষ্টিমেটর	— X	X
ষ্টেনোগ্রাফার	— ১০০ ,,	X
ইউ, ডি, ক্লার্ক	— X	X
এল, ডি. ক্লার্ক	— ১৪ ,,	১৪ ,,
ব্লু প্রিন্টার	— X	১০০ ,,
ট্রেসার	— X	১০০ ,,
ষ্টোর কীপার	— X	১০০ ,,
ওয়ার্ক এসিসট্যান্ট	— X	১০০ ,,
ড্রাইভার	— X	X
পিয়ন	— X	X
স্টোর গার্ড	— X	১০০ ,,

(১৮) ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জাজ :—
পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা

৩য় শ্রেণী	— ১৩ ,,	২৭ ,,
৪র্থ শ্রেণী	— ১৬ ,,	২৪ ,,

(১৯) রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং
ডিভিসন, উত্তর ত্রিপুরা

		তপশিলীজাতি	উপজাতি
হেড ক্লার্ক	—	×	×
এষ্টিমেটর	—	×	×
ড্রাফস ম্যান গ্রেড—২	—	×	×
ইউ, ডি, সি,	৫—	০ শতকরা	×
এল, ডি, সি,	:—	২৫ শতকরা	×
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ট্রেসার	:—	×	×
ব্লু প্রিণ্টার	:—	×	×
ড্রাইভার	:—	×	×
পিয়ন	:—	×	২৫ শতকরা
স্টোর কীপার	:—	×	×
স্টোর গার্ড	:—	×	×
(২০) লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	:—		
রিসার্চ এসিসষ্টান	:—	×	×
ইনস্পেকটর	:—	×	৭৫ ,,
জুনিয়র কম্পুটার	:—	×	×
পিয়ন	:—	×	১০০ ,,
(২১) ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান :— পশ্চিম ত্রিপুরা	:—		
অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	৫০ ,,
হেড ক্লার্ক	:—	×	×
একাউনটেন্ট	:—	১২½ শতকরা	২৫ ,,
নাজির	:—	×	×
ইউ, ডি, সি,	:—	৪ ,,	৮
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ষ্টেনোটাইপিষ্ট	:—	×	×

		উপস্থিতী বাতি	উপস্থিতি
রিভেব, সুপারভাইজার	:—	×	×
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	৪ শতকরা	৩ শতকরা
ড্রাফসম্যান	:—	×	×
কপিষ্ট	:—	×	×
আমিন	:—	৭ ,,	×
সার্ভেয়ার	:—	×	×
ড্রাইভার	:—	৮ ,,	২৩ ,,
ডুপ্লিকেটিং অপারেটার	:—	×	×
রেভিনিউ ইনস্পেক্টর	:—	৯ ,,	৯ ,,
তহশীলদার	:—	১৫ ,,	৫ ,,
ওভারসীয়ার	:—	×	×
রেয়ার টেকার	:—	×	×
পিয়ন	:—	১৬ ,,	১৫ ,,
চেইন ম্যান	:—	২৫ ,,	৪ ,,
প্রসেস সার্ভেয়ার	:—	১৮ ,,	৯ ,,
নাইট গার্ড	:—	২৮ ,,	২২ ,,
বীয়ারার	:—	২৩ ,,	×
কুক	:—	×	×
সুইপার	:—	১০০ ,,	×
দারোয়ান	:—	×	×
মালী	:—	×	×
দপ্তরী	:—	×	৩০ ,,

(২২) রুরাল ডেভালপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
সহ রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট :—

হেড্ ক্লার্ক (সিডি)	:—	×	×
একাউনটেন্ট (ঐ)	:—	১৪ ,,	×
সিনিয়র ক্লার্ক (ঐ	:—	×	×
ইউ, ডি, ক্লার্ক (ঐ)	:—	৫ ,,	×

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
এল, ডি, ক্লার্ক (ঐ)	:—	৮ শতকরা	১২ শতকরা
বাংলা টাইপিষ্ট (ঐ)	:—	২৫ ,,	×
স্টোর কিপার (আর টি, ডি,	:—	১৪ ,,	২৯ ,,
মেকানিক (ঐ)	:—	৬ ,,	৯ ,,
ওয়ার্ক এসিসষ্ট্যান্ট	:—	১৯ ,,	১৯ ,,
পিয়ন	:—	×	×
৪র্থ শ্রেণী	:—	৫ ,,	৯ ,,
নাইট গার্ড	:—	১৬ ,,	৩৩ ,,
(২৩) ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট	:—		
ডেপুট চিফ, ইলেকটোরেল অফিসার	:—	×	×
এসিষ্ট্যান ইলেকটোরেল অফিসার	:—	×	×
সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	×
হেড ক্লার্ক	:—	×	৫০ শতকরা
একাউন্টেন	:—	×	×
ইনস্পেকটর	:—	৭.৬ শতকরা	১৫.৩৮ ,,
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	১৭.৬৪ ,,	×
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ষ্টোর কীপার	:—	×	×
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	৫.২ ,,	১০.৫২ ,,
এনুমারেটর	:—	×	১৫.৩৮ ,,
ড্রাইভার	:—	×	×
ডুপ্লিকেটর অপারেটর	:—	×	১০০ ,,
দপ্তরি	:—	×	১০০ ,,
পিয়ন	:—	২১.০৫ ,,	২১.০৫ ,,
নাইট গার্ড	:—	২১.০৫ ,,	১০০ ,,
(২৪) ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার পশ্চিম ত্রিপুরা।			
ডিষ্ট্রিক্ সাব-রেজিষ্টার	:—	×	×
সাব-রেজিষ্টার	:—	×	×

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
হেড, ক্লার্ক	:—	×	×
একাউন্টেন্ট	:—	১০০ শতকরা	×
রেকর্ড কীপার	—	×	×
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	×	৩৩·৩ শতকরা
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	×	×
মোহুরার	:—	২০ ,,	×
একস্ট্রা মোহরার	:—	×	৩·৪১ ,,
রেকর্ড সাপ্লায়ার	:—	×	×
দপ্তরি	:—	×	×
পিয়ন	:—	৪০ ,,	×
নাইট গার্ড	:—	৫০ ,,	×
(২৫) ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার :—			
ডেপুটি ডাইরেক্টর (সাব-প্লেন):—		×	১০০ ,,
এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার	:—	×	×
একাউন্টস অফিসার	:—	×	×
এগ্রি, সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	×
স্পেশাল অফিসার	:—	×	×
অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	৩৩·৩৩ ,,
হেড ক্লার্ক	:—	১২·৫ ,,	×
একাউনটেন্ট	:—	×	×
একাউনটেন্ট-কাম-ষ্টোর কীপার :—		×	×
ইউ, ডি ক্লার্ক	:—	১৩·৫২ ,,	২৬·৩১ ,,
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	৯·৬৭ ,,	১১·২৯ ,,
বাংলা টাইপিষ্ট	:—	×	×
ষ্টোর কীপার	:—	×	×
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ইনভেষ্টিগেটর	:—	৬·৬৬ ,,	১৩·৩৩ ,,
ইন্স্পেক্টর	:—	১০ ,,	৩০ ,,
ট্রেন্সলেটর	:—	×	×
সুপারভাইসর	:—	১৫ ,,	২৪·১৬ ,,

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
এক্সটেনশান অফিসার	:—	১২.৫ শতাংশ	৩৭.৫ শতাংশ
ইনস্পেক্টর (নিউট্রিশন)	:—	×	৫০ ,,
হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	:—	×	×
রেকর্ড কীপার	:—	×	১০০ ,,
ট্রেইণ্ড মালী	:—	×	১৬.৬৬ ,,
ওভারসীয়ার	:—	×	×
সাব-ওভারসীয়ার	:—	×	×
হেলথ এসিষ্টান্ট	:—	×	×
এগ্রি, এক্সটেনশান অফিসার	:—	×	×
সার্ভেয়ার	:—	৫.৮৮ ,,	১৭.৭৬ ,,
মেকানিক-কাম-ড্রাইভার	:—	×	×
ফিল্ড এসিষ্টান	:—	×	×
বুলডোজার ড্রাইভার	:—	×	৫০ ,,
ট্রাকটর ড্রাইভার	:—	×	১০০ ,,
ওয়ার্ক এসিষ্টান্ট	:—	×	৩৩.৩৩ ,,
এগ্রি, ,,	:—	১০.৫৮ ,,	২১.৩৫ ,,
আমিন	:—	৯.৭৫ ,,	২১.৯৫ ,,
জীপ ড্রাইভার	:—	২২.২২ ,,	২২.২২ ,,
ডুপ্লিকেটিং অপারেটর	:—	×	৫০ ,,
পিয়ন	:—	১৭.৬৪ ,,	৩২.৯৪ ,,
চেইনম্যান	:—	১৭.৬৪ ,,	৩২.৯৫ ,,
দারোয়ান	:—	×	×
নাইট গার্ড	:—	৬১ ,,	১৭.২৪ ,,
কুক	:—	×	× ,,
হেলপার	:—	×	×
ওয়াচম্যান	:—	×	×

(২৬) সিভিল ডিফেন্স :—

হেড ক্লার্ক	:—	×	×

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	৩৩.৩ শতকরা	×
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	×	৪০ শতকরা
ড্রাইভার	:—	×	২৫ ,,
সি, ডি, ইন্সট্রাকটর	:—	×	×
ম্যাসেঞ্জার	:—	×	×
পিয়ন	:—	১৬ ,,	৯.২৬ ,,
নাইট গার্ড	:—	১০০	৭.৬৭ ,,
		,,	১৩.৩০

(২৭) রাজ্য সৈনিক বোর্ড :—

সেক্রেটারী	:—	×	১০০ ,,
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	×	×
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	×	×
ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজার	:—	×	×
জুনিয়ার ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ড্রাইভার	:—	×	×
পিয়ন	:—	×	৩৩.৩ ,,

(২৮) অফিস অফ কন্ট্রোলার অফ ওয়েটস :—

কন্ট্রোলার অফ ওয়েটস এণ্ড ম্যাজারস	:—	×	১০০
ডেপুটি ,,	:—	×	×
এসিষ্টান্ট ,,	:—	×	×
ইন্সপেকটর	:—	৮ ,,	২৩ ,,
হেড ক্লার্ক	:—	×	×
একাউনটেন্ট	:—	×	×
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	×	১০০ ,,
এল, ডি, ,,	:—	১২ ,,	১৫ ,,

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
ষ্টোর কীপার	:—	×	৩৩ শতকরা
ফিল্ড এসিষ্ট্যান্ট	:—	×	×
ল্যাবরেটরি এসিষ্টান্ট	:—	×	১০০ ,,
ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক	:—	×	×
ড্রাইভার	:—	×	৩৩ ,,
ডুপ্লিকেটিং অপা	:—	×	×
ম্যানেয়াল এসিস্ট্যান্ট	:—	শতকরা	১৮ ,,
পিয়ন এবং নাইটগার্ড		,,	১৩ ,,

(২৯) পশু পালন দপ্তর :—

অফিস সুপারিনটেনডেন্ট	:—	×	১৪.২৯ ,,
হেড ক্লার্ক		৪ ,,	৪ ,,
ইউ, ডি, ক্লার্ক	:—	১২.৫ ,,	১২.৫ ,,
এল, ডি, ক্লার্ক	:—	৯.৫৮ ,,	১২.৫২ ,,
এ, ভি, ভি. ও	:—	২৫ ,,	২৫ ,,
এনুমারেটর	:—	১৪.২৯ ,,	১৪.২৯ ,,
ড্রাইভার	:—	৬.৬৭ ,,	২৩.৩৩ ,,
ভেক্সিনেটর	:—	১১.৭৬ ,,	২৬.৪৮ ,,
এস, এস, [ভি, সি, এল, এ] এস, এম, ভি, এফ, এ, ইত্যাদি	:—	৫.৫৩ ,,	১৫.১০ ,,
শিফট সুপারভাইজার	:—	৫.৭৭ ,,	৫৪.৬১ ,,
এ, আই অ্যাসিষ্টান। অ্যাসিষ্টান ফার্ম ম্যানেজার। জুনিয়র ফার্ম সুপারিনটেন্ডেন্ট। এ, এইচ, ই, ডব্লু।			
কয়লার এটেণ্ডেন্ট	:—	১০০ ,,	×
সিনেমা অপেরেটর	:—	×	৫০ ,,
ডুপ্লিকেটিং অপেরেটর	:—	১২.৫ ,,	২৫ ,,
ক্লাশ ফোর	:—	১৪.৬৪ ,,	২০.০৯ ,,
এসিষ্টান ডাইরেকটর	:—	×	১৫ ,,

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
ভেটেনারী এসিষ্টান সার্জন	:—	৫.৭১	২.৮৫

(৩০) পুলিশ দপ্তর

ইনস্পেকটর	:—	৩.৬৫ শতকরা	৮.৫৩ শতকরা
সাব-ইনস্পেক্টর	:—	৬,৪৯ ,,	৯.১৮ ,,
এসিষ্ট্যান সাব-ইনস্পেক্টর	:—	৪.১০ ,,	৭.৬৭ ,,
হাবিলদার	:—	১০.৭৬ ,,	১৩.৩০ ,,
লেন্স নায়েক	:—	১৪.২৮ ,,	২৩.০৭ ,,
নায়েক	:—	১০.০৭ ,,	৩১.৫০ ,,
কনষ্টেবল	:—	১১.০২ ,,	২৭.৭১ ,,
হেড ক্লার্ক	:—	×	×
এক্যাউনটেন্টস	:—	১৮.১৮ ,,	×
ইউ, ডি, সি,	:—	×	৩.০৩ ,,
এল, ডি, সি,	:—	১১.৪৯ ,,	১৫ ,,
চতুর্থ শ্রেণী	:—	৩৪ ,,	১১.২১ ,,

(৩১) ডাইরেকটোরেট অফ ফিশারিজ :—

ডাইরেকটর অফ ফিশারিজ	:—	×	×
সুপারিনটেণ্ডেন্ট অফ ফিশারিজ।			
এক্যাউন্টস অফিসার। ফিশারিজ		×	×
ডেভালপমেন্ট অফিসার			
সিনিয়র রিসার্চ এসিষ্ট্যান এসিষ্ট্যান্ট			
ফিশারিজ ষ্ট্যাটিসটিক অফিসার			
ফিশারিজ অফিসার। ফিশারিজ	:—	১৮'১৮ ,,	৩৬.৩৬ ,,
একসটেনশান এসিষ্ট্যান। জুনিয়র	:—	২০.৫১ ,,	১২.৮২ ,,
রিসার্চ এসিষ্ট্যান্ট			
ওভারসীয়ার	:—	×	৩৫.৩৩ ,,
সার্ভেয়ার	:—	২০ ,,	২০ ,,

		উপশিলী জাতি	উপজাতি
ড্রাইভার (পাম্প)	:—	১০০ শতকরা	×
ড্রাইভার (ভেহিক্যাল)	:—	৭.৭ ,,	১২.৫৮ শতকরা
ক্লিক ড্রাইভার	:—	×	×
ডুপ্লিকেটিং অপেরেটর	:—	×	×
ফিশারি ইনস্পেকটর	:—	৩০ ,,	৭.৭ ,,
ফিসারি ক্যাম্পেইন ওয়ার্কার	:—	৩০.৭৭ ,,	১০.৩৫ ,,
ফিশারী এসিস্ট্যান্ট	:—	×	×
ষ্টেনো টাইপিষ্ট	:—	২০ ,,	×
মিনিষ্ট্রিয়াল ষ্টাফ	:—	১০.২৫ ,,	৫.১২ ,,
ফিশার ম্যান । গার্ড	:—	৪১.৩৭ ,,	১৫.৯০ ,,
পিয়ন	:—	২০ ,,	১০ ,,

(৩২) ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান

দক্ষিণ ত্রিপুরা

তৃতীয় শ্রেণী	:—	২২ জন কর্মচারী	১৭ জন কর্মচারী
চতুর্থ শ্রেণী	:—	৪৭ জন কর্মচারী	২৭ জন ,,

(৩৩) ডাইরেকটোরেট অফ ফটারী

ও স্বল্প সঞ্চয় ।

ক্লাশ - টু	:—	×	×
হেড ক্লার্ক	:—	×	×
ইন্সপেক্টর	:—	২০ শতকরা	২০ শতকরা
ইউ, ডি, সি,	:—	২০ ,,	৪০ ,,
এল, ডি, সি,	:—	১৪.২৮	২৮.৫৭ ,,
ড্রাইভার	:—	×	১০০ ,,
ডুপ্লিকেটিং	:—	×	×
চতুর্থ শ্রেণী	:—	৬০ ,,	২০ ,,

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
(৩৪) ত্রিপুরা লোক সেবা আয়োগ :—			
এসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলার	:—	×	×
সেকশান অফিসার	:—	×	×
সুপারিনটেনডেন্ট	:—	×	৩১.৩ শতকরা
ইউ, ডি, এসিষ্ট্যান্ট	:—	২৭.২৭ শতকরা	৯ ,,
এল, ডি ,,	:—	৪.৫৪	১৩.৬১ ,,
একাউন্টেন্ট	:—	×	×
টেকনিক্যাল ,,	:—	×	×
ডুপ্লিকেটিং অপারেটার	:—	×	×
লাইব্রেরীয়ান	:—	×	×
রিসেপসনিষ্ট	:—	×	×
পিয়ন	:—	১৩ ,,	২৩ ,,
(৩৫) বন দপ্তর	:—		
সিনিয়ার ফরেষ্টার	:—	১৩ ,,	১৯ ,,
,, সার্ভে সুপারভাইজার	:—	×	×
ষ্ট্যাটিষ্টিকেল অফিসার	:—	×	×
সার্ভে সুপারভাইজার	:—	×	×
ফরেষ্ট রেঞ্জার	:—	৮ ,,	১৩ ,,
ড্রাফস ম্যান	:—	×	×
ওভারসীয়ার	:—	×	×
সার্ভেয়ার	:—	১৭ ,,	২৫ ,,
ফরেষ্টার	:—	১৪ ,,	১৮ ,,
আমিন	:—	১০০ ,,	×
প্রজেক্ট অপারেটর	:—		৫০ ,,
ড্রাইভার	:—	১৭ ,,	১৩ ,,
মেক্যানিক	:—	×	৫০ ,,
ফিটার	:—	×	×
ক্লিনার	:—	×	×

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
এসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিসার	:—	×	×
অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	×
হেড ক্লার্ক	:—	×	×
" "-কাম-একাউনটেন্ট	:—	×	×
একাউনটেন্ট (সিনিয়র স্কেল)	:—	×	১৩ শতকরা
" (জুনিয়র স্কেল)	:—	×	×
ইউ, ডি, সি	:—	৩ শতকরা	৫ "
এল, ডি, সি,	:—	১৫ "	১৭ "
ষ্টেনো	:—	×	×
ডুপ্লিকেটিং অপারেটর	:—	৬ "	১৯ "
ডি, সি, বি, ড্রাইভার	:—	×	×
এইচ, এফ, জি,	:—	১৫ "	৩০ "
ফরেষ্ট গার্ড	:—	১৩ "	২৪ "
পেন্টার	:—	×	×
দপ্তরি	:—	৩৩ "	×
পিয়ন	:—	১৮ "	৭ "
অর্দালী	:—	৫০ "	×
ডাকওয়ালা	:—	৪ "	৪ "
সি, টি, সি, সি,	:—	২০ "	×
এটেণ্ডেণ্ট	:—	১৭ "	৩৩ "
সি, সি, সি,	:—	১৪ "	৩৮ "
ক্লীনার	:—	×	৫০ "
চেইনম্যান	:—	১২ "	২৯ "
গেইম ওয়াচার	:—	×	×
এন, এম, সি, পি, ডব্লু,	:—	×	৩৩ "
প্লেণ্টেশান চৌকিদার	:—	১০ "	৩০ "
নাইট গার্ড	:—	৭ "	২১ "
মাহুত	:—	×	×
এন, এম,	:—	২০ "	৪০ "

		তপশিল জাতি	উপজাতি
নাইট গার্ড (ফিক্সড পে)	:—	১৪ শতকরা	২১ শতকরা
ব্লু প্রিন্টার	:—	×	×
কুক-কাম-এটেণ্ডেণ্ট	:—	×	৩১ ,,
অফিস অফ কমিশনার অফ টেক্সেস।	:—		
কমিশনার অফ টেক্সেস	:—	×	×
সুপারিনটেণ্ডেন্ট অফ টেক্সেস	:—	১ জন	১ জন
ইন্সপেক্টর অফ ,,	:—	১ জন	১ জন
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	১ জন	১ জন
ইউ, ডি, সি,	:—	১ জন	১ জন
এল, ডি, সি,	:—	৪ জন	৫ জন
ডুপ্লিকেটিং অপারেটর	:—	×	১ জন
ড্রাইভার	:—	×	১ জন
প্রসেস সার্ভার	:—	৩ জন	২ জন
চেকার	:—	২ জন	২ জন
পিয়ন	:—	২ জন	২ জন
(৩৬) টেক্স কমিশনার			
নাইট গার্ড	:—	১ জন	১ জন
কন্টিনজেন্ট ওয়ার্কার	:—	৪ জন	×
(৩৭) স্বাস্থ্য বিভাগ	:—		
১ম শ্রেণী	:—	৫·২৮ ,,	৪·৭৫ ,,
২য় শ্রেণী	:—	×	×
৩য় শ্রেণী	:—	১৫·২০ ,,	১৩·৮৯ ,,
চতুর্থ শ্রেণী	:—	১৪·২০ ,,	২০·৭৪ ,,
	:—		
	:—		
	:—		
	:—		

(৩৮) ডাইরেক্টোরেট অফ পঞ্চায়েত :—

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
এল, ডি. সি.	:—	১৩ শতকরা	২৯ শতকরা
বাংলা টাইপিষ্ট	:—	১৩ ,,	২৯ ,,
ডুপ্লিকেটিং অপারেটর	:—	১৩	×
পঞ্চায়েত এক্সটেনশান অফিসার	:—	৯ ,,	১৮ ,,
পঞ্চায়েত সুপারভাইসর	:—	১৫ ,,	২৩ ,,
পঞ্চায়েত সেক্রেটারী	:—	১০ ,,	২১ ,,
ড্রাইভার	:—	১৩ ,,	×
পিয়ন	:—	১৫ ,,	১৩ ,,
নাইট গার্ড	:—	×	২৫ ,,
(৩৯) ডিপার্টমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্রি :—			
১ম শ্রেণী	:—	×	×
২য় শ্রেণী	:—	×	৫.৮৯
৩য় শ্রেণী	:—	৬.৬ ,,	৮.২ ,,
৪র্থ শ্রেণী	:—	১৫ ৩২ ,,	১৬.৬৬ ,,
(৪০) ডাইরেক্টোরেট অফ স্কুল এডুকেশান			
১ম শ্রেণী	:—	×	×
২য় শ্রেণী	:—	৩.৪৪ ,,	৩.৯৪ ,,
৩য় শ্রেণী	:—	৬.১৬ ,,	১০ ,,
৪র্থ শ্রেণী	:—	৬.৬৯ ,,	১৩.৭৫ ,,
(৪১) বিদ্যুৎ দপ্তর :—			
৩য় শ্রেণী	:—	১.৪২ ,,	৩.৬৩ ,,
৪র্থ শ্রেণী	:—	৫.২৫ ,,	৯.৪৯ ,,
(৪২) পরিসংখ্যান এবং মূল্যায়ণ দপ্তর :—			
১ম শ্রেণী	:—	×	×
২য় শ্রেণী	:—	×	১২.৫ ,,
৩য় শ্রেণী	:—	৮.২ ,,	৯.৫ ,,
৪র্থ শ্রেণী	:—	৩৫ ,,	১০ ,,

(৪৩) খাদ্য ও জন সরবরাহ দপ্তর

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
১ম শ্রেণী	:—	×	×
২য় শ্রেণী	:—	×	১০ শতকরা
৩য় শ্রেণী	:—	৮ শতকরা	১২'৪ ”
৪র্থ শ্রেণী	:—	১৬ ”	২৪ ”

(৪৪) ডাইরেক্টোরেট অফ প্রিজন

		তপশিলী জাতি	উপজাতি
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সেন্ট্রাল জেইল	:—	×	×
মেডিক্যাল অফিসার	:—	×	×
চিফ ওয়েলফেয়ার অফিসার	:—	×	×
জেইলর। প্রবেশান অফিসার	:—	৩৩'৩ ”	৩৩'৩ ”
ডেপুটি জেইলর। ডিসিপ্লিন অফিসার	:—	×	২৫ ”
সাব জেইলর	:—	১০ ”	৫০ ”
চিফ হেড ওয়ার্ডার	:—	×	৫০ ”
জুনিয়র মেট্রন	:—	×	১০০ ”
ওয়ার্ডার	:—	১২'১৮ ”	২৬'১৭ ”
ফিমেইল ওয়ার্ডার	:—	৯ ”	২৭'২ ”
অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট	:—	×	×
হেড ক্লার্ক। একাউন্টেন্ট	:—	×	×
ষ্টেনোগ্রাফার	:—	×	×
ইউ, ডি, সি,	:—	×	×
এল, ডি, সি,	:—	১৪ ”	৭ ”
কম্পাউণ্ডার	:—	×	×
জেনারেল ডিউটি এটেনডেন্ট	:—	×	২৫ ”
জমাদার	:—	১০০ ”	×
সুইপার	:—	১০'০ ”	
পিয়ন	:—	×	৩৩'৩ ”
প্রুফ রিডার	:—	১০০ ”	×
কম্পোজিটার	:—	×	×
মেশিনম্যান	:—	৫০ ”	×

		তপশিলীজাতি		উপজাতি	
ডিস্ট্রিবিউটর	:—	×		×	
ইকম্যান	:—	×		×	
ড্রাইভার	:—	×		×	
(৪৫) ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট	:—				
গ্রেড ওয়ান	:—	×		১২'৫০	শতকরা
গ্রেড টু	:—	×		৪	"
চতুর্থ শ্রেণী	:—	×		৩৩	"

(৪৬) সেক্রেটারিয়েট এডমিনিষ্ট্রেশান ডিপার্টমেন্ট :—

হেড এসিষ্ট্যান্ট	:—	৯	শতকরা	২৩	"
ইউ, ডি, "	:—	২	"	৭	"
ড্রাইভার	:—	১৪	"	৭	"
এল, ডি, এসিষ্ট্যান্ট-কাম-টাইপিষ্ট	:—	১৯	"	১৫	"
ডুপ্লিকেটিং অপারেটর	:—	×		১০০	"
এটেণ্ডেন্ট	:—	২২	"	৩৩	"
জমাদার। দপ্তরী	:—	৭	"	৩৩	"
পিয়ন	:—	১২	"	২৫	"
সুইপার	:—	১০০	"	×	
নাইট গার্ড	:—	২৯	"	২৯	
কনট্রাক্ট বেসিস	:—	১৮	"	৪	"

(৪৭) ভিজিলেন্স অর্গানাইজেশন :—

৩য় শ্রেণী	:—	×	×

(৪৮) পুনর্বাসন দপ্তর :—

ইন্সপেক্টর	:—	×	১ জন

		তপশিলীজাতি	উপজাতি
এল, ডি, সি,	:—	১ জন	×
ফায়ার ওয়াচার	:—	১ জন	১ জন

প্রশ্ন

২। গত আর্থিক বছরে (১৯৮২-৮৩) এবং বর্তমান আর্থিক বছরের এযাবৎ যে সর্বাধিক বিভিন্ন দপ্তরে কতজন তপশিলীজাতি ও তপশিলী উপজাতী কর্মচারী সংরক্ষণ নীতি অনুসারে পদোন্নতি লাভ করেছেন ?

(দপ্তর ভিত্তিক ও পদ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। (১) সমবায় দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	তপঃ জাতি	উপজাতি	তপঃ জাতি	উপজাতি
১ম শ্রেণী —	×	×	×	×
২য় „	×	২	১	×
৩য় „	১	১	×	×
৪র্থ „	×	১	×	×

(২) শিল্প দপ্তর :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
১	২	×	×

(৩) এমপ্লোয়মেন্ট সার্ভিস এণ্ড ম্যান পাওয়ার প্লানিং :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(৪) লেবার ডাইরেকটোরেট :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
১	১	×	×

(৫) পূর্ত দপ্তর :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
৩৫	৩৭	৫	২

(৬) হায়ার এডুকেশান :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
১ম শ্রেণী	১	×	×	×
২য় "	১	১	×	×
৩য় "	৩	১	×	×
৪র্থ "	১	১		

(৭) এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
তপঃ জাতি	উপজাতি	তপঃ জাতি	উপজাতি
×	×	×	×

(৮) রুরাল ডেভালপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(৯) প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
১ম শ্রেণী —	×	×	×	×
২য় শ্রেণী —	×	×	×	×
৩য় শ্রেণী —	২	৭	×	×
৪র্থ শ্রেণী —	১	৩	×	×

২। (১০) পুনর্বাসন দপ্তর :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(১১) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
৩য় শ্রেণী —	×	৫	×	×

(১২) ভিজিলেন্স অর্গানাইজেশান :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(১৩) ফায়ার সার্ভিস :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	১	৩	১	১

(১৪) রাজ্য সৈনিক বোর্ড :—

×	×	×	×

(১৫) সেক্রেটারিয়েট এডমিনিষ্ট্রেশান ডিপার্টমেন্ট :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
হেড এসিষ্ট্যান্ট —	২	৪	×	×
ইউ, ডি ,, —	১	১	×	×
জমাদার —	×	১	×	×

(১৬) ডিষ্ট্রিকট রেজিষ্টার, পশ্চিম ত্রিপুর :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(১৭) ট্রাইবেল রিসার্চ :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
তপ: জাতি	উপজাতি	তপ: জাতি	উপজাতি
×	×	×	×

(১৮) ওজন ও মাপ সংস্থা :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(১৯) সিভিল ডিফেন্স :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(২০) ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট :—

১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
×	×	×	×

(২১) সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
৪র্থ শ্রেণী	৫	৮	×	×

(২২) ষ্টেট প্রেসিং মেসিনারী :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
৩য় শ্রেণী	×	১	×	×

(২৩) আইন দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	তপঃ জাতি	উপজাতি	তপঃ জাতি	উপজাতি
	×	×	×	×

(২৪) জেইল দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
হেড ওয়ার্ডার	১	২	×	×

(২৫) খাদ্য ও জন সম্ভরণ দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	×	×	×	×

(২৬) পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
৩য় শ্রেণী	৪	৪	×	×

(২৭) ইলেকশান ডিপার্টমেন্ট :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	×	×	×	×

(২৮) বিদ্যুৎ দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
৩য় শ্রেণী	×	১	×	×

(২৯) স্কুল এডুকেশান :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
২য় শ্রেণী	×	৫	×	×
৩য় শ্রেণী	৩	১৪	×	×
৪র্থ শ্রেণী	×	×	×	×

(৩০) পঞ্চায়েত দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	×	×	×	×

	তপঃ জাতি	উপজাতি	তপঃ জাতি	উপজাতি

(৩১) স্বাস্থ্য বিভাগ :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
১ম শ্রেণী —	৬	৩	×	×
২য় শ্রেণী —	×	×	×	×
৩য় শ্রেণী —	৫	১২	×	×

(৩২) ট্যাক্স কমিশনার :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	১	১	×	১

(৩৩) বন দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
ফরেষ্ট রেঞ্জার —	×	৫	×	×
সার্ভেয়ার —	২	৩	×	×
ফরেষ্টার —	৬	১৩	×	×
জুঃ অপারেটর —	×	১	×	×
এইচ, এফ, জি, —	৪	১০	×	×
ফরেষ্ট গার্ড	১	১	×	×

(৩৪) লোক সেবা আয়োগ :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	×	×	×	×

(৩৫) তথ্য ও জন সংযোগ দপ্তর :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
২য় শ্রেণী —	×	২	×	×
৩য় শ্রেণী —	২	৩	×	×
৪র্থ শ্রেণী —	১	৫	২	৩

(৩৬) ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান এবং রুরাল ডেভালপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা :—

	১৯৮২-৮৩		১৯৮৩-৮৪	
	তপঃজাতি	উপজাতি	তপঃজাতি	উপজাতি
৩য় শ্রেণী —	১	×	×	×

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura Thursday, the 29th March, 1984 at 11 A. M.

PRESENT.

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, The Dy. Chief Minister 9 (Nine) Ministers, The Deputy Speaker and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ- মিঃ স্পীকার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৮

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি টাউন হল ছিল,

২। বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি টাউন হল আছে,

৩। টাউন হল বাড়ানোর জন্য সরকার আরও কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে যথাক্রমে উদয়পুর, সোনামুড়া ও খোয়াই শহরে মোট ৩টি টাউন হল ছিল।

২। তিনটি, ইহাছাড়া আরও ৮টি টাউন হল নির্মানের কাজ চলিতেছে।

৩। আপাতত টাউন হল বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

শ্রী মতিলাল সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে কোন্ কোন্ জায়গায় টাউন হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?)...............

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- স্যার, আগে থেকে সোনামুড়া, খোয়াই, উদয়পুর টাউন হল ৩টি ছিল উদয়পুরে পুরানোটি ভেঙ্গে আবার নতুন করা হচ্ছে! খোয়াইয়ে পুরানোট ই আছে, সোনামুড়াতেও পুরানোটাই আছে আর ৮টি জ্যায়গাতে টাউন হল কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে। সোনমুড়ারাত এখনও শুরু করতে পারিনি।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ঃ- সাপ্লিমেটারী স্যার, কমলপুরে টাউন হলের কাজ প্রায় শেষের পথে। টাউন হলটির ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য অনেক আগেই টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইলেকট্রিফিকেশানের কাজ আরম্ভ হয়নি, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- স্যার, এই প্রশ্নটা র সংগে যুক্ত না। আলারা করে প্রশ্ন করলে এটাই উত্তর দিতে পারব। তবে ৪ টা হলর নিয়ারিং কমপ্লিশানের পথে। সেই চারটি হচ্ছে উদয়পুর ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর। টাকা হ্যাণ্ড ওভার করা হয়েছে। তবে আমরা যে টাক দিয়েছি তা দিয়ে সবগুলি টাউন হলের সব কাজ করা সম্ভব না। আরও কিছু টাকা আমদা দেব সবগুলি টাউন হল সম্পুর্ণ করার জন্য।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন ৮টি জায়গাতে টাউন হল করা হবে, সেই ৮টি টাউন হল কোন্ কোন্ জাযগায় এবং কবে নাগাদ হবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মিঃ স্পীকার স্যার, ৯টি সাবডিভিশানের মধ্যে উদয়পুর আমরা পুরানোট কে ভেঙ্গে নতুন করে করার চেষ্টা করেছি। সোনামুড়াতে আমরা আব করতে পারি-নি। ৮টি সাবডিভিশা ন সদর আগরতলা সহ কনসস্ট্রক্শানের কাজ চলছে। ৪-৫টি কমপ্লিটে পথে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই টাউন হল নির্মান করেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি, টাউন হল তৈরী করার পর ৫০০ লোকের বসার ব্যবস্থা করার কথা কিন্তু সেখানে কোন সিটিং এর ব্যবস্থা হয়নি। এই বসার ব্যাপার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা করাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার আমি বলেছি ধর্মনগরে, কৈলাশহরে, উদয়পুরে, কমলপুরে ৪টি টাউন হলের জন্য সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। বাকী টাকা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী সোনামুড়া বিলোনীয়া, সাব্রুম, অমরপুরের জন্য সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে আমরা আরও ১৫.৮৫৭ লক্ষ টাকা দেব। তাছাড়া

সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে আরও প্রয়োজন হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে টাকাটা খরচ করা হচ্ছে এইটা রাজ্যের লটারীর বিক্রীর টাকা কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, এইটা লটারীর টাকা ঠিক। আমরা যে টাকাটা দিয়েছিলাম, ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আমরা এই পর্য্যন্ত দিয়েছি তার বাকী টাকাটা ১৫.৮৫৭ লক্ষ টাকা নোটিফায়েড এরিয়াতে আমরা দেব।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, অমরপুরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, কবে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কবে নাগাদ হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অমরপুরে সমস্যা রয়েছে যে সেখানে টাউন হলের যে ক্যাপসিটি সেটাকে বাড়াবার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। পি, ডব্লিড, ডি, পরীক্ষা করে দেখছেন না। সেখানে টাউন হলটা বড় করা যাবে কিনা সেটা দেখে এর কাজ নতুন করে আবার আরম্ভ করা হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সমস্ত সাব ডিভিশানের হেড কোয়াটারগুলিতে টাউন হলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ব্লকভিত্তিক হেড্ কোয়াটারিগুলিতে এই ধরনের টাউন হল করার পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— আপাতত এই ধরনের কোন পরিল্পনা নাই।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন নোটিফাইড এরিয়ায় প্রপোজাল দেওয়ার জন্য পরীক্ষা নীরিক্ষা চলেছে। মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি অমরপুরে কবে নাগাদ সেই টাউন হলের কাজ শুরু করবেন, কারন অমরপুরের মানুষের এইটা দীর্ঘদিনের দাবী। তাই কবে নাগাদ শুরু করা হবে, তার সুনিদিষ্ট তারিখ বলতে পারবেন কিনা, কারন যেহেতু আগেই টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- স্যার, নিদিষ্ট কোন তারিখ ত বলা যাবে না। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে টাউন অ্যাণ্ড কানটি প্ল্যানিং অরগেনাইজেশান কবে নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২। প্রথম অবস্থায় কতজনষ্টাফ ছিল এবং বর্তমানে কতজন ষ্টাফ আছে।

৩। ক্লারিক্যাল কর্মচারীদের প্রমোশনের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, এবং

৪। না থাকিলে তার কারন,

৫। ভবিষ্যতে টাউন অ্যাণ্ড কানট্রি প্ল্যানি অরগেনাইজেশানকে আরও বিস্তারিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৬। না থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। ১৯৬৪ ইং সালের ১লা সেপ্টেম্বর টাউন অ্যাণ্ড কানট্রি প্ল্যানিং অরগেনাইজেশান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২। প্রথম অবস্থায় একজন স্টাফ ছিল এবং বর্তমানে ২২জন স্টাফ আছে।

৩। রিক্রুটমেণ্ট রুল্‌স অনুসারে ষ্টাফদের পদোন্নতির ব্যবস্থা আছে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

৫। টাউন অ্যাণ্ড কানট্রি প্ল্যানিং অরগেনাইজেশানকে ভবিষ্যতে বিস্তারিত করার পরিকল্পনা আছে।

৬। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী জওহর সাহা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ১৯৬৪ইং সনে পরিকল্পনা নেওয়ার পর ১৯৬৬ সনে তার কতগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক পদের জন্য ষ্টাফের জন্য চাওয়া হয়েছিল ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- এইভাবে ৬৬ সালে কত হয়েছিল এইটা ত বলা সম্ভব না। এখানে বলতে পারি ক্লারেকেল ক্লাস থ্রি - ৬জন, ক্লাস - ফোর - ৬জন মোট ১২ জন টেকনি-কালি ক্লাস ওয়ান ১ জন, ক্লাস থ্রি - ৮ জন। মোট ১২ জন। মোট ২২ জন। উপরোক্ত পদ-গুলি ছাড়া নিম্নলিখিত পদগুলি খালি আছে। ক্লাস থ্রি - ১জন (এস, টি) এল, ডি, সি ক্লাস -২টি (১টি (এস টি) পিওন ১টি পিওন মোট ৩টি ক্লাস টু এসিষ্টেণ্ট অ্যাণ্ড কানট্রি প্ল্যানার, ক্লাস থ্রি - ৪ টি ওভারসিয়ার (১টি এস, টি এবং ১টি জেনারেল) ১টি প্ল্যানিং ড্রাফটসম্যান (এস. টি) ১টি ড্রাফ টসম্যান (জেনারেল) টেকনিক্যাল বিভাগে মোট ৫টি পদ খালি আছে।

শ্রী জওহর সাহা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং অরগেনাইজেশান-এর কাজ-টা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানার সংস্থা রাজ্যের শহরও গ্রোথ সেটার সম্পর্কে উন্নয়নমূলক কাজের মাষ্টার প্ল্যান এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিত কাজের পরিকল্পনা প্রনয়ন করিয়া থাকে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- স্যার, তারা এই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছে তাদের কোন পরিকল্পনা দিয়েছেন কি না এবং দিলে সেগুলি কোথায় কোথায় করবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- স্যার, এখানে আলাদা আলদা প্রশ্ন করলে আমি তা দিতে পারব, এখানে শুদ্ধ ষ্টাফ সংকান্ত প্রশ্ন ছিল তাই আমি ষ্টাফদের সমস্ত কিছু ডিটেলস এনেছি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, টাউন এণ্ড কানট্রি প্লেনিং -এর জন্য তাদের কাছে গাড়ীও আছে এবং সেটা ১৯৮২ সালে ১০ হাজার টাকা খরচ করে মেনটেনেনস করা হয়েছে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে সেই গাড়ীকে আবার গেরেইজে পাঠানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যপারে জানাবেন কি যে কেন এই ধরনের কাজ চলছে অর্থাৎ এই ডিপার্ট-মেন্টের জনৈক অফিসার যিনি দায়িত্বে আছেন, তার এই কাজের ফলে সেখানে সরকারের কাজের অগ্রগতি না হয়ে আরও প্রচুর টাকা ভরতুকী দিতে হচ্ছে, এই ব্যপারে মননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- স্যার, এইটা এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, কাজেই এই প্রশ্নটা এখানে আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুব রহমন।

শ্রী ফয়জুর রহমান ঃ- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২১৫

শ্রী খগেন দাস ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ২১৫

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় জমি বিক্রর যে সমস্ত দলিল সাব রেজিষ্ট্রার অফিসগুলিতে হয়ে থাকে তার ফিস বাবত সরকারী কোন রেইট আছে কিনা,

২। যদি থাকে তাহলে ক্রেতা কর্ত্তৃক কত টাটার দলিলে কত টাকা ফিস দিতে হয় তার হিসাব,

৩। সারা ত্রিপুরায় লাইসেন্স প্রাপ্ত মুহুরী কতজন,

৪। যে সমস্ত মুহুরী জমি বিক্রীর দলিল লিখেন তাদের কত টাকায় দালিলে কতটাকা লেখার মজুরী দেওয়া হয় তাহার সরকারী কোন রেইট আছে কি না,

৫। থাকিলে, তাহা কিরূপ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। মূল্য ১০০ টাকার অধিক না হলে ২ টাকা, ১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০ টাকার অনাধিক হলে ৩ টাকা, ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে ৯ টাকা,

৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে ১২ টাকা, ১০০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রত্যেক ১০০০ টাকা কিংবা তাহার অংশের নিম্নেও ১০ টাকা।

৩। সারা ত্রিপুরায় মোট ২৯৩ জন। ৪। হ্যাঁ।

৫। ত্রিপুরার লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লিখকদের প্রাপ্য ফিসের হার নিম্নে দেওয়া গেল ঃ-
বিক্রয় কবলা বন্ধক নামা ও নিজের মুল্য ৫০০ টাকার অনধিক হইলে প্রতি দলিলে ৩টাকা, বিক্রয় কবলা, বন্ধক নামা ও লিজের মুল্য ৫০১ টাকা হইতে ১০০০ টাকা হইলে প্রতি দলিলে ৬ টাকা, বিক্রয় কবলা, বন্ধকনামা ও লিজের মুল্য ১০০১ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা হইলে প্রতি দলিলে ১০ টাকা, বিক্রয় কবলা, বন্ধক নামা ও লিজের মুল্য ৫০০১ টাকা হইতে ১০,০০০টাঃ হইলে প্রতি দলিলে ১৫ টাকা, ১০,০০০ টাকার অধিক ২৫,০০ টাকা কিন্তু ১০,০০০ টাকার জন্য ৫ টাকা কিন্তু এই রূপ ফি কোন স্থলেই ৪০ টাকার অধিক হইবে না।
১.১.১৯৮৩ ইং হইতে দলিলের অবিকল নকল করার ফিস্ মুল দলিল লিখার নির্ধারিত হারের ঃকরা হইয়াছে।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে হিসাব দিলেন সেখানে বলা হয়েছে যে বিক্রয় কবলা বা বন্ধক নামা, তা এই বন্ধক নামাটা কি, মানে আমার যত টুক জানা আছে সরকার এই বন্ধক নামাটাকে বে-আইনী ঘোষনা করেছেন, কাজেই এখানে বন্ধক নামা কি বুঝানো হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস ঃ- স্যার, সম্পত্তি যখন মরগেইজ রাখেন মানে বন্ধক রাখেন, এই রকম যখন হয় তখন সেই দলিল এং মূল্য ৫০০ টাকা বা তার উপরে ১০০০ টাকা হলে সেখানে এই রকম ৭ ৭৫ লেখার জন্য লাগবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- রেজিস্ট্রেশান ফিতো হাজার টাকায় যেমন একটা দলিল হয় তেমনি দশ হাজার টাকায়ও একটা দলিল করা হয়, তাহলে দলিল লেখার ক্ষেত্রেও হাজার টাকার যে দলিল লাখ টাকারও সেই দলিল একই রকমের লেখা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই রকম রেইট ভেরী করার কারন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস ঃ- স্যার, এইটাতো মূল্যের উপরে নির্ধারিত করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪৮

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা হইতে গণ্ডাছড়া টি, আর, টি, সি, বাস প্রতিদিন যাতায়াত করছে না।

২। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হঁ্যা। ২। সার্ব্বিক নিরাপত্তার কারনে এই ব্যবস্থা নিতে হইয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে নিয়মিত চালু করা সম্ভব হচ্ছে না, নিরাপত্তার কারণে। কিন্তু এর পূর্বেও যখন ৭ই মার্চ্চ গণ্ডাছড়া ব্লকে টি, আর, টি, সি, বাসের উপর আক্রমণ নয়, তার আগেও সেখানে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে না, এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার,প্রথমত আমরা বাস যখন চালু করলাম তখন ডেইলী পাঠাতাম কিন্তু যখন উগ্র পন্থীদের কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পেল, তার পরেই সেটা আমরা রিভিউ করে সপ্তাহ দুই দিন করেছি। কারণ সব সময় বাসের সামনে পিছনে সিকিউরিটি থাকা সত্বেও ঘটনাটা ঘটে গেছে। এই সমস্ত কারণে আমাদের সারভিসটাকে কমাতে হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমনভাবে কথাটা বলেছেন যেন আমাদের গণ্ডাছড়া ও অম্পি জায়গাগুলি ত্রিপুরার বাইরে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, এই সমস্ত এলাকায় নিয়মিত বাস চালানোর জন্য যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, আমরা তো খুব চেষ্টা করছি সারভিস চালু করার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— সাপ্লি মন্টারি স্যার, গণ্ডাছড়া এবং আগরতলা রোডে টি, আর, টি, সি, ছাড়াও আরেকটা বাস চালুর জন্য যে একটা পারমিট দেওয়া হয়েছিল সে বাসটা কেন রাস্তায় যাতায়াত করছে না, তার কি কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন গণ্ডাছড়া-আগরতলা সার্ভিসটা চালু করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন তবে কবে নাগাদ চালু করা যাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? গণ্ডাছড়ার লোকদের বাহিরে যেতে হলে এই রোড বিশেষ দরকার, তাই কবে নাগাদ চালু হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, যেহেতু সে রোডে বাস চালু করতে গেলে নিরাপত্তার ব্যাপার যেটা রয়েছে সেটা আগে দেখতে হবে সেহেতু নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগের মত সি, আর, পির লোকেরা রাস্তায় টহল দেবে, আগে-পিছে যে সেকুরিটির এসর্কট ছিল এখন আর সেটা রাখা হবেনা। কোন্ সময়ে যে দুর্ঘটনা ঘটবে তা বলা যায় না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি.

আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া, তেলিয়ামুড়া থেকে রাঙামাটি গাড়ী চালাতে। টি, আর, টি, সি, কর্মীদের এখনও আমরা মানিয়ে নিতে পারিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পটে গিয়েছেন কিভাবে কি করা যায়। আশা করা হচ্ছে ১ সপ্তাহের মধ্যে চালু করা যাবে। গণ্ডাছড়া থেকে যে আর কোন রাস্তা নেই লোকজনের যাতায়াত করার এটা ঠিক নয়। তীর্থমুখ হয়ে ডম্বুর হয়ে যাতায়াত করা যায়। তবে তাতে একটু কষ্ট সাধ্য ব্যাপার, কিন্তু এটা ঠিক নয় যে যাতায়াতের আর কোন রাস্তা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রশ্ন করেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সাফিশিয়েণ্ট টি, আর, টি, সি দেওয়া হচ্ছে না তাই সেখানে যে প্রাইভেট বাসের জন্য পারমিট দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ব্যাংক লোন দিচ্ছেনা তাতে তারাও বাস নামাতে পারছেনা। এ অবস্থায় তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, বেসরকারী পারমিট আমরা দিয়েছি কিন্তু ব্যাংক টাকা দিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। পারমিট যারা পান তারা ঠিকমত ব্যাংক থেকে টাকা পাননা। আমরা চেষ্টা, করছি শীঘ্রই যাতে ঐসব রোডে বাস চালু করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এডমি টড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৮।

মিঃ স্পীকার ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৮।

শ্রী খগেন দাস ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৮।

প্রশ্ন

১। স্ব শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জুমিয়া ভূমিহীন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট-এর কোন সুনির্দিষ্ট নীতি আছে কি?

২। থাকিলে তাহা কিরূপ এবং

৩। ঐ নীতি কার্যকরী হচ্ছে কিনা?

উত্তর

১ হ্যাঁ।

২। স্ব শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সব রকম এলটমেণ্ট জেলা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে দেওয়া হয়।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যারা ভূমিহীন রয়েছেন তারা ভূমি পাচ্ছেনা তাই সে কম্পেক্ট এরিয়াগুলি যাতে না ভেঙ্গে যায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সেখানে আছে তাদের জরিপের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এস, ডি, ওরা প্রপোজেল পাঠান জেলা পরিষদের কাছে, সেখানে এজন্য একটা স্কীম আছে। জেলা পরিষদ থেকে অনুমোদন দিলে আমরা বাকীটা করি। এটা নিশ্চয জেলা পরিষদ দেখছে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, জুমিয়ারা এবং ভূমিহীনরা সরকারের যে নীতি সে নীতি অনুসারে কোন ভূমি পাচ্ছে না। বিশেষ করে আমি আমার অমরপুরের কথা জানি সেখান থেকে কতকগুলি পিটিশন পাঠান হয়েছিল, জরিপের সমস্ত কাজ হয়ে যাওয়ার পরও তারা কোন এলটমেণ্ট পাচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এ সকল কেইসের সংখ্যা কত এবং কবে নাগাদ এলটমেণ্ট দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রী খগেন দাস ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, কতগুলি কেইস আছে আমার জানা নাই তবে তিনি যদি সুনির্দ্দিষ্টভাবে দেন তা হলে আমরা খোঁজ করে দেখতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী ভানু লাল সাহা ।

শ্রী ভানু লাল সাহা ঃ- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩২৪ ।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩২৪ ।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩২৪ ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, বিশালগড় ব্লকাধীন ব্রজপুর এলাকায় নিয়োজিত এফ. সি. ডাবলিও. তার খুশী-মত ফিসারি লোনের দরখাস্তগুলি তদন্ত করেন এবং বামপন্থীবলে পরিচিত লোকের দর -খাস্তগুলি তদন্ত করেন না, যার ফলে অনেক ফিসারী লোন থেকে বিগত কয়েক বৎসর ধরে বঞ্চিত হচ্ছেন ?

২ যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত এফ. সি ডাবলিও-র বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া- হবে কিনা ?

উত্তর

১। এরুপ কোন অভিযোগ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ভানুলাল সাহা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঐ এলাকাগুলি থেকে কতগুলি দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছিল ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, ফিসারির জন্য লোন পেতে হলে কতগুলি নির্ধারিত আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রগুলি বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধানরা পুরণ করে ফিসারি অফিসার যিনি আছেন ওনাকে দেন। ব্রজপুর যে সার্কেল আছে সেখানে ৮টি গাঁও সভা আছে ব্রজপুর যথা উ: চড়িলাম, দঃ চড়িলাম প্রভৃতি সেখান থেকে গত ৩ বছরে মোটামুটি কিছু আবেদন পত্র দাখিল করা আছে।

এখানে বিগত তিন বছরের তথ্য রয়েছে। ১৯৮১-৮২ ইং সনে ১০৩টি দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল এফ, সি, ডবলিউ এর নিকট। তা থেকে এনকুয়ারী করে ৭০টি বিবেচিত হয়েছে। ১৯৮৩ ইং সনে ৫৬টি দরখাস্ত বিবেচিত হয়েছে এবং ১৯৮৩-৮৪ তে ৭৬টির উপর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সব দরখাস্ত বিবেচিত হয়নি সেসব দরখাস্ত-কারীগণ বামপন্থী ছিল বলে নাকি বিবেচিত হয়নি সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট কোন তথ্য রয়েছে কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীভানু লাল সাহা ঃ সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, নির্দিষ্ট তথ্য পেলে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

শ্রীখগেন দাস ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে কতজন পুরোহিতকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে ?

২। ১৯৭৭ ইং সনের পরে এই ভাতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ?

উত্তর

১। ১৭ জনকে।

২। ২ নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৭৭-৭৮	১-৯-৮২ ইং
চন্তাই পুরোহিত ৬০ টাকা প্রতি মাসে,	৪০০ টাকা প্রতি মাসে।

প্রধান পুরোহিত ১৪৮ টাকা প্রতি মাসে	৫০০ টাকা ,, ,,
পুরোহিত ৪০ টাকা ,, ,,	৪০০ টাকা ,, ,,
অধ্যক্ষ (পুরোহিত) ২০ টাকা	৪০০ টাকা ,, ,,
রাধামাধব দেবতা বাড়ির	
(পুরোহিত) ১০ টাকা	৪০০ টাকা ,, ,,
নবগ্রহ দেবতা বাড়ির পুরোহিত-৮০ টাকা	৪০০ টাকা ,, ,,
উদয়পুর মহাদেব বাড়ির পুরোহিত-১০০ টাকা	৪০০ টাকা ,, ,,

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ১৭ জন ছাড়া ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতজন পুরোহিত ভাতা পাননি ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আগে রাজারা যেভাবে দেবত্তোর সম্পত্তি থেকে যে সব পুরোহিতকে বেতন ভাতা দিতেন বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকেই দিচ্ছেন। তবে আগে যে বেতন ভাতা কম ছিল আমরা বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করেই তাদের বেতন এবং ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরায় যে সমস্ত পুরাণো মন্দির রয়েছে যেখানে আগে থেকেই পুরোহিতরা কাজ করে এসেছেন কিন্তু তারা সরকার থেকে কোন বেতনভাতা পাচ্ছেন না এবং যে সব পুরোনো মন্দির রয়েছে সেগুলির সংস্কার করার জন্যে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কমলা সাগর কালীবাড়ির পুরোহিতরা আগে থেকেই মন্দিরে কাজ করে আসছেন কিন্তু তারা এখনো সরকার থেকে কোন ভাতা বা বেতন পাচ্ছেন না। এজন্য তারা খুবই অভাব অনাটনে মধ্যে আছেন। তাদের ভাতা বা বেতন দেবার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, এখানে শুধু হিন্দু মন্দির নয়, বৌদ্ধ মন্দির, মসজিদ এবং আরো অনেক মন্দির মঠ রয়েছে। আমরা সকল সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলির পুরোহিতদের ভাতা দিতে পারছি না। তবে এই সকল মন্দির গুলির সংস্কারের জন্য যদি টাকা দরকার বলে মনে হয় তাহলে আমরা সে সব মঠ বা মন্দিরকে আর্থিক সাহায্য করে থাকি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সকল পুরোহিতকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে তারা মহারাজাদের নিকট থেকে তাম্রপত্র পেয়েছিলেন কি ?

শ্রীখগেন দাস ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, ওসব কিছু নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ ইহা কি সত্য যে সারা ত্রিপুরা অন্যান্য অনেক মন্দির থাকা সত্বেও ১৭ জন পুরোহিত যারা সি, পি, এম,-এর সমর্থক তারাই শুধু ভাতা পাচ্ছে ?

শ্রী খগেন দাস ঃ- স্যার, উনারা হাটে বাজারে সবসময় উনাদের বন্ধুদের বলেন যে সি, পি,এম ভগবানে বিশ্বাস করেনা ! আর এখন বলছেন যে পুরোহিতের সি, পি, এম, এর লোক।

শ্রীজওহর সাহা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যেহেতু সি, পি, এম, এর বিরুদ্ধে প্রচার হয় যে তারা ভগবান মানেন না, কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে জনসাধারণ যেহেতু উনাদের বিশ্বাস করছে যে উনারা ভগবান মানেন সেই হেতু ভাতা প্রাপ্ত পুরোহিতর সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব আছে কিনা ?

শ্রীখগেন দাস ঃ আমি বলেছি, সকলেই সমান সুযোগ পাবেন আমাদের নীতি ক্ষমতার ভিতর।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এবং এবং শ্রীকেশব মজুমদার। ব্রেকেটেড।

শ্রীমতি লাল সরকার ঃ- স্যার, আমি মাননীয় সদস্য নকুল দাসের ৩৫১ প্রশ্নটিতে ইন্টারেস্টেড।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে রাজ্য সরকারের কোন আলোচনা হয়েছে কি ; এবং

২। হয়ে থাকলে বর্তমানে উক্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ অগ্রসর হয়েছে,

৩। রাজ্যে ধর্মনগর কুমারঘাট থেকে খোয়াই এবং খোয়াই থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য কোন সার্ভের কাজ হয়েছে কিনা ?

৪। যদি হয়ে থাকে, তা হলে তাহার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২ বর্তমানে ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ- ত্রিপুরা রাজ্যে যে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং মধ্যে মধ্যে রেল স্টেশনগুলি তৈরী হচ্ছে, এইগুলি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে স্থান নির্ব্বাচন করা হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- ওদের পরিকল্পনা মতই হচ্ছে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের যে এলাইনমেণ্ট ছিল, তার চেয়ে অনেক সহজ ছিল চেবরী হয়ে আগরতলা পর্য্যন্ত ? এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব এসেছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- ওরা লিখেছিল আমাদের কাছে, চেবরী হয়ে মানিকভাণ্ডার হয়ে এবং আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্মতি দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি থেকে আপত্তি করে যার জন্য আসাম আগরতলা রোড বরাবরই সার্ভের কাজ চলছে এবং শতকরা ৬৩ ভাগ সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। গত ৮.২.৮৪ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডিফেন্স মিনিষ্টারকে লিখেছেন এবং তিনি বলেছেন নতুন এলাইনমেণ্টের দুরত্ব কম হবে, টানেল কম হবে ইত্যাদি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন টাকা দিয়েছে কিনা এবং এই বাজেটে তার প্রভিশন আছে কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার— এ পর্য্যন্ত আমার কাছে যে হিসাব আছে তাতে ৩৩.৫ কিমি ধর্ম্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত, এইটুক রেল লাইন করতে ২০ কোটি টাকা লাগবে। তার তার মধ্যে মার্চ্চ ৮৩ পর্য্যন্ত ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং ৮৩-৮৪ এর জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং আগামী বছরের জন্য ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন এই টাকা কম বলে আমাদের ধারণা। সুতরাং যে সময়ের মধ্যে করার কথা সেই সময়ের মধ্যে করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী— এই রেলপথ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ? কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে টাকার বরাদ্দ করছেন সেটা খুবই উদ্‌বেগের বিষয়। সুতরাং রাজ্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্তা গ্রহণ করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে বেশী টাকা বরাদ্দ হয় এবং এন ই, সি, মিটিংএ এই সম্পর্কে কথা বার্তা হয়েছে। কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হচ্ছে না।

শ্রীসমর চৌধুরী— সমগ্র ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ বন্ধ পালন করে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল পথ দাবী করেছে. এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার— এটা তো বরাবরই জানানো হচ্ছে এবং অ্যাসেম্বলীতেও আমরা প্রস্তাব পাশ করেছি এবং এন, ই, সি, থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন শুধু সার্ভে ওয়ার্কের জন্য, কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত। এর বাইরে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী — এটা কোন্ এলাইন্মেণ্টে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার — আসাম আগরতলা রোডের পাশাপাশি।

শ্রীমতি লাল সরকার — রাজ্য সরকার নতুন এলাইনমেণ্টের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে, তার উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার কি যুক্তি দেখিয়ে মানছেন না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— এই প্রস্তাবটা ওদের দিক থেকেই এসেছিল। স্যার, প্রস্তাবটা আগেই আমাদের কাছে এসেছিল এবং নীতিগত ভাবে তাতে স্বীকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে প্রশ্নটা উঠেছে তাতে তারা বলছেন যে ওতে তাদের অনেক রিস্ক নিতে হবে, তার অধিকাংশইটা বর্ডার অঞ্চল ঘেষে করতে হবে, কাজেই তারা এটা করতে পারবেন না। আমরা, বিশেষ করে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় যে চিঠি লিখেছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের সবটাই বলতে গেলে বর্ডার অঞ্চলে, বিশেষ করে সাব ডিবিশন্যাল টাউনগুলির সবই বর্ডার অঞ্চলে, কাজেই এটা কোন সমস্যাই হতে পারে না, আমরা যে এলাইনমেণ্টার কথা বলেছি তাতে অনেকগুলি থিক্‌লি পপুলেটেড এরিয়ার মধ্য দিয়ে আসবে এবং অন্ততঃ দুইটি প্রধান শহর এর মধ্যে পড়বে। কাজেই সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বর্ডারটা বড় প্রশ্ন নয়। নতুন যে এলাইনমেণ্টের কথা বলা হয়েছে, তাতে অনেক বেশী সুবিধা হবে এটা আমরা কেন্দ্রকে লিখেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— স্যার, আই এ্যাম ইণ্টারেষ্টেড ইনকি কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৬।

শ্রীঅনিল সরকার — স্যার, ষ্টাড় কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৬,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বোরাখা গাঁওসভার উপ-প্রধান শ্রীঅমল কুমার দাস বোরাখা দক্ষ উৎপাদক সমবায় সমিতির সম্পাদক হিসাবে বিশেষ ভাতা পাওয়া সত্বেও তাকে মোরগ ও শূকর চাষের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে ?

২) সত্য হয়ে থাকলে অন্যান্য দুস্থ ও তপশীলভুক্ত শূকর ও মোরগ চাষীদিগকে উক্ত অনুদান পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে তাহাকে দেওয়ার কারণ কি ?

৩) যে সকল তপশীলিভুক্ত মোরগ ও শূকর চাষীরা অদ্য পর্য্যন্ত ঐ অনুদান পান নাই, তাহাদিগকে সেই অনুদান দেওয়ার জন্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা ?

৪) সিদ্ধান্ত থাকলে কত দিনের মধ্যে ঐ অনুদান দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বোরাখা গাঁও সভার উপ-প্রধান শ্রীঅমল কুমার দাসকে ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে শুধু মোরগ দেওয়া হইয়াছে, কোন শূকর দেওয়া হয় নাই। উপ-প্রধান দুগ্ধ সমবায় সমিতি থেকে মাসিক ভাতা পেয়ে থাকেন।

২) উপপ্রধান সহ বোরাখা গাঁওসভার আরও ১৪টি তপশীলি জাতিভুক্ত দুঃস্থ পরিবারকে গত ১৯৮২-৮৩ আর্থিক সালে শুধু মোরগ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে বি, ডি, সির সিদ্ধান্ত ক্রমে পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দুস্থ পরিবারগণকেই শুধু মোরগ দেওয়া হয়েছে।

৩) হাঁস মোরগ ও শূকর সরবরাহ বিভিন্ন আয়ের উৎসমূলক প্রকল্প ও সমূহের মধ্যে একটি।

৪) বিভিন্ন তপশীলভুক্ত জাতি যাহাদের অর্থনৈতিক সহায়তা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন হিতকর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— স্যার, আমার সাপ্লিমেণ্টারী আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোরাখা গাঁওসভার উপ-প্রধান শ্রীঅমল কুমার দাস যার আর্থিক অবস্থা ঐ গাঁওসভার অন্যান্য দুস্থ তপশীল লোকদের অপেক্ষা ভাল এবং তাকে মোরগী চাষের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হল, অথচ আর যারা এ্যাপ্লিকেশান করলো, তাদের দেওয়া হল না, কাজেই আমি জানতে চাই ঐ অমল দাস কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ?

শ্রীঅনিল সরকার স্যার, উনার এই প্রশ্নটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজকে প্রশ্ন কর্তা যদি উপস্থিত থাকতেন তহলে এটা আরও পরিষ্কার হত। যা হউক, শ্রীঅমল কুমার দাসকে ৪টি মোরগীর বাচ্চা দেওয়া হয়েছে, তার দাম মাত্র ৩৪ টাকা আর বাকী দুস্থ পরিবার-দের যে অনুদান দেওয়া হয়েছে, টাকার অংকে তার মূল্য খানেক। তাছাড়া অমল কুমার দাসকে যেটা দেওয়া হয়েছে, তা ঐ এলাকার পঞ্চায়েত ও বি, ডি, সির সুপারিশক্রমে দেওয়া হয়েছে, কাজেই সেটা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া, আর কোন উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—স্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫,

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সরকারী বাসের সংখ্যা কত ?

২ তার মধ্যে গড়ে কয়টি অফ রোড থাকে, এবং

৩) এ বৎসর বাস বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪) থাকলে কয়টি নতুন বাস আনা হচ্ছে ?

৫) অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১) বর্ত্তমানে টি, আর, টি, সিতে মোট বাসের সংখ্যা ১৬০ টি। এই ১৬০টি বাসের মধ্যে ২০টি বাস কন্ডেম্নড ঘোষণা করার প্রস্তাব আছে। ইহা ছাড়া অপর আরও ২৫টি বাস মন্ কন্ডেমণ্ড করা যায় কিনা, তার পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই বাসগুলি রাস্তায় চলার অন্পোযুক্ত। ১১৫টি বাস বর্ত্তমানে রাস্তায় চলাচলের উপযুক্ত।

২) ১১৫টি বাসের মধ্যে গড়ে দৈনিক ৩০টি বাস অফদি রোড থাকে।

৩) হ্যাঁ।

৪) ১৯৮৩—৮৪ সনে ২০টি বাস ক্রয়ের পরিকল্পনা আছে। চেসিস সংগ্রহ এবং বডি তৈরীর পর ১৯৮৪—৮৫ সনে রাস্তায় নামানো যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫) অধিক রাত্র পর্য্যন্ত বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ২০টা নতুন বাস ক্রয় করা হবে বলে বলছেন সেগুলি কোন কোন রাস্তায় চালানো হবে এবং কাঞ্চানপুর আনন্দনগর পর্য্যন্ত টি, আর, টি সি, বাস চালাবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, বাসগুলি এনে পর বাসগুলি কোথায় কোথায় চালানো হবে, তা নির্দিষ্ট হবে। তবে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকব, বর্তমানে সেই রাস্তায় বে—সরকারী বাস চালাবার জন্য পার্মিট দেওয়া যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখছি।

শ্রীজহর সাহা—বর্তমানে যে সব বাস রাস্তায় চলছে, বিশেষ করে সরকারী বাসগুলি রাস্তায় চল্তে চল্তে বিকল হয়ে বসে যাচ্ছে, ফলে যাত্রী সাধারণের চলাচলে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তার কারণ হল, যে সব বাস কেনা হয়েছে, সেগুলির যন্ত্রাংশ অতি নিম্নমানের এবং নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ফিট করা বাস দিয়ে ঠিক মত সার্ভিস দেওয়া যাচ্ছে না, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু অবগত আছেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমরা নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ফিট করা বাস ক্রয় করিনি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১১৫টি বাস রাস্তায় চলা চল করছে এবং আমার আগরতলা খোয়াই রাস্তায় প্রতি এক ঘণ্টা পর পর বাস যাতায়াত করছে, এই রাস্তায় নাকি ১২টি বাস চলাচল করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে, এই রাস্তায় সারা দিনে ৩ থেকে ৪টা বাস চলাচল করে, এর বেশী নয়। ফলে এই রাস্তায় বাস—যাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ হয়। অতএব আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে আগরতলা খোয়াই রাস্তায় যাতে প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর বাস চল্তে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, সাধারনতঃ যে রাস্তায় যাত্রীর ভীর বেশী থাকে, সেই রাস্তায় বেশী বাস চালানো হয়। অতএব নতুন ব্যাস আসলে পর কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা আমরা ভেবে দেখব।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে টি. আর. টি. সি. বাসগুলি কনডেম্ণ্ড করার প্রস্তাব করার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে বলছেন, তা কিসের ভিত্তিতে করা হয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, সাধারনতঃ যে সব বাস সারাই করার পরও যন্ত্রাংশগুলি ঠিক মত কাজকর্ম করে না বা যে বাস ৮ বৎসর ধরে রাস্তায় চলার পর যখন সারাই করেও তার রাস্তায় বের করা যায় না, সেগুলিকে কনডেমণ্ড হিসাবে ডিক্লারড্ করা যায় অথবা যে বাস ২ লক্ষ কিলো মিটার রাস্তা রাণ করার পর আর চলে না, তাকেও কনডেম্ণ্ড করা যায়।
(Written replics to the remainting Starred Questions and those of the unstanderd Questions were laid on the Toble. ANNEXURES— "A" & "B" .)

রেফাবেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। গত ২৬. ৩. '৮৭ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বকৃীত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল:—"সদরের নেপালী বস্তীতে গত ২৫শে মাচ রাত্রিতে একদল সশস্ত্রএ ডাকাত কর্তৃক প্রাক্তন সৈনিক শ্রী পদ্ম বাহাদুর ছেত্রির বাড়ীতে হামলা এবং তার স্ত্রীকে খুন ও তাকে জখম করা সম্পর্কে।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার "সদরের নেপালী বস্তীতে গত ২৫শে মার্চ রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত কর্তৃক প্রাক্তন সৈনিক পদ্ম বাহাদুর ছেত্রির বাড়ীতে হামলা এবং তার সস্ত্রীকে খুন ও তাকে করা সম্পর্কে।"

বিগত ২৫ ৩ ৮৪ ইং পূর্ব আগরতলা থানাধীন নেপালী বস্তীর শ্রীমতী তারা দেবী (২২ বছর) তার বাবা শ্রী পদ্ম বাহাদুর ঠাকুরী তার মা শ্রীমতী দেবী মায়া ঠাকুরী এবং অন্যান্য ছোট ভাই বোনদের নিয়া অনুমান রাত্রি ৮ টায় খাবার সমাপনান্তে তাদের বসত ঘরে ঘুমায়।

অনুমান আধ ঘণ্টা পর ঘরের বাহিরে শ্রী মতী দেবীমায়া ঠাকুরীর 'গুলি মারছে' 'গুলি মারছে' চিৎকার শুনিতে পায়। তৎক্ষনাত লক্ষ্য করিয়া দেখে ঘরের ভিতরে একটি হারিকেন বাতি জ্বলিতেছে এবং শ্রীমতী দেবমায়া ঠাকুরী ঘরের ভিতর নাই। কি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য শ্রীমতী তারা দেবী তার বাবা শ্রীপদ্ম বাহাদুর ঠাকুরী চিৎকার করিতে করিতে বসত ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পায় শ্রীমতী দেবীমায়া ঠাকুরী ঘরের সামনে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং তাহার পেট ও বুক হইতে রক্ত ঝরিতেছে। শ্রীমতী দেবীমায়া ঠাকুরী এরূপ অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিতে গেলে প্রায় সংগে সংগে ৩/৪ জন অপরিচিত যুবক যাহাদের বয়স অনুমান ২২/২৩ বছর হইবে, শ্রী পদম বাহাদুর ঠাকুরীর উপর চাড়াও হয় এবং তাদের মধ্যে একজন বাঁশের লাঠি দিয়া ক্রমান্বয়ে মারিতে থাকে। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে অপর একজন ছুড়ি দেখাইয়া ভীতির সঞ্চার করিয়া বলিতে থাকে 'চুপ কর, তা না হইলে মাইর‍্যা লামু। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে ২/৩ জন সংগে সংগে তাদের ঘরে ঢুকে এবং ট্রাংক ভাংগিয়া উহার ভিতর হইতে নিম্নবর্ণিত মালামাল যাহার মুল্য অনুমানিক ১৫০০ টাকা নিয়া গা ঢাকা দেয় :—

লুণ্ঠিত মালামাল

১) সোনার (কানের) এক জোড়া রিং।
২) সোনার আংটি একটি।
৩) ৪ (চারটি) শাড়ী কাপড।
৪) একটি রেডিও।
৫) কিছু দলিল পত্র

দুস্কৃতকারীর দ্বারা আক্রান্ত শ্রী মতী দেবীমায়া ঠাকুরী (৪৫ বছর) গুলির আঘাতে ঐ সংস্থানেই মারা যান। শ্রী পদম বাহাদুর ঠাকুরী গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন এবং চিকিৎসার জন্য জি. বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

শ্রীমতী তারাদেবীর মেয়ের জবানীতে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬, ৩৯৭ ধারার অনুসূচীতে ৫৫ (৩) ৮৯নং মামলা নথিভূক্ত করা হয়।

তদন্তকালীন পুলিশ অনুসন্ধানে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি জায়গায় দুস্কৃতকারী কর্ত্তৃক পরিত্যাক্ত একটি দেশী পিস্তল ও একটি ছড়াগুলি যাহা দেখিতে অনেকটা ছোট লোহার বল বলিয়া অনুমিত হয় তাহা পুলিশ উদ্ধার করে।

পুলিশ শ্রী পদ্ম বাহাদুর ঠাকুরীর সংস্ত্রীর মৃতদেহে সুরত হাল প্রসক্তক্রমে মৃত্যুর কারনাদি নির্ণয় করার জন্য ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। এখন পর্য্যন্ত দুসকৃতকারী কর্ত্তৃক অপহৃত

মালামাল উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তারের খবর নাই।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই।

৭/৮ জন দুসকৃতকারী লোভের বশবর্তী হইয়া এই ঘটনা সংগঠিত করিয়াছে বলিয়া পুলিশী তদন্তে প্রতীয়মান হয়।

পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এই ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকায় একটি অস্থায়ী পুলিশ পিকেট বসানো হইয়াছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—গত ২৮ ৩. '৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপরাবিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হল :- "১৯৮৪-৮৫ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেট-এ কম পুনর্বিন্যাসব নীতিতে রাজ্য সমূহের যে ৭৬ কোটী টাকা ক্ষতি হবে বলে অনুমিত হয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতির পরিমান সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. "১৯৮৪-৮৫ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেটে কর পুনবিন্যাসের নীতিতে রাজ্য সমূহের যে ৭৬ কোটী টাকা ক্ষতি হবে বলে অনুমিত হয়েছে তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতির পরিমান সম্পর্ক।"

৭ম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়কর বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের ৮৫ শতাংশ রাজ্য-গুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য এবং তাহাতে ত্রিপুরায় প্রাপ্য অংশ ছিল ০'২৫৮ শতাংশ।

৮ম অর্থ কমিশনের অন্তরবর্তী সুপারিশ অনুযায়ী কমিশনের চুড়ান্ত সুপারিশ সাপেক্ষ ১৯৮৪ ৮৫ সালে রাজ্যগুলি উপরিউক্ত হারে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আয়করের অংশ পাবে।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট ভাষণে প্রকাশ পায় যে আয় করের পুনর্বিন্যাস করে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাতে নীট ক্ষতির দাঁড়াবে ৭৫ কোটী টাকা। কেন্দ্রীদের ক্ষতির পরিমান ৩৬'৩২ কোটী টাকা এবং রাজ্যগুলির ক্ষতির পরিমান ৩৮'৬৮ কোটী টাকা।

উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী রাজ্যগুলির মোট ক্ষতি ৩৮'৬৮ কোটি টাকার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতির অংশ দাঁড়াবে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার মত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় সরকারের এই নূতন আয় কর নীতির ঘোষণার ফলে ক্ষতির পরিমান দাঁড়াবে ৭৬ কোটি টাকা এবং যেহেতু সামনে ইলেকশান সেজন্যই কেন্দ্র এই ধরণের ঘোষণা দিয়েছেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই ৩৮'৬৮ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে কম দেওয়া হবে এবং এর ফলে রাজ্যগুলির আর্থিক সংগতির উপর আঘাত হানবে। যেখানে রাজ্যগুলি আরও অধিক অর্থের বরাদ্দের জন্য আন্দোলন করছে সেখানে এই ধরনের নীতি সমর্থন করা যায় না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রনোদিত কি না এবং রাজ্যগুলির উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই নীতি নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হাউসের সামনে আগেও আমরা রেখেছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই নীতির ফলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় কাঠামো আছে তার উপর আঘাত করবে কি না এবং আজকে যেখানে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে তার জন্যও সমস্যার সৃষ্টি হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে ফেডরেল ষ্টেটের চরিত্র গুলি থাকার কথা সেগুলি এখানে নাই। সেজন্য রাজ্যে আন্দোলন হচ্ছে এবং এই আন্দোলনের ফলই হচ্ছে সারকারিয়া কমিশন। সেই কমিশন থেকে আমাদের কাছে প্রশ্ন এসেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আমাদের মতামত জানান হবে এবং সেজন্য আমরা বিভিন্ন সম্মেলনে বিশেষ করে মুখ্য মন্ত্রীদের সম্মেলনে আমরা আমাদের মতামত জানিয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার — নূতন বজেটে কর পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হবে সেই ক্ষতি কিভাবে পুরণ হবে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে গাইড লাইন বা নির্দ্দেশ দিয়েছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিষয় ৮ম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

—ঃ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ঃ—

মিঃ ডিপুটী স্পীকার ঃ — আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :- "গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং আগরতলা মঠচৌমুহনীতে শম্ভু চক্রবর্ত্তী নামে জনৈক যুবক খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং আগরতলা মঠচৌমুহনীতে শম্ভু চক্রবর্ত্তী নামে কোন যুবক খুন হওয়ার ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ১৪-১২ ৮৪ ইং অপরাহ্নে শ্রীসমীরণ চক্রবর্ত্তী ওরফে সমু —বয়স ১৬ বৎসর গান্ধী স্কুলের দশম মানের ছাত্র, পিতা শ্রীসত্যেন্দ্র চক্রবর্তী, সাং জগহরি মুড়া, থানা পূর্ব্ব আগরতলা, মঠচৌমুহনীতে তাহার বাবার সাইকেল সারাই এর দোকানে আসিয়া তাহার বাবাকে বাসায় স্নান খাওয়ার জন্য পাঠাইয়া নিজেই দোকানে হাজির থাকে। বেলা অনুমান ৪-৩০ মিঃ এর সময় হঠাৎ ১৪/১৫ জন যুবক উক্ত দোকানের সামনে আসিয়া সমীরণকে ডাক দিয়া বাহিরে আসিতে বলে, কিন্তু সমীরণ যাইতে অস্বীকার করে। তখন ঐ ছেলেরা সমীরণকে ঘেরাও করিলে, সমীরণ প্রাণ ভয়ে উত্তর দিকে দৌড়াইয়ে পলাইতে চেষ্টা করে কিন্তু যুবকরা তাকে ধাওয়া করে আক্রমণ করার ফলে সমীরণ কাঁধে ও বুকে রক্তাক্ত জখম নিয়া নিকটবর্ত্তী কালু সিংয়ের ঘড়ির দোকানের সামনে মাটিতে পড়িয়া যায়। ইহা দেখিয়া যুবকরা দ্রুত সে স্থান থেকে দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। তখন মঠচৌমুহনীস্থ সেলুন দোকানদার শ্রীমাখন লাল শীল জনৈক রঞ্জন বণিকের (ধীর ও বোবা) সহায়তায় একটি রিক্সায় উঠাইয়া সমীরণ চক্রবর্তীকে চিকিৎসার জন্য ভি. এম হাসপাতাল নিয়ে যায়। ভি এম. হাসপাতাল থেকে সংগে সংগে সমীরণকে জি, বি, হাসপাতালের নিয়ে যায়। কিন্তু জি. বি. হাসঃ জখমী সমীরণকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলিয়া ঘোষণা করেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ ২ ৮০ইং তারিখ ৫-৩৬ মিঃ এর সময়ে শ্রীমাখন লাল শীলের অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ১৪৯/৩০২ ধারায় পূর্ব্ব আগরতলা থানায় ২৪(২ ৮৪নং মামলা নথিভুক্ত করা হয় ও তদন্ত ভার গ্রহণ করা হয়। তদন্তকালে নিম্ন বর্ণিত সন্দেহজনক যুবকদের এই ঘটনার ব্যাপারে তদন্তকারীর অফিসার ধৃতক্রমে তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদান্তে মাননীয় পশ্চিম ত্রিপুরা মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট হাজির করা হয়েছিল এবং মাননীয় কোর্ট হইতে ধৃত সকল যুবককেই ছাড়া হইয়াছে।

ধৃত যুবকদের নাম।	ধৃত করার তারিখ।	কোর্ট হইতে জামানতের তারিখ।
১) শ্রীসুজিৎ দাস, পিতা সুরেশ চন্দ্র দাস, সাং পূর্ব্ব শিবনগর।	১৫-২ ৮৪ইং	২-৩-৮৪ইং

২) শ্রীঅজিত কুমার সাহা ওরফে যাদব পিতা অমৃত লাল সাহা, সাং পূর্ব শিবনগর।	২৩-২-৮৪ইং	২৫-২-৮৪ইং
৩) শ্রীবিশ্বনাথ সাহা ওরফে প্রাণেশ, পিতা হরিধন সাহা, সাং পূর্ব্ব শিবনগর।	২৩-২-৮৪ইং	২-৩-৮৪ইং
৪) শ্রীরাজ কুমার চৌহান, পিতা রামচন্দ্র চৌহান, সাং পূর্ব শিবনগর।	২৪-২-৮৪ইং	২-৩-৮৪ইং
৫) শ্রীলব সাহা পিতা সাধন সাহা, সাং পূর্ব্ব শিব নগর।	১-৩-৮৪ইং	১-৩-৮৪ইং

এছাড়া লিটন বণিক, পিতা মন্টু বণিক ও শ্রীগোপাল সাহা, পিতা সতীষ সাহা মাননীয় জর্জ কোর্ট হইতে অগ্রিম জামিনের আদেশ করাইয়াছে এবং প্রধান দুষকৃতকারী শ্রীঅসীম শর্মা পলাতক আছে। ঘটনার স্থানীয় তদন্তের সময় ঘটনা স্থলের পার্শ্ববর্তী দোকানদারগণ মৃতের আত্মীয়স্বজন, পরিজন, বন্ধু বান্ধব কেহই উক্ত ব্যপারে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। ঘটনা দৃষ্টে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই ঘটনার সংগে জড়িত বলিয়া সন্দেহ করা হয় :— ১) শ্রীসুজিত দাস, ২) শ্রীলিটন বনিক, ৩) শ্রীঅসিম শর্মা, ৫) শ্রীসত্য সাহা ৬) শ্রীগোপাল সাহা, ৭) শ্রীরাজ কুমার চৌহান ৮) শ্রীহরিপদ দেবনাথ, ৯) শ্রীআশীষ সাহা, ১০) শ্রীনেপাল ওরফে পাগলা, ১১) শ্রীপ্রদীপ ঘোষ, ১২) শ্রী-ন্দ, ১৩) শ্রীযাদব সাহা, ১৪) শ্রীকৃশ সাহা, ১৫) শ্রীবিশ্ব নাথ সাহা ওরফে পরেশ।

তদন্তক্রমে যে ঘটনার কারণ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে প্রকাশ পায় যে গত ১৮-১-৮৭ ইং পৌষ সংক্রানতির রাতে পূর্ব শিবনগর এলাকার কিছু যুবক ছেলে কিছু পুরাতন অব্যবহৃত টির টায়ার ভোর রাতে আগুন পোহাইবার জন্য যোগার করেছিল। উক্ত টায়ারের মধ্যে ২ ৩ টি টায়ার জগহরিমুড়া এলাকার ছেলেরা সরাইয়া নিয়াছে বলিয়া পূর্ব শিবনগর এলাকার ছেলদের সাথে জগ হরিমুড়া ছেলেদের মধ্য রেষারেষী হয়। উক্ত ঘটনার কথা পুলিশকে জানানো হয় নাই।

গত ১৩-২-৮৪ ইং এই পৌষ সংক্রান্তীর ব্যাপার নিয়া শ্রীশংকর চক্রবর্তী (মৃত সমীরণের বড় ভাই) ও শ্রী-- সাহা পূর্ব শিবনগর এলাকার শ্রীলব সাহা ও শ্রীবিশ্বনাথ সাহাকে (উভয়ে গান্ধী স্কুলের ছাত্র গান্ধী স্কুলের মাঠের বাহিরে চড় থাপর, ঘুষি ও কাঠের ফাইল দিয়া মারে। এই ঘটনার জন্য গান্ধী স্কুলের সাকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্তীর অভিযোগক্রমে ১৩ ২ ৮৪ ইং তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭ ৩২৩ ধারায় পূর্ব্ব আগরতলা

থানায় ২১ (২) ৮৪ইং নং মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত ১৩-২-৮৪ ইং তারিখে পূর্ব্ব শিবনগর এলাকায় শ্রী লব সাহা ও বিশ্বনাথ সাহাকে জগহরিমুড়া এলাকায় শ্রীশংকর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅজয় সাহা কর্ত্তৃক আক্রমন ও মারধর করার প্রতি আক্রমনবশতঃ ১৪-২-৮৪ ইং তারিখ পূর্ব্ব শিবনগর এলাকার ছেলেরা জগহরিমুড়া এলাকার শ্রীশংকর চক্রবর্ত্তী ছোট ভাই সমীরণকে আক্রমণে করিয়াছে বলিয়া প্রতিয়মান হয়। তদন্তক্রমে মৃত এবং বিবাদী উভয়ে ছাত্র এবং তাহারা কোন দলের লোক জানা যায় নাই তদন্ত চলিতেছে। এটা দুঃখজনক। অল্পবয়স্ক ছেলেরা একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরকম দুঃখজনক খুনের ঘটনা ঘটতে পারা যায় প্রতিক্রিয়া যথেস্ট ছিল। এ খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এটা প্রসংশনীয় যে এর সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং কোন ধরণের অশান্তির সৃষ্টি হয় নি। অভিভাবকেরা স্কুলের পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করছেন এবং এটা প্রসংশনীয়।

মিঃ স্পীকার ঃ- আরেকটি দৃষটি আকষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননয়ী সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা মহোদয় কত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষটি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ- ২২-৩-৮৪ ইং ভোর ৩টা ৪৫ মিনিটে ঘোলাঘাটি বাজার ভষ্মীভূত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২২-৩-৮৪ ইং সকাল ৮-৪৫ মিনিটে সময় গোলাঘাটি গাও সভার গাঁও প্রধান শ্রীফণীন্দ্র রায় এক অভিযোগমূলে জানান যে গত ২১/২২-৩-৮৪ ইং রাত্র অনুমান ৩-৩০ মিঃ এর সময় ঘোলাঘাটি বাজারে অগ্নি কাণ্ডে ভষ্মীভুত হয়। এই অগ্নি সংযোগের ফলে গোলঘোটি বাজারে ২৭টি দোকানের সঙ্গে চাউলের মিল একটি, ৫০টি অস্থায়ী দোকান এবং ১৬টি টিং দোকান ভষ্মীভূত হয়। উপরিউক্ত অভিযোগমূলে দণ্ড-বিধির ৪৩৬ ধারাতে রুজু করা হয় এবং কেহ চালান হয়। তদন্ত কালে প্রকাশ পায় যে গত ২১/২২-৩-৮৪ ইং রাত্র অনুমান ৩-৩০মিঃ এর সময় শ্রীপরিমল ঘোষের মিষ্টির দোকানে প্রথম আগুন লাগে। শ্রীগোপাল দেবনাথ এবং শ্রীচিত্ত দেবনাথ দোকান ঘর আগুনে জ্বলিতেছে দেখিয়া ডাক চিৎকার করে। তাহাদের চিৎকারে তাহাদের আশপাশের লোকজন দৌড়াইয়া আসে, কিন্তু জলের অভাবে আগুন নিবাইতে পারে নাই। ৩১টি স্থায়ী দোকান ঘর ১টি চাউলের মিল, ১৯টি টিংঘর, এবং ৫৫টি অস্থায়ী দোকানঘর সম্পুর্ণ ভষ্মীভুত হয়। সরকারী ডাক্তার খানাটি একটি বে-সরকারী বাড়ীতে অবস্থিত। সেই ডিসপেনসারিটিও আগুনে ভষমীভুত হয়। তবে কোনো বসত বাড়ীতে আগুন লাগে নাই। ক্ষতি পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

ক্ষতিগ্রস্তদের ৪ হাজার টাকা তাৎক্ষণিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা ক্ষতির এসেস্‌মেণ্ট করছি। ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ী সমিতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছে। আমি আশা করছি রাজ্য সরকার যতটুকু সম্ভব যা করা দরকার তা করবেন। তদন্ত কালে স্বাক্ষী প্রমানের জানা যায়, এই অগ্নিকাণ্ড একটি দুর্ঘটনা। এ পর্য্যন্ত কোন গ্রেপ্তার হয় নাই।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি, শ্রী পরিমল ঘোষের দোকানের টুলিতে আগুন লাগে এবং জনসাধারণ বলছে, এ আগুন ইচ্ছাকৃত ভাবে লাগান হয়েছে ? গোলাঘাটির প্রধান বাজারের জন্য অর্থ কালেকশান করছিল এবং এ ব্যাপারে পরিমল ঘোষের সঙ্গে বিবাদ হয়, এ তথ্য জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এটা বানানো গল্প। কারণ, ব্যবসায়ীরা কালকেও আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু তারা এমন কোন কথা আমার কাছে কিংবা পুলিশের কাছে বলেন নি কাজেই আমার মনে হয়, উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে সেটার বিরুদ্ধে কুৎসা রটান হচ্ছে।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্ম্মা ঃ- বাজারের জন্য কালেকশান করা হচ্ছে এমন খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এ রকম তথ্য আমার কাছে নেই জনসাধারণ আপনার কাছে তথ্য দিল কিন্তু পুলিশের কাছে দিল না কেন, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য হাউসে এটা প্লাস করেছেন কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবনতা নিয়ে উত্তর দিচ্ছেন এর কি মানে থাকতে পারে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ স্যার, আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এবং মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি, আপনার কাছে এই রকম কোন তথ্য থাকলে তা পুলিশকে দিন। সব বিষয় তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গাপাল চন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেয়।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল ঃ—

"২৬শে মার্চ্চ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত উদয়পুর—নাগ্রাই পথে শ্রমিক শেডে বৈরী হামলা, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২৪.৩.৮৪ ইং বেলা অনুমান ১২ টার সময় শ্রী বিনয় সাহা, রাস্তা তৈয়ারী কাজের কনট্রাকটার ও শ্রী মানিক লাল ঘোষ, পূর্ত বিভাগের কর্মচারী যখন উদয়পুর-নাগ্রাই পথে উদয়পুর থেকে ৬ কিলো মিটার দূরে এবং অম্পি থানা হইতে ১৭ কিলো মিটার দক্ষিণ পূর্ব্বে রাস্তার কাজে তদারকি করিতে যান তখন অজ্ঞাতনামা দুইজন উপজাতী দুস্কৃতকারী হাতে দেশী বন্দুক ও তাক্কাল নিয়া তাদের উপর চাড়াও হয় এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের হাতে থাকা এইচ. এন. টি. ও রিকো ঘড়ি, নগদ ২৫্ টাকা ও ২ টাকা, একটি মাপার ফিতা জোর করিয়া ছিনাইয়া নিয়া যায়। উক্ত দুইজন দুস্কৃতকারী এবং তাহাদের সঙ্গীরা আরও আট জন সশস্ত্র উপজাতি দুস্কৃতকারী তিনটি গাদা বন্দুক ও ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেলা অনুমান ১টার সময় উক্ত ঘটনা স্থল হইতে আনুমাণিক ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শ্রমিক আবাসে (লেবার শেড) যায় ও সেখান হইতে কাপড়, চোপড়, বাসন পত্র ও খাবার জিনিষ ইত্যাদি যার আনুমাণিক মূল্য ৫০০্ টাকা হইবে তাহা লুট করিযা নেয়। দুস্কৃতকারীরা চারটি শ্রমিক আবাসে (লেবার শেড) আগুন লাগাইয়া দেয় এই আগুন লাগানোর ফলে অনুমানিক ২, ৫০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত ঘটনা শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র ধর,

স্থানীয় কণ্ট্রাক্টারের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫। ৪৩৬ এবং ২৫ (ক) অস্ত্র আইনের অনুসূচীতে অম্পি থানায় ৮ (৩) ৮৪ নং মামলা নথি ভূক্ত হয় এবং তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়।

দুস্কৃতকারীদের হাতে থাকা বন্দুকের নলের আঘাতে শ্রীহারিচ মিঞা আলী সামান্য জখম প্রাপ্ত হয়।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে, অন্যায়ভাবে তারা এই সমস্ত টাকা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করছে, এটাই তাদের কাজের আসল উদ্দেশ্য ছিল ?

এটা লক্ষ করার বিষয়, এইসব দুস্কৃতকারীরা একেবারে গরীব অংশের মানুষ যারা রাস্তা ঘাট তৈরী করছে সেই সব শ্রমিকদের আক্রমণ করছে। এর অর্থ হচ্ছে, বামফ্রণ্ট সরকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করছে তা যাতে না করতে পারে সে জন্যই এই সব হচ্ছে। শুধু এই জায়গায়ই নয়, অন্যান্য জায়গায়ও হচ্ছে। এমন কি যারা রাস্তায় কাজ করছে, তারা কাজের জন্য যেতে পারছে না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এ বিষয়ে সর্ব রকম ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন।

শ্রীজহর সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার গত ২৮শে মার্চ নাগ্রাই এল কাতে যেখানে রাস্তার কাজ হচ্ছিল, সেই কাজের অগ্রগতি মেজারমেণ্ট করার জন্য ৩ জন কণ্ট্রাকটার, একজন

পি, ডাব্লু, ডি, এর এস, ডি, ও, একজন অভারসিয়ার সেই এলাকাতে যান। তার মধ্যে ২জন কন্ট্রাকটর, এস, ডি, ও, ও অভায়সিয়ার নাগ্রাই বাজারে ফিরে এসেছিল। রাস্তায় আরো একজন কন্ট্রাকটর ও কর্মীরা ছিল। যখন উগ্রপন্থী তাদের আক্রমণ করে তখন শুধু টাকা পয়সা ঘড়িই নয়, তাদের পরনের কাপড় পর্য্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। শ্রমিকের কাছে টাকা দাবী করে এবং তাদের এই বলে শাসায়, তোমাদের ৫,০০০ টাকা দেবার জন্য তারিখ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা তোমরা দাও নি কেন ?

আমি জানতে চাইছি. উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণকারী নেতা কিছু দিন আগেও নাগ্রাই এলাকা, করবুকে গোপন ভাবে একটা মিটিং করেছেন। অমরপুর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এবং সেখানকার জাতি-উপজাতিরা সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত লক্ষ করছি যে শাসক দল বিনন্দ জমাতিয়াকে কাজে লাগিয়ে ঐ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে এবং জাতি-উপজাতির ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য. আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে. চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, আমি বলেছি এই সব ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এর অর্থ হচ্ছে উত্তেজনা সৃষ্টি করা। কারণ যারা আক্রান্ত হয় তারা হয়তো দেখা যাবে আরেকটা জাতি-গোষ্ঠি লোক যারা আক্রমন করে তারা আরেকটা জাতি গোষ্টির লোক এবং লক্ষ্যণীয় এই যে অমরপুরের মধ্যেই এটা বেশী হচ্ছে। এর পেছনে দুস্কৃতিকারীরা রয়েছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি যাতে এই সব ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলেন। মাননীয় সদস্য ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছেন সেটা আমাদের মনে থাকবে। এই ব্যাপারে যে সব উদ্যোগ নেওয়ার দরকার, সেগুলি আমরা নেব যাতে ঐ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে যাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উত্তেজিতভাবে আমার জবাব দিচ্ছিলেন। স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল এই সকল কনট্রাকটদের কাছ থেকে এই সব উগ্রপন্থী ৫ হাজার টাকা দাবী করেছে। আমার বক্তব্য ছিল পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনকে সামনে রেখে এই সমস্ত ঘটনা গুলি সংঘটিত হচ্ছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছ থেকে জানতে চাইছি এই ধরনের কোন তথ্য উনার কাছে আছে কিনা ? অমরপুরের জাতি-উপজাতির মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে, সেটাকে সুদৃঢ় করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করব, সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমি জানতে চাইছি এই ৫ হাজার টাকা দাবী করার জন্য কোন অভিযোগ উনার কাছে আছে কিনা ? পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনকে সামনে রেখেই এই গুলি করা হচ্ছে।

৭) শ্রীমদন দেববর্মা	বাচাই ঘর,	ছুচালা,	ক্ষতির পরিমান	৩৫০ টাকা
৮) শ্রীধীরেন্দ্র কুমার দেবনাথ-	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা
৯) শ্রী হীরালাল দেবনাথ -	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা
১০) শ্রী শান্তি রঞ্জন দেবনাথ-	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা
১১) শ্রীহীরালাল দেবনাথ -	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা
১২) শ্রী সুরেশ সাহা -	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা
১৪) শ্রী রেবতী দেববর্মা -	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা
১৪) শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ -	ঐ	ঐ	ঐ	৩৫০ টাকা

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, অসাবধানতা বশতঃ শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা চায়ের দোকানের চুলা হইতে প্রথমে আগুন লাগে এবং সংলগ্ন দোকান ঘরে ও বাচাই ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। এ ব্যাপারে কাউকে গে্প্তার করা হয় নি।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, হেরমা বাজার সংলগ্ন ভি, এল ডব্লিউ, অফিসটি পোড়া যাওয়ার তিন দিন আগে ৪০ ব্যাগ সার ঐ গ্রামের যতীন্দ্র দেববর্ম্মার ঘরে বংমালাব প্রধান শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মার যোগসাজসে রেখে দেওয়া হয়, এই তথ্য মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। আমি বলছি এটা এ্যাক্সি ডেন্টাল ফায়ার।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই হেরমা বাজারে যে ল্যাম্পস কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, তার একটা নূতন গোডাউন কনষ্ট্রাকশানের প্রস্তুতি চলছে, এটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য কোন একটি চক্র কাজ করছে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এই রকম তথ্য নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই হেরমা বাজারের পাশে একটা গাঁও সভা সেখানে জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম চলছে গত ৬/৭ মাস ধরে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুবসমিতির কিছু কর্মী সেখানে বাধার সৃষ্টি করছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- না স্যার, এই রকম তথ্য নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হেরমা বাজারে যে ল্যাম্পস্ আছে সেখানে আত্ম সাতের একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে বলা হলো যে সেখানে চুরি হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ঘটনাই ঢাকা দেওয়া হয় এবং অফিস ঘর থেকে সার এবং যে সমস্ত জিনিষ আছে সেগুলি পাচার হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে চুরি হয়ে গেছে, ডাকাতি হয়ে গেছে এটা কি সরকারের আত্মসাৎ করার চেষ্টা নয়? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এটা সত্য নয় ।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই হেরমা বাজারে একটা রিংওয়েলের কাজ চলছিল, কনস্ট্রাকশান অবস্থায় ইটের গাথনি চড়িলাম এবং বিশালগড়ের কংগ্রেস (আই) সমর্থিত লোকরা সেই ইটের গাথনি ভেঙ্গে ফেলছেন এবং এইভাবে সরকারের সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী ভানু লাল সাহা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এই হেরমা বাজারে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি সমর্থিত লোকরা শপথ নিয়েছেন যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজে তাঁরা বাধার সৃষ্টি করবেন কারণ এটা বুঝা যাচ্ছে তাদের কার্যকলাপ দেখেই। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এই এলাকার মধ্যে সরকারী সম্পত্তি সরকারী অফিস সেগুলিকে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। গত ৫ ৩-৮৪ ইং তারিখ অনুমান ১০-৩০ মিনিটের সময় অজ্ঞাত কে বা কাহারা বিশালগড় থানাধীন হেরমাস্থিত সরকারী কৃষি বীজাগারে অগ্নি সংযোগ করে এবং ইহার ফলে অফিসের সরকারী খাতাপত্র, আসবাব, সার ও ঔষধ পত্রাদি ভস্মীভুত হইয়া যায়। উক্ত বিষয় বিশালগড় থানাধীন বউমালা গাঁও সভার প্রধান শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা এক লিখিত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারার অনুসৃতিতে বিশালগড় থানায় ২৭ (২) ৮৪ নং মামলা নথীভুক্ত করা করা হয় এবং তদন্তকার্য্য গ্রহন করা হয়। এই যে বিভিন্ন রকমের সরকারী জিনিষপত্র ক্ষতি সাধন করে যে সমস্ত গঠন মূলক কাজ হচ্ছে সেগুলিকে নষ্ট করে এর পিছনে একটা দুষ্কৃতকারীদের হাত রয়েছে এটা সন্দেহ করার কারন আছে এবং নিশ্চয়ই পুলিশ সেই দুস্কৃতকারীদের ধরবার চেষ্টা করবেন।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ৫-৩-৮৪ ইং হেরমা বাজার নিকটবর্ত্তী ভি, এল, ডবলিউ, অফিস ঘরটি পুড়ে যায়। অফিস ঘরটি পুড়ে যাওয়ার তিন দিন আগে ৪০ ব্যাগ সার অফিসে না রেখে ঐ গ্রামের যতীন্দ্র দেববর্মার ঘরে রংমালার

প্রধান সুরেন্দ্র দেববর্মার যোগসাজসে রেখে দেওয়া হয় এবং ঐ সব সার নাকি জনসাধারনকে দেওয়া হয় নি। এই তথ্য সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- স্যার, এই সব ঠিক নয়।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশান)

"The Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984)." উত্থাপন।"

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে ।

Shri Nripen Chakraborty:- Mr Speaker sir, I beg to move "for leave to entroduce the " Tripura Appropriation bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984 "

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো ঃ- The Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984)". এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হইক"

(বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ এখন " The Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984) " উক্ত সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি'

Shri Nripen Chakraborty :- Mr. Speakar Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984) be taken into concideration.

জনস্বার্থে সেটা লাগানো চাই। আমি একটা অভিযোগ করেছিলাম যে.. যারা নূতন নির্ব্বাচিত হয়েছেন ১৫ মাস ধরে তাঁরা এখনও ত্রিপুরা গেজেট পান নি, এটার জন্য আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কোন উত্তরই দিতে পারলেন না এবং তিনি বললেন ভিত্তিহীন কিসের উপর ভিত্তি করে তিনি এই কথা বললেন ? কাজেই দেখা যাচ্ছে এইভাবে সমস্ত মন্ত্রীরাই আমাদের অভিযোগকে এরিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে তো জনস্বার্থে কোন কাজই হবে না। জনগণের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট মূল বাজেট সেটা অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য প্রতি বছরই জনগণের উন্নয়নের নামে যে টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকা নিয়ে নয় ছয় করা হচ্ছে এবং যেভাবে ডাকাতি এবং খুন খারাপি হচ্ছে তাতে জন জীবন

বিঘ্নিত হচ্ছে, কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রশ্ন করলে মন্ত্রীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন এবং আমাদের ধমক দিচ্ছেন, এবং বলছেন, এই রকম কোন ঘটনা হচ্ছে না। কিন্তু এটা সত্য, আজকে যে দলের লোকই সমাজ বিরোধী কাজ করুক না কেন তাদের শাস্তি দিতেই হবে। কিছু লোক আছে হয়তো তারা কংগ্রেস (আই) সমর্থক হতে পারে, উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক হতে পারে, সি, পি, এমের সমর্থক হতে পারে যারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সমাজ বিরুধী ক্রিয়া কলাপ চালাচ্ছে তাদের শায়েস্তা করতে হবে, রাজ্যের আইন-শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য।
রাজ্যের আইন শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত না হয়, রাজ্যের উন্নতি যাতে সম্পুর্ণ হয় তার জন্য এইসব করা দরকার। যেহেতু শাসক দলের হয়ে কাজ করছে বিনন্দ জমাতিয়া। বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পণ করার পর গণমুক্তি পরিষদের হয়ে কাজ করছে। তারা আজকে সংগঠন করে বেড়াচ্ছে। যারা ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে তাদেরকে আজকে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে সদস্যদের তাদেরকে দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এইটা অত্যান্ত দুঃখের বিষয়। এটা উনারা অস্বীকার করতে পারবেন না ছৈলেংটাতে যে সমস্ত ডাকাতি হয়েছে, ঐসব গুণ্ডাদেরকে ভাড়া করে মিজো থেকে তারা তাদেরকে এনে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করছে তাদের হাতে টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিছু উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছেন, খুব ভাল কথা, কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করার পরও মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করছে। তারা ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে কিন্তু সেই জিনিসগুলিকে ঢাকা দেওয়ার জন্য তারা বলেছেন যে না তারা এইসব করছেন না। জাতি উপজাতির মধ্যে ইনটিগ্রেশান আসুক আপনারা চান্না। সব সময়ে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আপনারা তার মুনাফা লুটছেন। কাজেই এই এপ্রোপিয়াশান -কে স্বার্থক হতে পারেনা যতক্ষণ পর্য্যান্ত উনারা উনাদের দোষ স্বীকার না করেন। তাদের দোষকে সংশোধন করে জনগণের উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আহ্বান করব। আর কর্মচারীদের ডি, এ, সেটাও বাজেটে রাখা হয়েছিল, রাখা সত্বেও নগদে তারা টাকা দিতে অস্বীকার করে, কর্মচারীদের বিট্রে করেছেন। কাজেই আমি বলব, আপনারা আপনাদের পয়েন্ট থেকে সরে এসে কর্মচারীদের ডি, এ টাকে নগদ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহলে আমরা এই অ্যাপ্রোপিয়েশানটাকে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানাব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :— "The Tripura Appropriation Bill 1984 (Tripura Bill, No. 3 of 1984). "বিবেচনা করা হউক"

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়),

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (স্যাড়িউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়),

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— এখন সভার প্রশ্ন হলো ঃ— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গন্য করা হউক।"

বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়),

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—The Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropriation Bill, 1984 (Tripura Bill No. 3 of 1984) পাশ করা হউক"

অধক্ষ্য মহাশয় ঃ- এখন সভার প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলেস ঃ-" The Tripura Appropriation Bill, 1984 Tripura Bill No. 3 of 1984)". পাশ করা হউক।"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

পেপারস্ লেইড অন্ দি টেবিল অব্ দি হাউস

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- " Laying a copy of the Notification No. F. 10 (20-1)- DSE/79 dated, the 22th March, 1984 issued under section 3 of the Tripura Educational Institntions (Taking over of management) Act: 1973 extending the priod of vesting to Government in respect of -

i) Hara Chandra Higher Secondary School.

ii) Katlamara High School alongwith its attached primary section.

iii) Srinath Vidyaniketan alongwith its attached primary section.

and

iv) Vivekanada Higher Secondary School alonwith its attached Primary Section. "

আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশানটি সভার পেশ করার জন্য

শ্রী দশরথ দেব :- Mr. Speakor Sir. I beg to lay before the House a copy of the Notification No. F. 10 (20-1)-DSE/79 dated. the 12th March, 1984 issued under section 3 of the Tripura Educationl Institutions (taking over of management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of -

i) Hara Chandra Higher Secondary School.

ii) Katlamara High School alougwith its attached Primary Section

and

iv) Vivckananda Higher Secondary School alongwith its attached Primary Section.

Mr Speaker : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : Laying of the copy of the Tripura Board of Secondary Education (Terms and Conditions of of Appointment and Discipline of the Employees) Rules, 2982 as required under sub seetion (3) of Section 26 of the Tripura Board of Secondary Education Act, 1973.

আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভায় পেয় করার জন্য ।

শ্রী দশরথ দেব :- Mr Speaker sir, I beg to lay before the House

" The Tripura Board of Secondary Education (Terms and Conditions of Appointment and Discipline of the Employees) Rules, 1982 as required under sub-section (3) of section 26 of the Tripura Board of Secondary Education Act, 1973."

অধ্যক্ষ মহাশয় :- মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকের সভায়" রুলস্‌ এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিলিপি' নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য ।

Laying Replies to the postponed Questons (Annexure-"c",

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলোঃ- লেয়িং মব্ রিপ্লাইস টু পোস্টপণ্ডস্ কোয়েশ্চান। গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা মহোদয়ের পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।
আমি এখন মাননীয় মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪ এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ- Mr. Mpeaker sir, I beg to lay the reply of postponed starred question No. 64 of Shri Jawhar Saha before the House.

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- লেয়িং অব্ রিপ্লাইস টু পোস্টপণ্ডস্ কোয়েশ্চান গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস মহোদয়ের পোষ্ট আন-সষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বারস্ ২৩ ও ২৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ডন ষ্টার্ড কোয়েশ্চা -ন নাম্বার ৪২ এবং পোস্টপণ্ড আন ষ্টার্চ্চ কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩ ও ২৪ এর উত্তর পত্রগুলো

শ্রী খগেন দাস ঃ- Mr. Speakcr sir, I beg to lay the replies of postponed starred qnestion No. 42 of Shri Bidhubhusan Malakar, and postponed un-starred question no. 23 & 24 of Shri Suboth Ch. Das before the house.

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের যে সমস্ত পোস্টপণ্ডস স্টার্ড এবং আনস্টার্ড কোয়েশ্চান এর উত্তরপত্রগুলো সভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

After Recfss At 2 P. m.

মিঃ স্পীকার :— ত্রিপুরা বিধানসভার পরিচালন বিধির ১১ (১) ধারা উপধারা মূলে আমি নিম্ন লিখিত সদস্য মহোদয়দেরকে ১৯৮৪-৮৫ ইং সালের পেনেল অফ চেয়ারম্যান হিসাবে অনুমোদন করছি। পেনেল অফ চেয়ারম্যান হলেন সর্ব্বশ্রী বিদ্যা দেববর্মা, কেশব মজুমদার, রুদ্রেশ্বর দাস, অশোক ভট্টাচার্য্য।

শ্রী জওহর সাহা ঃ — স্যার, গত কালকে হাউসের মধ্যে আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম যে বিরোধী কংগ্রেস (ই) এই বিধানসভা থেকে আজকে কয়দিন যাবৎ রোজই বিধানসভা বয়কট

করছেন। তাই আমি কালকে বলেছিলাম যে তাদের এই ব্যাপারে চীফ হুইপদের নিয়ে একটা মিটিং ডাকা হয়েছে এবং সেখানে কি হয়েছে জানিনা, কিন্তু দেখলাম আজকেও ওনারা অনুপস্থিত। তাই আমি এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আমি চীফ হুইপদের নিয়ে বসেছিলাম এবং কিছু কিছু প্রশ্ন মাননীয় কংগ্রেস (ই) সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, তিনিও একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, এখানে তাদের একটা কি নিয়ম আছে। এখন আমি সমস্ত লিডারদের নিয়ে একটা সভায় বসার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার, আমরা একটা নোটিশে দেখছি তাতে আছে যে হাউসে আপনাকে আক্রমন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা আছে। এইটা সম্পর্কে আপনি কিছু জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটা এখানে উঠে না. আমাদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর সেটা কোথায় দাঁড়ায় নিশ্চয়ই জানানো হবে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার. যেহেতু হাউসের সমস্ত নিয়ম কানুন রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার, কাজেই এখানে আপনার অমর্যাদা হলে হাউসকে অমর্যাদা করা হবে। সেই জন্যই আমরা বলতে চাইছি যে, ব্যাপারটা অত্যান্ত জরুরী এই দিক থেকে যে, যদি এই ধরনের কিছু হয়ে থাকে তাহলে আপনার তরফ থেকে আমরা আশা করব. এইটা শেষ করানোর জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আমি জানাছি যে, একটা আমার এপ্রিহেনশানায়ন এইটা কিছু কিছু সদস্য সেখানে বলেছিলেন। যাই হোক, আমি আর অন্য কোন আলোচনায় যাচ্ছি না, আমরা একটা সভা করব লিডারদের নিয়ে।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— এখানে আমরা যে নোটিশ পেয়েছি তা হচ্ছে যে, আপনাকে আক্রমন করা হয়েছে হাউসের মধ্যে বা আক্রমন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এপ্রিহেনশান আমার নয়. আপনাকে বলেছি আপনি বসুন। আমরা লিডারদের নিয়ে আলোচনা করে কি হয় আপনাদের জানাব।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার, এখানে যা আছে তাতে বলা হয়েছে আপনাকে আক্রমন করার জন্য কংগ্রেস (ই) তরফ থেকে জনৈক সদস্য এবং অপজিশান লিডাররা যখন এ কাজ করছিলেন তখন কয়েক জন সদস্য, স্যার আপনার কাছে যেটা আছে আমি সেটা পড়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার ল্যাংগুয়েজটা ঠিক হয় নি।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ— এখানে যা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে, এগু জেনারেবল মেম্বার এটা নিয়ে পরবর্তী কালে আলোচনা করা হবে, কাজেই আপাতত এটা সম্পর্কে আলোচনা চলে না।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনাকে আক্রমন করার উদ্যেশ্য নিয়ে

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আমি বার বার বলেছি যে, সেই আশংখাটা আমার নয়, লেংগুয়েজটা দেখুন কি বলা হয়েছে এবং লিডারদের নিয়ে যখন মিটিং ডাকা হবে তখন বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। তাই আমি এখানে অন্য কোন আলোচনায় যেতে চাই না।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে আজকে ২/৩ দিন হয়ে গেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গুলি একের পর এক আসছে এবং পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

অবশ্য যদি বলেন যে অপজিশান লাগবে না, সরকার পক্ষ একাই সভা চালিয়ে নিয়ে যাবেন তাহলে অবশ্য অন্য কথা। এখানে আজকে যে কোন ভাবেই হোক, যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক, একটা অগণতান্ত্রিক ঘটনা এখানে ঘটে'ছ ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে তারা কেউ আর এখানে থাকতে পারবে না। আমি এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছি এই জন্য যে, আমরা দেখেছি আজকে চারদিনের মধ্যেও কোন মিমাংসা করা হচ্ছে না। অথচ মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে পশ্চিম বঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছিল আপনি দেখেছেন যে সেখানকার স্পীকার-এর উপর দায়িত্ব দিয়ে আলোচনা করে তারা তার সমাধান করেছেন এবং তার জন্য ৪ দিন সময় লাগেনি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আলোচনার সব রকমের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং আমার দিক থেকেও আমি সব রকমের প্রয়াস নিয়েছি, যাতে তারা আসেন। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের লিডারদের নিয়ে যে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার পরেই ফাইনালী বুঝতে পারব যে ঘটনাটা কোথায় দাঁড়িয়েচে। সুতরাং এই মুহুর্ত্তে এইটা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না।

শ্রীজওহর সাহা ঃ··· মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি বলেছেন যে আলোচনা চলছে কালকে চীফ হুইপের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ৪ দিনেও তা শেষ হচ্ছে না। তাহলে এর অর্থ কি এই যে আলোচনা মাসের পর মাস ধরে চলবে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে এই মুহুর্ত্তে এই ব্যাপারে আপনি কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এইটাতো মুখে বললেই হয় না, আলোচমার টেবিলে অনেক কিছু মীমাংসা হয় এবং আমরাও সেই আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় যেতে চাই। কাজেই এই মুহুর্ত্তে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা তো দেখেছি যে আজকে ৪ দিনেও তা শেষ হচ্ছে না। তাই আমি চাইছি যে আপনি এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এখানে তো বলা হয়েছে যে লিডারদের নিয়ে মিটিং করা হবে এবং তার পরেই বলা যাবে সিদ্ধান্ত কি হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি তো বলেছি যে লিডারদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি বলতে পারব যে কি হয়েছে বা হবে। এখানে মিটিং চলছে এবং চলবে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— অনারেবল মেম্বারের জানা উচিৎ যে সিদ্ধান্তটা কারও উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বিরুধী দলের কংগ্রেস (ই)র চীফ হুইপ ও বিভিন্ন চীফ হুইপদের সঙ্গে স্পীকার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন মিমাংসার জন্য, তারপরেও তিনি বিভিন্ন দলের লিডারদের নিয়ে বসে মিমাংসা করার চেষ্টা করছেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, ৪ দিনের আলোচনার পরেও মিমাংসা হল না কেন, এর পর জবাবতো স্পীকার দিতে পারবেন না। এর জবাব যারা নিগোশিয়েশন টেবিলে যে সমস্ত পার্টি বসবেন তারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করবেন। কাজেই মাননীয় সদস্য এর জন্য স্পীকার বলতে পারেন না, যে স্পীকার কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা বলার জন্য এপ্রোচ করতে পারেন না।

শ্রীজওহর সাহা !— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি কিছু জানতে চাই নি। আমি জানতে চাইছি যে, স্পীকারের অমর্যাদা হলে হাউসে অমর্যাদা হয়। কাজেই যেখানে স্পীকারের অমর্যাদা হয়। কাজেই যেখানে স্পীকারের অমর্যাদা রক্ষা হচ্ছে না সেখানো তো হাউস চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয সদস্য আমি তো বার বার বলেছি যে এখনও আলোচনা শেষ হয়নি, আলোচনা শেষ হলে তো তারাও হাউসে আসবেন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— তা কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এইটাতো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আমি বলছি যে, আপনার মর্যাদায় হাউসের মর্যাদা, যেখানে আপনার মর্যাদায় হাউসের মর্যাদা রক্ষা পাবে সেখানে আপনি এই ধরণের একটা চিন্তাধারা আছে যে এই হাউসে আপনাকে, আক্রমণ করে হাউসের অবমাননা করার চেষ্টা হচ্ছে, এইটাতো হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনাকে আমি আবার বলছি যে, আলোচনা ছাড়া আমরা কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারছি না। যদিও আলোচনা হয়েছে কিন্তু এখনও একটা সিদ্ধান্তে আমরা যাই নি। লিডারদের নিয়ে বসার পর আমি আশা করছি একটা সিদ্ধান্ত হবে এবং আমার মনে হয় তাতে ওরাও নিশ্চয়ই খুশী হবেন ও আসবেন এইটা আমি আশা করতে পারি। কারণ আমি চাই সমস্ত সদস্য এই হাউসে থাকুন এবং সেই সদস্যদের উপস্থিতি আমি একান্তভাবে কামনা করছি। সুতরাং আলোচনা এখানে আমি বিস্তৃত করতে

চাই না। আমি চাইছি যে লিডারদের সভায় আলোচনা হয়ে ঘটনাটার মিমাংসা হয়ে যাক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি একজন নিরপেক্ষ লোক, আপনি যদি নিরপেক্ষভাবে এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে থাকেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আলোচনাটা চালান তাহলে আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু আপনি নিজেই যদি কোন পক্ষ নিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন তাহলে তো আর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যাপারটাকে জটিল করা হয়েছে যাতে কংগ্রেস সদস্যদের সভায় যোগদানের ব্যবস্থা না হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য আমি বলেছি যে এটা নিয়ে এখন আমি আর আলোচনা করতে চাইনা কারণ এ ব্যাপার আলোচনা হয়েছে। আমি আশা করছি যে এ ব্যাপার আমরা এমটা মিমাংসায় আসতে পারব।

শ্রীশ্যামচরণ ত্রিপুরা ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার. মাননীয় সদস্য জওহর সাহা যে প্রশ্ন তুলেছেন তার উপর মাননীয় স্পীকার যে কথা বলেছেন তাতে আমি মনে করি এটা আলোচনান্তরে রয়েছে। অতএব এটার উপর আমাদের আর হস্তক্ষেপ না করাই ভাল।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক।

শ্রীজওহর সাহা— ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যবস্থা হয়েছে। অধ্যক্ষের রুলিং-এর প্রতিবাদে শ্রীসাহা এবং অপর নির্দ্দল সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার সভা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন একটি ঘোষণা দিচ্ছি, ১৯৮৪-৮৫ ইং সালের জন্য পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি, এস্টিমেইট কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি, কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব্ সিডুল ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব্ সিড্যুল কাস্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট করে গত ২১-৩-৮৪ ইং তারিখে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৯টি করে মনোনয়ন পত্র যথাসময় পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্রই বৈধ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটিগুলোর প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ৯ জন। মনোনয়ন পত্রও পাওয়া গেছে ৯টি করে এবং এর কয়টিই বৈধ্। কাজেই নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নেই তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্যদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

(১) পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি :

১। শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার - চেয়ারমেন

২। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা - মেম্বার।

৩। শ্রীকেশব মজুমদার - মেম্বার।

৪। শ্রীনকুল দাস - মেম্বার।

৫। শ্রীভানু লাল সাহা - মেম্বার।

৬। শ্রীরসি রাম দেববর্মা - মেম্বার।

৭। শ্রীফইজুর রহমান - মেম্বার।

৮। শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা - মেম্বার।

৯। শ্রীমতি গীতা চৌধুরী - মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপ-ধারা মতে আমি শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক একাউন্ট কমিটির চেয়ারমেন হিসেবে নিয়োগ করছি।

(২) এস্টিমেইটস্ কমিটি :

১। শ্রীসমর চৌধুরী - চেয়ারমেন।

২। শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী - মেম্বার।

৩। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী - মেম্বার।

৪। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা - মেম্বার।

৫। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস - মেম্বার।

৬। শ্রীগোপাল দাস - মেম্বার।

৭। শ্রীকাশিরাম রিয়াং - মেম্বার।

৮। শ্রীরসিক লাল রায় - মেম্বার।

৯। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া - মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপরিচালন বিধির ২০২ ধারা মতে আমি শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে এষ্টিমেইটস্ কমিটির চেয়ারমেন নিয়োগ করছি।

৩) পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি ঃ

১। শ্রীমানিক সরকার - চেয়ারমেন
২। শ্রীকালি কুমার দেববর্মা - মেম্বার
৩। শ্রীতরণী মোহন সিনহা - মেম্বার
৪। শ্রীহরিচরণ সরকার - মেম্বার
৫। শ্রীসমীর দেব সরকার - মেম্বার
৬। শ্রীসমীর কুমার নাথ - মেম্বার।
৭। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া - মেম্বার।
৮। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ - মেম্বার।
৯। শ্রীসৈয়দ বসিত আলী - মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপ-ধারা মতে আমি শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কেপাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির চেয়ারমেন পদে নিয়োগ করছি।

৪) কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব্ সিডুল্ড্ ট্রাইবস্ ঃ

১। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা - চেয়ারমেন।
২। শ্রীসমর চৌধুরী - মেম্বার।
৩। রসিরাম দেববর্ম্মা - মেম্বার।
৪। শ্রীকালি কুমার দেববর্মা - মেম্বার।
৫। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা - মেম্বার।
৬। শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই - মেম্বার।
৭। শ্রীঅঞ্জু মগ - মেম্বার।
৮। শ্রীনারায়ণ দাস - মেম্বার
৯। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা - মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডুলড্ ট্রাইবস্-এর চেয়ারমেন পদে নিয়োগ করছি।

(৫) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডুল্ড্ কাষ্টস্।

১। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস - চেয়ারমেন
২। শ্রীমাণিক সরকার - মেম্বার।

৩। শ্রীনকুল দাস - মেম্বার।

৪। শ্রীযাদব মজুমদার - মেম্বার।

৫। শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার - মেম্বার।

৬। শ্রীহরিচরণ সরকার - মেম্বার।

৭। শ্রীঅঞ্জু মগ - মেম্বার

৮। শ্রীনারায়ণ দাস - মেম্বার

৯। শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল - মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপ ধারা মতে আমি শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডুল্ড্ কাষ্টস্ এর চেয়ারমেন পদে নিয়োগ করছি।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০০ ধারার ১ উপ ধারা অনুসারে ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হইয়াছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং ঐসব কমিটিতে যে সকল সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করছি।

(৬) বিজনেস এডভাইজারি কমিটি : অধ্যক্ষ

১। শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা-একস্-অফিসিও-চেয়ারমেন।

২। শ্রী বিমল সিনহা-উপাধ্যক্ষ, একস্-অফিসিও - মেম্বার

৩। শ্রী সমর চৌধুরী - মেম্বার।

৪। শ্রী মাণিক সরকার - মেম্বার।

৫। শ্রী ভানু লাল সাহা - মেম্বার।

৬ শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার - মেম্বার।

৭। শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া - মেম্বার।

৮। শ্রীসৈয়দ বসিত আলি - মেম্বার।

৯। শ্রীমতি রত্নপ্রভা দাস - মেম্বার।

(৭) রুলস্ কমিটি :

১। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা-অধ্যক্ষ, একস্-অফিসিও,—চেয়ারমেন।
২। শ্রী বিমল সিনহা - উপাধ্যক্ষ,একস্ অফিসিও, মেম্বার
৩। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য - মেম্বার।
৪। শ্রী যাদব মজুমদার - মেম্বার।
৫। শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস - মেম্বার।
৬। শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার - মেম্বার
৭। শ্রী মতিলাল সাহা - মেম্বার।
৮। শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া - মেম্বার।
৯। শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার - মেম্বার।

(৮) কমিটি অন্ প্রিভিলেইজ :

১। শ্রী কেশব মজুমদার চেয়ারমেন।
২। শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস - মেম্বার।
৩। শ্রী মতিলাল সরকার - মেম্বার।
৪। শ্রী ভানু লাল সাহা - মেম্বার।
৫। শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা - মেম্বার।
৬। শ্রী সমীর দেব সরকার - মেম্বার।
৭। শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার - মেম্বার।
৮। শ্রী সৈয়দ বসিত আলি - মেম্বার।
৯। শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা - মেম্বার।

(৯) কমিটি অন্ পিটিশনস্ :

১। শ্রী সুনীল চৌধুরী - চেয়ারমেন।
২। শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার- মেম্বার
৩। শ্রী ভানু লাল সাহা - মেম্বার।
৪। শ্রী ফইজুর রহমান - মেম্বার।
৫। শ্রী কালী কুমার দেববর্ম্মা মেম্বার।
৬। শ্রী নারায়ণ দাস - মেম্বার।
৭। শ্রী রসিক লাল রায় - মেম্বার।

৮। শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল - মেম্বার।

৯। শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মেম্বার।

(১০) কমিটি অন্ ডেলিগেটেড লেজিসলেশান ঃ

১। শ্রী নকুল দাস - চেয়ারমেন।

২। শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস - মেম্বার।

৩। শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস - মেম্বার।

৪। শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী - মেম্বার।

৫। শ্রী লেন প্রসাদ মালসাই - মেম্বার।

৬। শ্রী তরণি মোহন সিনহা - মেম্বার।

৭। শ্রী সুখময় সেন গুপ্ত - মেম্বার।

৮। শ্রী বুদ্ধ দেববর্ম্মা - মেম্বার।

৯। শ্রী মহারাণী বিভুকুমারী দেবী "

(১১) কমিটি অন্ গভার্ণমেন্ট এস্যুরেন্স ঃ

১। শ্রী মতিলাল সরকার - চেয়ারমেন।

২। শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী - মেম্বার।

৩। শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস - মেম্বার।

৪। শ্রী সমীর দেব সরকার - মেম্বার।

৫। শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা - মেম্বার।

৬। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য : মেম্বার।

৭। শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ - মেম্বার।

৮। শ্রী রসিক লাল রায় - মেম্বার।

৯। শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া - মেম্বার।

(১২) কমিটি অন্ এবসেন্স অব্ মেম্বারস্ ঃ

১। শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস - চেয়ারমেন।

২। শ্রী পূর্ণ মোহন ত্রিপুরা - মেম্বার।

৩। শ্রী যাদব মজুমদার - মেম্বার।

৪। শ্রী হরি চরণ সরকার - মেম্বার।

৫। শ্রী কালী কুমার দেববর্ম্মা - মেম্বার

৬। শ্রী নারায়ণ দাস - মেম্বার।

৭। শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ - মেম্বার।

৮। শ্রী বিদ্যা চন্দ্র রাংখল - মেম্বার।

৯। শ্রী জওহর সাহা - মেম্বার।

(১৩) লাইব্রেরী কমিটি।

১। শ্রী তরণি মোহন সিনহা - চেয়ারমেন।

২। শ্রী লেন প্রসাদ মালসাই - মেম্বার।

৩। শ্রী সমীর কুমার নাথ - মেম্বার।

৪। শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার - মেম্বার।

৫। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য - মেম্বার।

৬। শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী - মেম্বার।

৭। শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ - মেম্বার।

৮। শ্রী মতিলাল সরকার - মেম্বার।

৯। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা - মেম্বার।

(১৪) হাউস কমিটি ঃ

১। শ্রী রসিরাম দেববর্মা - চেয়ারমেন।

২। শ্রী ফইজুর রহমান - মেম্বার।

৩। শ্রী সমীর কুমার নাথ - মেম্বার।

৪। শ্রী মতিলাল সরকার - মেম্বার।

৫। শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য - মেম্বার।

৬। শ্রীমতি গীতা চৌধুরী - মেম্বার।

৭। শ্রী রসিক লাল রায় - মেম্বার।

৮ শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা - মেম্বার।

৯। শ্রীমতি রূপপ্রভা দাস - মেম্বার।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল - " The Indian Forest (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984). "

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী আরবের রহমান ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, I beg to move " The Indian

Forest (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura bill No. 1 of 1984)" বিবেচনা করা হউক "

মিঃ স্পীকারঃ মাননীয় সদস্যগণ এখন আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে পারেন। আলোচনার সময় হলো মো ৯৫ মিনিট। এরমধ্যে কংগ্রেস আই দলের সদস্যরা পাবেন-২০ মি: টি, ইউ, জে, এস, পাবেন-১০ মিনিট, ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট ৫ মিনিট এবং ট্রেজারী বেঞ্চ পাবেন- ৪৫ মিনিট। তবে যেহেতু কংগ্রেস (আই) সব সদস্যরা এখানে উপস্থিত নেই, তাদের সময়টা আমি এডজাস্ট করে দেব। আপনাদের যারা আলোচনা করবেন তাদের নামের তালিকা দেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি '

এখন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামা চরন ত্রিপুরা আলোচনা করবেন কি ? শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় বন মন্ত্রী ত্রিপুরায় যে ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট চালু রয়েছে তার কিছুটা এমেণ্ডমেণ্ট করার জন্য বিল এনেছেন। এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ত্রিপুরার বনজ সম্পদ নিয়ে যারা ব্যবসা করেন তারা যাতে সরকারকে না ঠকাতে পারেন অর্থাৎ তারা যাতে সরকারকে রয়েলটি দেবার সময় না ঠকান তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই বিলের বিরোধীতা করার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া এই বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মাতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তো আর চালু করা যাচ্ছে না। কারন দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের অনেকগুলি বিল অনেক আগেই রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়েছিল, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরেও সেগুলিতে এখনো রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া যায়নি।

মিঃ স্পীকার স্যার, অতীতে ত্রিপুরার বন ছিল এক বিভিষিকাময়। বনে যে সকল পাহাড়ীরা বাস করত তারা নিজেদের প্রয়োজনে বাঁশ বা কাঠ বা লাকড়ী কাটলে পরে তাদের ধরে এনে হয় জেলে দেওয়া হতো না হয় জরিমান করা হতো। অতীতে দেখা গেছে যে, জুমিয়া যারা জুম চাষের উপর সম্পুর্ণরূপ নির্ভরশীল ছিল কিন্তু হঠাৎ করে ঘোষণা করা হলো যে ত্রিপুরার বনভূমির ১৬২০০ বর্গ কিলোমিটার জেনারেল এবং ৯৫০ বর্গ কিলোমিটার প্রোটেকটেড। এই ঘোষণা করা হলো লংতরাইতে কিন্তু আমবাসা এবং কমলপুরের কেউ তা জানতেও পারলো না ফলে তাদের পক্ষে আপত্তি জানানোও সম্ভব হয়নি। এরফলে পাহাড়ীদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সুতরাং সেই যুগকে আমরা বিভিষিকাময় যুগ বলতে পারে। অবশ্য এটা ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সকল বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। জুমিয়াদের বিরোদ্ধে যাতে আর কোন মোকদ্দমা না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই আইনটাকে রিলাক্স্ করলেই চলবে না, এই সব পাহাড়ে বনে যেমন ফরেস্ট কলোনী, মনু ঘাটের কাছে ঈশানচন্দ্র পাড়া এই সকল স্থানে যে সকল

উপজাতিরা বসবাস করছেন তাদের যাতে স্বাবলম্বী করা যায় তারজন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

তবে এটাও ঠিক যে, এখনো যে কি রেস্টার, কিছু কিছু রেঞ্জার তারা পাহাড়ীদের শোষণ করছেন তাদের উপর অত্যাচার করছেন। সুতরাং এই আইনের ফাঁক দিয়ে যাতে উপজাতি জুমিয়াদের কোন প্রকার শোষণ না করা হয় তার দিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়া ফরেস্টে যে প্লেনটেশান হচ্ছে তাও ঠিকভাবে হচ্ছে না। এদিকে বনের মূল্যবান বৃক্ষাদি যেমন শাল, সেগুন বাঁশ ইত্যাদি বৃক্ষগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলির রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা নিলেও তা হচ্ছেনা। তবে কেন যে হচ্ছেনা তাও আমি বুঝি। কারন এই রিজার্ভ ফরেস্ট-এর মধ্যেই রয়েছে, উগ্রপন্থীদের হামলা। ফলে নিরাপত্তার অভাবে সেখানে কেউ যেতে পারেন না।

সুতরাং এখানে যে সমস্ত এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে-একদিকে চিন্তা করলে এটা ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্যই আনা হয়েছে সেইজন্য আমি এটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস ঃ

শ্রী নকুল দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় বনমন্ত্রী ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট, ১৯২৭ যেটা ত্রিপুরায় চালু রয়েছে তার উপর একটি সংশোধনী বিল এনেছেন সেটাকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

Gum, sal seeds, sal leaves, kendu leaves, wild animals, skins, tusks, horns and bones and all other parts or produce of wild animals come within the purview of the definition of ' forest produce' of the second category. These itemes are found inside and outside a forest. Taking advantage of this position' unscrupulous traders bring them from forest by illicit means for trade. It is, therefore, considered necessary to include such produce within the first category of forest produce mentioned above."

সুতরাং এখানে যে ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট চালু রয়েছে তার মধ্যে যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে তার কিছুটা সংশোধন করা যাবে।

বিশেষ করে চোরাকারবারী, কনট্রাক্টার এবং যারা এই সমস্ত কাজ করে, বিশেষ করে হাউসের মধ্যেও আমরা দেখেছি এই যে গাছ টাছ পাচার হয় এইগুলি সম্পর্কে খুব বেশী কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যখন তাদের ধরা হয় তখন পাঁচ টাকা জরিমাণা করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঠিক তেমনি বড় বড় গাছ, যেমন শাল ইত্যাদিও যখন পাচার হয় তখনও পাঁচ টাকা জরিমাণা করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই আইনটার মূল উদ্‌দেশ্য ছিল চোরাকারবারীদের শায়েস্তা করা এবং এই আইনটা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করতে গিয়ে দেখা গেছে যে জিনিষটা বনের ভিতর থেকে আনলেও বনের বাইরে আসার পরে সেটা যে বনের ভিতর থেকে চুরি করেছে, সেটা প্রমান করা যেত না। এই বিলের দ্বারা সেই অসুবিধাটা দূর হবে। সেজন্য এই সংশোধনীকে আমরা সমর্থন করছি।

আমরা দেখেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের হাতীর দাঁত খুব মূল্যবান জিনিষ। এই হাতীর দাঁত ত্রিপুরার বাইরে নিয়ে গিয়ে চুরি করে বিক্রি করা হয়। আমরা শুনেছি রাইমা সরমা ভ্যালীতে হাতী মেরে হাতীর দাঁত ত্রিপুরার বাইরে বিক্রি করছে। কাজেই এই দিক থেকে এই আইনটা খুব কার্যকরী হবে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে করাত কল। এটাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাজেই এই আইনটাকে আমাদের সমর্থন করতে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এক তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলের মধ্যে আজকে যে সম্পদ আছে এই সম্পদকে আমরা সঠিক-ভাবে কাজে লাগাতে পারি না. বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট অ্যাক্ট যেটা চালু রয়েছে এখানে তাতে বন সংরক্ষণের নামে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা খুব গুরুত্ব পূর্ণ নিঃ সন্দেহে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি. আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ২২ লক্ষ মানুষ এবং পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে আগত অনেক ভূমিহীন রয়ে গেছে. ত্রিপুরার উপজাতি-দের মধ্যেও একটা বিরাট অংশ ভূমিহীন রয়ে গেছে। আজকেও তারা অনেক যুগ পেছনে পড়ে আছে। তাদের আজকেও জুম কালটিভেশান করতে হয়। সেই দিক দিয়ে এইসমস্ত মানুষের জন্য পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা খুব গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের সমস্ত বনকে নিয়ন্-ত্রন করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে কিছু কিছু জোত জমি বাদ দিয়ে রাজ্যের সমস্তটাই সংরক্ষিত বনের আওতায় পড়ে। সবটাই যদি বন হয় তা হলে কি করে আমরা লোকদের পুনর্ব্বাসন দিতে পারি ? এখানে একটা স্কুল করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পারমিশান আনতে হয় রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখবেন এবং কয়েকজন আমলা রাজ্য সরকারকে পার-মিশান দেবেন। তাতে আমরা দেখি সামগ্রিকভাবে আমলা তান্ত্রিকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে তারা গনতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলছেন। তা হলে এখানে গনতন্ত্র শক্তিশালী না আমলাতন্ত্র শক্তিশালী ? নামে গনতন্ত্র হলেও মুলতঃ আমলাতান্ত্রিক স্পিরিট। ভারতবর্ষের যে স্ট্রাকচার-দো ইট ইজ এ 1 ফেডারেল স্ট্রাকচার, বাট ইউনিটারী ইন স্পিরিট। এটা ছিল ১৯৩৫ সালের আইনে, তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি কংগ্রেস রাজত্বে ধীরে ধীরে আরও এককেন্দ্রীয়তার দিকে ঝুঁকছে এবং রাজ্যে সমস্ত ক্ষমতা কাটছাঁট করে কেন্দ্রের হাতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই সারা ভারতবর্ষে যেখানে প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা

আরও কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই সামগ্রিকভাবে যদি এই আইনের সংশোধন না হয়, তা হলে রাজ্যের পক্ষে অসুবিধা হবে। কাজেই এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট অ্যাকটের যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে ১৯৮৪ সনে, এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না এই কারনে যে, এইখানে চাওয়া হয়েছে অ্যামেণ্ডমেণ্ট, এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট যখন করা হবে, ত্রিপুরাতে কি হবে সেটা, হয়ত বামফ্রণ্ট সরকার জানেন। জানা সত্ত্বেও এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন। আমরা দেখেছি সারা ত্রিপুরাতে যে সব রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং প্রটেকটেড ফরেস্ট আছে, সেখান থেকে বাই ফোর্স জনবসতিকে উদ্‌চ্ছেদ করা হয়েছে। বিগত বছরে রাইমা সরমার কাছে কমলেখা এলাকায় একটি উপজাতি পরিবার বাস করছিল - বনের ভিতর নয়, বনের কাছাকাছি। কিন্তু তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ডি, এফ, ও, এর সঙ্গে আমি দেখা করি এবং আলোচনা করেছি। তথাপি তাকে মারধোর করা হয় এবং উচ ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এই রকম করা হচ্ছে?

তারা গরীব লোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, সেই রিজার্ভের মধ্যেই থাকুক, আর অন্য কোন জায়গায় থাকুক, আপনারা তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য নোটিশ দিচ্ছেন। এটা লোকাবার প্রশ্ন নয়। আমি নিজে এই সম্পর্কে উত্তর জেলার ডি, এম, সাহেবকে বলেছিলাম এবং তিনি আমায় বলেছেন যে, যাতে উচ্ছেদ না হয়, সেজন্য তিনি প্রস্তাব করবেন। এই সব গরীব উপজাতিরা, শুধু যে আজকেই উচ্ছেদ হচ্ছে তা নয়; এর আগে থেকেও তারা উচ্ছেদ হয়ে আসছে। কাজেই বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারও ঐ গরীব উপজাতিদের উচ্ছেদ করা থেকে বিরত হবেন না, এটা আমরা তাদের এই কয়েক বছরের রাজত্বকালে লক্ষ্য করে আসছি। স্যার, কমলপুর সাব ডিভিশনে একটা খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য আমি বহু দিন থেকেই দাবী জানিয়ে আসছি, এমন কি এই বিধানসভাতেও একটি প্রশ্নের মাধ্যমে এই দাবী রেখেছি -অমবাসায় যে হাই স্কুল আছে, তার নিজস্ব খেলার মাঠ নাই, কাজেই ঐ হাই স্কুলের ছেলেদের জন্য একটা খেলার মাঠ যেন তৈরী করে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার সেটা না করে ঐ জঙ্গলের মধ্যে আঠারোমড়াতে একটা খেলার মাঠ করে দিয়েছেন। জানি না সেখানে কারা খেলাধূলা করবে, সেটা সি, ডি, ব্লক থেকে করা হয়েছে? আমি জিজ্ঞসা করছিলাম যে এটা উগ্রপন্থীদের খেলার জন্য করা হয়েছে কিনা? হয়তো তাই হবে। যেখানে মাঠ করলে পরে স্কুলের ছেলেরা খেলা ধুলা করতে পারে,

সেখানে করা হবে না, ঐ জঙ্গলের মধ্যে করা হবে। এই তো হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়াদের জন্য ডেভেলাপমেণ্ট। অথচ এখানে বড় গলায় বলা হচ্ছে যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়াদের জন্য অনেক কাজ করে চলছে। স্যার, বিগত আর্থিক বছরে আমরা দেখেছি যে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের নাম করে, তাদের দিয়ে শাল, সেগুন গাছ ত্রিপুরা রাজ্যের যত্রতত্র লাগানো হয়েছে। কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই, এই যে শাল, সেগুন গাছ লাগানো হল, সেগুলি মেচুর্ড হতে কত দিন লাগবে? আমি জানি যে, একটা শাল অথবা সেগুন গাছ মেচুর্ড হতে ২০ থেকে ৩০ বছর সময় লাগে। আর তা যদি হয়, তাহলে এই সময়ের মধ্যে ঐ উপজাতি গরীব ভূমি-হীন আর গৃহহীনরা কি খেয়ে বাঁচবে? অথচ তাদেরকে বলা হচ্ছে শালের চারা রোপন করতে হবে। স্যার, এখানেই শেষ নয়, সেই যে শাল আর সেগুনের চারা সেগুলি তাদেরকে রোপন করার জন্য দেওয়া হল, সেগুলি যখন রোপন করার জন্য তাদের কাছে গেল, তখন দেখা গেল যে সেগুলি মরে গিয়েছে। স্যার, ঐ মরা চারাগুলি রোপন করলে কি সেগুলি অঙ্কুরিত হবে? তাই বামফ্রণ্ট সরকারকে আমার প্রশ্ন এ গুলি কি ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জুমিয়াদের পুনর্বাসন অথবা তাদের বাঁচিয়ে রাখার সুব্যবস্থা? আপনাদের এই ধরণের ডেভেলাপমেণ্ট স্কীমগুলি কতটা সাক্সেস হয়েছে? এগুলি কোন দিনই সাক্সেস হতে পারে না, কারণ এর মধ্যে বাস্তবতা বলে কিছু নেই। কাজেই আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব উপজাতিদের প্রতি আপনাদের যে দৃষ্টি ভঙ্গী, তাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। স্যার, আমরা আরও দেখছি যে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে জুমিয়াদের অর্চাড করার জন্য নানা রকম ফলের চারা দেওয়া হচ্ছে, উদ্দেশ্য তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন যে সেগুলি কি অবস্থায় তাদের দেওয়া হচ্ছে? এগুলিও মরা চারা। কিন্তু এই মরা ফলের চারাগুলি রোপন করলে কি তাতে গাছ হবে, তাতে ফল ধরবে? স্যার, এতে কোনটাই হবে না। তবে একটা জিনিষ হবে, এই যে জুমিয়াদের অর্চাড করার জন্য যে মরা ফলের চারা দেওয়া হল, তার জন্য যে খরচ হল, সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হবে। অর্থাৎ এই বাবতে ১ টাকা খরচ হলে ১০০ টাকা খরচ হয়েছে বলে প্রচার করা হবে। স্যার, এই যদি নমুনা হয়, তাহলে এই সব গরীব জুমিয়ারা কিভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে। জুমিয়াদের অর্চাড করার জন্য যে ফলের চারা দিয়েছেন, সেই ফলের চারা ত্রিপুরার কোনও স্থানে একটি সুন্দর অর্চাড গড়ে উঠেছে. তা কি আপনারা দেখাতে পারবেন? একটিও দেখাতে পারবেন না। দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে দেখে আসুন যে সেই সব অর্চাডের

অর্ধেকের বেশী গাছ মরে গেছে। কাজেই উপজাতি জুমিয়াদের জন্য আপনাদের যত ডেভেলাপমেন্ট স্কীম সব ব্যর্থ হয়েছে, একটিও সার্থক হয়েছে, তার কোন প্রমাণ আপনারা দিতে পারবেন না। আর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালানোর জন্য এই সব করে চলেছেন। এরপরে যখন এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, সেই এমেণ্ডমেন্টের সাহায্যে ত্রিপুরার জুমিয়াদের এমন কি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কোন উপকার হবে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। কাজেই এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে ইন্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৪ এসেছে, তাকে আমি আমার সমর্থণ জানাই। এবং এই বিলের উপর আলোচনা করার আগে আমি বলতে চাই যে, মাননীয বিরোধী দলের সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয় এই বিলেব উপর আলোচনা করতে গিয়ে যে সব বক্তব্য রেখেছেন, তা খুবই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এই বিলের মধ্যে যেটা চাওয়া হয়েছে, আর মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্যে যা বলেছেন. তাব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। স্যার, এখানে এই বিলের মধ্যে পরিস্কার করে বলা হয়েছে, এই যে ফরেষ্ট এ্যাক্ট ১৯২৭ সালের, কাজেই আজকে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে, তার কিছু কিছু জায়গায় এ্যামেণ্ডমেণ্ট করতে চান এবং এ্যামেণ্ডমেন্ট করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ১৯২৭ সাল, আর আজকে ১৯৮৪ সাল চলছে, কাজেই তখনকার প্রয়োজন আর এখনকার প্রয়োজনের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাকে কার্য্যকরী রূপ দিতে হলে সেই পুরানো এ্যাক্টটের এ্যামেণ্ডমেণ্ট একান্ত প্রয়োজন। আর এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে দুইটি ক্যাটিগরিজ অব ফরেষ্ট প্রডিউসের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথমটা হল—

(1) those items which are considered as forest produce inrespective of whether they are found in, or brought from, a forest or not."

শ্রী গোপাল দাস — তার পর দুই নম্বরে বলা হয়েছে - those other items which are considered as forest produce only when they are found in, or brought from a forest. কাজেই এখানে যে কথা বলা হয়েছে যে এই ফরেষ্ট প্রডিউসগুলি ১ম এবং ২য় ক্যাটিগরীতে ভাগ করা হয়েছে। দুই নম্বর ক্যাটিগরীতে যে সব ফরেষ্ট প্রডিউস যথা— gum, sal seeds, sal leaves, kendu leaves, wild animals, skins, tusks, horns and bones and all other parts or produce of wild animals যে গুলি প্রথম ক্যাটিগরীতে আছে সেগুলিকে দ্বিতীয় ক্যাটিগরীতে আনার জন্যই এই এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে। কারন কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী

এই সুযোগে এই রাজ্য থেকে মূল্যবান বনজ সম্পদ বাংলা দেশে পাচার করে দিচ্ছে। কাজেই এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের কেন বিরোধীতা করা হচ্ছে আমি তা বুঝতে পারছি না। যদিও মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু এই বিলটাকে সমর্থনও করেন নাই আবার বিরোধীতাও করেন নাই। আমরা আরও দেখছি বর্ত্তমান আইনে কাঠ শিল্পের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রন নাই। কারন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরার বন একটা লুঠের রাজত্ব ছিল এখান থেকে প্রচুর বনজ সম্পদ বাংলা দেশে বেআইনী ভাবে চলে যেত এটা মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন বাবু স্বীকার করেছেন এবং তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের সাধারণ লোকদের উপর অত্যাচার হত। কাজেই সাধারণ মানুষের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিতে হলে এই আইনের এমেণ্ডমেণ্ট দরকার। এবং এই সঙ্গে আর একটা কথা আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই বন যারা ধ্বংস করে তারা সমাজের শত্রু কারণ বন আমাদের হল প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ এবং এই বন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর এই এমেণ্ডমেণ্টের ফলে জুমিয়াদের জীবন জীবিকার ক্ষতি হবে বলে যে সব কথা বলা হচ্ছে সেগুলি বামফ্রণ্ট সরকারের বিরোদ্ধে উস্কানী দেওয়ার জন্যই এই সব কথা বলা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বামফ্রণ্ট সরকার জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সব সময় চেষ্টা করে আসছে—কংগ্রেসের আমল থেকে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার নামে যে ভাবে দুর্নীতি চলে আসছিল সেটা এখন আরও হচ্ছে। কাজেই এই ফরেষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল দ্বারা জুমিয়াদের কোন ক্ষতি হবে না সেজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা এমেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৮৪ এই সভায় পেশ করা হয়েছে। স্যার এই বিলটা পড়ে আমি দেখেছি এবং এই বিলটা যদি পাশ হয়ে ত্রিপুরাতে আইন হিসাবে প্রযোজ্য করা হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কতটুকু মঙ্গল হবে সেটা চিন্তা করার বিষয়। এখানে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহাশয় মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরার বক্তব্যকে রিফিউট করার চেষ্টা করছেন। শ্যামাচরণ বাবু বলছিলেন যে এই ফরেষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট বিল। যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আনা হয় তাহলে সেটা সমর্থন যোগ্য —কথাটা ঠিক। স্যার আজকে আমরা কি দেখছি ? আজকে আমরা কি দেখছি যে, রাজ্য সরকারের এক হাতে ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দুই

হাতে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। কারণ আজকে ত্রিপুরার স মিল করতে গেলে সেই স মিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পার্মিশান আনতে হয়। কিন্তু এই এমেণ্ডমেন্টের ফলে সেই পার্মিশান রাজ্য সরকারই স মিল মালিকদের দিতে পারবেন। ফলে এই স মিলের পার্মিশান দেওয়ার রাজ্য সরকার দলবাজী করতে পারবেন—দেখে দেখে কেডারদেধ পার্মিশান দেওয়া হবে। তাছাড়া গত কাল মাননীয় বন মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছিলেন যে, আমাদের রাজ্য থেকে বছরে-এ প্রায় তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ টাকার বনজ সম্পদ বাংলা দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই বিলটা যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে সাইজ করা কাঠ বাংলা দেশে পাচার হবে এখন পাচার হচ্ছে বেসাইজ কাঠ তখন পাচার হবে সাইজ করা কাঠ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ভাবতে অবাক লাগছে আজকে যাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী কিছু দিন পূর্বে ক্ষমতায় আসার আগে তাঁরা বলতেন যে উপজাতিরা বনের অংশ, তারা বনের সংগে অংগাংগী ভাবে জড়িত। কাজেই তাদের রিজার্ভ ফরেস্ট এরিয়া থেকে সরান যাবে না এবং কংগ্রেস আমলে এই জন্য তাদের উপর অত্যাচারের ফলে মোহিনী ত্রিপুরাদের প্রাণ দিতে হয়েছিল। আর আজকে তাঁরা ক্ষমতায় এসে তাদের সেই সব শহীদদের কথা ভুলে যাচ্ছেন। আজকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলছেন যে যদি বনজ সম্পদ বাড়ান না যায় তাহলে ডম্বুর প্রজেক্ট রক্ষা করা যাবে না। সেদিন আমি যখন মুখ্য মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম যে ডম্বুর প্রজেক্টের ফলে যে ৪৭/৪৮টি পরিবারই উচ্ছেদ তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি না? তখন আমাকে জানান হল যে এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিতে পারবেন। এই হল আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর জুমিয়াদের প্রতি দরদের নমুনা। কিছু দিন আগে আমি এক জায়গায় দেখলাম গাছের চারা লাগান হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কি গাছের চারা লাগান হচ্ছে—আমাকে জানান হল যে কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা লাগান হচ্ছে। কৃষ্ণচুড়া গাছ লাগিয়ে কি হানিমনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদের উপর কোন অত্যাচার করেন না, কিন্তু আমি নাম দিয়ে বলছি যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের এরেষ্ট করেছি। স্যার, আমি নামগুলি জানাচ্ছি—ডাকমুড়া গ্রামের বিদ্যামোহন চাকমা, সুরমোহন চাকমা, ভক্তিকর চাকমা, শ্যামাচরণ চাকমা, রজনী কুমার চাকমা, সতীশ দেওয়ান, বুচ্চা চাকমা।

এইভাবে যারা পাহাড়ে জুম চাষ করে জীবন ধারণ করতো তাদেরকে এই ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলা হচ্ছে যে তোমরা গাছ কেঁটেছো তোমরা আর এখানে থাকতে পাববে না। এভাবে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এইভাবে উপজাতীদেরকে ইনডাইরেকটলি উচ্ছেদ

করা হচ্ছে। তাই এই বিলের মধ্যে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই যে, তোমাদের জন্য সুষ্ঠ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তোমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে না। কিছু নেই। যদি থাকতো তাহলে এই বিলকে সমর্থন করতে পারতাম। আমরা কি দেখি? গোমতি বাড়ীর তিন জন ত্রিপুরী তারা নিজেদের ঘরের কাজের জন্য ছন এনেছিল। তাদের কাছ থেকে দেড় টাকা করে মাসুল ফরেস্ট থেকে নিয়েছে। আমি যখন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি তখন ছেড়ে দেওয়া হয় তিন দিন পর। আজকে যদি এই বিলটাতে এই সমস্ত গরীব উপজাতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকতো যে, তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থা করলাম তাহলে আমরা এই বিলটাকে সমর্থন করতে পারতাম। আমরা আগে কি দেখেছি? ফরেস্টর এই গাছটা, পাতা, তার ফল এবং তার শিকারের উপর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না। কিন্তু এই বিলে কি দেখি? সবই ফরেষ্টের তা হলে উপজাতীরা বাঁচবে কি করে? এই বিল দেখে মনে হয় এই সরকার উপজাতীদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এই অ্যামেণ্ডমেনটের মাধ্যমে। আমরা দেখছি, বড় বড় কনট্রাকটার তারা বনের গাছ কেঁটে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা এই বিলে নেই। সেই বিলোনীয়া থেকে আরম্ভ করে সাব্রুম পর্যন্ত আমরা দেখছি সমস্ত জংগল পরিস্কার হয়ে গেছে। ফরেষ্টে আইনের কোন নিয়ম নীতি না থাকার জন্য। এই বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর থেকে এই গোবিন্দ বাড়ী, থালছড়া, শনিছড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রায় ৩০০ জুমিয়া পরিবার থেকে লামডিং, আসামে চলে গেছে। আজকে জুমিয়াদের বাঁচার পথ এই সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে সমস্ত উপজাতীদের উপর এই সরকার আক্রমণ করছে। বিরোধীতার জন্যই এই বিলের বিরোধীতা করছি না। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত ভাল কথা বলেন সেগুলি সরকার পক্ষ গ্রহণ করবেন না। এটা কি রকম কথা? কি করে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থ রক্ষা হয় সেটা চিন্তা করা দরকার। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমরা আশা করি ট্রেজারী বেঞ্চ বিলটা বাদ দিয়ে নূতন করে চিন্তা ভাবনা করে-নূতন বিল আনাবেন। এ আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেনট) বিল ১৯৮৪ইং, ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮৪) আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আগে ত্রিপুরাতে সমস্তটাই জঙ্গল ছিল। আজকে সমস্ত ত্রিপুরায় বন নেই। এখন ত্রিপুরার ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৬শো হেঃ এর মত বন আছে। এই ব্যাপকভাবে যাতে ধ্বংস না হতে পারে তার জন্য এই অ্যামেণ্ডমেনট। সেটা অনুধাবন করতে হবে। শাল, সেগুন প্রভৃতি সমস্ত কাঠের উপর মাসুল বসানো হবে।

শুধু উপজাতিরা যে বনকে ব্যবহার করছে তা নয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বই রাজ্যে বিক্রী করে দিচ্ছে। তার জন্যই মাশুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা গরীব উপজাতীদের বিরুধে কিছু নয়। যারা নাকি এখান থেকে কাঠ নিয়ে বাহিরে বিক্রী করে মুনাফা করেছে তাদের জন্য এই মাশুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারও ক্ষতি করার জন্য নয়। বনে যে সমস্ত মুল্যবান কাঠ আছে সেগুলির জন্য মাসুলের ব্যবস্থা করা উচিত। এই দৃষ্টি ভংগী নিয়েই এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা আনা হয়েছে। মুল কথা হচ্ছে কাঠের ব্যবসাকে নিয়নত্রিত করার জন্য এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একটা গাছ সো মিলে চলে গেলে তার কাঠের কোন হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়।

এবং এটা তো ঠিক যে ত্রিপুরা রাজ্যে বে-আইনী ভাবে অনেক কিছু হয়েছে। কাজেই সেটাকে সংশোধিত করে নুতন রূপে করার জন্যই এখানে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে। এখানে স মিলের কথা বলা হয়েছে। এখনও তো ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে কোন 'স' মিল নেই। আমার সাব্রুম অঞ্চলে কোন 'স' মিল নেই। কিন্তু সেখানে কি প্রয়োজন নেই ? প্রয়োজন আছে। কাঠকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চেরাই করে কাঠকে ভাল ভালে কাজ করার জন্য নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারকে সুযোগ দিতে হবে। অ্যামেণ্ডমেণ্টকে ভয় পেলে চলবে না। ভয়ের কোন কারন নেই। কাজেই সেই অ্যামেণ্ডমেণ্টে ভীত হবে না। বাংলা দেশে কাঠ চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। সেটা আমরাও স্বীকার করছি। এটা শুধু বাংলা দেশ কেন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার দুর্গম এলাকায় উগ্রপন্থীর ভয়ে বন কর্মীরা যেতে পারে না। প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে রাস্তা নেই। সেই সাব্রুমই বলুন কিংবা ধর্মনগরের যে কোন জায়গার কথাই বলুন না কেন। এই সব এলাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বাংলা দেশের সীমানা। কে পাহাড়া দেবে ? বি. এস. এফ. ক্যাম্প আছে অনেক দুরে দুরে। তাদের পক্ষেও সব এলাকা পাহাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। কাঠ মিলে যেতে পারে না। এখানে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করে যদি আমরা এই জিনিসগুলি সংশোধিত করতে পারি, তাহলে হয়ত বাংলা দেশে যাবে না। কাজেই, এই জিনিস বিচার বিবেচনা করে আমার মনে হয় এখানে যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে সেটা এসেছে ত্রিপুরার গরীব মানুষের উপকারের জন্য এই কথা চিন্তা করে সংর্থন জানালে ভাল হয়। অ্যামেণ্ডমেণ্টকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। জুমিয়ার পুনর্বাসনের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে। এটা আমরা নীতিগত ভাবে বার বার বিধান সভায় বলেছি। বলেছি, রাজ্যের ক্ষমতা কেন্দ্রেয় হাতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনে রাজ্যের হাতে ক্ষমতা কিছুটা আনতে চাইছি। আপনারা যদি সমর্থন করতেন, তাহলে আগামী দিনে স্কুল কলেজ খোলার জন্য, রাস্তা-ঘাটের জন্য জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য আরো বেশী কেন্দ্রের কাছে চাঁপ দিতে পারতাম, লড়াই করতে

পারতাম। কিন্তু সেখানে আপনাদের কোন সাহায্য পাচ্ছি না। রেভিনিউ আদায় করার জন্য অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে এটাতে আপনাদের বাধা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ওদের অনুরোধ জানাতে চাই, এখানে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, সেই আমেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করুন। আমিও সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি, বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট বিলে কয়েকটি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি। এটা আরো অনেক আগেই আনা উচিত ছিল। নীতিগতভাবে ষ্টেটের একটা অ্যাক্ট থাকা দরকার। এখানে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট আনার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য আছে, এবং সেটি হচ্ছে, যে সম্পদ কায়েমী স্বার্থের লোক, অসাধু ব্যবসায়ী, মহাজন এই বনের কাঠ কেটে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যবসা করছে, বাংলা দেশে পাঠাচ্ছে ট্যাক্স ফাঁক দিচ্ছে সেগুলি ধরবার জন্যই এই বিল। এটা কায়েমী স্বার্থ ছাড়া, এবং কায়েমীর স্বার্থের যারা প্রতিনিধি এই হাউসে আছেন তাড়া আর কারুরই এই বিলে ভয় পাবার কোন কারন নেই। যে সব বক্তব্য টি ইউ জে এস রেখেছেন সেগুলি এই বিলের প্রাসঙ্গিক নয়। বলে কত লোক আছে, তাদের অসুবিধা আছে সেগুলি আলোচনা করার সুযোগ সুবিধা ওরা পেয়েছেন আরো আলোচনা করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। অবশ্য সন্দেহ নেই, বন আমাদের একটি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আমরা সবাই এক সময় বনে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক হয়ত বন থেকে আজকে বেড়িয়ে এসেছে। আর কিছু লোক যারা পেঁছনে পড়ে আছে সভ্যতার, অগ্রগতির পথ যাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি যারা প্রতিযোগিতা মূলক কাজে পেঁছনে পড়ে আছেন, সামনে আসতে পারেন নি সেই জন্যই আজকে তারা বনে বাস করছেন। এটা মনে করার কোন কারণই নেই, তারা বনে স্থায়ী ভাবে বাস করবেন। কায়েমী স্বার্থের লোক বনে গিয়ে হয়ত এই সব কথা প্রচার করছেন। হয়ত আজকে রাস্তা ঘাট নেই, ন্যূনতম বাঁচার ব্যবস্থা নেই বংশানুক্রমে বনে বাস করছেন, তারা সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে দুভার্গ্যজনক অবস্থায় আছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই বন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, এটা ঠিক, বনে গাছ থাকবে। যে মানুষগুলি সেখানে থেকে গেল তাদের উচ্ছেদ করার কোন সুযোগ নেই ভারত সরকার দেবর কমিশন গঠন করেছিলেন। এর জন্য অবশ্য দুইটি মত আছে। একটি হচ্ছে, বনের বসবাসকারী লোকেরা বন জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে, কাজেই যে করে হোক তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। গাছের স্বার্থই এখানে বড় করে দেখা হচ্ছে। আমরা সে দলে কোন দিনই ছিলাম না আজও নেই। মানুষকে উচ্ছেদ করে বন রক্ষা করা যাবে না। মানুষ যতক্ষণ থাকবে, তার জীবনের প্রয়োজনে বাঁচার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। বন কাটা অপরাধ নয়।

জীবিকার প্রয়োজনে সে সব কাজ করতে পারে এবং ফ্রন্ট তা সমর্থনও করে। চোর বদমাস মানুষকে ঠকিয়ে জীবিকা ধারণ করছে, আমরা সেই সব লোকদের এই চোর বদমাসদের থেকে অনেক বেশী মর্যাদা দিই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা যেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে যেতে না পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এখানে যখন বনের গাছ কেটে আগরতলার আসে স মিলে বা লাকড়ীর গুদামে তখন সেই কাঠটা সত্যি সত্যি আইনীভাবে বা বে-আইনীভাবে আনা হয়েছে কিনা তা ধরবার কোন ক্ষমতা সরকারের হাতে নেই। কাজেই সেই ক্ষমতা সরকারকে দিতে হবে। এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে সম্পদ বে-আইনীভাবে বন থেকে আসছে তা যাতে বন দপ্তর ধরতে পারে তার জন্যই এই অ্যামেণ্ডমেন্টে ব্যবস্থা রেখেছেন। হয়ত এর পরেও ধরা যাবে না। ছিদ্র থেকে যাবে। সেই ছিদ্র দি'য় বেরিয়ে যাবে। আপনারা দেখেছেন, ইনডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও হিমাচলে একজন বন মন্ত্রীর চাকুরী চলে গেল। কোটি কোটি টাকার সম্পদ ঠিকাদারদের মাধ্যমে বাইরে চলে গিয়েছিল, অল্প কয়েক জন লোক মনাফা লুঠ করেছিল। আমি প্রসঙ্গত আরেকটা কথা এখানে বলতে চাইছি —হিমাচলে খুব ভাল আপেল হয়। এই আপেল থেকে সেখানে কোটি কোটি টাকা আয় হয়। এবছর সেখানে আপেল গাছে পোকা লেগে গেল এবং সেই পোকা ধ্বংস করার ঔষধের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। গতকাল খবরের কাগজে আমি দেখলাম যে এই ৫ কোটি টাকা গায়েব হওয়ার অভিযোগে এখন সেখানে মুখ্য মন্ত্রীর চাকুরী থাকে কিনা সন্দেহ। এই সব হয়. আইন থাকা সত্ত্বেও এই টাকা গায়েব করার লোক বিভিন্ন দলের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যে রয়েছে। আমরা শক্ত একটা আইন করছি বটে, দুর্নীতি একেবারে বন্ধ করতে পারব এ আশা আমরা করতে পারছি না। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভিতরে যারা থেকে গেল, তাদের পক্ষে এ রকম আইন আমরা করছি না, যাদের উপর আঘাত হানতে পারে। তারা যে সমস্ত জিনিষ বিক্রি করেন. তাতে আমরা নিষেধ দেই নি। তারা যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করেন তার উপরও আমরা নিষেধ দেই নি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীত্রিপুরাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তিনি অন্ততঃ চোখ খুলে দেখবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের একটা পরিকল্পনা ছিল যারা আঠারমুড়া বা অন্যান্য জায়গায় বনজ সম্পদ নিয়ে সারা দিন বসে থাকেন একজন ক্রেতার জন্য, ক্রেতা সমস্ত ঠিকদার ব্যবসায়ী যারা সামান্য দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আগরতলায় এনে উচ্চ দামে বিক্রি করেন এবং ফরেস্ট দপ্তরকে কোন ট্যাক্স দেন না। এটা বন্ধ করতে হবে এবং এটা বন্ধ করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করছি। সমবায় সমিতি করে এই জায়গায় ন্যায্য দর বেঁধে দিয়ে. ফরেস্ট এবং সমবায় সমিতি যদি সেগুলি বিক্রি করতে

পারে তাহলে সেখানকার জুমিয়া বা বনবাসী তারা বাঁচার মত আয় পেতে পারে। এটা আমাদের চালাতে হবে তত দিন পর্য্যন্ত, যত দিন না জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হচ্ছে। এটার জন্য একটা বিবাট পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের যদি চোখ খোলা থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা দেখতেন। স্যার, ৩০ বৎসর আগে জুমিয়া পুনর্বাসন ৩০০ টাকা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, আর আজকে ২২ হাজার টাকা দিয়ে জুমিয়া পুনর্বাসনের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। সমস্ত পরীক্ষা নীরিক্ষা করে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা তাদের আমরা করে দিতে পারব। তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই ব্যবস্থা হচ্ছে, ততক্ষণ জঙ্গলের ফরেস্ট প্রডাক্টস বিক্রি করে জীবন ধারণ করতে হবে। আমরা এটাও দেখছি, নূতন করে যে সমস্ত জায়গায় বনায়ন করা হচ্ছে, সেই পারটিকুলার রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে আলাদা করে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। গাছ লাগানো, ফলের বাগান করা, এই পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্যে আছে। কাজেই এটার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে। এবং আইনটি যাতে তাদের উপর আপ্রেসিভ মেজার হিসাবে আমাদের দপ্তর ব্যবহার করতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হবে। আমরা একটা সিদ্ধান্তও নিয়েছি যে বনের মধ্যে কনট্রাক্টরকে ঢুকতে দেব না। যদিও এটা আমরা কার্য্যকর এখনও করতে পারি নি, কিন্তু এটা ঠিক সিদ্ধান্ত। বনের মধ্যে ঠিকাদারদের ঢুকতে না দিয়ে সেখানে বনজ সম্পদের একটা ডিপো করতে হবে। সেখানকার যারা বনবাসী, শ্রমিক, তারা কো অপারেটিভের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গাতে এই সব উপস্থিত করবেন। তাতে কনট্রাকটর বা ব্যবসায়ীদের কাছে কাঠ বিক্রি করা কালে মাঝখানে সব দুর্নীতি করার যে সুযোগ সেটা অনেকাংশ সংকুচিত হয়ে যাবে। আমি আশা করছি, এই নীতি গৃহীত হলে আগে বনজ সম্পদ থেকে যে আয় হত, এখন তার আয় দ্বিগুন বাড়বে। আমরা অনেক রাস্তা ঘাট করেছি। আপনারা দেখেছেন বনের মধ্যে যে রাস্তা ছয় বৎসরে হয়েছে, তা বিগত ৩০ বৎসর থেকে প্রায় ১০ গুন বেশী রাস্তা হয়েছে। সম্ভবতঃ এমন জায়গা খুব কমই আছে যেটাকে আমরা দুর্গম বলতে পারি। একমাত্র বাংলাদেশ বর্ডার ছাড়া অধিকাংশ জায়গারই দূর্গমতা ভাংতে চাইছি। কারম বন একটা সম্পদ। বনায়ন যেমন আমরা করছি, তেমনি বনের একটা অংশ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করেছি। ত্রিপুরা রাজ্য আয়ের কোন সংগতি নেই। আমরা মানুষের উপর খাজনা বসতে পারছি না। এই সম্পদ যদি আমরা তৈরী করতে পারি মূল্যবান গাছ যদি আমরা লাগাতে পারি, তাহলে ত্রিপুরায় আয় বাড়বে কোন কোন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন, গাছ এখানে হচ্ছে না উনারা জেনে রাখুন, ভারতবর্ষের মধ্যে বনায়নে ত্রিপুরা একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। ছোট রাজ্য হলেও আমরা এই কৃতিত্বের দাবী করতে

পারি। আমরা কর্মসূচী নিয়েছি। হয়তো আপনারা জেনে খুশী হবেন পরিকল্পনা কমিশন এই বন দপ্তরকে টাকা দিতে মোটেই হেসিটেট করে না। তারা চান এখানে আরও বেশী বনায়ন হোক। তারা জানেন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে গাছ ও বন কমে যাচ্ছে। বিহারে প্রায় ১৫ পার্সেন্ট হচ্ছে বন, যদিও আমরা প্রটেকটেড ফরেষ্ট তুলে দিয়েছি কিন্তু যে সব গাছ আছে, সেই গাছ যদি হিসাবের মধ্যে নেই, তাহলে এখনও শতকরা ৫০ ভাগ আমাদের বন আছে। এটা আমরা ইচ্ছা করে ধ্বংস করে দেব এটা হতে পারে না। এই সম্পদকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের ট্রাইবেলের শুধু গাছ কেটে জীবন ধারন করবেন, তা নয়, অন্যান্য অংশের মানুষ যে ভাবে জীবন ধারণ করেন, সে ভাবে তারাও জীবন ধারণ করবেন। আমরা যদি এখানে কাগজ কল করতে পারি, তাহলে বাঁশের চাষ করেও তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবেন। কাজেই সামগ্রিক ভাবে আমরা পরিকল্পনা করছি। এই সম্পদকে বাড়ানোর জন্য। কিন্তু দুঃখজনক যে কিছু লোক আছেন যারা বনকে ধ্বংস করার দৃষ্টিভংগী নিয়ে চলছেন। অনেক জায়গাতে রাবার বাগান পোড়ানো হচ্ছে, অনেক জায়গাতে নুতন নুতন বনায়ন করা হচ্ছে, সেগুলি তারা নষ্ট করে দিচ্ছে। যারা এই সমস্ত কাজ করছেন, তারা দেশের ভয়ানক ক্ষতি করছেন। শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, বন যদি কমে যায় তাহলে প্রাকৃতিক ইমব্যালেন্স হবে। এ কথা মনে রেখে বন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি ভংগী গ্রহণ করতে হবে। স্যার, এই বিলটাকে সমর্থন করার জন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি। সংগে সংগে এই কথা বলব, যারা আইনটা প্রয়োগ করবেন তারা যেন লক্ষ্য রাখেন যে জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে শাস্তি দেওয়ার জন্য এই আইন করা হচ্ছে না। দুর্নীতির পথ বন্ধ করার জন্য, বন সংরক্ষনের জন্য এই আইনটি তৈরী করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য বনবাসীদের উপর আক্রমন নয়, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা। অসৎ উপায়ে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে যারা চেয়ার টেবিল তৈরী করে মুনাফা লুঠ করছে, তাদের এই মুনাফা লুঠের ব্যবস্থা বন্ধ করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বিলটাকে আমি হাউসে উপস্থিত করেছি। আমি আশা করব, হাউসের মাননীয় সদস্যরা এই বিলটাকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বন মন্ত্রী শ্রীআরবের রহমান।

শ্রীআরবের রহমান :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আজকে যে বিলটি এনেছি সেটা হচ্ছে দি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৪ (ত্রিপুরা বিল নং-১ অব্ ১৯৮৪)। বিলটাকে সমর্থন করছি এই কারনে যে এই বিলের দ্বারা বড় লোকরা রেহাই পাবেন না এবং গরীবরাও জরিমানা থেকে বেচে যাবেন কারন এই বিলের মধ্যে তার জন্য কিছু আইন রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ সালে তদানীন্তন বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা

কালে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। তখনকার দিনে বনাঞ্চলের ভিতরে তেমন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না এবং আধুনিক যন্ত্র যথা 'স মিল ইত্যাদি যন্ত্রের দ্বারা কাঠ কর্ত্তন বা চিরানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় দা, কুড়াল, মানুষ চালিত করাত ইত্যাদি দ্বারাই কাঠ কর্ত্তন করা হতো এবং সেইজন্যই অন্যায় ভাবে কাঠ কর্ত্তনে ব্যবহৃত ছোট যন্ত্রাদি উক্ত আইনের বলে আটক করা হতো। যেহেতু কাঠের দামও অত্যন্ত কম ছিল এবং যেহেতু অন্যায় ভাবে কাঠ কাটা এবং চোরাই চালান দেওয়ার অপরাধে ঐ কর্ত্তনকারী ও চোরাই চালানকারীকে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করার এবং দা, কুড়াল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আটক করার বিধান ১৯২৭ সালের বন আইনে লিপিবদ্ধ আছে। আগের আইন এখন আর নেই, কারন এখন সম্পূর্ণ নুতন পদ্ধতিতে কাঠ কর্ত্তন করা হয়। এখন রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি কাজে স মিল থেকে কাঠ কর্ত্তন করে কাজে লাগানো হয়। একটা ট্রাকে প্রায় ২০০ ফুট কাঠ বহন করা যায় এবং এই কাঠ সীজ করার আগে কোন আইন ছিল না, 'স' মিলের জন্য কোন আইন ছিল না বন দপ্তরে কিন্তু বর্ত্তমানে যে আইন করা হয়েছে তার মধ্যে এইগুলি প্রযোজ্য হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন উনার বক্তব্যের মাধ্যমে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই আইনের বলে বড়লোকদের জন্য যে আইন সেটা সংশোধিত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বক্তব্যে বলেছেন, এটা আরও আগেই সংশোধিত হওয়া উচিত ছিল। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যর আর ও উন্নতি হতো। গত ৫৭ বছরের মধ্যে জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনজ বস্তুর চাহিদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বনের পরিমাণ ও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যান্ত্রিক উপায়ে কাঠ কাটা এবং চিরানোর ব্যবস্থার জন্য যেমন 'স' মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি ট্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে কাঠ পাচার প্রবনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২৭ সালে বন আইনে বনজবস্তু বহনকারী ট্রাক ইত্যাদি আটক করা এবং 'স' মিল ইত্যাদির মধ্যে ঢুকে অবৈধ ভাবে আমদানি করা কাঠ ইত্যাদি আটক করার আইনানুগত কোন বিধান নাই। সেইজন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার যেমন মহারাস্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্য ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধন করে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী সংশোধিত আইন প্রবর্ত্তন করেছেন।

বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকার একই কারণে ত্রিপুরাতেও বন সংরক্ষণ এবং বনজ বস্তুর যথাযথ ব্যবহারের জন্য এই সংশোধিত বন আইন প্রনয়ণ করাটা অত্যন্ত প্রায়োজনীয় বলে স্থির করেছেন।

ত্রিপুরার স্বার্থে, ত্রিপুরার জন সাধারণের স্বার্থে এবং ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে আমি আশা করবো মাননীয় সদস্যগণ এই সংশোধিত বন আইনকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বক্তব্য রাখার সময় উপজাতি যুব সমিতির মাননীয়

সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তিনি এই বিলকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি বোধ হয় পড়ে জেনে শুনেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, উপজাতিরা বনের সঙ্গে জড়িত আছে অনেক দিন ধরে কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের জন্য কিছুই করেন নি ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বামফ্রণ্ট সরকার গত বছর চা বাগানের কাজ আরম্ভ করেছেন এবং সেখানে একটা বন দপ্তরও করেছেন। ডেলি রেটে তাদের দ্বারা কাজ করানো হচ্ছে এবং অন্যান্য দপ্তরের দৈনিক কর্ম্মচারীরা যেভাবে বেতন পান তাদেরও ঠিক সেভাবেই দেওয়া হচ্ছে। সেখানে কমলা লেবুর বাগান করা হবে তার জন্য কমলালেবুর চারা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেখানে সাহায্য করবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট। মাননীয় সদস্য আরও বলেছেন যে উপজাতিদের প্রায় সবাই জঙ্গলের মধ্যে বাস করেন, তাই তাদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং উগ্রপন্থীদের দ্বারা তাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি, সেই জঙ্গলের মধ্যে ফরেষ্ট দপ্তরের অনেক অফিস আছে যেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ বাস করেন, এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে ফরেষ্ট বীট আছে, সেই ফরেষ্ট বীটে বীট অফিসার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী এই বন দপ্তর থেকে, এই সরকার থেকে পরিকল্পনার টাকা খরচ করার জন্য সেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের সাহায্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু উগ্রপন্থীরা এই সমস্ত গরীব মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, মাছমারাতে একটা ফরেস্ট ভিট অফিস আছে সেখানে রাখাল সাহা নামে একজন ফরেষ্টারকে নিহত করা হয়েছে। এই ফরেস্টার মারা যাবার কয়েক দিন পর আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেই যে ফরেষ্টার মারা গেছেন, সেখানে পাহাড়ী বাঙ্গালী অনেক লোক আছে। তারা বলছে, যে ফরেষ্টারবাখাল সাহাকে মেরেছে, সে কোনদিন আমাদের ভাতের থাল কেড়ে নিয়ে যাবে। কিভাবে নৃশংসভাবে ফরেস্টার রাখাল সাহাকে হত্যা করা হয়েছে। তা আপনারা জানেন। এই যে গরীব মেহনতী মানুষের আক্রমণ চালাচ্ছে উগ্রপন্থীরা তা আপনাদের বুঝতে হবে। গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থে আসুন আমরা সবাই মিলে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। আমরা তাদের স্বার্থে সব সময় কাজ করে এসেছি। আপনারাও চেষ্টা করুন, আমি তার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে আর একটি বিষয় হল রাজ্য সরকার কিছু করেন না তারা বলেন ' যারা অ্যালটমেণ্ট পেয়েছিল বিগত দিনে তাদের অ্যালটমেণ্টের মধ্যে যে গাছগুলি ছিল তার জন্য তাদের রয়ালটি দিতে হত। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেটা আর দিতে হয় না। বামফ্রণ্ট সরকার এসে তাদেরকে ২-৩ একর জমি অ্যালটমেন্ট দিয়েছে। গরীব শ্রমিকদের স্বার্থেই বামফ্রন্ট সরকার এই কাজ করেছে। আজকে উপজাতি ভাইয়েরা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন, এক একটি গাছের মূল্য এখন কত। গাছ

গুলির মূল্য কত তাদের বোঝাতে চেষ্টা করুন। আজকে এগুলির মূল্য ২০০ টাকা ৩০০ টাকা সেখানে ২০ টাকা বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের স্বার্থেই অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আপনারাও তাদের স্বার্থ কাজ করুন। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, যারা অবহেলিত ট্রাইবেল জুমিয়া তাদেরকে বোঝাতে হবে। আগে যখন তারা একটি গরু বিক্রি করতে যেত তখন একজন বাঙ্গালীকে সামনে রাখত। কারণ গরুর দাম কত পড়তে পারে তারা তা জানতনা। তখন একজন বাঙ্গালীর সাহায্য নিতে হত। আপনারাও ত তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, আপনারা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করুন, তাদের স্বার্থে আমরা সবসময় তাদেরকে বুঝিয়ে এসেছি। আমি আশা করব, ত্রিপুরার স্বার্থে, ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থে, উনয়নমূলক কাজের স্বার্থে মাননীয় সদস্যগন আমার এই সংশোধিত বন আইনটি সমর্থন করবেন। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় বন মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ- " The Indian Forest (Tripura Amenment Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984)." বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৬নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- এখন সভার প্রশ্ন হলো ঃ-" বিলের শিরোণাম টি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- এখন সভার কার্য্যসূচী হলো ঃ- The Indian Forest (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984) "
পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীআরবের রহমান ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি, The Indian Forest (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984) " পাশ করা হউক"

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ- এখন সভার প্রশ্ন হলো মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ- The Indian Forest (Tripura

Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 1 of 1984)." পাশ করা হউক আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ।)

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

অধ্যক্ষ মহাশয় :- সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :- " The Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No· 4 of 1984)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুবোধ করছি ।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Educational Institutional (Acquistion of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984).

বিবেচনা করা হউক । মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটি খুব সহজ এবং এইখানে কাতলামারা হাই স্কুলটিকে অধিগ্রহণ করার জন্য এই বিলকে অনুমতি চাওয়া হয়েছে । ১৯৮০ সনের এই আইন বলে ত্রিপুরা রাজ্যের ৩টি বেসরকারী কলেজকে সরকার অধিগ্রহণ করেছিল । সেই আইনটাকে আমরা এইখানে সংশোধনে এনেছি । যেখানে সিডিউল আছে, যেখানে কাতলমারা হাইস্কুল অন্তর্ভূক্ত করা । এইটা মনে রাখা দরকার যে আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের যে শিক্ষা নীতি সেটা হল যত সম্ভব প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণভাবে সাহায্য করা । যদিও আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত বামফ্রণ্ট সরকারের স্কুলগুলিতে যাবতীয় খরচ ১০০ শতাংশ ব্যয় ত্রিপুরা সরকার বহন করে তবুও প্রতিটা স্কুলকে অধিগ্রহণ করে জেনারেল পালিসি সরকার গ্রহণ করেননি । তবুও এই ক্ষেত্রে মেম্বারদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠা গুলিতে সরকার সেণ্ট পারসেণ্ট খরচ বহন করছে, সেই স্কুলগুলি যখন ঠিক মত চলেনা, ম্যানেজমেণ্ট ঠিকমত চলছেনা, শিক্ষা ব্যবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে, তখন সরকার চোখ বুজে থাকতে পারেনা । তার জন্য আগে তিনটা কলেজকে অধিগ্রহন করেছি, একটি স্কুলকে অধিগ্রহন করার প্রস্তাব আমরা নিচ্ছি । সেই কাতলামারা হাইস্কুল সম্বন্ধে কিছু ইতিহাস মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি উল্লেখ করছি । কাতলামারা এই প্রতিষ্ঠানটি হয়েছিল ১৯৬? সনে প্রাইভেট স্কুল রূপে । সেই স্কুলটিকে ১৯৬? সনে সরকারের গ্রাণ্ট-ইন-এইডের আওতায় আনা হয়েছিল । ১৯৭৮ সনে বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর এইটা মডিফাইড করে অর্থাৎ সংশোধন করে সেণ্ট পারসেণ্ট ব্যয় সরকার দেবার সিদ্ধান্ত নেন । এর আগে একটা পারসেণ্টিজ সরকার দিত,

আর একটা পারসেন্টিজ স্কুলের ম্যানেজমেণ্ট কমিটি নিজেরা চালাত। এই ম্যানেজমেণ্ট কমিটি স্কুল ঠিক মতো পরিচালনা করিতে পারছিনা। তখনকার সরকার ৪ | ৩ | ১৯৭৪তে এইটা মেনেইজমেন্ট সরকারের অধীনে আনা হয়। তখন থেকে এই স্কুলটা সরকারের প্রশাসনের মাধ্যমে স্কুলটা দেখাশুনা করত ত্রিপুরা অ্যাডুকেশন্যাল ইনষ্টিউটিশান (টেকিং ওভার ম্যানেজমেণ্ট) অ্যাক্ট এই বলে। বর্তমানে স্কুলের পজিশান সেকেণ্ডারী ষ্টেইজে অ্যাসিসটেন্ট টিচার ১৫ জন, প্রাইমারী ষ্টেইজে ৪ জন, নন টিচিং ষ্টাফ ৮ জন। ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে সেকেণ্ডারী ষ্টেইজে, সিক্স, টু টেন ৩৮১ জন, প্রাইমারী ষ্টেইজে ওয়ান টু ফাইভ, ২৩৬ জন। ম্যানেজমেন্ট ভাল না থাকার দরুন ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে মোটামোটি এস্টিমেট খরচ যেটা হবে তা হলো ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আণ্ডার নন-প্লেনে, আর ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আণ্ডার প্লেনে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত দুই তিন বছর ধরে কাতলামারা হাই স্কুলের মেনটেনেন্স এর জন্য সেখানকার ছাত্রদের পক্ষ থেকে, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে, স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে বার বার সরকারের কাছে চাপ আসছে, যে সরকারী অধিগ্রহনের জন্য। কারণ স্কুলটা ঠিকভাবে চলছে না, ঠিকভাবে মেনটেনেন্স হচ্ছে না। এবং সেই স্কুলের সঙ্গে একটা প্রাইভেট বোর্ডিং ছিল, সেটাও স্কুলটা ঠিকভাবে না চলার জন্য ঠিকভাবে চলছে না। কাজেই এই সমস্ত অব্যবস্থা দেখে আমরা ঠিক করছি যে ভবিষ্যতে যাতে কাতলামারা স্কুলটাকে ঠিকভাবে চালু করা যায় এবং তার শিক্ষার মানটাকে যাতে আরও উন্নত করা যায়, তার জন্য সরকার থেকে অধিগ্রহন করা হবে। আর এই অধিগ্রহনের ফলে সেখানকার ছাত্ররা খুব খুশী হবেন, অভিভাবকরাও খুশি হবেন, স্থানীয় জনগণও খুশী হবেন। স্কুলটাকে সরকার থেকে অধিগ্রহন করার ফলে সেখানকার সেই বোর্ডিংটাকেও সরকার থেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুযোগ পাওয়া যাবে. তাতে বোর্ডিংটার মানও কিছুটা উন্নত হবে। সরকার থেকে স্কুলটাকে অধিগ্রহনের ফলে সেখানকার শিক্ষকদেরকেও অন্যান্য সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে বদলী করে স্টাক পাজিশানটাকে আরও সংগার করা যাবে। এই সব সুযোগ সুবিধাগুলি আছে, সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের ডাইরেক্টরের এইগুলি দেখা শুনা করার সুযোগ সুবিধাগুলি আছে। তাই হাউসের মধ্যে কাতলামারা হাই স্কুলটাকে সরকার অধিকার অধিগ্রহন করার জন্য যে খসরা আইন উপস্থিত করেছেন তাতে আশা করি হাউসের সকলে এই খসরা আইনটাকে পাশ করাবেন, এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

মিঃ শ্যামাচরণ ত্রিরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় উপ-মুখ্য মন্ত্রী তথা শিক্ষা

মন্ত্রী Consideration and passing of the Tripura Educational Institutions (Acouisition of Right, title and interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984) এখানে যে এমেনডমেন বিল এনেছেন, যারা ফলে কাতলামারা হাই স্কুলটার পরিচালনার ক্ষেত্রে দুরবস্থার জন্য সেটাকে সরকারী অধিগ্রহন করতে হচ্ছে। এইটা ঠিক নয় যে সরকার অধিগ্রহন করলেই কোন স্কুলের পরিচালনা ব্যবস্থা ঠিকভাবে চলবে এবং তার মান উন্নত হবে। কারণ আমরা দেখেছি এখানে এই রকম দুই একটা স্কুল আছে যেমন নেতাজী, রমেশ হাই স্কুল প্রভৃতি বে-সরকারী পরিচালিত স্কুল এবং আমরা দেখছি এই সব স্কুলগুলিতে সরকার পরিচালিত স্কুলের চাইতে অনেক ভাব চলছে। কাজেই এই যে বক্তব্য যে সরকার পরিচালনা করলেই সেটা খুব ভালভাবে চলবে এইটাকে বাস্তবের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা দেখেছি, মিশনারী স্কুলগুলিতে খুব ভাল পড়াশুনা হয়, যেমন কলকাতার মেট্রিপলিটনের যে স্কুল আছে সেগুলির প্রায় ৭৫ ভাগ বে-সরকারীভাবে পরিচালিত। কাজেই এইটা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য নয় যে সরকার পরিচালনা করলেই স্কুলগুলি খুব ভালভাবে চলবে এবং তার স্টেন্ডার্ড বেড়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বছর এই হাউসের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ৮টা স্কুলকে সরকারী অধিগ্রহন করবেন। কিন্তু অদ্যাবধি আমরা দেখছি যে, তার মধ্যে মাত্র ১টা স্কুলকে সরকার অধিগ্রহন করছেন। অবশ্য সরকারকে সেই স্কুলগুলি অধিগ্রহন করতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এমন বে-সরকারী স্কুল আরও অনেক আছে যারা অধিগ্রহন পেতে চায়, যেমন বিলোনীয়া বিলোনীয়ার শান্তির বাজার হাই স্কুল, সেই স্কুল পরিচালনার নানা অব্যবস্থার জন্য তারা বার বার সরকারের কাছে তাদের দাবী জানিয়েছেন স্কুলটাকে সরকার অধিগ্রহনের জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই স্কুলটাকে সরকার থেকে অধিগ্রহন করা হয়নি। এর মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে, যারা স্কুল সরকারী অধিগ্রহন চায় তাদেরটা করা করা হয় না, আর যারা চায় না, তাদেরটা করা হয়। আবার এই অধিগ্রহনের ফলে শিক্ষকদের কতটা লাভ ক্ষতি হবে তার একটা হিসাব আমি দিচ্ছি। যেমন একটা স্কুলকে অধিগ্রহন করার ফলে এখানে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে স্কুলের শিক্ষকদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং এর ফলে শিক্ষার মানটাকে উন্নত করা হবে। কিন্তু এত ভালর মধ্যেও একটা অসুবিধা আছে, সেটা হলো প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের সার্ভিস লাইফ হল ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত, আর সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের সার্ভিস লাইফ হলো ৫৮ বৎসর পর্য্যন্ত। তা ছাড়াও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকরা একটু চেষ্টা করলেই আরও ২ বৎসর তাদের চাকুরীটাকে

এসটেনশান করাতে পারেন । কাজেই সরকার অধিগ্রহনের ফলে তাদের এই ৪ বৎসরের ক্ষতির পরিমান হচ্ছে একজন এসিষ্টেন টিচারের ক্ষেত্রে কম করেও ৭২ হাজার টাকা.আর একজন প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে ১ লাখেরও বেশী । কাজেই সরকারের অধিগ্রহনের ফলে কর্মচারীদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা কিভাবে পূরণ করা হবে তার কোন ব্যবস্থা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বক্তব্যে রাখেন নি । আর একটা অসুবিধা হচ্ছে, সরকারী কর্মচারী হওয়ার ফলে তাদের জন্য সেপারেট সিনিয়ারিটির লিষ্ট না থাকায় প্রমোশনের ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা হয় । কাজেই প্রাইভেট স্কুলগুলিকে অধিগ্রহনের ফলে শিক্ষকদের যে সর্বনাশ হবে এইটা সর্ব্বজন স্বীকৃত । তা ছাড়ও প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকগণ যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন, কারণ তাদের এপয়েন্ট্মেন্টটাই থাকে সেই ভাবে । যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে আরও উন্নত থাকে । এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলছি, এটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়, এখানে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশানের ব্যাপারে, অবশ্য এইটা নিয়ে আলাদাভাবে নোটিশ দিয়ে আলোচনা করা যেত, কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় এই যে এখানে আরও একটা প্রস্তাব আমি এনেছিলাম, টি-এস-সি সম্পর্কে আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছিলাম এবং আরও ২টা জরুরী বিষয়ের উপর নোটিশ দিয়েছিলাম আলোচনার জন্য কিন্তু তার কোন হদিশ পাইনি । কাজেই আমরা এইটা বুঝেছি যে আমরা কিছু নিয়ে আলোচনা করি এইটা সরকার চান না । এইযে বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারি এডুকেশনের উপর যে এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনা হয়েছে তার উপর নোটিশ দিয়েও আলোচনার কোন সময় নাই । নোটিশ দিলেও একসেপ্ট হয় না । বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারি এডুকেশনের নিজস্ব কিছু নরমস্ আছে । তাতে ২৬নং ধারায় বেতন, ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে রুলস্ রয়েছে । সেখানে দেখলাম কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী রুলস্ রয়েছে । সেখানে ৫৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত রিটায়ারমেণ্ট বয়স করা হয়েছে । টি আর টি.সি মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি অটোনমাসের ক্ষেত্রে বয়স সীমা রয়েছে ৬০ বৎসর । কিন্তু এই বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারি এডুকেশানে সে সুযোগ আর থাকছে না । সেখানে স্ট্যাট গভার্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজের মত করা হয়েছে । আমি মনেকরি অটোনমাসের শর্ত এবং সুযোগ লঙ্ঘন করা হয়েছে । ১৩ ধারার এ.তে বলা হয়েছে কর্মচারীরা তাদের নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ার বা ইউনিয়ন করার অধিকার পাবে কিন্তু ধারাতে বলা হয়েছে যে তারা কোন রাজনৈতিক পার্টির সদস্য হতে পারবে না । আমরা জানি অটোনমাসের কর্মচারীরা ডাইরেক্ট পলিটিকেল পার্টির সদস্য হতে পারেন । এখানে অনেক প্রাইভেট স্কুলের মাস্টার রয়েছেন যারা বিধান সভার সদস্য হয়েছে । মাননীয় এম. পি. ভুজয় বিশ্বাস তিনি মিউনিসিপালিটির কর্মচারী । কিন্তু কি করে যে এই পরস্পর বিরোধী রুলস্ করা হয়েছে জানি না । আমি আশা করব যে সরকার অটোনমাসের নর্মস্ এণ্ড রুলস্ যা রয়েছে তা বিবেচনা করে যে বিল পেশ করা হয়েছে তাতে সংশোধন করে নেবেন এবং

শ্রী মতিলাল সবকার ঃ- মামনীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা এডুকেশান্যাল ইনটিউশনেরা উপর যে এমেণ্ডমেন্ট বিল এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এই বিলের সমর্থনে আমি বলছি যে কাতলামারা হাইস্কুল যেটা রয়েছে সেটার মেনেজমেণ্টে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছাত্র-অভিভাবক সরকারের কাছে করেছেন। কাতলামারা হাই স্কুল অধিগ্রহণের মাধ্যমে সরকার সেখানকার ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মচারী প্রভৃতির দীর্ঘদিনের আশা-আকঙ্ক্ষা পূরণ করতে চলেছেন বামফ্রণ্ট সবকার ক্ষমতার আসার প র বে-সবকারী স্কুলের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে অনুরোধ করব, আপনি যদি ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগের স্কুলের চেহারাগুলির দিকে তাকান তাহলে দেখবেন তখন কোন নিয়ম কানুন ছিলনা। স্কুলের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। বেতন না দিয়ে একুাইড্র্যান্স নেওয়া হয়। যদি কেউ কোন কথা বলতে চাইতেন তাহলে তাহলে তাকে ছাটাই করা হত। বামফ্রণ্ট সরকার এরকম বহু নজির আছে। তখন সরকারী স্কুলের সাথে বেসরকারী স্কুলের আকাশ পাতাল-পাতাল তফাৎ ছিল। বামফ্রন্ট সরকার বর্ত্তমানে সেসব তফাৎ দূর করেছে। কংগ্রেস আমলে বেসরকারী স্কুলগুলিতে দলীয় লোককে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হত। ম্যানেজিং কমিটিও সেক্রেটারী ইচ্ছা অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা হত। বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানে বেসকারী স্কুলগুলিতে নিয়োগনীতি চালু করেছেন। কোন কর্মচারী নিয়োগ করতে হলে ইনটারভিউ নিয়ে আগে এপ্রোভাল নিয়ে করতে হবে। বে-সরকারী স্কুলের ষ্টফ প্রয়োজনমত বদলি করতে হলে এই বিল প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন স্কুল বে-সরকারী থাকে ততক্ষণ পয্যন্ত কোন স্টাফ বদলি করা যায় না। কোন সরকারী স্কুলে যদি কোন গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে সরকার যেভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন বে-সরকারী স্কুলে সেভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কাতলামারা স্কুলে ফলস্ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ফলস্ সার্টিফিকেট ইস্যু করে টাকা নেওয়া হয়। সেখানে আজকে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এই কাতলামারা স্কুল সহ ত্রিপুরার সকল বেসরকারী স্কুলগুলির শতকরা ১০০ ভাগ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকার থেকে আনুকুল্য দেওয়া হয়। এই কাতলামারা স্কুলকে অধিগ্রহন করার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবকরা সকলেই এটা সমর্থন করছেন। অথচ শ্যাম চরণ বাবুরা আজকে এই অধিগ্রহণকে জনগণের নিকট ভুল ব্যাখ্যা করছেন। তারা ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করবার চেস্টা করছেন। আর তারা এর বিরোধীতা করবেন কারণ এটা অধিগ্রহন করা হলে শ্যামা-চরণ বাবুদের আর কোন সুযোগ সুবিধা করতে পারবেন না। এজন্য হয়তো তারা

হয়তো দু চারজন শিক্ষককে বিভ্রান্ত করতে পারেন কিন্তু এই দু চারজন শিক্ষকের জন্য যে গোটা এলাকার শিক্ষার পরিবেশ নস্ট করা হবে তাতো ঠিক নয়। এই দিক দিয়ে আমি এই বিলটিকে সকর্থন করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিদ্যালয়টিতে অধিগ্রহন করলে পরে শিক্ষক কর্ম্মচারী বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। যেমন শিক্ষক কর্ম্মচারীদের জন্য রয়েছে, এল, টি, সি'র সুবিধা, হাউসিং লোনের সুবিধা, যা বেসরকারী স্কুলগুলিতে ম্যানেজিং কমিটির দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। এবং চাকুরীর ক্ষেত্রেও আসবে নিশ্চয়তা। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেছেন যে, স্কুলকে অধিগ্রহন করলে পরে স্কুলের শিক্ষক কর্ম্মচারীদের পলিটিক্যাল রাইট থাকবে না, লোক্যাল সেল্‌ফ বডির কোন ক্ষমতা থাকবে না। এটা শ্যামাচরণ বাবু নিজেদের স্বার্থ বিনস্ট হচ্ছে দেখে বলেছেন। কারণ আমরা দেখেছি যে দু তিন দিন আগে যে ১৪টি মোর্চ্চা বিধান সভা অভিযান করবার জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে শিক্ষক কর্ম্মচারীরা যাতে আসেন তার জন্য তারা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্ম্মচারীদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কয়ইমূড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষককে তার বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে যে, তিনি যদি মিছিলে না যান তবে তাকে আর স্কুলে যেতে দেওয়া হবে না। এত করেও আমরা দেখেছি, কতজন কর্ম্মচারীদের তারা মিছিলে আনতে পেরেছেন। তাদের যে মিছিল হবে সেটা কর্ম্মচারীদের মিছিল নয় এটা হবে একটা দলীয় রাজনৈতিক দলের মিছিল। সুতরাং আমি এই বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে অধিগ্রহন করবার জন্যে যে বিল এনেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। এই বিলের মাধ্যমে সরকার সরকার কাতলামারা হাই স্কুল এবং উত্তর প্রাইমারী স্কুলকে অধিগ্রহন করছেন।

তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, এই অধিগ্রহণের ফলে এই স্কুলে শিক্ষার মানকে আরো উন্নত করা হবে। কিন্তু এখানে মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ আমি নিজে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আমি

উদয়পুর রমেশ হাই স্কুলে পড়েছি যেখানে এই ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকারও পড়েছেন। আমরা দেখেছি, আমাদের পাশাপাশি যে সরকারী বিদ্যালয় ছিল তাতে সর্ব্বদা উচ্ছৃংখলতা লেগেই থাকতো। সেখানে মাষ্টার মশাইরা সাধারণ একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেই বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দিতেন, অথচ আমরা সেখানে ছিক্সথ্ পিরিয়ড পর্য্যন্ত ক্লাস করতাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— এবং দেখা যায় যে এখানে যে সমস্ত পরীক্ষা হতো সেগুলিতে প্রশ্নপত্রগুলি অত্যন্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ডের হতো এবং আমাদের শিক্ষাও খুব ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মধ্য দিয়ে হতো। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে পরম গৌরব আমরা দেখছি যে সরকারী পরিচালিত যে স্কুলগুলি রয়েছে সেগুলিতে একটা বিশৃংখলা এবং দুষিত আবহাওয়া বিরাজ করছে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সেটা ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা লক্ষ্য করছি গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষার কোন আলোই পৌছে নি। অতীতে জুরিয়া এলাকায় যখন মহারাজ কোন বিদ্যালয় করেন নি, একমাত্র আগরতলায়ই বিদ্যালয় করতেন। তখনও উপজাতিরা বাল্যশিক্ষা নিয়ে গাছতলায় বসতেন এবং উপজাতিদের মধ্যে কেউ কেউ রামায়ন মহাভারতও পড়তে পারতেন এবং আমার গ্রামটা উপজাতি এলাকার কাছে, সেখানে কিছু শিক্ষার আলো ছিল। কিন্তু আজকাল যে সমস্ত স্কুল খোলা হচ্ছে সেখানে শিক্ষক যায় না, ম্যাটেরিয়ালস্ পৌছে না, ফার্নিচার পৌছে না। স্পোর্টস্ ম্যাটেরিয়ালস্ যায় না, শিক্ষার সরঞ্জাম যায় না। সেগুলো অর্ধেক রাস্তাতে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। এটা ভাবনার কোন কারণ নেই মাননীয় ডেপুটি চীফ মিনিস্টার কিছুই জানেন না। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে আছে। এগুলি কি সরকার পরিচালিত নয়? সেই সমস্ত এলাকায় কি যে অব্যবস্থা, সেটা কল্পনাও করা যায় না। অথচ এখানে বাজেট বরাদ্দ করা হয়। মিড ডে মিলের জন্য টাকা ধরা হয়। এগুলি এই হাউসেই সীমাবদ্ধ, তাদের কাছে কিছুই পৌছে না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে যারা শিক্ষক এবং যারা শিক্ষা নেবে তাদের কাছে। সেই দিক থেকে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এখনও দেখেনি কোথাও ককবরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী একটা কবিতা লিখেছেন—"নামতার ভায়া কবিতায় মুখস্থ করতে গিয়ে গ্রামের গাঙ্গের ছেলেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমিও না ঘুমিয়ে পারব না"। তাদের কাছেও দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস আমলে যে বইগুলি চালু ছিল সেগুলিই ভাল এবং ককবরকে কেউ বই লিখছে না। কাজেই যে শিক্ষা চালু করা হয়েছে, তা আমাদের উপজাতি ছেলেমেয়েদের মোটেই এক্সেপ্টেবল নয়।' কাজেই এই শিক্ষা কোন দাম আছে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, এবং সেই কারণেই

ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আজকে যদি মিড ডে মিল এবং ফীডিং সেণ্টারগুলি চালু থাকতো তা হলেও আমি বুঝতাম অন্ততঃ কিছু খাবার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হচ্ছে না শুধু বাজেট বরাদ্দ করে বড় আলোচনা, সারমর্ম কিছুই নাই। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা — মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা মন্ত্রী যে বিল এখানে এনেছেন তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে উপমুখ্য মন্ত্রী বা শিক্ষা-মন্ত্রী একটা কথা বলেছেন যে বেসরকারী স্কুলগুলির অব্যবস্থা এবং শিক্ষার পরিবেশ উপ-যুক্তভাবে গড়ে উঠে নি। বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর সেই শিক্ষার পরিবেশ আরও সুষ্ঠভাবে এবং উন্নত করে গড়ে তুলছে। কিন্তু আজকে আমরা সেই বেসরকারী স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে যদি সরকার পরিচালিত স্কুলগুলি দেখি তাহলে দেখি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে স্কুলের যে অব্যবস্থা এবং দিনে দিনে স্কুলের মধ্যে একটা দূষিত আবহাওয়া বয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে এস, সি, এস টি, কমিটি কয়েকটা স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। দেখছি, সরকার স্কুলগুলি ডিরেকটরেট থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে, মিড ডে মিলের জন্য এবং সমস্ত ইনস্ট্রামেণ্টের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে অ্যাডমিশান রেজিস্টার পর্য্যন্ত ফিল আপ করা হচ্ছে না। আজকে সরকারের অধিগ্রহনের পর যদি সমস্ত রকম অসুবিধা দূর হয়ে যায় সেটা অন্য কথা। কিন্তু আসলে তা নয়, আসল যেটা সেটা হল সরকারের যে ব্যর্থতা, সরকারের যে দুর্নীতি, সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই বিলটাকে এখানে আনা হয়েছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার মান বাড়বে বলে আমার মনে হয় না। তাছাড়া এটা বামফ্রণ্ট সরকারের একটা গৌরবের বিষয়ও হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে কাতলামরা হাই স্কুলটাকে অধিগ্রহন করা হচ্ছে, ভাল কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে যে সেখানে কিছু সমন্বয় প্রার্থী ছাত্রদের ক্লাশ না নিয়ে অফিস ঘরে শুধু সমন্বয় কমিটির বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে চলেছেন। ক্লাশে যে কোর্স শেষ করার কথা, সেটা আর কোন দিনই শেষ হল না, ফলে পরীক্ষার সময় নানা গোলমাল দেখা দেবে, তখন প্রমোশন দিয়ে দেওয়ার দাবী উঠবে। এই তো গত মাধ্যমিক পরিক্ষার সময় আমরা তার অভিজ্ঞতার লাভ করেছি। স্যার, হয়তো এক দুইটো স্কুলের এটা হতে পারে, তা ছাত্রদের কারণে হতে পারে' মাস্টারদের কারণে হতে পারে অথবা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেও হতে পারে। কিন্তু সমস্ত স্কুলগুলিতে তা হওয়ার কথা নয়। এবারে সেটা শুধু বোধজং স্কুলেই নয়, নেতাজী স্কুলেই নয় বড়দোয়ালী স্কুলেই নয়, তার বাইরে

মহকুমা স্কুল যে গুলি আছে, সেগুলিও বাদ যায় নি। 'এ' কৈলাশহরে হয়েছে, উদয়পুরেও হয়েছে আবার অমরপুরেও হয়েছে। এমন গণ্ডগোল হয়েছে। যে পুলিশ পর্য্যন্ত সেটাকে কন্‌ট্রোল করতে পারে নি। স্যার, এগুলির সবই কি প্রাইভেট স্কুল, সরকারী স্কুল কি একটিও নেই? কাজেই অধিগ্রহন করে কি হবে? আমরা তো দেখছি ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে, বামফ্রণ্ট সরকার বলছেন তারা ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ষ্টাইপেণ্ডটা কোন কোন ছাত্ররা পাচ্ছে, যারা দুস্থ তারা পাচ্ছে কি? পেলে কতজন দুস্থ ছাত্র ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে? অনেকে পাচ্ছে না না পাওয়ার ফলে অনেক দুস্থ ছাত্র লেখা পড়া বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় উপ-মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় সে দিন বলেছেন যে উপজাতি ছেলেরা শিলং এ যাচ্ছে, তিনি আবার বলেছেন, ইংরেজী তো ত্রিপুরাতেও পড়ানো হয়, আবার শিলং কেন? শিলং-এ উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, আমি জানি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অনেক ছাত্র যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করতে চায়, পশ্চিম বঙ্গে যাচ্ছে, এমন কি আরও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে যাচ্ছে। এসব রাজ্যে যাওয়ার জন্য কি তারা অন্য কিছু মনে করবেন, সেটা তো নয়। শিলং গিয়ে পড়াশুনা করবে, তার মধ্যেও একটা কিছু ভাবা, এ বড় আশ্চর্যর। আর এটা কি সরকারী শিক্ষা নীতি? আজকে শিলং এ যারা পড়াশুনা করছে, সরকায় তাদের ১০০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দিচ্ছে, সেই ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার একটা নমুনাও আছে। যেমন কেউ ৬ মাসে একবার ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে, আর কেউ ১ বৎসরে পাচ্ছে, আবার কেউ বা দুই বৎসরেও পাচ্ছে কিন্তু যে সব ছাত্রের অভিভাবকের অবস্থা তেমন ভাল নয়, তারা তো ঠিক ভাবে সেই পড়াশুনা চালাতে পারছে না, কাজেই বাধ্য হয়ে অনেকে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তারপর বোর্ডিং-এর অবস্থা একবার দেখুন না কেন? বোর্ডিং-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীটনাই। অমরপুরে একবার আমি একটা বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম যে এক বেডে দুই জন করে ছাত্রকে ঘুমাতে হচ্ছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে জনৈক শিক্ষক নাকি বোর্ডিং থেকে ৪ টা চৌকি নিয়ে গেছে, ফেরত দিচ্ছে না, তাই তাদের এই অবস্থা। তাছাড়া অমরপুর সাব-ডিভিশনে স্কুল কন্‌স্ট্রাকশানের ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু দেখা গেল কন্‌স্ট্রাকশনের নামে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে বাদ বাকী ৩ লক্ষ টাকাই লুঠ হয়ে গেছে। জানি না, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্পর্কে কোন সদ্‌ উত্তর দেবেন কিনা? স্যার, এই রকম একটা অবস্থা শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে চলছে। গণ্ডাছড়া আর ডম্বুরনগরে এ্যাসিস্‌টেন্ট ইন্‌সপেক্‌টার অব স্কুলস-এর অফিস খোলা হয়েছে, সেই ১৯৭৬ সালে, কিন্তু তার অফিস ঘর কোথায়, অনেক চিঠিপত্র যায়, সেগুলি

আবার ফিরে আসে, কারণ এ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টারের অফিস ঘর সেখানে নাই। অবশ্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে ধন্যবাদ, কারণ তিনি বলেছেন এবারে সেটা হবে। কাজেই এভাবে যদি শিক্ষা ব্যবস্থা চলে, তাহলে শিক্ষার মান কি বাড়বে না কমবে, এ প্রশ্ন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনে এসেছে এবং তাতে করে বামফ্রণ্ট সরকার যতই চীৎকার করুন না কেন, যে তাদের আমলে অনেক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, অনেক স্কুল বাড়ানো হয়েছে, কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য যে সরকারী স্কুলগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য সেগুলিকে অধিগ্রহন করতে হবে, তাতেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে মধ্যে যে অব্যবস্থা রয়েছে, সেগুলি আদৌ দূর হবে বলে আমি মনে করি না। এ কথাগুলি বলে আমি আমর বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় The Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984) যেটা পেশ করা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্যের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে সরকারের অধীন, সেখানে শিক্ষার একটা সামান্য অংশ বে-সরকারী স্তরে রয়েছে, যার মধ্যে সমস্ত দিক থেকে একটা অব্যবস্থা বিরাজ করছে। এটা ঠিক যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অধিকাংশ স্কুল প্রাইভেটলি ম্যানেজড, আর আমাদের এখানে অধিকাংশ স্কুল সরকারী নিয়ন্ত্রণে। কাজেই এই রাজ্য আর অন্য রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রার্থক্য এখানেই। আমরা দেখেছি, বিগত দিনে যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল ছিল, সেগুলি ব্যাক্তিগত মালিকাধীন একটি ব্যবসা মাত্র ছিল। এমন কি এই শহরের আশে পাশে সেই সময়ে পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত কিছু লোক যাদের ঘর ভিটিও ছিল না, তারা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে বড় বড় দালানের মালিক হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে তখনকার কংগ্রেস সরকারকেও কয়েকটি প্রাইভেট স্কুল অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল এবং সেই অধিগ্রহণের ফলে কিছুটা শোষণের পথ বন্ধ হয়েছিল। স্যার, আজকে বে-সরকারী স্কুলগুলি কি ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আমরা দেখেছি যে সেগুলি শতকরা ৯৯ ভাগ, কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ গ্রেন্ট ইন-এইড দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরিচালনার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে। আমরা দেখছি যে শতকরা ৯৯/১০০ ভাগ টাকা পেয়েও শিক্ষকদের বেতন বাকী রাখা হচ্ছে না, তাদের বেতন বাকী রাখা হচ্ছে, শুধু কি তাই? যারা ক্লাশ ফোর তাদেরকেও রীতিমত বেতন দেওয়া হচ্ছে না। তারপর, অন্যান্য খরচ সেগুলি, যেমন লাইব্রেরী, ছাত্রদের খেলা-

ঘুলার খরচ, ফর্ণিচার, ব্লেক বোড সেগুলির মধ্যেও কারচুপি করা হচ্ছে। স্কুলগুলিতে জায়গার সংকুলান হচ্ছেনা, সরকার থেকে টাকা নিচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় ঘর তৈরী করা হচ্ছে না, ফলে ছাত্রদের ঠেলাঠেলি করে বসে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শুধু কি তাই? আমরা জানি যে একটা লোক যতক্ষণ কর্ম্মক্ষম থাকে ততক্ষণই সে কাজ করতে পারে। কর্ম্মক্ষমতা হারিয়ে ফেল্লে তার কাজ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে, কিন্তু আমরা দেখছি যে কাতলামারা হাই স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক আছেন, তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়, তিনি অকর্ম্মণ্য হয়ে গেলেও তাকে দিয়েই সেই স্কুলটা চালাতে হবে. কাতলামারা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাজেই, সরকার যে স্কুলটা অধিগ্রহণ করতে চান, সেটা হচ্ছে কাতলামারা হাই স্কুল। বামফ্রণ্ট সরকার নির্ব্বাচনের সময় জনসাধারণকে যে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বে-সরকারী বিদ্যালয় অধিগ্রহণ সম্পর্কে, আজকের উদ্যোগ তারই প্রতিফলন বলে আমি মনে করি। সরকার ইচ্ছা করেই এটা করছে, এই রকম মনে করার কোন কারণ নাই ছাত্র এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে এজন্য একটা প্রচণ্ড দাবী দীর্ঘদিন ধরে আসছে। এই একই দাবী আসছে কড়াইয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে এবং আরো কয়েকটি দ্বাদশ বিদ্যালয় সম্পর্কে। কাজেই আমরা আশা করব যে সরকার ঐ সমস্ত স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। কিন্তু আমরা দেখি যে ইচ্ছা করলেই বামফ্রন্ট সরকার সেগুলি নিয়ে নিতে পারবেন না। কারণ শিক্ষার ব্যাপারে আগে রাজ্যের হাতে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা এখন রাজ্য কেন্দ্র উপরের হাতে নিয়ে আসা হয়েছে। ঐ সেই ইমার্জিন্সী বা জরুরী অবস্থার সময়ে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। কাজেই আমরা এখানে এই বিল পাশ করলেও এতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া যাবে কিনা, সন্দেহ, কারণ আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন, যেটা পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ৬ বৎসর আগে পাশ হয়েছিল, এখন পর্য্যন্ত তাতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন মিলে নি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী স্কুলের সংখ্যাই বেশী আর বে-সরকারী স্কুলের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য যেমন আগরতলা শহরের মধ্যে নেতাজী বড়দোয়ালী স্কুল এবং উদয়পুর রমেশ স্কুল জানি না, এই স্কুলগুলিকে কেন এত বড় করে তুলে ধরা হচ্ছে। আমি যতটুক জানি যে এই নেতাজী স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি করতে গেলে হয়রাণি হতে হয়। নিজেদের লোক না হলে নাকি ছাত্র ভর্ত্তি করাই গষকিল। শুধু তাই নয়, শোনা যায় এই স্কুল থেকে ভাল রেজাল্ট করা হয়, কিন্তু সেটা কি ভাবে, তা নিশ্চয় অনেকে জানে না। শুনেছি এক একটা ছাত্রের পিছনে নাকি দুই তিন জন প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়,

তাও আবার বাইরের টিউটর হলে চল্‌বে না, এ' স্কুলেরই টিউটর রাখতে হবে, আর না রাখলে নাকি ছেলেরা সাধারন যে পাশ, সেই পাশও করতে পারবে না। আমি বলি, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে এটা যে কেমন ভাল স্কুল তাতো আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আবার দেখছি, বাইরের স্কুলে যে সব ছেলে ভাল রেজাল্ট করে, যেমন কৈলাশহর বলুন অথবা ঐ সুতারমুড়া স্কুলই বলুন, তারা কিন্তু এখানে এসে এই স্কুলে প্রবেশ করতে পারবে না। কারন ঐ স্কুলগুলতে যে সব শিক্ষক কাজ করেন, তারা নাকি শিক্ষকতাই করেন না। ফলে কি ছাত্র, কি অভিভাবক প্রত্যেকের মধ্যেই এই স্কুলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আসছে।
আমি মনে, তারা অনেক বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক। আমরা দেখছি যে একটা অংশ তারা সব সময় বিরোধীতা। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি প্রাইভেট স্কুলকে ধাপে ধাপে সরকারী পর্য্যায়ে নিয়ে আসা উচিত। কারণ শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রাইভেট স্কুলগুলির ইণ্টার্নেল এণ্ড মিনিস্ট্রেশানে বা মেনেজমেণ্টের ত্রুটি থাকলে সেগুলি ইনসপেকশান করতে পারছে না, সেজন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। এবং ত্রিপুরার শিক্ষার স্বার্থেই আমাদের এটাকে সমর্থন করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।
মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়।
শ্রীদশরথ দেব ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিলটা যে উদ্দেশ্যে আনা হল সেই আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যেরা যে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলি মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং তাঁদের বক্তব্য এই বিলের বক্তব্যের সঙ্গে রিলেভেন্সী খুব কমই আছে। বাঙ্গালায় যাকে বলে ধান ভানতে শিবের গীত। তাঁদের বক্তব্য শুনে মনে হল যে কাতলামাড়া স্কুলটি অধিগ্রহন না করলেই সব ঠিক আছে আর কাতলামারা স্কুলটি অধিগ্রহন করলে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবুর এই সব কথার কোন যুক্তি নাই। বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশানের কর্ম্মচারীদের সার্ভিস কণ্ডিশান কি হবে তার জন্য রুলস আছে। তিনি যদি সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাহলে তিনি আলোচনা করতে পারেন—কিন্তু কাতলামারা স্কুল অধিগ্রহনের সংগে এই বিলের কোন সম্পর্ক নাই। যদি বিলের মধ্যে এমন কোন খারাপ ধারা থাকত তাহলে তিনি এমেণ্ডমেণ্ট আনতে পারতেন। তিনি তা করেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি আমার বক্তব্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। আমি আমার বক্তব্যে কোথাও বলি নাই, বেসরকারী স্কুল মাত্রই খারাপ এবং সেজন্য সেগুলি অধিগ্রহন করতে হবে। এই কথা

আমি কখনও বলি নাই। আমার বক্তব্য ছিল যে, সমস্ত বেসরকারী স্কুলগুলি সরকার অধিগ্রহন করার সিদ্ধান্ত সরকার নেন নাই। যে সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয় খারাপ ভাবে চলছে—মেনেজমেন্ট কলাপসড হয়ে যাচ্ছে সেখানে এফিশিয়েন্ট মেনেজমেন্ট আনার জন্য অধিগ্রহন করতে আমরা বাধ্য হই— সেখানে আমরা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। ত্রিপুরাতে অনেক বেসরকারী স্কুল আছে এবং অনেক মিশনারী স্কুল আছে যারা ভাল ভাবেই সেইসব স্কুল পরিচালনা করছেন। যেসব স্কুলের মেনেজমেন্ট ভাল সেগুলি সম্পর্কে আমরা এখনও কোন চিন্তা করছি না। আর যেসব স্কুল খারাপ চলছে সেগুলির ব্যাপারেও রাজনীতির প্রশ্ন যেগুলির সম্পর্কে আসার সম্ভাবনা আছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা এখনও কিছু চিন্তা করছি না। [illegible] রানীর বাজার স্কুলে—সেই স্কুলটির মেনেজমেন্ট খারাপ, তবু আমরা সেটিকে অধিগ্রহন করছি না। কারণ, সেই স্কুলটির সংগে, কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ জড়িত, সেই স্কুলটি অধিগ্রহন করলে পলিটিক্যাল কালার দেওয়ার সুবিধা হবে সেইজন্য আমরা সেই স্কুলটির সম্পর্কে খারাপ চললেও আমরা কিছু চিন্তা করছি না। তারপর আর একটা জিনিষ আমি বলতে চাই যে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন বাবু প্রস্তাব এনেছেন যে শান্তির বাজার স্কুলটি সরকার অধিগ্রহন করার জন্য। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই যে, সেই স্কুলের মেনেজিং বোর্ড প্রস্তাব নিয়ে পাশ করিয়ে যদি সরকারকে অনুরোধ জানান তাহলে সরকার তরফ থেকে সেই স্কুলটি অধিগ্রহন করার কোন আপত্তি নাই। তারপর শ্যামাচরন বাবু আরও বলেছেন যে বেসরকারী শিক্ষকদের অসুবিধায় ফেলার জন্যই বেসরকারী স্কুলগুলি অধিগ্রহন করার জন্য বিলটি আনা হয়েছে। স্যার, এই কথাও বাস্তবের সংগে কোন মিল নাই। আমি শ্যামাচরন বাবুকে জানাতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম শিক্ষক কর্মচারীদের সরকারী স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের সমান বেতন ভাতা পকেটে পুরবার সুযোগ দিয়েছে। আমরাই প্রথম বেসরকারী স্কুলগুলিকে শতকরা ১০০ ভাগই অনুদান দিচ্ছি। এই সরকারই সর্বপ্রথম বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের এল. টি. সি. এবং হাউসিং লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তারপর বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের পেনশান দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। তারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে অপশানও দিয়ে আগের মতই ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন অথবা সরকারী কর্মচারীদের মতই ৫৮ বছর কাজ করে পেনশান ইত্যাদি ভোগ করতে পারেন। সেই সুবিধা আমরা তাদের জন্য রেখেছি। কংগ্রেস এবং তাদের দোসর ওরা যতই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি করে নাই করে নাই বলে চিৎকার করুন না কেন বা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃংখলা চলছে বলে জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুন, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার

মধ্যে একটা শান্তিপুর্ণ আবহাওয়া আনতে পেরেছে এবং ত্রিপুরায় প্রচুর স্কুল করা হয়েছে এটা শ্যামাচরণ বাবুরা স্বীকার না করলেও গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখছি, যাদের ছেলে মেয়েরা সেইসব স্কুলে পড়াশুনা করছে তারাই এটা দেখতে পারছে। কাজেই আমি হাউসের কাছে আবেদন রাখছি যে হাউস যেন এই বিলটাকে পাশ করার জন্য রিকমাণ্ড করেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- আলোচনা শেষ হল। এখন আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল " The Tripura Educational Institutions (Acuisitions of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984)." বিবেচনা করা হউক।

(It was put to voice vote and passed'

এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। এই বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল " বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি ধ্বনি ভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলঃ- "The Tripura Educational Institutional (Acquistion of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984). পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ- Mr. Speaker Sir, I beg move that " The Tripura Educational Institutions (Acquisition of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984) be passed".

Mr. Speaker ঃ- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় উপমুখ্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল " The Tripura Eductional Institutions (Acquisition of Right, Title and Interest) (Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 4 of 1984) পাশ করা হউক'

(It was put to voice vote and passed.)

এই সভা আগামী ৩০শে মার্চ, ১৯৮৪ইং শুক্রবার বেলা ১১ঘঃ পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

Annexure— "A"

Starred Question No. 333

Name of M.L.A .... Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :-

"প্রশ্ন"

১) টি, আর, টি, সিতে দুর্নীতি দমনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ-

২) বিফলে কি কি সুফল পাওয়া গিয়াছে

৩) যাত্রীদের টিকিট না দিয়ে ভাড়া নেওয়ার বিরুদ্ধে কতটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, এবং কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং

৪) ছাদের উপর যাত্রী বহন করার বিরুদ্ধে কত জনকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

"উত্তর"

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—পরিবহন মন্ত্রী

১) টি, আর টি সিতে দুর্নীতি দমনের জন্য এনফোর্সমেন্ট এবং সিকিউরিটি ও ভিজিল্যান্স নামে ২টি (দুইটি) শাখা খোলা হইয়াছে।

২) যাত্রীদের টিকিট ছাড়া ভ্রমণ প্রতিরোধ সহায়ক হইয়াছে।

৩) যাত্রীদের টিকিট না দিয়ে ভাড়া নেওয়ার বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ইং সময়ের মধ্যে মোট ৫১টি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ৩৩টি অভিযোগ তদন্তকারী অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং-এর পূর্ব্বে এই সংক্রান্ত বিষয়ে ৭৯টি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল এবং ৫৩ টির তদন্ত শেষ হইয়াছে। তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া যথা নিয়ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৪) কর্পোরেশন ছাদের উপর চড়ার জন্য কাহাকেও শাস্তি দেয় নাই।

Admitted Starred Questions No. 361.

Name of the Member :- Shri Keshab Majumdar, Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :

১) নথীভুক্ত বর্গাদারদের মধ্যে বর্গা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন এমন বর্গাদার আছে কি ;

২) থাকিলে তাদের মধ্যে কোন বিভাগে কত জন ;

৩) বর্গাদার নথীভুক্তি করনের জন্য কয়টি দরখাস্ত ১৯৮৪ইং সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জমা হয়েছে অথচ নথিভুক্ত করা হয়নি তার সংখ্যা ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩)

Annexure—"B"

Admitted Un-Starred Question no.67.

Name of the Member :- Shri Bhanu Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :-

১) ইহা কি সত্য যে 'প্রস্তাবিত বনাঞ্চল' নামে বন দপ্তর কর্ত্তৃক প্রচারিত এক সার্কুলারের ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাহিরে বসবাসরত ভূমিহীনদের দখলীকৃত বন্দোবস্তকৃত খাস বনভূমির জরীপের কাজ বর্ত্তমানে আছে ;

২) সত্য হলে তার ফলে কোন্ কোন্ জায়গায় উক্ত জরীপের কাজ বন্ধ আছে তার নাম ,

৩) প্রশাসনিক এই বাধা দূর করে পুনঃরায় ঐ সকল ভূমিতে জরিপের কাজ আরম্ভ করার বিষয়ে সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি ; এবং

৪) কবে নাগাদ তা আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

—উত্তর—

১) ইহা সত্য নহে

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 75.

Name of the Member :- Sarbashri Matilal Sarkar and Samar Choudhury, will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state :-

১৯৮৩ ইং সনের বন্যায় রাজ্যের কোন মহকুমায় কি কি স্কীমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কত সংখ্যক পরিবারকে মোট কত টাকা ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে,

২) বন্যা বিধস্তদের পুণর্বাসন ও ত্রান কাজের জন্য রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট কত টাকা ও কি কি সাহায্য চাওয়া হয়েছিল ; এবং

৩) কেন্দ্রিয় সরকার কি পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য সহায়তা দিয়েছিলেন ?

৪) উক্ত বন্যায় কেন্দ্রিয় সরকারের তদন্ত রিপোর্টে রাজ্য সরকারের চাহিদা সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কি ?

৫) হইলে তাহা কি ?

ANSWER

Minister in Charge of the Revenue Department : Revenue Minister Tripura ?

১) ১৯৮৩র আগষ্টের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কে বিভিন্ন স্কীমে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় বিবরনী 'ক' 'খ' এবং 'গ' তে দেওয়া গেল।

২। ১৯৮৩র আগষ্টের বন্যায় জন্য কেন্দ্রীয় এবং সরকারের নিকট যে ত্রান সাহায্যে

৩। চাওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক যে সাহায্য মঞ্জুরী করা হয় তাহার বিবরণ অত্র প্রদত্ত এনেক্চার 'ঘ' তে দেখানো হইল।

৪। কেন্দ্রীয় তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয় নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

পশ্চিম ত্রিপুরা

আগষ্ট ১৯৮৩ইং সালের বন্যার খতিয়ান। 'ক'

মহকুমা

খরচের বিবরণ	সদর		খোয়াই		সোনামুড়া		মোট	
	পরিবারের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	পরিবারের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	পরিবারের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	পরিবারের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ
১) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের অনুদান এবং শুকনো খাবার বিতরণ।	৩৮৬১	৩৪৮৩৫০,	৬৫২১	৩৯৮৬৯২'২৭	১৪৯৬	৩৮২৮০৯'০২	১১৮৭৮	১১'২৯,৮৫১'২৯
২) গৃহাদির ক্ষতির জন্য সাহায্য.	৪৯৮	৭৯৭০০	২৫৮৭	১৩০০৯২০,	২৫৯৩	১১৩৯৯২০,	৫৬৭৮	২৫,২০,৫৪০,০০
৩) জুম চাষ ক্ষতির সাহায্য	৭	১৪০০,	৮২	১৬৪০০,	—	—	৮৯	১৭,৮০০,০০
৪) মৃতের পরিবারদের ক্ষয়রাতি।	—	—	১	৫০০০	—	—	১	৫০০০,০০
৫) চাষীদের বীজ সরবরাহ	৮০০	৪০,০০০	৩০০০	১৪৬৫৩৫	৩৩০০	১৬৫০০০'০০	৭১০০	৩৬১৫৩৫'০০
৬ মৎস্য চাষের সাহায্য	৬৮৫	২০৫৫০,	৬০০	১৮'০০০	৩৫০	১০,৫০০'০০	১৬০৫	৪৯,০৫০'০০
	৫৮৫১	৪,৯,০০,০০০,	১২৭৯১	১৮,৮৫,৫৪৭'২৭	৭৭৩৯	১৬৯৮২২৯'০২	২৬৩৮১	৪০,৭৩,৭৭৬'২৯

ইহাছাড়া পলিথিন ক্রয় এবং তাহার পরিবহণ বাবত ৬, ৪১, ৮২৯, ৬৩ টাকা এবং বন্যা কবলিতদের মৎস চাষের জন্য চুন ক্রয় করা বাবত ১,০০,০০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে। মৎস চাষ অধিকর্তা উক্ত চুন ক্রয় করিয়াছেন।

দক্ষিন ত্রিপুরা আগষ্ট ১৯৮৩ইং সনের বন্যার খতিয়ান। 'খ'

মহকুমা

খরচের বিবরণ	উদয়পুর		অমরপুর		সাব্রুম		মোট	
	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ
১) গৃহ নির্মাণ সাহায্য বাবদ	৭২০৩	২৮,৯৭,৭০০,	৩০১৬	২৮,৫৮,৮০০,	২০১৬	১০,৭০,৩০০,	১৫৮	১৫৮ ৪৫,০০০	১২৬৯৩	৬৮'৭১,৮০০
২) মৎস্য চাষ বাবদ	১০০০ পরিবার	৩০,০০০	১৭৫ পরিবার	৫'২৫০,	৯৫০ পরিবার	২৫,৫০০,	১৫০ পরিবার	৪'৫০০,	২২৭৫ পরিবার	৬৫'২৫০
৩) বীজ এবং চারা বাবদ	১০৫০০ পরিবার	৫,২৫০০০	৪০০০ পরিবার	২,০০,০০০,	৬,০০০ পরিবার	৩.২৫,০০০	১৪০০ পরিবার	৭০,০০০	২২,৪০০ পরিবার	১১,২০'০০০,
৪) জুমিয়াদের ক্ষয়রাতি সাহায্য।	৯৩৭	১,৮৭,৪০০,	১৬৯১	৩,৩৮,২০০,	১৮৫০	১৮০,১০০	—	—	৪৪৭৮	৭০৫,৭০০,
৫) বাসন পত্র, বই এবং জামা কাপড় সরবরাহ বাবদ	১৫৭১	২,৩৭৬৫০,	১৯১০	২,৮৫,০০০	৫৩৮	৮০,৭০০,	৯	১৩৫০,	৪০২৮	৫,০২,৭০
৬) মৃতের পরিবারদের ক্ষয়রাতি সাহায্য	৪	২০,০০০	১	৫,০০০	৪	২০,০০০	—	—	৯	৪৫,০০০

উত্তর ত্রিপুরা

আগষ্ট ১৯৮৩ইং স'নের বন্যার খতিয়ান।

মহকুমা

খরচের বিবরণ	কৈলাশহর		কমলপুর		মোট	
	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ	প্রাপকের সংখ্যা	আর্থিক পরিমাণ
১) গৃহ নির্ম্মাণ সাহায্য বাবদ	১৪৭৯	১,১০,০৭০,	৩৬৫	২৭,৯৩০,	১৮৪৪	১,৩৮,০০০,
২) গৃহপালিত পশু ক্ষতি বাবদ	২৪৭	২৭,৩২৫	—	—	২৪৭	২৭,৩২৫
৩) বীজ এবং চারা বাবদ	৫৫৯১	২,৪৯,০০০,	৬০০	৩০,০০০	৬১৯১,	২,৭৯,০০০
৪) ক্ষয়ক্ষতি সাহায্য বাবদ।	৩৮,২৩৮	৬,২৭,৩৫৭,	২৭৪৩	৮১৪২	৪০৯৮১	৬,৩৫,৪৯৮,
৫) মৎস্য চাষ বাবদ	৫২৫	১৫৭৫০	১২৫	৩৭৫০	৬৫০	১৯৫০০,

১৯৮৩র আগষ্টে বন্যার জন্য 'ঘ'

কেন্দ্রায় সরকারের নিকট যে ত্রাণ সাহায্য চাওয়া হয় এবং কেন্দ্রায় সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুরী করা হয় তাহার বিবরণ ঃ—

ক্রমিক নং	বিষয়	কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আর্থিক দাবীর পরিমাণ (টাকা—লক্ষ)	কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নির্ধারিত খরচের উর্দ্ধ সীমা। (টাকা—লক্ষ)
১	২	৩	৪
১।	শিবিরে অবস্থানরত পরিবারদের ত্রান বাবদ।	৮৫,০০	৭০,০০
২।	আকস্মিক ঘটনা বাবদ।	১৫,০০	৬,০০
৩।	পলিথিন সিট্।	১০,০০	১০.০০
৪।	হেলিকপ্টার চার্জ্জ।	১০.০০	১০,০০
৫।	ঔষধ পত্রাদি।	৫.০০	৫,০০
৬।	মৃতের পরিবারের খয়রাতি	১,০০	০,১৯
৭।	গৃহ নির্ম্মাণ, সংস্কারের জন্য অনুদান।	২৩৪,০০	২৬.৬৪
৮।	বাসনপত্র। জামা কাপড় সরবরাহ বাবদ।	২৪.০০	৪.৮০
৯।	কৃষি ভর্ত্তুকী।	১১৬,৫০	২৬ ৭৫
১০।	পান চাষ।	৮ ৫০	২,৫০
১১।	বালু হইতে ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভর্ত্তুকি।	২০০,০০	২৫,০০

১	২	৩	৪
১২।	গৃহপালিত পশু ক্রয় বাবদ।	২২,২৫	১৬,৬৫
১৩।	মৎস্য চাষীদের অনুদান	৮,৭০	১,৫০
১৪।	বাঁধ সংস্কার	৪৮,২০	৪২,০০
১৫।	ক্ষুদ্র সেচ সংস্কার	৩৪,৭০	১৪০০
১৬।	বৈদ্যুতিক পরিবহন।	৪৫,৮০	১৫,০০
১৭।	শক্তি উৎপাদক নালার ক্ষতি	২৭,০০	১০,০০
১৮।	ট্রেন্স মিশন লাইনের ক্ষতি।	২৫,০০	১০,০০
১৯।	নল কূপ / গভীর নল কূপ সংস্কার।	২৮,২০	৫,০০
২০।	রাস্তা এবং পুল সংস্কার।	২৩২,০০	১২৬,০০
২১।	স্কুল ঘর মেরামত।	৩১,২০	১০,০০
২২।	পশু পালন দপ্তরের গৃহাদি।	২,০০	২০,০০
২৩।	অন্যান্য বেসরকারী গৃহাদি।	৩০,০০	—
২৪।	চাকুরী প্রকল্প।	৬০০,০০	—
২৫।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য অগ্রিম পরিকল্পনা সাহায্য।	১০০,০০	—
		১,৯৪৩,৮৫	৪৫০,০৩

Annexure— "C"

Assembly Starred Question No. 42 (Postpond Question.)

Name of the Member :- Shri Bidhu Bhusan Malakar, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State.

১) কৈলাশহর বিভাগে কতজন রায়তকে গত ৫ বৎসরের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি আইনের ১৩০ ধারানুযায়ী ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে এবং

২) এই আইনানুযায়ী দুধপুর এবং কাঞ্চন বাড়ী গ্রামে কতজন রায়ত আছে (কৈলাশহর বিভাগে)

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department : Revenue Minister

১) ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩০ ধারা অনুযায়ী কৈলাশহর বিভাগে গত ৫ বৎসরে মোট ৬৯ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে।

২) দুধপুর এবং কাঞ্চন বাড়ী কাহাকে ও ছাড়পত্র দেওয়া হয় নাই।

Postponed Admitted Question No. 64.

Name of Member : Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister In-charge of Fisheries Department be pleased to state :-

১) নূতনবাজার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্য্যকরী কমিটির নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হইয়াছে

২) আজ পর্য্যন্ত উক্ত সমবায় সমিতির অফিস বেয়ারার নির্বাচিত না হওয়ার কারণ কি ; এবং

৩) কবে নাগাদ অফিস বেয়ারারের উপর দায়িত্ব অর্পন করা হইবে ?

Answer

১) নূতন বাজার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্য্যকরী কমিটির নির্বাচন ১৯৮২ ইংরেজীর ১০ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২) ইতিমধ্যে অফিস বেয়ারার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহারা কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৩) ২নং অংশের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিত প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Un-Starred Question No. 23 Postpond Queation.
Name of the Member :- Shri Subodh Chandra Das, M. L. A.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) ১৯৮৩ ইং সনের এপ্রিল ও মে মাসে বন্যায় ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত হেক্টর জমিতে কি পরিমাণ ফলনের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং
২) বন্যা দুর্গতদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

Answer

Minister-in-charge of the Revenue Department : be pleased to State

১) ১নং প্রশ্নের উত্তর ১৩ইং জুলাই দেওয়া হইয়াছে।
২) উত্তর ও পশ্চিম ত্রিপুরায় কি কি সাহায্য হইয়াছে তাহার উত্তর ১৩ই জুলাই দেওয়া হইয়াছে।

দক্ষিন ত্রিপুরায় ক্ষতিগ্রস্থ ধান বাবত নিম্নরূপ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

মাতাবাড়ী	টাকা	৫,২৫,০০০/—
বগাফা	,,	৯৯,০৫০/—
রাজনগর	,,	১,০০,০০০/—
সাতচাঁদ	,,	৫৯,৪০০/—
অমরপুর	,,	১ ৬৪,০০০/—
ডম্বুরনগর	,,	২২,২০০/—

Assembly un-Starred questions No- 24 (Postponed)
Name of the member :- Shri Subodh Chandra Das. MLA.
Will the Hon'bly Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to State.

১) ১৯৮৩ইং সনে ঝড়ে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কত সংখ্যক ঘর বাড়ী ভূপতিত হয়েছে এবং কত জীবন হানি হয়েছে তাহার হিসাব।
২) পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত বিলথৈ, ডিলথৈ, পানিসাগর ও কুর্তি গাঁও সভার ঐ ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ কত ?
৩) ঝড় বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)
৪) ঝড় বিধ্বস্ত দুর্গত ত্রাণ কার্য্যের জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন কিনা ;
৫। চেয়ে থাকলে তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে ত্রাণ কার্য্যের জন্য কত টাকা বরাদ্ধ করেছেন ?

Answer

Minister in charge of the Revenue Department : Revenue Minister Tripura

১) ১নং প্রশ্নের দক্ষিম ত্রিপুরা ও পশ্চিম ত্রিপুরা ব্লক ভিত্তিক উত্তর ১৩ জুলাই ১৯৮৩ইং দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কোন ব্লকে কত ঘরবাড়ী ভূপতিত হয়েছে এবং কত জীবন হানি হয়েছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জেলা/ব্লক	বাড়ীঘর ক্ষয় ক্ষতির সংখ্যা	জীবন হানির সংখ্যা
সালেমা	৫৮০	২
পানিসাগর	২৩২	১
ছাওমনু	৮৮	
কুমারঘাট	—	
কাঞ্চনপুর	—	

২) ২নং প্রশ্নের উত্তর ১৩ জুলাই ১৯৮৩ দেওয়া হইয়াছে।

৩) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার উত্তর ১৩ই জুলাই ১৯৮৩ দেওয়া হইয়াছে।

৪) উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে খয়রাতি সাহায্যে হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

উত্তর ত্রিপুরা			
পানিসাগর	(ক)	১,০০০,০০ টাকা	খয়রাতি
	(খ)	১৪.৮০৮,০০	এস, আর, ইপি
ছাওমনু		৩,০০০,০০	খয়রাতি
সালেমা		১৯ ৫৫০ ০০	খয়রাতি

দক্ষিণ ত্রিপুরা		
মাতাবাড়ী	৫ ২৫,০০০ ০০	খয়রাতি
বগ ফা	৯৯ ০৫০ ০০	খয়রাতি
রাজনগর	১,০০,০০০,০০	খয়রাতি
সাতচাঁদ	৪৯,৪০০,০০	খয়রাতি
অমরপুর	১.৬৪.০০০,০০	খয়রাতি
ডম্বুর নগর	২২ ২০০ ০০	খয়রাতি

৫নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর — ১৩ই জুলাই ১৯৮৩ইং দেওয়া হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on Friday, the 30th March, 1984, at 11 A. M,

Present.

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Spea-ker and 40 Members,

STARRED QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার স্বাক্ষরিত আপনি যে একটা ষ্ট্যাটমেন্ট দিয়েছিলেন কালকে, আপনি বলেছিলেন যে, এই ষ্ট্যাটমেণ্টের কিছু অংশ ডিলেট করবেন। কিন্তু আপনি ডিলেট করলেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, কোয়েশ্চন্ আওয়ারের শেষে এটার উত্তর দেব। তখন আপনাদের কোন বক্তব্য থাকলে বলবেন।

শ্রী মতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২২১। অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২২১।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে কতটি ওয়াটার শেড আছে ; এবং

২) উক্ত ওয়াটার শেডের দ্বারা কত একর টিলা জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে ?

৩) আগামী আর্থিক বছরে আরো ওয়াটার শেড নির্মাণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

১) ১৩৪টি ওয়াটার শেড এ পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছে।

২) ওয়াটার শেড দ্বারা ফসল উৎপাদন করা হয় না।

৩) ওয়াটার শেড নির্মাণ করার মত কিছু না। ওয়াটার শেড প্রকৃতির নিয়মেই গঠিত হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন কর্ত্তার প্রশ্ন থেকে মনে হচ্ছে, উনি জানতে চেয়েছেন ওয়াটার শেড ম্যানেজমেণ্ট সম্পর্কে। মহারাণী ও রাংগাছড়াতে দুটো ওয়াটার শেড ম্যানেজমেণ্টের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং আগামী আর্থিক বছরে যাতে আরও দুটো, একটা হচ্ছে বিলোনীয়া মুহুড়ী নদীকে সেণ্টার করে আরেকটা কৈলাসহরের মনু নদীকে সেণ্টার করে, এই দুটো ওয়াটার শেডের কাজ শুরু করা হবে। এগুলির প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। আগামী বৎসরেই কাজ শুরু করা হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই ওয়াটার শেড ম্যানেজমেণ্ট দ্বারা কত মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং তারা কি কি ভাবে উপকৃত হয়েছেন ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—ওয়াটার শেড ম্যানেজমেণ্ট ভূমি ক্ষয় রোধ করে এবং জলধারের সুযোগ করে কৃষির উন্নতি হয় গ্রামীণ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। জুম চাষকে আধুনিক চাষে উন্নীত করা ওয়াটার শেডের উদ্দেশ্য।

গণ্ডগোল

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই বছরই যাতে মহারাণী ছড়ার জল কাজে লাগিয়ে কৃষকরা যাতে চাষাবাদ করতে পারে তার জন্য ওয়াটার শেড তৈরীর জন্য ব্যবস্থা করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

(গণ্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এই বছরই এই জল কাজে লাগানর দরকার হবে না। কেন না, সেখানে পাম্পের সুযোগ রয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শান্ত হউন, সভার প্রশ্নোত্তর চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী সমর চৌধুরী।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

QUESTIONS & ANSWERS

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—স্টার্ড কোয়ায়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

(গণ্ডগোল)

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৮৪ বছরগুলিতে কোন কোন কৃষি পণ্যের দাম অত্যাধিক পড়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকার কৃষি পণ্য উৎপাদকদের সহায়ক মল্য দিয়েছেন ?

(উপজাতি যুব সমিতির সদস্যগণের সভাকক্ষ ত্যাগ)

প্রশ্ন

২। এই বছরগুলিতে কোন পণ্যের জন্য রাজ্য সরকার কৃষকদের কত টাকা সহায়তা দিয়াছেন ?

৩। এই সকল সহায়তা নিয়ে কোন বছর কত সংখ্যক কৃষক উপকৃত হয়েছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৮৪ বছর গুলিতে যে সমস্ত কৃষি পণ্যের জন্য কৃষকদিগকে সহায়ক মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সেগুলি হচ্ছে, পাট, আনারস ধান, কমলা, আলু, কার্পাস।

২। রাজ্য সরকার সরাসরি কৃষক দিগকে কোন আর্থিক সহায়তা দেন নাই।

৩। কৃষি বিভাগ সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে সব কিছু খরিদ করেন না। যে সমস্ত জিনিস পত্র কেনা হয় গভর্ণমেন্ট তার উপর সাবসিডি দেন। বিভিন্ন সময়ে এই সাবসিডি দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— কৃষি পন্যের মধ্যে বিশেষ করে, ধান পাটের মূল্য কি হবে তা কি অ্যাগ্রিকালচারেল প্রাইসেস্ কমিশন দাম নির্দ্দিষ্ট করে দেন ? কমিশন যা দাম নির্দ্দিষ্ট করে দেন তা কি অনেক নীচে থাকে, যার ফলে কৃষকরা সাংঘাতিক ভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন ? এই জন্য সারা দেশে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্র কৃষকদের আন্দোলন হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কৃষি পণ্যে কৃষকরা ঠিক মত দাম পাচ্ছে না এবং এর ফলে ত্রিপুরার কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছে ও আন্দোলন করেছে এ তথ্য ঠিক। আমরা উৎপাদন মূল্য কমানর জন্য সাবসিডি দিয়ে যাচ্ছি। সেচের জন্য কিছু সুপারিশ করেছেন, রাজ্য সরকার সেই সুপারিশের ভিত্তিতে সেচের কাজে সাবসিডি দিচ্ছে, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরাই সেচের উপর কোন ট্যাকস বসাইনি। অ্যাগ্রিকালচারেল

প্রাইসেস্ কমিশন যে দাম নির্দ্দিষ্ট করে তা হচ্ছে ধানের জন্য ১৩৪ টাকা। কিন্তু সেটা কম বলে আমরা মোটা ধানের জন্য কুইন্টল প্রতি দাম নির্দ্দিষ্ট করেছি ১৫০ টাকা ও সরু ধানের জন্য ১৬০, টাকা। আমি আগেও বলেছি, এখানকার গরীব অংশের মানুষ তারা যে সমস্ত কৃষি পণ্য উৎপন্ন করে যেমন আনারস আলু কমলালেবু, পাট, এই সব গুলির উপর আমরা সাবসিডি দিচ্ছি। কৃষি বিশেষজ্ঞরা যে রকম সুপারিশ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী দাম আমরা এখানে দিচ্ছি।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, ত্রিপুরার কৃষি পণ্যের দাম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে আগ্রিকালচারেল প্রাইসেস কমিশন-এর সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন কিনা? যদি গ্রহণ করে থাকেন তাহলে ধান ও পাট কেনার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে কত দাম নির্দ্দিষ্ট করে সুপারিশ করেছিলেন?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— সাধারণতঃ কৃষি কমিশন দাম নির্দ্দিষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দেন। কিন্তু সেই দাম আমরা গ্রহণ করতে পারি না এই কারনে, আমরা এখানে কৃষকদের যা দাম দিচ্ছি, তার চেয়ে অনেক কম থাকে বলে। বিশেষ করে এখানকার ক্ষুদ্র মাঝারী ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে বেশী ভাগ জমি থাকে বলে। তারা ফসল উৎপাদন করার জন্য ঋণ নিয়ে থাকে, কিন্তু সে ঋণ পরিশোধ করতে পারেন না। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা মূল্য দিয়ে থাকি। কৃষি পণ্যের দাম যা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তার চেয়ে আমরা বেশীই দিয়ে থাকি।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি জে সি আই তে যে পরিমাণ পাটের দরকার হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ পাট ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কিনে থাকেন। ফলে এই সব পাট ব্যবসায়ীরা ফড়িয়া, জোতদার মহাজনদের শিকার হন। এই সম্পর্কে জে, সি, আই, যাতে আরো বেশী পাট কেনে তার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— এই সম্পর্কে বলতে পারি জে সি আই, যে সমস্ত পাট কিনে থাকেন, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের চাষীরা জীবন অসুবিধার সম্মুখীন হন। কারণ, তারা যা পাট উৎপাদন করে থাকেন তার চেয়ে অনেক কম পাট জে সি আই ক্রয় করেন। এই অসুবিধার কথা সরকার চিন্তা করেন বলেই জে সি আই, কি কিনল না কিনল তার উপর নির্ভর করে বসে থাকেন না। আমরা যখন দেখি যে পাটের দাম কমে যাচ্ছে, তখন সাধ্য অনুসারে পাট কিনার জন্য উদ্যোগ নিয়ে থাকি। বিশেষ করে রাজ্যে যে সমস্ত প্যাকস, ল্যাম্পস আছে, সেগুলির মাধ্যমে পাট কিনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবছর বাজার দরের সংগে প্রতিযোগিতা করে পাট কিনা হয়েছে বানিজ্যিক ভিত্তিতে। এবছর ৩২,৫২০ কুইন্টাল পাট কিনা হয়েছে এবং তার জন্য খরচ হয়েছে ৮১.৭০ লক্ষ টাকা।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, প্রশ্নটি যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে পাট কিনার জন্য জে, সি, আই,র সংগে ত্রিপুরা সরকারের বরাবরই একটা চুক্তি হয়। আমরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাট কিনি এবং জে, সি, আই, সরাসরি পাট কিনে। বেশীর ভাগ পাটই আমরা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করি। তার একটা অংশ আমাদের জুট মিলের জন্য রাখা হয় এবং আর বাকী অংশ জে, সি, আইকে বিক্রী করি। তার জন্য বিভিন্ন রকম সর্ত্ত থাকে। এবছর যেহেতু পাটের উৎপাদন কম হয়েছে, তার জন্য আমাদের নির্দ্ধারিত দরের চেয়েও বাজার দর বেশী হয়ে গিয়েছে। তাই কিছু জায়গাতে নির্দ্ধারিত দরে পাট কিনতে পারি নি, সেই সব জায়গাতে ফড়িয়ারা সরাসরি পাট কিনেছে এবং সরাসরি বাইরে বিক্রী করেছে। এটা সাধারনতঃ হয় না, কিন্তু এবছর হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সমগ্র পাটই সমবায় সমিতির মাধ্যমে কিনতে পারি এবং কিছু অংশ জে সি, আইর কাছে পাঠাতে পারি। অন্যান্য বার জে, সি আই, পাট কিনে কলকাতায় পাঠাতে অসুবিধা ছিল বলে আমাদের অনেক গুদাম তারা আটকিয়ে রাখত, সেটার অনেকটা হাল হয়েছে রেলের সংগে যোগাযোগ করে। আমরা ব্যবস্থা করছি যাতে জে. সি. আই, সরাসরি এখান থেকে পাট কিনে নিয়ে যায়। যেহেতু কলকাতাতে পাট নিলে তাদের ট্যাকস দিতে হয়, তাই অনেক সময় পাট কিনে এখানে মজুত করে রাখত। কারণ এখানে তাদের কোন ট্যাকস দিতে হত না। এটা হালে আমাদের নজরে আসে। কৃষকরা যাতে ফসলের ন্যায্য দর পেতে পারে সেই জন্য ফড়িয়াদের কাজের ক্ষেত্র আমরা অনেক খানি সংকুচিত করে এনেছি। এদিকে আমাদের লক্ষ্য আছে।

মিঃ স্পীকার .— শ্রীমতী রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস ঃ— কোয়েশ্চান নং ২৬১ স্যার।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— কোয়েশ্চান নং ২৬১ স্যার।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লকের লালজুরি বাজরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য শেড তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চলতি আর্থিক বৎসরে লালজুরি সহ আরও বিভিন্ন বাজারে শেড নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে কোন কোন বাজারে তা নির্মান করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার কাঞ্চনপুর ব্লকে এ পর্য্যন্ত আমরা দুটো বাজারে শেড নির্মানের কাজ শেষ করছি, সেগুলি হলো দশদা ও মাছ মারা এবং কুর্ত্তী। ১৯৮৩-৮৪ ইং কাঞ্চনপুর এলাকায় যে সমস্ত বাজার উন্নয়ন কাজ শেষ হবে সেগুলি হলো দামছড়া ও কাঞ্চনপুর। এছাড়া ১৯৮৩-৮৪ ইং সালে আরও দুইটা বাজার উন্নয়নের জন্য অনুমোদন দিয়েছি। সেগুলি হলো আনন্দ বাজার ও রাহুলছড়া। এছাড়া আগামী আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে খাস এলাকায় যে সমস্ত বাজার আছে, সেগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নতির জন্য কর্মসূচী গ্রহন করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— স্যার, আমি কোন প্রশ্ন করব না। কারন. গণতন্ত্রের অধিকার যেখানে ব্যহত হয় সেখানে আমি কোন প্রশ্ন করি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী মাখন চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ— কোয়েশ্চান নং ২৭৫ স্যার।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চান নং ২৭৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে রাজ্যে গাঁওসভার সংখ্যা কত ছিল,

২। উক্ত সময়ে কতগুলি পঞ্চায়েত অফিস ঘর ছিল, এবং

৩। বর্ত্তমানে কতটি গাঁওসভায় পঞ্চায়েত অফিস ঘর আছে আর কতটিতে এখনো বাকী আছে,

৪। যে সকল গাঁও সভাগুলিতে পঞ্চায়েত অফিস ঘর নাই তথায় অফিস ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ৪৭৬ টি গাঁওসভা ছিল।

২। উক্ত সময়ে ৩৯০ টি পঞ্চায়েত অফিস ঘর হয়েছিল।

৩। বর্তমানে এই সংখ্যা ৭০৪ টি। তন্মধ্যে ৬৮৯ টি গাঁও পঞ্চায়েত অফিস ঘর হয়েছে। বাকী ১৫ টি নূতন গাঁও পঞ্চায়েত অফিস ঘর তৈরী করা হয় নাই।

৪। হ্যাঁ, আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী ভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ— কোয়েশ্চান নং ৩১০ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— কোয়েশ্চান নং ৩১০ স্যার

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাজ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম কিনা,

২। যদি না হয়ে থাকে তাহলে বিদ্যুৎ ঘাটতি কি ভাবে মেটানো হচ্ছে,

QUESTIONS AND ANSwERS

৩। স্থায়ীভাবে এই ঘাটতি মেটানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

৪। তা কবে নাগাদ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়,

৫। অন্তবর্ত্তী সময়ে কপিলা বিদ্যুৎ প্রকল্পের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রাজ্যে আনার কোন ব্যবস্থা হবে কি ?

১। না।

২। আসাম থেকে বিদ্যুৎ এনে।

৩। হ্যাঁ।

৪। রাজ্যের নিজস্ব উদ্যোগে ঘাটতি মেটানো সময় সাপেক্ষ, তবে ১৯৮৪-৮৫ সালের মাঝামাঝি আমদানির মাধ্যমে সম্ভবপর বলে আশা করা যায়।

৫। ব্যবস্থা করা হচ্ছে। লোকটাক প্রকল্পের বিদ্যুৎ ও বেশী মাত্রায় পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রাজ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার রাজ্যে এখন ৮.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। তাছাড়া বড়মুড়াতে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছি। সেটি চালু হলে আমরা ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাব। ও, এন, জি, সি, আমাদের ১ লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রতিদিন দিলে, আমরা একটা ২৫ মেগাওয়াট ইউনিট বসাচ্ছি এবং আরও একটা ৫ মেগাওয়াটের ইউনিট বসালে সব সহকারে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভবনা আছে। তাছাড়া মহারাণীতে মাঝারী সেচ প্রকল্পর জন্য যে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আমরা ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা রেখেছি। আপাততঃ এই কাজগুলি আমাদের হাতে আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরায় এই রকম আর একটা জুট মিলের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এইজাতীয় কিছু শিল্প কারখানা যেমন রাবারের একটা প্রজেক্ট বসানো হচ্ছে, ইণ্ডাষ্ট্রি, এইগুলিতে যে পরিমান বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে সেইগুলিকে হিসাবে রেখে এবং রাজ্যের এই মুহূর্তের পরিমান হিসেব করে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার এখন আমাদের এই সিষ্টেমে প্রয়োজন হচ্ছে ২১ মেগাওয়াট। আমাদের নিজস্ব আছে সাড়ে আট মেগাওয়াট, আসাম থেকে আনতে হয় প্রায় সাড়ে ১২ মেগাওয়াট। সব দিন আমরা সবটা পুরাপুরি পাই না, চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ধারনা যে ১৯৮৯-৯০ সাল নাগাদ এটা ৫০ মেগাওয়াটে

দাড়াবে। আমাদের যে সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনার দিকটা আপাতত: বলছি উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব ইউনিট যদি চালু হয়ে যায় আসামের বঙ্গাই গাঁয়ে যে থার্মাল প্রজেক্টগুলি আছে যদি সেগুলি চালু হয়ে যায় তাহলে আমাদের ইন্টার ষ্টেট যে আদান-প্রদান হবে তাতে আমাদের অবস্থাটা মেক-আপ হবে এবং আমাদের নিজস্ব এখন যা সম্ভাবনা দেখছি তাতে আমাদের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো সম্ভাবনা কম। যদি ভারত সরকার রাজী হয় এবং ও এন জি সি আমাদের আর ও বেশী গ্যাস দেন এবং নুতন প্রকল্পের জন্য আর ও অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাহলে আমরা গজালিয়াতে ও আর একটা বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে নিতে পারি এই হচ্ছে মোটামুটি অবস্থা।

শ্রীভানুলাল সাহা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, খোয়াই এবং মনুতে মাঝারি সেচ প্রকল্পে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এক্ষুনি আমাদের হাতে এই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা শুধু মহারাণীটাই করছি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস - সাপ্লিমেণ্টার স্যার, আসাম থেকে যে বিদ্যুৎ আনা হয় তা ইউনিট প্রতি খরচ কত হয় এবং সেখানে রাজ্য সরকারের ভর্তুকি দিতে হয় কিনা, দিলে কত দিতে হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এমনিতে আমরা ভর্তুকি দিচ্ছি না। আমরা প্রতি ইউনিট ৫০ পয়সা করে কিনে আনছি, তাতে আমি কালকে উল্লেখ করেছি, প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আমাদের মাসে দিতে হচ্ছে। বাইরে থেকে কিনে আনা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আগামী ২০০০ সালে যেমন পরিকল্পনা ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্ক ইত্যাদির জন্য আমাদের যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে সেই সমস্ত জিনিষের দিকে লক্ষ রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা নিচ্ছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমাদের সে উদ্যোগ আছে। গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সম্ভাবনা সেটা গ্যাস প্রাপ্তি, গ্যাস মঞ্জুরী এবং অর্থ প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে।

শ্রীভানুলাল সাহা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে যে গ্রীড হবে সেখানে এই সামগ্রিক অঞ্চলের সঙ্গে এই রাজ্যেও বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, কতগুলি আছে রাজ্যস্তরের প্রকল্প এবং কতগুলি সেণ্ট্রাল সেকটারে হচ্ছে যেমন লোকটাক, পপিলি এইগুলি থেকে কি করে পাওয়া যাবে সেটা কেন্দ্র থেকে ঠিক করে দেবেন। লোকটাক থেকে আমরা ১০ হাজার পাব ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছে, পপিলি বিদ্যুৎ কি করে ভাগাভাগি হবে সেটা এখনও নির্দিষ্ট হয় নি। আমরা আমাদের যে রিজিউন্যাল বোর্ড আছে সেই বোর্ডে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি তাড়াতাড়ি এই বিদ্যুৎ ভাগাভাগি কি করে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য। রাজ্য ভিত্তিক যে সমস্ত প্রকল্প আছে যেমন মেঘালয়ে বিদ্যুৎ আছে, মেঘালয় থেকে আসাম গেলে এবং আসামের ভিতরদিয়ে অন্য রাজ্যও কিছু কিছু যায় কাজেই ২টি সেকটারে এইগুলি হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩০।

শ্রীঅনিল সরকার— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩০।

QuustionS and Answers

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (টি. এস. আই. সি) কি কি শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

২। ঐ নিগম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮৪ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত টাকা লাভ করেছে,

৩। বর্ত্তমানে সংস্থাটির আর্থিক অবস্থা কি রূপ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (টি, এস, আই, সি) নিম্নলিখিত শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করছে :—

উৎপাদন	সরবরাহ
ক) ফলজাত দ্রব্য	ক) গাড়ীর যন্ত্রাংশ
খ) ঔষধ,	খ) ষ্টীলের ও কাঠের দ্রব্য সামগ্রী,
গ) পাগমিলেন ইট.	গ) প্যারাফিন.
ঘ) কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেণ্ট	ঘ) কয়লা,
	ঙ) লৌহজাত দ্রব্য।

২। কোনও লাভ হয় নাই।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপ :—

ক) শেয়ার মূলধন খাতে প্রাপ্ত টা: ৬৩ ৩৬, ২০০· ·০০।

খ) ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত ঋণ টা: ৬৩, ৩৬, ৪১১ ·৩৪ (আবর্ত্তিত মূলধন হিসাব)।

গ) ত্রিপুরা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণটা: ১০, ০৫, ১১ ·২৭৫

শ্রীনকুল দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে নিগমটি গঠন করা হয়েছে, এই নিগমের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য যে যারা নিজস্ব উদ্যোগ নিয়ে শিল্প কারখানা স্থাপন করে ছোট ইউনিট করে তাদেরকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে কাজেই এই উদ্যোগটা কতটা সম্ভব হয়েছে এবং বর্ত্তমানে সেই উৎপাদকদের কাছে তাঁরা এই সমস্ত কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, ছোট খাটো শিল্প উদোক্তারা তাদের কারখানার জন্য আমরা বিভিন্ন কাঁচামাল সংগ্রহ করে দিই এবং কোন কোন শিল্প উদ্যোগী যারা মার্কেটিং করতে পারে না, তাদের জন্য মার্কেটিং এর ব্যবস্থা করে দিই। কাঁচা মাল বাইরে থেকে আনতে হয় যেমন ষ্টিল, পেরাফিন ইত্যাদি অনেক সময় যেখানে সেই প্রডাকশন সেণ্টার আছে কাঁচা মালের সেই সব জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে নিশ্চয়ই কখনও কখনও নানা কারনে দেরী হয়, কখনও রেলের অভাবে বা ইত্যাদি কারনে কাজেই এখন পর্য্যন্ত আমরা বিভিন্ন ছোট খাট ইউনিটগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে হয়তো কিছু দেরী হতে পারে, এই সব কারনে, কিছু ঘটনা স্বাভাবিক কারনে ঘটে থাকে যেমন ট্রান্সপোটের নানা রকম সমস্যা আছে দূর থেকে যে-হেতু কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, এই সংস্থাটিতে

লাভ হচ্ছে না, লোকসান দিতে হচ্ছে, তাহলে সরকারের কত টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমাদের হিসাব সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এই ইউনিটগুলো শুরু হয়েছিল ১৯৬৫-৬৬ সন থেকে। কাজেই এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা যে হিসাব করেছি তা ১৯৭৬-৭৭ সন পর্য্যন্ত। ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্য্যন্ত আমরা লাভ লোকসানের হিসাব দিতে পারব। বিভিন্ন ইউনিটে যে কাজকর্ম বিভিন্ন সেক্টর আছে সেগুলিতে লাভ হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৪২৮ টাকা আর বিভিন্ন ইউনিটে ক্ষতি ও হয়েছে ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬২৫ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্য্যন্ত। পরবর্তী সময়ের হিসাব এখন ও ফাইনেলাজ হয়নি।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই সংস্থাটি যে টাকা পয়সা সেইগুলি বিরাট অংকের টাকা আটকে পড়ে আছে। যার জন্য যে দপ্তরের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, সেই দপ্তর দিচ্ছেনা, এই টাকা আটকে থাকার দরুন কর্পোরেশান অন্য কোন ও কাজ ও করতে পারছেনা।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা সত্যি কথা যে, সেই সময়ে বাইরে থেকে শ্রমিক আনতে হয়, তাদেরকে রোজ টাকা দিতে হয়। তারপরে সারা বৎসর সেই পি ডব্লিউ ডি" অন্যান্য দপ্তরকে দিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে টাকাটা যদি ব্লক্ড হয়ে যায় তাহলে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয়। এই সময়ের মধ্যে আমাদের প্রচুর টাকা লগ্নী করতে হয়। এর মধ্যে পি ডব্লিউ ডি অ্যাডভান্স করেছে। পি ডব্লিউ ডির কন্‌সস্ট্রাকশানের জন্য প্রচুর ইট লাগে। এইটা যদি না করা যায় ইটের দাম বেড়ে যাবে। সেই প্রজেক্টের মধ্যে সংগে সংগে আমাদের কতগুলি ইউনিট আছে মোমবাতির তৈরীর জন্য প্যারাফিন আনতে হয়। টাকার জন্য অসুবিধায় পড়তে হয় এটা অসত্য নয়। তবু ও আমি বলব অ্যাজএ হোল সবাই মিলে কি করা যায়।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টি এসআই সির আণ্ডারে যে সমস্ত মোমের ইউনিটগুলি আছে সেই সমস্ত ইউনিটগুলির মাঝে মাঝে লোকসান যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গৌহাটি থেকে যে এজেন্টের মাধ্যমে প্যারাফিন সাপ্লাই হয় সেটা অধিকাংশ কালোবাজারে চলে যায় ?

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, টি এস আই সি সংগ্রহ করে সেখানে পাঠান ইউনিটগুলি মোম তৈরী করে কালোবাজারে চলে যদি যায় সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নাই। কারন আমাদের কাজ হলো প্যারাফিন সংগ্রহ করে যে সমস্ত প্রডাক্শান ইউনিট আছে তাদেরকে দেওয়া।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৭২।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৭২ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় গো—প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

QUESTIONS & ANSWERS

২। গো-প্রজনন কেন্দ্র হইতে যে সকল গো-খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেগুলির সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো ব্যবহার করা হয় কি না, ? না হইয়া থাকিলে তাহার কারন কি ?

৩। এই গো-খাদ্য বাকিতে বিক্রি করার কোন সরকারী নির্দেশ আছে কি না ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যের গো-প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা ১২৩টি (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিমে দেওয়া হইল) সদর— ৩৪ টি

সদর—	৩৪ টি
উদয়পুর—	১১ টি
খোয়াই—	১১ টি
সোনামুড়া—	৯ টি
বিলোনীয়া—	১৬টি
সাব্রুম—	১টি
অমরপুর	১ টি
কমলপুর—	১২ টি
কৈলাশহর—	১৪ টি
ধর্মনগর—	১৪ টি
	১২৩ টি

১ এবং ৩। গো-প্রজনন কেন্দ্র হইতে যে সকল গো-খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো ব্যবহার করা হয় না। যেহেতু ভারত সরকারের ভর্তুকীর পরিমান নির্দিষ্ট করা আছে, সেই কারণে হিসাব খাতায় হিসাব রাখিয়া গো-খাদ্যের মূল্য নেওয়া হয়।

৩। এই গো-খাদ্য বাকিতে বিক্রয় করার কোন সরকারী নির্দেশ নাই।

শ্রী যাদব মজুমদার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ক্যাশ মেমো দেওয়া যায়না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যারা লেখাপড়া জানেনা, গ্রামের মানুষ তাদের গো খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে কারচুপি হয়। ক্যাশ মেমো দিলে এই প্রশ্ন থাকত না। আমি নিজে এই সমস্ত কেন্দ্রে গিয়ে জানলাম যে গো খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে যখন তাদের প্রশ্ন আসে তখন যদি মেপে দেখা হয় তখন প্রটেষ্ট করলেও সঠিক কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক্যাশ মেমোর ব্যবস্থা করবেন কিনা।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গো খাদ্য বিলির ব্যাপারে কোন

অভিযোগ নাই। তবে আমরা চেষ্টা করছি ক্যাশ মেমো চালু করা যায় কিনা।

শ্রী যাদব মজুমদার ঃ— এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন বাকীতে দেওয়ার সরকারের নির্দ্দেশ নাই কিন্তু আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা আজকে গো খাদ্য দিচ্ছেন না কেন তখন তারা বলেছেন ঠিকমত গো খাদ্য নিয়েছে তাদের কাছ থেকে ঠিকমত টাকা পয়সা না পাওয়ার দরুন তারা দিতে পারছেন না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা আমার অরুন্ধুতীনগরে একটি কেন্দ্র আছে, আর অরুন্ধুতীনগর বাজারের পাশেই আর একটা আছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এমন কোন অভিযোগ আমার হাতে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যখন সুনির্দিষ্ট জায়গার নাম বলে দিয়েছেন তা আমি দেখব।

শ্রী তরনী মোহন সিন্হা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অনেক গুলি গো প্রজনন কেন্দ্রের কথা বলেছেন, আমি একটি কথা বলছি, সেটা হচ্ছে কুমার ঘাট। কুমারঘাটে যে সিমেন রাখা হয় তা ঠিকমত রাখা হয় না। সিমেন রাখার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম তারা রক্ষা করছেন না যার জন্য এই ব্যবস্থাটা কার্যকরী হচ্ছে না। সেখানে এই সিমেন রাখার সুব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সিমেন গুলি আমাদের ধর্মনগর থেকে আনতে হয় ফ্লাকসে করে আমরা এই কেন্দ্রগুলিতে এখন রেফ্রিজারেটারের কোন ব্যবস্থা করতে না পারার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে, তবে আমরা চেষ্টা করছি যদি এই সব কেন্দ্রে ফ্রিজারেটারে রাখা যায় সেই চেষ্টা আমরা করছি। এখানে আমরা ফ্রজেন সিমেন দিয়ে প্রজনন করার চেষ্টা করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— স্যার, সাব্রুম ও অমরপুরে এই দুইটা মহকুমায় দেখা যাচ্ছে একটা একটা করে মাত্র দুইটা প্রজনন কেন্দ্র আছে। এখানে আরও বেশী সংখ্যায় গরু প্রজনন কেন্দ্র করার জন্য সরকারের কোন প্ররিকল্পনা আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— আপাততঃ নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২১৯,

শ্রী অনিল সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২১৯.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কয়টি মডেল চরকা কেন্দ্র চালু আছে,

Questions and Answers

২। এ সব চরকা কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত,

৩। উপরি উক্ত শ্রমিকরা এই কাজে মাসে গড়ে কত টাকা উৎপাদন করছেন এবং

৪। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা করেছেন

উত্তর

১। ১৮ টি চরকা কেন্দ্র চালু আছে।

২। ১০০৮ জন (মহিলা) । এর মধ্যে খাদি কমিশনের অধীনে যে সমস্ত ইউনিট গুলি আছে তাতে ৮১৬ জন, খাদি বোর্ডে আছে ১৫০ জন, কো-অপারেটিভ-এ আছে ৩৩ জন, সর্ব্ব মোট ১০০৮ জন।

৩। মাসে গড়ে ৭৫ টাকা উৎপাদন করেন।

৪। ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষৎ এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগ-এর নিয়ন্ত্রাধীন বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত সামগ্রীর ২০ শতাংশ বিক্রয় হয়। বাকী অংশ বিক্রয়ের জন্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের-এর কলিকাতা ও দিল্লীর খাদি ভবন এবং পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষৎ-এর নিকট বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গড়ে মাসে ৭৫ টাকা উৎপাদন করে, তা কত ঘণ্টা কাজ করে এই টাকা তারা উৎপাদন করেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার ঃ—সাধারণত ১০ থেকে ৫টা পর্য্যন্ত ওরা সেখানে কাজ করে।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ত্রিপুরার কর্মরত খাদি কমিশনের যে দপ্তর আছে তাদের জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা এই প্রকল্পে বরাদ্দ করেছেন, তার একটা বড় অংশ না দেওয়ার ফলে এই প্রকল্পগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না এবং নূতন কেন্দ্রগুলি খোলা যাচ্ছে না। এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দেবেন কি না ?

শ্রী অনিল সরকার —এই তথ্য এখানে আমার কাছে নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট এই ধরণের বক্তব্য থাকলে মাননীয় সদস্য তা দিতে পারেন। আমরা খাদি কমিশনের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করব।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে খাদি কমিশনের নির্দ্দিষ্ট পরিমান কাজের জন্য যে মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই হার রাজ্যের নিম্নতম হারের চেয়ে অনেক নীচে। এই সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত খাদি কমিশন কোন কিছুই করেন নি। কাজেই রাজ্য সরকার-এর পক্ষ থেকে খাদি কমিশন এবং ভারত সরকারের কাছে এই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে মজুরীর হার বাড়ানোর ব্যাপারে কোন

ব্যবস্থা নেবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা যে মজুরী পায় যেটা মাননীয় সদস্য বললেন এই সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নাই। আমি শুধু এই টুকু বলতে পারি যে আজকে তাদের নিম্নতম মজুরী যেটা হয়েছে সেটা ও আমরা ত্রিপুরা থেকে খাদি কমিশনের যে মিটিং করে তাতে আমরা এই সব কথা তুলি এবং জোর দিয়ে সেখানে বলার চেষ্টা করি, তার পরে ও অনবরত আমরা তাদের এই মিটিং গুলিতে এই কথা গুলি বার বার বলে যাচ্ছি যে, যে মজুরী তারা পাচ্ছে তা অত্যন্ত নগন্য, বার বার এইটা নিয়ে আমরা চিঠি পত্র লিখছি এবং দরবার করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— এখানে এই যে ফিকসড রেইট করে রিভাইজ করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রী অনিল সরকার : — সঠিক তথ্যটা আমার কাছে নাই। সম্ভবত এক বছর আগে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— খাদি কমিশনে যে মজরী দিচ্ছেন তার সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে. ত্রিপুরায় যেহেতু দিন মজররা দৈনিক মজরীর হার যেটা নিদ্দিষ্ট করেছেন তার নিম্নতম মজরীর হারকে অন্তত এখানে যেহেতু পাশাপাশি রাজ্য সরকার কাজ দিচ্ছেন এবং রাজ্য সরকার থেকে যে সব প্রকল্প গুলি আছে, তাতে যে সব কাজ দেওয়া হয় তাতে ও নিম্নতম মজুরীর হার দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সেটাকে বিবেচনা করে অন্তত ত্রিপুরার জন্য সর্ব্বভারতের কথা বাদ দিলে ও ত্রিপুরায় যেহেতু মজুরীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে, তার জন্য এইটা সম্পর্কে বিবেচনা করে দাবী জানানো হউক।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীর স্পীকার স্যার, এইটা রাজ্য সরকারের পযংই হউক কেন্দ্রীয় কমিশন হউক সারা ভারতের সবটা স্কিম এবং অর্থনুকুল্য খাদি কমিশন থেকে আসে, সেখানে সর্বত্র এই খাদি কমিশনের যেটা নিদ্দিষ্ট নির্ধারিত যে পথ কর্ম্মসূচী আছে তার বাহিরে কেউ যেতে পারে না। কাজেই সেখানে রাজ্য সরকার আলাদা ভাবে ন্যুন্যতম মজুরীর কথা ভেবে সেই স্কীমটাকে পালটানো অসুবিধা আছে। কারণ এই স্কীমটা খাদি কমিশন থেকে আসে। তবে রাজ্য সরকার থেকে এইটা করতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং খাদি কমিশনের কাছে ওরা ন্যুন্যতম মজুরী যাতে পায় তার জন্য বলতে পারি যে তোমাদের এই পেটেনটাকে চেইঞ্জ কর, যাতে ওদের মজুরী বাড়ে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে খাদি বোর্ড থেকে বিভিন্ন জায়গায় নিউ মডেল চরকা ইউনিট স্থাপনের জন্য ২,৩ বছর যাবত খাদি

QUESTIONS AND ANSWERS

কমিশনের কাছে জানানো হয়েছে, ওরা অর্ডার দিয়ে রেখেছে তবু ও যেখানে এই চরকা তৈরী করা হয় সেখানে থেকে পর্য্যন্ত কোন সাপ্লাই দিচ্ছে না বলে বিভিন্ন জায়গায় নিউ মডেল চরকা কেন্দ্র স্থাপন করা যাচছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, যে এইটা ঠিক কি না?

শ্রী অনিল সরকার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদি কমিশন বলেছিলেন যে এই রাজ্যে অন্তত পক্ষে ১৭ টা ব্লকের জন্য ১৭ নিউ মডেল চারকা কেন্দ্র করবে এবং সেখানে আমাদের কথা ছিল যে আমরা শিল্প দপ্তর থেকে তাদেরকে সাহায্য করব এবং ওরা চারকা গুলি এনে দেবে। যেখানে যেখানে আমরা ঘরের ব্যবস্থা করতে পেরেছি সেখানে কাজ শুরু হয়েছে, কিছু জায়গায় এখন ও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। গুজরাটের একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে এই সমস্ত চরকা গুলি তৈরী হয় এবং সেই জন্যই আমরা যখন চরকার জন্য যাই তখনই তা পাই না, আমরা সেখানে লোক পাঠিয়েছি, টাকা এডভান্স দিয়েছি। সেখানে চারকা তৈরী করার ব্যাপারে একটা সমস্যা আছে, কারণ একটা কেন্দ্র থেকে এইটা তৈরী করা হয় তাই এইটা আনার ব্যাপারে একটু অসুবিধা আছে। যাই হোক ঘর যেখানে যেখানে আমরা সেখানে কাজ শুরু হয়েছে, আবার কিছু কিছু জায়গায় নূতন করে কনস্ট্রাকশানের কাজ শুরু করা হয়েছে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে নিউ মডেলের চরকা কেন্দ্র খোলার কথা বলেছেন, তাতে আমরা দেখেছি উদয়পুরের গর্জনমুড়াতে একটা কেন্দ্র ছিল সেটা দীর্ঘ দিন যাবত অব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের নানা রকমের দুর্ভোগ-এ ভুগতে হচ্ছে, এই ব্যাপারে তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রী অনিল সরকার ঃ— খাদি কমিশনের অধিন সেই চরকা কেন্দ্র টা, সেখানে আমরা আগে বলেছি যে, এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য ঘর তৈরী করে কাজ শুরু করা হয়। কাজেই হঠাৎ গর্জনমুড়াতে কে বা কারা এসে একটা ঘর তুলে ফেললেন এবং কিছু দিন পরে সেটা ঝড়ে তুফানে নষ্ট হয়ে যায়। সেই ঘর এখন নাই সেই ঘর তৈরী করতে প্রচুর টাকার দরকার, প্রায় ১ লক্ষ টাকার ব্যপার, খাদি কমিশনে সেই টাকা দেন না। তারা কোন টাকা দিচ্ছে না ঘরটা তৈরী করার জন্য, সেটা একবার বানানো হয়েছিল ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, এখন টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, ঘর তোলা যাচ্ছে না অথচ চরকা কেন্দ্র হবে বলে ঠিক করে রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি

সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সবার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" ও" B")

অধ্যক্ষ কর্তৃক বিবৃতি

মিঃ স্পীকারঃ এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। রেফারেন্স পিরিয়ডে যাবার আগে আমি একটা বিষয় মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে, কংগ্রেস (আই) দলের সদস্যরা গত ২৬ তারিখের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাউসে আসছেন না। আমি যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছিলাম যাতে তারা হাউসে আসেন কিন্তু আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আমি ইতিপূর্বে একটি প্রেস রিলিজ দিয়েছিলাম। হাউসের তিন হোইপদের সাথে আমার একটা মিটিং হয়েছিল।

সে সময় কংগ্রেস আইয়ের চিফ হোইপ্ শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার আমার প্রেস রিলিজের কয়েকটা এক্স্প্রেসন নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। সেটা হলো যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্য স্পীকারের উপর দৈহিক আক্রমন হতে পারে এই আশংকা করেছেন। এই কথাগুলি ডিলিট করে দিতে হবে। আমি বললাম যে, এই কথাগুলি যদি তাদের হাউসে আসার কক্ষে একমাত্র প্রতিবন্ধক হয় তবে আমি সেটা তুলে নেব। কিন্তু হাউস যাতে ভালভাবে চালানো যায় তার জন্য আমাদের আলোচনা করা দরকার। তখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার বলেন যে, তিনি সেটা পরে জানাবেন। পরের দিন আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে হাউস চালাতে দিয়ে আমি আমার চেম্বারে চলে যাই এবং অপেক্ষা করি যাতে শ্রী মজুমদার মহাশয় আসেন কি না বা কিছু জানান কি না, কিন্তু আমি উনার নিকট থেকে কোন খবর পাইনি। পরে আমি আবার হাউসে চলে আসি। এরপর বেলা ১টায় সময় শ্রী সুধীর মজুমদার মহাশয় আমাকে জানান যে, যদি আমি আমার প্রেস রিলিজ থেকে আগের উল্লিখিত এক্স্প্রেসন গুলি বাদ না দিই তবে তারা কোন মিটিংএ বসবেন না। কিন্তু এই সমস্যার যাতে সমাধান হয় তার জন্য লিডার অব দ্যা হাউস, লিডার্স অবদি অপজিশান এণ্ড গ্রুপ সহ একটি মিটিং আজ বেলা ৯টায় ডাকি এবং সে উদ্দেশ্যে এবং লিডার অবদ্যা হাউস এবং লিডার্স অবদি অপজিশান ও গ্রুপকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ বেলা ৯টায় চিফ মিনিস্টার (লিডার অবদি হাউজ) মহোদয় আমার চেম্বারে অনেকক্ষন বসে অপেক্ষা করেন। কিন্তু বিরোধী দলের নেতার কেউ আসেননি। আমার বক্তব্য হলো যে, স্পীকার এনজয়েসদি কনফিডিয়েন্স অব দ্যা

STATEMENT BY THE SPEAKER

হাউস, সে ক্ষেত্রে প্রি-কনডিসন আরোপ করে এখানে কোন আলোচনা করা যায় না। আমি সমস্ত বিষয় আপনাদের জানালাম। এটাও জানাতে চাই যে, সংসদীয় রীতি অনুযায়ী কোন মেমবার যদি এটেণ্ডেন্স খাতায় সই করেন তবে সে দিন তিনি হাউসে উপস্থিত আছেন বলে ধরে নিতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে দু'একজন ছাড়া সমস্ত কংগ্রেস (আই) সদস্য প্রতিদিন এসে এটেণ্ডেন্স খাতায় সই করছেন অথচ তারা হাউসে আসছেন না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে, আমি তাদের কি হিসেবে ট্রিট করব বুঝতে পারছিনা। সুতরাং সমস্ত বিষয় আপনাদের অবগতির জন্য জানালাম।

শ্রী জওহর সাহা ঃ মি: স্পীকার স্যার, আপনি সেদিন মিটিংএ বলেছিলেন যে আপনি আপনার, মুখ্যমন্ত্রী এবং ডেপুটি স্পীকার এবং অন্যান্য কয়েকজন সদস্য আশংকা করেছেন যে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে যে কোন সময় আক্রমন করা হতে পারে। এই ক্স্প্রেসনগুলি ডিলিট করে দেবেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আপনি আপনার সে কথাগুলি ডিলিট করেন নি। আপনার এই কথাগুলি ডিলিট করার পর অপোজিসান লিডারস্‌রা আলোচনায় বসবেন। কিন্তু আপনি সেটা করেননি। ফলে অপোজিশান লিডারস্‌রা হাউসে আসছেন না। এছাড়া আপনি এই হাউসকে ও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাদের আপনি যে কোন উপায়েই হোক হাউসে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনি সেটা করেন নি। আপনি ২২ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি, সকল সদস্যগণ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনি সে দায়িত্ব পালন না করে পক্ষ পাতিত্বমূলক আচরন করেছেন যার ফলে আজকে এই হাউসে এই বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে।

(অতঃপর শ্রী সাহা এবং অপর নির্দল সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় স্পীকার যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রেখে আমি বলতে চাই যে, কোন হাউসের অধ্যক্ষ যদি কোন কারনে হাউসের ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপোশিসান বেঞ্চের লিডারস্‌দের কোন মিটিং এর জন্য আহ্বান করেন তবে লিডারস্‌দের কর্ত্তব্য হলো মাননীয় অধ্যক্ষের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। সেখানে আলোচনায় বসবার জন্য কোন পূর্ব সর্ত আরোপ করা চলে না এটা সংসদীয় রীতি নীতি বহির্ভূত। এই ভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের আহ্বানকে উপেক্ষা করা পরিসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যার করার সামিল। কাজেই এই হাউস বিরোধী দলের লিডারস্‌দের এই কাজের নিন্দা করছে। আমরা আশা করি যে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিজেদের সংশোধিত করবেন। আমি এই হাউসের পক্ষ থেকে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্

" আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি, নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ; গত ২৯-৩ ৮৪ বড়মুড়া পুলিশ পিকেটের উপর সসস্ত্র উগ্রপন্থীদের আক্রমন সম্পর্কে। "।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্স পিরিয়ডে উল্লিখিত আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু বলা ঃ—

"গত ২৯-৩-৮৪ বড়মুড়া পুলিশ পিকেটের উপর সসস্ত্র গ্রিপন্থীদের আমক্রন সম্পর্কে ঃ'

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী — মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল রাত্রিতে বড়মুড়াতে ও, এন, জি, সি, এর কমপ্লেক্সে একটা ঘটনা ঘটে। সেটা আমি হাউসের সামনে রাখছি। ও, এন, জি, সি, এর একস্প্লোসিভ যে গোডাউন সেই গোডাউন এ, ডি, এ, আর, এর একটা পুলিশ ক্যাম্প আছে। আর একটা পুলিশ ক্যাম্প আছে যেখানে গ্যাস টারবাইন থার্মাল প্রোজেক্ট তৈরী হচ্ছে। এই দুটি ক্যাম্পের দুরত্ব হলো দুইটা ফার্লং এর মত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত রাতে যখন ১১—১৫ মিনিট হবে, কনস্টবল পি আর, সরকার, তিনি ডিউটিতে ছিলেন। যে দিকে বন সেইদিকে তিনি পাহাড়া দিচ্ছিলেন এমন সময়ে তিনি দুইজন লোককে দেখতে পেলেন হাফ প্যান্ট পরা। তারা জঙগল থেকে টিলা বেয়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বড় বড় গাছের ছায়ায় ছায়ায় অগ্রসর হচ্ছে। এমন সময় সেই সেনট্রিকে তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন এবং চ্যালেঞ্জ করার সংগে সংগে জঙগল থেকে সেনট্রিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কনস্টেবল পাল্টা গুলি চালালেন এবং ক্যাম্পের অন্যান্য যারা সিপাই ছিল তাদের সজাগ করে দিলেন। এই ক্যাম্পে সিপাই পি, আর সরকার ছাড়া ১৯ জন, অর্থাত্ মোট ২০ জন পুলিশ ছিল। তারা অ্যাডভান্স পজিশন নিলেন এবং কর্মচারীদের উপর গুলি চালাতে আরম্ভ করলেন। টি, এ, পি, যারা ছিলেন অন্য ক্যাম্পে, তারা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। কিন্তু তারা এগিয়ে আসতে পারলেন না, কারণ আক্রমণকারীরা তাদের দিকে ও টিলা থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। এই ভাবে যারা আমাদের সিপাই এবং ধ্বংসকৃতকারী আক্রমণকারী, তাদের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট এই গুলিগোলা চলে এবং ইতিমধ্যে আগরতলা কনট্রোলে ওয়ার লেসে এই খবর পাঠানো হয় ডি, এ আর, ক্যাম্প থেকে এবং আগরতলা থেকে এবং জিরানিয়া অফিসারেরা থেকে আর ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং রি-এনফোর্স করা হয়। আক্রমণকারীরা ২৯/৩/৮৪ ইং এর রাত্রি মধ্যরাত্রির কোন এক সময়ে গুলি-গোলা বনধ করে এবং ঘন জঙগরে আড়ালে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ডি, আই,

REFERENCE PERIOD

জি, (এ, পি, অ্যান্ড ট্রেনিং) এস, পি, (ওয়েষ্ট), কমাণ্ডেন্ট টি, এ, আর, ব্যাটেলিয়ান—ওয়ান, অ্যাডিশন্যাল এস, পি, (ওয়েষ্ট) এবং অন্যান্য অফিসারের ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করেন। আমাদের পুলিশের কেউ হতা হত হয়নি। জঙ্গলে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে তল্লাসী চলছে এবং তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া এবং টাকারজলা তেও কম্বিং চলছে।

মিঃ স্পীকার—রেফারেন্স পিরিয়ডে আজ আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য গোপাল দাসের নিকট থেকে। নোটিটির বিষয়বস্তু হলো :—

"ত্রিপুরায় সিগারেটের সোল এজেন্ট কর্তৃক
সিগারেটের হোর্ডিং করে বাজারে সিগারেটের
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ধুমপায়ীদের অসুবিধা
সৃষ্টি করা সম্পর্কে"।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, রেফারেন্ট পিরিয়ডে উত্থাপিত বিষয়টি হলো—ত্রিপুরায় সিগারেটের সোল এজেন্ট কর্তৃক সিগারেটের হোর্ডিং করে বাজারে সিগারেটের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ধুপায়ীদের অসুবিধা সৃষ্টি করা সম্পর্ক।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, সিগারেটের ব্যবসাটি কয়েক জনের হাতে কেন্দ্রীয়ত এবং কিছু এজেনটের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন অংশে চলে যায়। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে সব সময়ে নজর রাখি যাতে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি না হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি মাঝে মাঝে সিগারেটের দাম বেড়ে যায় এবং সিগারেট উধাও হয়ে যায়। আমি রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিতে পারি সিগারেটের সরবরাহের দিকে নজর রাখার জন্য যাতে অল্প কিছু লোকের হাতের মুঠোয় সেটা চলে না যেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বের জন্য।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রী সরম চৌধুরী কর্তৃক গত ২৭/৩/৮৪ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোকৃত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয় বস্তু হলো :—

" গত ২২শে মার্চ বিশালগড় ব্রজপুর পঞ্চায়েত অফিসে দুষ্কৃতকারীদের হামলা এবং গত

গত ২৬শে মার্চ বিশালগড় চন্দ্রপুর এস বি. স্কুলে অগ্নিসংযোগ সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ২৪-৩-৮৪ ইং বিকাল ৫-৪৫ মিঃ এর সময় বিশালগড় থানাধীন ব্রজপুর গাঁও সভার প্রধান শ্রী সারদ দেবনাথ বিশালগড় থানায় এক লিখিত অভিযোগে জানান যে গত ২২-৩-৮৪ ইং বিকাল ৭ ঘটিকার সময় কতিপয় কংগ্রেস (আই) সমর্থক (১) শ্রী নার্টু দাস, পিতা—শ্রী কুমুদ দাস. বন্ধু দাস. (২) শ্রী রবীন্দ্র লস্কর—পিতা—শ্রী আনন্দ মোহন লস্কর (৩) শ্রী রঞ্জিত সাহা —পিতা শ্রী গিরীশ সাহা (৪) রতন দাস—পিতা শ্রী সাধন দাস সাং ব্রজপুর বর্তমান পঞ্চায়েত অফিস ঘরে প্রবেশ করিয়া অফিস ঘরটি তছনছ করে এবং অফিস ঘরে তালা লাগায় এবং ১টি কংগ্রেস (ই) এর পতাকা ঝুলাইয়া দেয।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানায় ২৪-৩-৮৪ ইং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডাবিধির ৪৪৮-৪২৭-ধারা মতে রুজু করা হয় এবং যথারীতি তদন্ত আরম্ভ করা হয়।

তদন্ত কালীন জানা যায় ১৯৮৩ ইং সালের ৭ই এপ্রিল ব্রজপুরের পুরাতন পঞ্চায়েত অফিস ঘরটি পুড়িয়া যাইবার পর এবং আলাপ আলোচনার পর মাননীয় ব্রজপুর গ্রামের সংস্য চায়ের জন্য নির্মিত একটি কাঁচা গৃহে পঞ্চায়েত অফিস চালু করা হয়। উক্ত ঘরটি খাস ভূমির উপর অবস্থিত। তদন্তকালে আরও প্রকাশ যে উক্ত খাস ভূমিটি শ্রীগীরিশ চন্দ্র সাহা পিতা মৃত নন্দলাল সাহা. সাং ব্রজপুর নামে নামজারী হয় এবং এ ব্যক্তির সহযোগীতায় উপোরিক্ত দুস্কৃতিকারী গণ এই ঘরটিতে তালা লাগায় এবং কংগ্রেস(ই) পতাকা ঝুলাইয়া দেয়। এজাহারের বর্ণিত আসামীগনকে গ্রেপ্তার এর জন্য তাহাদের বাড়ী ঘর তল্লাসী করা হয়, কিন্তু তাহা দিগকে বাড়ীতে পাওয়া যায় নাই। তাহারা বাড়ী হইতে পলাতক আছে।

গত ২৭-৩-৮৪ ইং তারিখ উপরোক্ত আসামীগণ মাননীয় জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর এর আদালতে হাজির হইয়া জন প্রতি মং ৮০০ টাকা জামিনে মুক্তি পায়। এই মকোদ্দমা বর্তমানে তদন্তাধীন আছে। অভিযোগকারী বামফ্রন্ট এবং অভিযুক্তকারীরা কংগ্রেস (ই) সমর্থক বলিয়া প্রকাশ পায়।

গত ২৬-৩-৮৪ ইং তারিখ সকাল ৯-৪৫ মিঃ এর সময় বিশালগড় থানাধীন চন্দ্রনগর গ্রামের সিনিয়র বেসিক স্কুলের দক্ষিণাংশের ঘরে আগুন দেখা যায়। আগুনের শিখা দেখিয়া গ্রামবাসীগণ ছুটিয়া আসেন এবং সর্ব প্রকারের চেষ্টা করিয়া আগুন আওতে আনিয়া নিভাইয়া ফেলে। ইহা অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতকারীদের কাজ মনে করিয়া এ

CALLING ATTENTION

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত অভিযোগমূলে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডাবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৬-৩ ৮৪ নথিভুক্ত করিয়া সমস্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় তদন্তে ইহা প্রতিয়মান হয় যে অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতিকারী স্কুল গৃহের ছনের ছানিযুক্ত চালের উত্তর পূর্ব কোণে আগুন লাগাইয়া দেয় ফলে চালের কিয়দংশ (৩ ২) হাত) আগুনে পুড়িয়া যায়। এই আগুনে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩০০ টাকা হইবে উল্লেখ থাকে যে গত ২৩-৩-৮৪ ইং সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় উক্ত স্কুল গৃহে একই স্থানে আগুন লাগে এবং গ্রামবাসীদের তত্পরতায় আগুন নিভাইয়া ফেলা হয়।

দুই দিন একই জায়গায় (স্কুলে) অগ্নিকাণ্ড হওয়াতে ইহাই প্রতিয়মাণ হয় যে অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতিকারী উক্ত এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই নাশকতামূলক কার্য্য করিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয় নাই, তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী ভানু লাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৬ তারিখ চন্দ্র নগর সিনিয়র বেসিক স্কুলে যারা আগুন লাগিয়েছিল, গ্রামবাসী তাদেরকে দেখতে পেয়ে পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলেছিল তাদের এক জন হল বিকাশ সিন্হা, আর এক জন যুবক এই দুইজনকে ধরে গ্রামবাসী প্রথমে উত্তর মধ্যম দিয়ে পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ তাদেরকে এরেষ্ট করে নি। গ্রামবাসী এই ব্যাপারে একটা তদন্ত চাইছে, কারণ এই সম্পর্কে তাদের তো বক্তব্য থাকতে পারে। কাজেই আপনি যাদের অজ্ঞাত নামা বলছেন তারা আদৌ অজ্ঞাতনামা নয় গ্রামবাসী তাদের চেনে। অত এব এই সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা জানতে পারি কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, আমার কাছে এই সম্পর্কে কিছু লিখিত অভিযোগ এসেছে এবং আমি পুলিশকে এই সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছি।

শ্রী ভানু লাল সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এ' গ্রামে বিকাশ সিন্হা শান্তি সরকার, পবিত্র দাস এবং আরও দুই এক জন আছে, যাদের বিরুদ্ধে দুই দুইটি মার্ডার কেইসের অভিযোগ পর্য্যন্ত আছে এবং সুরেন্দ্র দেবনাথকে তারাই মার্ডার করেছিল বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, এসব তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

CALLING ATTENTION NOTICE

মিঃ স্পীকার— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতী লাল সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিশালগড়ে পুলিশের গুলি চালনা, সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের অত্যাচার, দোকান পাট ভাঙ্গচুর ও লুঠ সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৩-২-৮৪ ই তা কংগ্রেসী দল আহুত সভাও শোভাযাত্রা যোগদানে ইচ্ছুক শতাধিক সমর্থক বাসে করিয়া বাদ্দা দীঘি গোলাগাটি এলাকা হইতে আগরতলা যাওয়া কালীন পথিমধ্যে বিশালগড় থানাধীন রাউথখলা, ইটভাটার নিকট কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উক্ত দুস্কৃতিকারী গণের ছোঁড়া ইট পাটকেল ও বোমার আঘাতে ২৬ জন বাসযাত্রী (বামফ্রন্ট সমর্থক) আহত হন। তন্মধ্যে ৬ জনের জখম গুরুতর হওয়ায় তাহাদের জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস সাং অফিস টিলা থানা বিশালগড় এর অভিযোগে বিশালগড় থানায় ১৭-২-৮৪ নং মকোদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪০/৩২৬/৩০৭ ধারা এবং ৩/৫ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনানুযায়ী রুজু করা হয়।

তদন্তকালে ৯ জন আসামীকে সনাক্ত করা যায়। সনাক্তকারী আসামীগণ কংগ্রেস (ই) সমর্থক এবং বাস যাত্রী আহত ব্যক্তিগণ বামফ্রন্ট সমর্থক বলিয়া প্রকাশ পায়। এই মোদ্দমায় বিশালগড় পুলিশ ১৩/১৪-২-৮৪ ইং রাত্রি বেলা চন্দ্র নগর, রাউথখলা ও ব্রজপুর এলাকায় তল্লাসী চালাইয়া (১) শ্রী পবিত্র দাস, (২) শ্রী প্রদীপ সাহা, (৩) শ্রী হরিপদ গোস্বামী নামীয় তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তাহাদিগকে যথা বিহিতের নিমিত্ত আগরতলায় প্রেরণ করা হয়।

১৩-২-৮৪ ইং বিকাল বেলা উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানা এলাকায় আইন শৃঙখলা পরিস্থিতি আশংকা জনক হওয়ায় ঐ দিবস হইতে ২৯-২-৮৪ ইং পর্যন্ত ভারতীয় দণ্ডবিধি মতে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া প্রচার করা হয়। ১৪-২-৮৪ ইং সকাল বেলা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহা থানাতে আসিয়া ধৃত আসামীদের বিনাশর্ত্তে মুক্তির দাবী করেন। প্রত্যাক্ষাত হইয়া শ্রী মতিলাল সাহা থানা হইতে বাহির হইয়া যান। ঐ দিন সকালে বিশালগড় বাজারে দোকান পাট খোলা হয় এবং কিছু যান বাহন চলিতে থাকে।

CALLING ATTENTION NOTICE

বেলা অনুমাণ ৩—৩০ মিঃ এর সময় কতিপয় যুবক আগরতলা হইতে সোনামুড়াগামী বাসকে (টি, আর, এস—৮১) বিশালগড় বি, ডি, সির সামনে বাধা দেয়। অফিসারগণ ঘটনাস্থলে গিয়া বাস ড্রাইভারকে বাস চালাইবার অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে বাজারের দক্ষিণ দিক হইতে অনুমাণ ৮—৪০ মিঃ এর সময় চড়িলামের বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহা ও শ্রী দেব প্রসাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ জন লোকের বে—আইনী জনতা ১৪৪ ধারা আদেশ অমান্য করিয়া হাতে কংগ্রেস পতাকা লইয়া ধ্বনি দিতে দিতে থানার দিকে তিন গ্রেপ্তারকৃত আসামীর মুক্তির দাবীতে অগ্রসর হইতে থাকে।

বিশালগড় থানা হইতে অনুমাণ ১০০ গজ উত্তরে বড রাস্তার উপর পুলিশ তাহাদিকে বিবাদ বন্ধ এবং ছত্রভঙ্গ হইবার জন্য বলেন। পুলিশের উর্ধতন অফিসারগণ উপোরেক্ত বে-আইনী জনতাকে বারংবার ছত্রভঙ্গ হইতে অনুরোধ ও আদেশ দিলে ইহাতে জনতা উত্তেজিত হইয়া নিকটবর্তী বাজারের দোকান হইতে ঝাপের লাঠি, কাঠ ভাঙিগয়া ছুড়িয়া মারতে থাকে। ইট, লাঠি ও বোমার ঘায়ে সেখানে কর্ত্তব্যরত ২০ জন পুলিশ গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়। (তালি কাটি আমি পরে দিচ্ছি) গনডোগোল আরম্ভ হইয়া পডিলে বিধায়ক শ্রী মতিলাল সাহা সুযোগ মত ঐ সস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পুলিশ বাধ্য হইয়া উত্তেজিত জনতাকে প্রথমে ২১ রাউণ্ড গ্যাস এবং পরে লাঠি চার্জ করে, ইহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। জনতা আর উত্তেজিত হইয়া পুলিশের উপর ঘন ঘন বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকিলে পুলিশ বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থে এবং বাজারের দোকান দারদের ধন সম্পত্তি রক্ষার্থে ২২ রাউন্ড গুলি চালনা করেন। পুলিশ যখন ছত্রভঙ্গ কারীগণকে ধাওয়া করে বে-আইনী জনতার কিছু লোক পুলিশের তাড়া খাইয়া বাজারের দক্ষিণদিকেব কিছু দোকানের খোলা দরজা দিয়া এবং কিছু দরজা ভাঙিগয়া প্রবেশ করে। পুলিশ ধাওয়া করিয়া তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করতে সমথ হন :—

১) শ্রী রতন সাহা, পিতা সতীশ সাহা, বিশালগড়
২) শ্রী স্বপন সাহা, পিতা নিরঞ্জন সাহা, ঐ
৩) শ্রী রতন দে. পিতা মনীন্দ্র চন্দ্র দে, চন্দ্রনগর
৪) শ্রী দেবেন্দ্র দেবনাথ, পিতা মহেন্দ্র দেবনাথ, ব্রজপুর
৫) শ্রী বিমল চৌধুরী—পিতা ধীরেন্দ্র চৌধুরী, লক্ষীবিল
৬) শ্রী কৃষ্ণ সূত্রধর পিতা প্রফুল্ল সূত্রধর, ঐ
৭) শ্রী হারাধন সরকার পিতা ধীরেন্দ্র সরকার, গোলাঘাটি
৮) শ্রী দিপক সাহা পিতা বৈষ্ণব চন্দ্র সাহা, প্রভুরাম পুর
৯) শ্রী সুবোধ লাল দেবনাথ পিতা চিন্তাহরণ দেবনাথ, আশাবাড়ী
১০) শ্রী প্রদিপ পোদ্দার, পিতা প্রিয়লাল পোদ্দার, রঘুনাথপুর
১১) শ্রী ননীগোপাল সাহা পিতা সনেটাষ সাহা. বন্দাদিঘী
১২) শ্রী শংকর সাহা পিতা রাই হরন সাহা. লক্ষীবিল
১৩) শ্রী যশোদা দেবনাথ পিতা কমল দেবনাথ, জাংগালিয়া

১৪) শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা, পিতা যোগেশ চন্দ্র সাহা, নরৌরা
১৫) শ্রী বিমল দেবনাথ, পিতা জগদীশ দেবনাথ, ব্রজপুর
১৬) শ্রী মনোরঞ্জন সাহা, পিতা রাইহরণ সাহা, জাংগালিয়া
১৭) শ্রী মঞ্জু মিঞা পিতা—, নরৌরা
১৮) শ্রী সুনীল দাস, পিতা ম.নারঞ্জন দাস, পদ্মনগর
১৯) শ্রী প্রদীপ সাহা, পিতা জগদীশ সাহা, নরৌরা
২০) শ্রী প্রমথ ঘোষ পিতা আনন্দ মোহন ঘোষ ঐ
২১) শ্রী দেবপ্রসাদ চৌধুরী, পিতা ৺অশ্বিনী চৌধুরী, কে কে নগর
২২) শ্রী মল্লিক কুমার সাহা পিতা সীতানাথ সাহা জাংগালিয়া
২৩) শ্রী চন্দন সাহা

ধৃত ব্যক্তিগনের মধ্যে ১২ জনের শরীরে গোলমালের পরিপ্রেক্ষিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পরে ধৃত ব্যক্তিগণকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। ধৃত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রী দেবপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রী চন্দন সাহা নামীয় ব্যক্তিদের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাহাদিগকে জি বি. হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। শ্রী দেবপ্রসাদ চৌধুরী সুস্থ হইয়া হাসপাতাল হইতে মুক্ত হইয়া বাড়ীতে আসেন। শ্রী চন্দন সাহা কলিকাতায় চিকিৎসাধীন থাকাকালে গত ২২-৩-৮৪ইং মারা যান। ধৃত আসামীগণের মধ্যে ২০ জন আদালত হইতে ১৮-২-৮৪ইং তারিখ জামিনে মুক্তি পায়। ধৃত শ্রী রতন সাহা ২১-২-৮৪ইং জামিন প্রাপ্ত হয়। শ্রী দেবপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রী চন্দন সাহা আগরতলা থানা হইতে যথাক্রমে ১৯-২-৮৪ইং এবং ২২-২-৮৪ইং তারিখ জামিনে মুক্ত হন। এজাহারে বর্ণিত বাকী আসামীগনকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

পূর্বকল্পিতভাবে কংগ্রেস (ই)র কতিপয় সদস্য বিশালগড় বাজারে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করে। তাহাদের আক্রমনে পুলিশ কর্মীগন আহত হন এবং সাধারণের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করার ব্যাপারে জেলাশাসকের নিকট যথারীতি রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। এই ঘটনার সংশ্রবে বিশালগড় থানার ২০/২/৮৪নং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ১৪৯ ৩৩৩ ৩২৬ ৩০৭ ১৮৮ ধারা এবং ৩ ৫ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন অনুযায়ী রুজু করা হয়।

পুলিশ কর্তৃক উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নাগরিকদের উপর কোন অত্যাচার করা হয় নাই এবং পুলিশ দ্বারা কোন দোকান পাট ক্ষতি গ্রস্ত হয় নাই। বে আইনী জনতা বে-আইনী কাজকর্ম করার ফলে বাজারের কিছু নাগরিকের দোকান ঘর ক্ষতি গ্রস্ত হইতে

CALLING ATTENTION

পারে তবে তাহার সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা নাই।

ঘটনার তদন্তক্রমে অন্যান্য পলাতক আসামীদের ধৃত করিয়া উপরোক্ত মামলা যথারীতি শেষ পাঠ দাখিল করা হইবে।

পুলিশের গুলি চালনা বিষয়ে তদন্ত-এর জন্য মেজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের আদেশ দেওয়া হইতেছে।

আহত পুলিশ অফিসারগনের তালিকা

১] সুভাস কর, কনেষ্টবল ২] শ্রী ননী দেবনাথ, কনেষ্টবল ৩) শ্রী নারায়ণ মজুমদার, কনেষ্টবল ৪] শ্রী নিহার পাল, কনেষ্টবল ৫] শ্রী সুশীল কুমার দে, কনেষ্টবল ৬] শ্রী অমূল্য সরকার, হোমগার্ড ৭] শ্রী মাকি ভাপা, কনেষ্টবল ১০ সি আর পি এফ ৮] শ্রী কুমান সিং কনেষ্টবল ১০ সি, আর, পি, এফ ৯] শ্রী ভগবান রাম কুমার, হেড কনেষ্টবল ১০] শ্রী কুমুদ চান্দ, হেড কনেষ্টবল ১১] শ্রী রবীন্দ্র দাস, এ,এস,আই ১২] শ্রী অঞ্জুন কুমার দে, এ, এস, আই, ১৩] শ্রী চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এস; আই, ১৪] শ্রী পি, কে বোস, এস, আই, ১৫] শ্রী কনু দে, এস, আই, ১৬] শ্রী এ, কে, দাস, এস, আই, ১৭] শ্রী পি, দাস চৌধুরী, এস, আই, ১৮] শ্রী এইচ, কে, দেববর্মা, এস, আই, ১৯] ডি পি সিনহা এডিশনাল এস, পি, [রুরাল] ২০] শ্রী এস, কে, চাটার্জি, এস, পি [পশ্চিম ত্রিপুরা]

শ্রী চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এস, আই কে গুরুতর আহত অবস্থায় ১৪-২ ৮৪ইং জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি করানো হয়। জি, বি, হাসপাতাল থেকে গত ১৮-২ ৮৪ইং তারিখ তাহাকে পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি গত ১০-৩ ৮৪ইং তারিখে পুলিশ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বর্তমানে বাড়ীতে চিকিৎসাধীন আছেন।

শ্রী ভানুলাল সাহা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেদিন পূর্বপরিকল্পিতভাবে সেখানে আক্রমন করা হয়েছিল এবং তাদের মিছিল থেকে অমূল্য চন্দ্র লোধ একজন কংগ্রেস (ই)র নেতা তার নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে থানার উপর চড়াও হয়ে থানা থেকে অস্ত্র লুঠ করার পরিকল্পনা ছিল, এই রকম তথ্য জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী —মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্যা শ্রী মতী গীতা চৌধুরী ও মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক

আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল " গত ২১, ৩, ৮৪ ইং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মটর স্ট্যাণ্ডস্থিত ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির অফিসে সিটু অনুমোদিত শ্রমিক ঐক্যের একদল দুস্কৃতকারী মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সহ আক্রমন সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার গত ২১ ৩ ৮৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ টার পর মোটর ষ্ট্যাণ্ডে লটারী দোকানের সামনে কর্মী সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীদের মধ্যে গাড়ীতে যাত্রী উঠানোর ব্যাপারে প্রথমে তর্কাতর্কি পরে ঘুষাঘুষি হইতে থাকে। তাহাদের ডাক চিতকারে পূর্ব থানাধীন মোটর স্ট্যান্ডস্থিত কর্মী সমিতির নিজ নিজ সমর্থকরা এবং শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস গৃহ হইতে কর্মীরা উত্তেজিত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে থাকিলে অনুমান সন্ধ্যা ৬—৩৫ মিনিটের সময় জনৈক অজ্ঞাত পথচারি দৌড়াইয়া থানায় আসিয়া সংবাদ জানায় যে মোটর ষ্ট্যাণ্ডে শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসের সম্মুখে মারপিট হইতেছে এবং সাথে সাথেই তিনি থানা হইতে প্রস্থান করেন। এই সংবাদ পূর্ব আগরতলা থানার ১২৬২ নং দৈনিকে নথিবদ্ধ করা হয়।

উপরোক্ত সংবাদ মূলে ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক থানায় উপস্থিত অফিসার ও পুলিশ কর্মীদের তক্ষনাত মোটর ষ্ট্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের মোটর ষ্ট্যাণ্ডে (ঘটনা স্থলে) পৌঁছানোর পর আর কোন প্রকার গনডোগোল হয় নাই।

রাত্র অনুমান ৮ ঘটিকার সময় মোটর কর্মী সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুভাষ সাহা, পিতা শুকলাল সাহা, সাং কুঞ্জবন, পূর্ব থানা এক লিখিত এজাহারে জানায় যে ২১-৩-৮৪ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৬—৩০ মিঃ এর সময় অভিযোগকারী শ্রী সুভাষ সাহা সমিতির হিসাব নিকাশের কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সময়ে সমিতির পিয়ন ও ২/১ জন শ্রমিক এখানে উপস্থিত ছিলেন সেই সময় শ্রমিক ইউনিয়নের।
শ্রী বিশু সাহা শ্রী কাজল গোস্বামী, ইয়ারানা ওরফে শ্রী বিশু ও আরও ২০/২৫ জন সঙ্গী সহ কর্মী সমিতির অফিস গৃহে প্রবেশ করিয়া অভিযোগকারীকে মারধর করে এবং সমিতির গৃহে আক্রমন চালায় এবং সমিতির প্রায় ৩১০ টাকা নিয়া চলিয়া যায়।
উপরিক্ত অভিযোগ পত্র মূলে পূর্ব আগরতলা ৪৩,৩.৮৪ ইং মোকদ্দমা ভারতীয় দনডবিধি আইনে ১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩৭৯/৪৪৮ ধারায় রুজ্ করা হয়।

CALLING ATTENTION NOTICE

তদন্তকালে প্রকাশ পায় কর্মী সমিতির নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাহারা ভি. এম, হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিতসার পর ঐ দিনই ছাড়া পান।

আহত ব্যক্তিদের নাম

১) শ্রী কৃষ্ণ দে, পিতা আনন্দ দে, সাং জয়নগর
২) শ্রী রঘুবীর চেহান, পিতা শ্যামলাল চেহান, সাং আখাউড়া রোড
৩) শ্রী সুভাষ সাহা, পিতা শুকলাল সাহা, সাং কৃষ্ণবন
৪) শ্রী সম্পদ রায় পিতা অকিঞ্চন রায়, সাং শিবনগর কলেজ রোড
৫) শ্রী পরিমল চন্দ্র সাহা পিতা মৃত হরিচরন সাহা সাং জিরানিয়া বাজার

তদন্তকালে মোটর কর্মী সমিতির অভিযোগ মূলে ত্রিপুরার মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ২১—৩—৮৪ইং রাত্রে ধৃত করা হয়। কিন্তু তাহাদের দেহে জখম ও শারিরীক অসুস্থতার বিবেচনায় তাহাদিকে থানা হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ১) শ্রী বিশু সাহা ওরফে ইয়ারানা। ২) শ্রীশংকর দেব। ৩) শ্রী বিজন কুমার দেব। ৪) শ্রী বিজয় দাস। ৫) শ্রী দুলাল সরকার। এই ঘটনার তদন্ত চলিতেছে। ঐ দিন রাত্র ৮—৩০ মিঃ এর সময় শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে শ্রী বিশু সাহা পিতা শ্রী সতীশ সাহা এই মর্ম লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে ২১—৩—৮৪ ইং সন্ধা ৬—৩০ মিঃ এর সময় কর্মী সমিতির সদস্য কাকা নামক একটি এসিস্ট্যান ও তাহার সংগীয় কিছু এসিস্টান্ট—নটটর সহিত কথা কাটাকাটি হয়। সেই সময় মোটর কর্মী সমিতির অফিসগৃহ হইতে কিছু শ্রমিক ইউনিয়নের কিছু শ্রমিককে মারধর করিয়া আহত করে। আহতদের মধ্যে উল্লেখ্য ১) শ্রী বিশু সাহা ওরফে ইয়ারানা, পিতা শ্রী সতীশ সাহা, সাং মঠ চৌমুহনী ২) শ্রী বিজন কুমার দেব ৩) শ্রী শংকর দেব ৪) শ্রী বিজন দাস ৫) শ্রী দুলাল সরকার ৬) শ্রী বিধু ভূষন ধর ৭) শ্রী দিলীপ কুমার সাহা। শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে মোটর কর্মী সমিতির ১) শ্রীকৃষ্ণা ২) কাকা ৩) সুভাষ সাহা এবং আর ও অনেকে এই আক্রমন কারীদের মধ্যে ছিল। উপরিউক্ত অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ৪৪ (৩) ৮৪ ইং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৩২৩ ধারা মতে রুজু করা হয়।

তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার কর্মী সমিতির নিম্নলিখিত ব্যক্তি গণকে ২৩—৩—৮৪ ইং তারিখ গ্রেফতার করিয়া জামিনে মুক্তি দেন। ১) শ্রী কৃষন্ দে, পিতা অমরেন্দ্র দে, সাং জয়নগর ২) কাকা ওরফে রঘুবীর চৌহান পিতা শ্যামলাল চৌহান, সাং আখাওড়া রোড। ঘটনার তদন্ত চলছে। উক্তঘটনার পর আর কোন প্রকার গোলমাল হয় নাই। তদন্ত কালে প্রকাশ প্রায় দুই সমিতির এসিস্ট্যানটের মধ্যে গাড়ীতে যাত্রী উঠানো নিয়া তর্কাতর্কি হয় এবং উক্ত ঘটনার সূত্র পাত হয়। কর্মী সমিতির (আই. এন. টি. ইউ, সি) সমর্থক আর শ্রমিক ইউনিয়ন (সি. আই. টি. ইউ) সমর্থক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে শানতীরক্ষার্থে সেখানে পুলিশ চৌকি

বসানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল – গত ১২ই মার্চ ভোর আনুমানিক ৪টায় উদয়পুর মহকুমার শালগড়া গ্রামের বামফ্রন্ট কর্মী কমঃ বাবল ভদ্রের বাড়ী দুষ্কৃতকারীগণ কর্তৃক অগ্নি সংযোগ দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ১২—৩—৮৪ ইং তারিখে উদয়পুর থানাধীন শালগড়া গ্রামের নিবারণ ভদ্রের ছেলে বাবুল ভদ্র এক লিখিত দরখাস্ত মূলে উদয়পুর থানার কর্ত্তৃক পক্ষকে অবগত করান যে গত ১১/১২/৩/৮৪ ইং রাত্রি আনুমানিক ৪টায় নিম্নোক্ত দুষ্কৃতকারীগণ তাহার বসত ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। আগুন ধরাইয়া দেওয়ার ফলে বসত ঘরটি অন্যান্য মালামাল সহ ভস্মীভূত হইয়া যায় :—

দুষ্কৃতকারীদের নাম।

১) শ্রী বাদল ভৌমিক পিতা মৃত সনাতন ভৌমিক।

২) শ্রী দুলাল ভৌমিক পিতা বিশ্বাম্বর ভৌমিক।

৩) শ্রী কৃষন ভৌমিক পিতা মৃত নিরারন ভৌমিক।

তাহারা প্রত্যেকেই শালগড়া গ্রামের। উক্ত সংবাদমূলে উদয়পুর থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১(৩)৮৪ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্ত কালীন প্রকাশ যে উপরোক্ত ঘটনা সংগঠিত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে কথিত দুষ্কৃতকারীগণ শ্রী বাবুল ভদ্র ও তাঁহার সংগীদের ধমক দিয়া আসিতেছিল যে সুযোগ পাইলেই তাহাদের বাড়ীঘর পুড়াইয়া দিবে। তাহার ফলশ্রুতি স্বরূপ এই অগ্নিকাণ্ড। আগুনে শ্রী বাবুল ভদ্রের বাড়ী ও সর্বস্ব পুড়িয়া যাওয়ায় ক্ষতির পরিমান অনুমানিক ১৫০০০ টাকা হইবে। পুলিশ তদন্তকালীন নিম্নোক্ত ব্যক্তি যে তারিখে ও সময়ে গ্রেপ্তারক্রমে আদালতে প্রেরণ করে এবং ধৃত ব্যক্তি যে তারিখে আদালতে হইতে জামিনে ছাড়া পায় তাহা নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা গেল। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির নাম—শ্রী দুলাল ভৌমিক, গ্রেপ্তারে তারিখ ১৬—৩—৮৪ ইং এবং আদালত হইতে জামিন ছাড়া পাওয়া তারিখ ১৯—৩—৮৪ ইং। দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে শ্রী কৃষন ভৌমিক গত ১৯—৩—৮৪ ইং তারিখে আদালতে হাজির হইয়া ২১—৩—৮৪ ইং তারিখে জামিনে ছাড়া পায়। অপর ব্যক্তি বাদল ভৌমিক কে এখনও গ্রেপতার করা সম্ভব হয় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। উক্ত ঘটনার সংবাদ দাতা সি. পি. আই (এম) সমর্থক এবং দুষ্কৃতকারীরা সকলেই কংগ্রেস (আই) দলের সমর্থক।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনার আগে আরেক জন মাখন চক্রবর্ত্তী, কংগ্রেস (আই) দুষ্কৃতকারী এরকম একটা ঘটনা করেছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

Callings Attention Notice

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— গত ১৮ই মার্চ শালগড়া আমরা শালগড়া যাই। আমার সংগে বি, ডি, সির চেয়ারম্যান কেশব মজুমদার, মহকুমা শাসক, পুলিশ ও স্থানীয় গাঁও প্রধান ছিলেন। সে সময়ে কিছু লোক বাস গাড়ীতে, আগুন লাগিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং গ্রামের শান্তী বিঘ্নিত করার জন্য চেষ্টা করে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই তথ্য নেই। তবে এই ধরণের কোন ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— কিছু কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, এর সদস্যরা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ধরণের উস্কানীমূলক কাজ কর্মের দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই যে আগুন দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— গত ২০শে মার্চ (১৯৮৪) অমরপুর মহকুমার রাংগামাটি হাই স্কুলের একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২০/৩/৮৪ ইং রাত্রিঅনুমানিক ৭-৩০ মি এর সময় কয়েকজন অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি রাংগামাটি হাই স্কুলে আগুন ধরাইয়া দেয়। ফলে কাঠ ও ছন বাঁসের তৈয়ারী বিদ্যালয়ের এক অংশ এবং টুল, টেবিল ও যাবতীয় আসবাব পত্র সম্পুর্ণ ভস্মীভুত হইয়া যায়। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাংগামাটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রী এইচ কে দেবের লিখিত অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় বী গঞ্জ থানায় ১০(৩ ৮৪ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয় ও তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়। তদন্তকালীন প্রকাশ পায় যে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩০,০০০ টাকা। সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করাই দুষ্কৃতকারীদের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতিয় মান হয়। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য

জহর সাহা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— গত ১৩ই মার্চ রাত্রে অমরপুর মহকুমার কুরমা বাজার-স্থিত পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং ঐ এলাকার ভীত সন্ত্রস্ত বেশ কিছু জাতি উপজাতি পরিবার বর্গ অমরপুরে আশ্রয় গ্রহণ প্রসংগে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৮০ ইং সনের জুন মাসের দাঙ্গার পূর্বে মধুকাং পাড়ায় এক ডাকাতি ও খুন হওয়ায় বীরগঞ্জ থানাধীন কুরমা বাজারে দক্ষিণ জিলার সসস্ত্র পুলিশের ১২ জন পুলিশের (১ সেকশন) একটি অস্থায়ী শিবির গত ১৪-৫-৮৪ ইং তারিখে স্থাপিত হয়। বিগত দাঙ্গার সময় কুরমা বাজার নিকটস্থ ১০/১৫ টি অ উপজাতি পরিবারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত পুলিশ শিবিরটি কুরমা বাজারে থাকিয়া যায়। এ. টি. পি. এল. ও সদস্যগণ আত্ম-সমর্পন করিলে পর কুরমা বাজার এলাকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। গত ১৩ ৩, ৮৪ ইং তারিখে উক্ত অস্থায়ী পুলিশ শিবিরটি কুরমা বাজার হইতে উঠাইয়া নেওয়া হয়। এই পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাব বোধ করিয়া কোন গ্রামবাসী কুরমা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। অস্থায়ী শিবিরটি কুরমা বাজার হইতে উঠাইয়া নেওয়ার পর বীরগঞ্জ থানা হইতে নৈশ টহলদারী পুলিশ কুরমা এলাকায় নিয়মিত ভাবেই প্রেরণ করা হইতেছে। এলাকাটি শান্তি পূর্ণ আছে।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS
(ANNEXURE-"C")

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :—
লেয়িং অব রিপ্লাইস্ টু পোস্টপণ্ডস্ কোয়েশ্চান।" গত বিধান সভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়-এর স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ১০৭ এবং মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান মহোদয়ের আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৭ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্ট পণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার * ১০৭ এবং পোষ্ট পণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭ এর উত্তর পত্র গুলো সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্ট পণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার * ১০৭ এবং পোস্ট পণ্ড আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭ এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

Presentation of Committee Reports

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :— লেয়িং অব রিপ্লাইস্ এ পোষ্ট পন্ড কোয়েশ্চান।' গত বিধান সভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্যা শ্রী মতী গোরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার * ১৩৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি এখন মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্ট পন্ড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার * ১৩৪ এর উত্তর পত্র পেশ করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি' পোষ্ট পণ্ড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪ এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের সভায় যে সমস্ত পোষ্টপণ্ড স্টার্ট এবং আন—স্টার্ট কোয়েশ্চান এর উত্তর পত্র গুলো সভায় পেশ করা হয়েছে সে গুলোর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহকরে নেবার জন্য।

PRESENTATION OF THE COMMITTIEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :—পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির থারটি নাইনথ্ রিপোর্ট (ঊনচল্লিশতম প্রতিবেদন) সভার সামনে উপস্থাপন।

যেহেতু পাবলিক এ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মহাশয় অনুপস্থিত সেই হেতুআমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি, রিপোর্টটি (প্রতিবেদন) সভা পেশ করার জন্য।

Shri Bhanulal Saha :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present the 39th Report of the Public Accounts Committee before the House .

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য সূচী হলো :— এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটির ফোরটি ফাইভ, ফোরটি সিক্স অ্যাণ্ড ফোরটি সেভেন্থ রিপোর্ট তিনটি (৩টি) সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেটস্) মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট তিনটি (প্রতি-বেদন তিনটি) সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Samar Chaudhuri :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before

the House the 45th Report of the Committee on Estimates .

sri Samar Chaudhuri :— Mr. SpeaKer sir. I beg to present before the House the 46the Report of the Committee on Estimates .

sri Samar Chaudhuri :— Mr . Speaker sir, I beg to preesent before the House of the 47th Report of the Committee on Estimates ,

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো : পাবলিক আণ্ডারটেকিং কমিটির ইলেভেনথ রিপোর্ট (একাদশতম প্রতিবেদন) সভার সামনে উপস্থাপন ।
যেহেতু পাবলিক আনডারটেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার অনুপস্থিত, সেহেতু আমি পাবলিক অণ্ডারটেকিংস কমিটির মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়কে অনুরোধ করছি, রিপোর্টটি (প্রতিবেদন) সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

sri, Rudrashwar Das :- Hon'ble speaker sir I beg to present before the House the 11 th Report of the Committee on Public Undertakings.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :— সিডিউলড কাস্টস এ্যাণ্ড ট্রাইবস কমিটির সিক্সথ (৬ষ্ঠ) রিপোর্ট সভার সামনে উপস্থাপন ।
আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেব বর্মা (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড কাস্টস এ্যাণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি (প্রতিবেদন) সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

sri Bidya Chandra Dab Barma :— Mr, speaker sir. I beg to present before the House the 6 th Report of the Committee on Welfare of schedule Castes and scheduled Tribes,

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— গভর্ণমেণ্ট এ্যাসুরেন্স

AFTER RECESS

কমিটির ফিফ্‌টিনথ্‌ রিপোর্ট (পঞ্চদশতম প্রতিবেদন) সভার সামনে উপস্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (চেয়ারম্যান অব্‌ দি কমিটি অন্‌ গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্সেস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্ট'টি (প্রতিবেনটি) সভায় পেশ করার জন্য।

Sri Sunil Kumar Chaudhuri :— Mr. Speaker Sir, I beg to present the 15 th Report of the Committee on Govt. Asserance before the House.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আজকের এই সভায় যে সমস্ত কমিটি রিপোর্ট (প্রতিবেদন) পেশ করা হইয়াছে সে গুলোর প্রতিলিপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো :— প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান। আমাদের রিসেসের আর বাকী আছে 'তিন মিনিট। এখন কি আমরা আরম্ভ করব ?

শ্রী ন্‌পেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন না করে রিসেসের পরে করুন।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকল।

AFTER RECESSAT 2 P. M.

প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশান

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো— 'প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশান'। আজকের কার্য্য সূচীতে চারটি প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশান আছে (গত ১৬ইং মার্চ, ১৯৮৪ ইং শুক্রবার, মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত অসমাপ্ত আলোচনার রিজলিউশানটি সমেত) আজকের রিজলিউশানগুলির মধ্যে প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়। এখন প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়ের রিজলিউশানটির উপর অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ হবে। রিজলিউশানটির বিষয়বস্তু হলো "এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বর্ত্তমান আর্থিক বছরের বাজেটে রাজ্যের ৬০ বছরে উর্দ্ধে বয়স্ক দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক ও জুমিয়াদের পরিবার পিছু মাসিক ১০০ টাকা হারে পেনশন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হউক।

মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা কর্ত্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় গত ১৬ই মার্চ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এখন অন্যান্য সদস্যরা এই আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন এবং প্রস্তাবকের উত্তর দেওয়ার অধিকার থাকবে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :-- মি: স্পীকার স্যার, ১৬ই মার্চ, ১৯৮৪ ইং মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহার " এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেটে রাজ্যের ৬০ (ষাট) বছরের উর্দ্ধে বয়স্ক দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক ও জুমিয়াদের পরিবার পিছু মাসিক (একশত) টাকা হারে পেনশান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হউক" এই প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশান উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে--" এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে কেন্দ্রীয় বর্তমান আর্থিক বছরে বাজেটে রাজ্যের ৬০ বছরের বয়স্ক দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক ও জুমিয়াদের পরিবার পিছু মাসিক ১০০ টাকা হারে পেনশান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করুন"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, এর আগেও মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এরকম একটি প্রস্তাব এই হাউসে এনেছিলেন যে ৬০ বৎসর বয়স্ক দিন মজুর, কৃষি শ্রমিকদের মাসিক ৬০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হোক এবং উক্ত প্রস্তাবটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়ও একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন এবং সংশোধিত প্রস্তাবটি বিধান সভায় পাসও হয়েছিল। ৬০ টাকা হারে পেনশান দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাওয়া যায় নি। আমরা দেখেছি এবারের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার টাল বাহানা করেছেন এবং বিধান সভায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। স্যার, ত্রিপুরা বাসীর মঙ্গলার্থে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর কর্মসূচী রূপায়নে বাজেট বরাদ্দ চেয়েছিলেন ১১৬ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার সে টাকাতো দিলেনই না, বরং অর্থ কমিশনের প্রথম দফার আলোচনায় ঠিক হয়েছিল যে রাজ্যকে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর করা হবে, তাও না দিয়ে অর্থ কমিশন মঞ্জুর করেছে ৫৩,৩৪ কোটি টাকা। গত বছর যে ৫৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা

AFTER RECESS

হয়েছিল সেটাও তারা দিচ্ছেন না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রীকে প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং থেকে বেড়িয়ে আসতে হয়েছিল, এটা ত্রিপুরা বাসীর সবারই নিশ্চয়ই জানা,। কংগ্রেস(আই) উপজাতি যুব সমিতি ও নির্দল সদস্যদেরও এটা জানা। এই বৎসরে আমাদের বাজেটে কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার হিসেব পাচ্ছেন না। এরই মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রী জহরের সাহা গত বারের ৬০ টাকা প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে এবার বিধান সভায় প্রস্তাব আনলেন " ১০০ টাকা করে দেওয়া হোক "। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে বলছি যে হাঁ, ১০০ টাকা করে তাদের পেনশান দেওয়া হোক। শুধু ১০০ টাকা কেন, বামফ্রণ্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন তার মধ্যে দাঁড়িয়ে যাট বৎসর বয়সের উর্দ্ধে অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণ পোষনের সমস্ত দায়িত্ব, যত দিন পর্য্যন্ত তারা বেঁচে থাকবে, নেওয়ার দাবী করছি। কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে আমরা বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছি। কারন আমাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সংগে বৈমাতৃ সুলভ ব্যবহার করছেন, আমাদেরকে অর্থ বরাদ্দ করছেন না তাই বামফ্রন্ট সরকারকে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার কর্মসূচী রূপায়িত করতে হচ্ছে। স্যার, ১৯৭৭ ইং সালের নির্বাচনে বামফ্রণ্টের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমতায় গেলে কি কি উন্নয়ন মূলক কাজ করব তার একটা ইস্তাহার জনগনের সামনে তুলে ধরেছিলাম। এই কর্মসূচীর মধ্যে বয়স্ক লোকদের পেনশন দেওয়ার কোন ইস্তাহার ছিল না. কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার এসে সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ৬০ বৎসর বয়স্ক লোকরা যারা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত তাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করলেন। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গত ৫/৬ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ৯,৬৬৩ জন বয়স্ক লোক এবং ২১৭৯ জন অন্ধ ও পঙ্গু লোককে ৩০ টাকা হারে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে সরকারের প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ হচ্ছে। শুধু বার্ধক্য ভাতাই নয়, এই ছয় বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজগুলির খতিয়ান এই বিধান সভায় প্রতিফলিত. হয়েছে প্রশ্নোত্তর কালে, মুখ্যমন্ত্রীর জবাবী ভাষণের মধ্যে দিয়ে এবং মাননীয় বিধায়কদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। আজকে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরবাসীর সামনে বামফ্রণ্ট যখন বিভিন্ন কার্য্য বলীর খতিয়ান পেশ করছেন, কতজত ছাত্র/ছাত্রী মিড ডে মিলের পাচ্ছে. কতজন বয়স্ক লোক ভাতা পাচ্ছে, কতজন ভূমিহীন কৃষক ভূমি বন্দোবস্ত পেয়েছে ইত্যাদি এবং এতে যখন বামফ্রণ্ট সরকারের অনুকুলে ত্রিপুরাবাসী বিপুল সাড়া পাওয়া

যাচ্ছে তখনই ঐ জন বিচ্ছিন্ন কংগ্রেস (আই) আতংকিত হচ্ছে, বিগত তিন দশক ধরে ওদের কুকর্মের জন্য কালিমালিপ্ত চেহারা নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর সামনে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে জন বিচ্ছিন্ন কংগ্রেস (আই) উপজাতি যুব সমিতি এবং নির্দল সদস্যরা জনগণের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে কারন ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের আশা-আকাংকাকে ধুলায় পর্য্যবসতি করতে চেষ্টা করছেন। তাই এই বিধান সভায় থেকে তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের ধিক্কার শুনতে ভয় পাচ্ছেন। বিধান সভার বাইরে যেমন ভিতরেও তেমনি তারা টুকরো টুকরো হয়ে জন বিচ্ছিন্নতাবাদে অংশ গ্রহন করে জনগণের চরিত্র কলুষিত করে তুলতে চেষ্টা করছেন ?

(রেড লাইট)

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে আরও ১ মিনিট সময় দিন। তাঁরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করেছেন যেমন পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়েছে এবং বলছেন পাহাড়ীর স্থান চাই, বাঙ্গালীর স্থান চাই অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী যাতে গরীব মানুষের কাছে না পৌছায়, যাতে গরীব মানুষ দীর্ঘ দিন বসবাস করার পরও সে জমি যাতে রেকর্ড না হয় এবং যারা দিন মজুর, ক্ষেত মজুর সেই অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই না পায়, রক্ষা না পায় তার জন্য এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ৬ বছর ধরে অনেক কু-কাজ করার পরও বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেন নি। তাই লক্ষ করছি গত বিধান সভায় তারা বলেছিলেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে না কারন তারা তার বিরোধীতা করবেন, এটা তাদের কার্যকলাপ থেকেই উপলব্দি করা যাচ্ছে। তাই আজকে যখন এই বিধান সভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে এবং পঞ্চায়েত মিনিষ্টার যখন বলছেন যে আগামী মে মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে এবং তার জন্য প্রস্তুতি চলছে তখনই তারা এই বিধান সভার মধ্যে পঞ্চায়েতের বাজেট নিয়ে বিরোধী বক্তব্য থেকে শুরু করে কাট মোশান পর্য্যন্ত এনেছেন। তাই জনগণের সামনে তাদের দাঁড়াবার মতো সাহস নেই তাই নানা ভাবে এই পঞ্চায়েত নিয়ে সমালোচনা করছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, সেই কারনেই মাননীয় বিরোধীসদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত করে সেখানে বিচ্ছিন্নতা বাদ ঢুকিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ তাদের মুখোস চিনতে পেরেছেন তাই গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত

AFTER RECESS

লোক ট্রাইবেল, বাঙ্গালী ঐক্য বদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষার সংগ্রামে দাঁড়িয়েছেন। তাই আজকে বিরোধীদের ভয় হচ্ছে, সে জন্যই তাঁরা বিধানসভা বয়কট করেছেন এবং বলেছেন তাঁদের হত্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, বিধান সভার তাদের জন্য কোন সিকিউরিটি নেই, কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে চীফ মিনিষ্টারকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং উপাধ্যক্ষ মহাশয় সেটার কথা তাঁরা বলছেন না ? এতেই প্রমানিত হচ্ছে তাঁরা কি ধরণের গনতন্ত্র চান ? এই ভাবেই তাঁরা সমস্ত জায়গাতেই ধ্বংস লীলা চালাবার চেষ্টা করেন। সে জন্য তাঁরা এখন কর্মসূচী নিয়েছেন কারণ ৩০ বছর তো তাঁদের কোন কর্মসূচী ছিল না ? এই ৩০ বছরে তাদের কর্মসূচী ছিল গরীব মানুষকে খাজনার জন্য পিটানো, গরীব মানুষকে ঋণের জন্য পিটানো কারন ধনী যাতে আরও ধনী হতে পারে এবং গরীব যাতে আরও গরীব হতে পারে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চাইছেন কৃষক, শ্রমিক সবাই যাতে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে এবং সেটা বাস্তবেও রূপায়িত হচ্ছে। কারন অনেক গরীব কৃষক আছে যারা বীজ কিনতে পারে না তাদের সরকার থেকে বিনা মূল্যে বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়। তাছাড়া এই সরকার গ্রামে-গঞ্জে অনেক কৃষি জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে আজকে যে প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশান এর উপর যে সংশোধনী মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী এনেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন যে ৬০ বৎসর বয়সের উর্ধে যে সমস্ত কৃষি, শ্রমিক জুমিয়া তাদের ১০০ শত টাকা করে ভাতা দেবার জন্য এবং তার বিরুদ্ধে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহার বক্তব্যের বিরোধীতা করছি এই জন্য যে স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বছর পর এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ। কিন্তু আমরা কি দেখলাম ? এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে ৮০ বছরের উর্ধে যাদের বয়স গরীব মানুষ, শ্রমিক, কৃষক মেহনতী মানুষ তাদেরকে ভাতা দেবার জন্য প্রতি মাসে ৩০ টাকা করে দেবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং দেওয়া শুরু করলেন

এই সামান্য ক্ষমতার মধ্যে যে আর্থিক ক্ষমতা ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের আছে তার মধ্যে, এর চেয়ে বেশী করার মতো কিছু নেই। কিন্তু তবুও এই যে দেওয়ার একটা মানসিকতা এটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোন কংগ্রেসী রাজ্যে নেই, এটার নজীর সৃষ্টি করলেন ত্রিপুরা রাজ্যের এই বামফ্রন্ট সরকার, গরীব মেহনতী মানুষের সরকার বিগত দিনের ইতিহাস কি দেখি? এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ বছর ধরে একটা সরকার রাজত্ব করেছিলেন. তখনকার সময়ে যারা গ্রামের গরীব মানুষ ক্ষুদ্র চাষী, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর তাদের কি অবস্থা ছিল? আমরা লক্ষ্য করেছি যা তা হচ্ছে যে এমন একটা সময় ছিল জরুরী অবস্থার সময় ১২ বছর ধরে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা নিলেন না, কিন্তু হঠাৎ করে জরুরী অবস্থার সময় একটা সারকুলার এসে পড়লো যে ৬ বছরের খাজনা এক সংগে দিতে হবে। যেখানে গরীব মানুষের খাজনা কৃষক শ্রমিকের খাজনা যাদের সামান্য বিত্ত সম্পত্তি আছে সেখানে মুকুবের তো কোন প্রশ্নই উঠে না? তার আগে অবশ্য আর একটা কাজ করেছেন উনারা জমির খাজনা দ্বিগুন, চারগুন, বৃদ্ধি করেছেন এবং সেটাকে একবারে দেবার জন্য নোটিশ জারী করলেন এর ফল কি হলো? ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক গরীব মানুষ হালের বলদ গয়নাগাটি, বাসন পত্র এবং জমি বন্ধক দিয়ে তাদের খাজনার টাকা পরিস্কার করলেন এবং সেখানে অনেক জায়গায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে- সেই পুলিশের সাথে গাঁও প্রধানরা গিয়ে অনেক বাড়ীতে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করেছেন। সেই জায়গায় আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সাড়ে সাতকানি নাল জমির খাজনা মুকুব করেছেন, ১৫ কানি টিলা জমির খাজনা মুকুব করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বার্ধক্য ভাতার জন্য প্রস্তাব এনেছেন আগেই বলেছি স্যার, সামান্য ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই এই সরকার করছেন। বার্ধক্য ভাতা ছাড়াও বিকলাঙ্গদের জন্য এই সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তারা যাতে চাকুরী সুযোগ আরও পেতে পারেন এবং টাকা আরও পেতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করছেন এবং ইতিমধ্যে অনেক বিকলাঙ্গদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু আজকে যারা এই প্রশ্ন করছেন, এত দিন উনারা কোথায় ছিলেন? কেন্দ্রের কাছ থেকে যখন টাকা আনার প্রস্তাব আসে তখন উনারা শেষ পর্যন্ত এই খাতে প্রস্তাবিত বাজেটকে পর্যন্ত সমর্থন করতে চান না এবং শেষ পর্যন্ত বলেন যে এই বাজেট আমরা চাই না। এই যে মেকী কান্না এই যে মেকী প্রস্তাব। কারন কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়ার জন্য. প্রস্তাব আসে, তখন বামফ্রন্ট সরকার প্রস্তাব করেন কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়ার জন্য তখন এরা তার বিরোধীতা

করেন। তারা তখন বাজেট:কে বিরোধীতা করেন। বাজেটাই চান না। বাজেটাই চাননা ত ত্রিপুরার জনগনের উন্নতির কথা কি করে ভাবেন ? এই বার্ধক্য ভাতার কথা যে বলছেন সেই টাকা আসবে কোথা থেকে ? আজকে তারা এই ধরনের বক্তব্য রাখেন। ৬০ বৎসরের উ.র্দ্ধ যাদের বয়স যারা প্রান্তিক চাষী, গ্রামের দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক, জুমিয়া তা.দের জন্য কান্না। সুতরাং আমি এ া.ক মেকী কান্না ছাড়া আর কিছু বলতে পারিনা। তারা আজকে যে কা.া শুরু করে.েন তার কারনটা কি ? কারনটা আর কিছুই নয় তাদের পায়ের তলার মাটি আস্তে আ স্ত সরে যাচ্ছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে যা হয়নি ত্রিপু.াতে হয়েছে। গ্রামের যারা কৃষক বা গরীব অংশের মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এসে অনেক কাজ করেছেন। আজকে তারা সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছে, টিলা জমি ১৫ কানির মত খাজনা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে অবৈতনিক শিক্ষার কথা বাদ দিলাম মিড-ডে মিলের কথা বলছিনা আজ.ক বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার প.র যে যে কাজগুলি হয়ে.ছ তার যে মানসিকতা আছে তা ওনারা দেখছে না। বাম.ন্ট সরকারের করার অনেক কিছুই ইচ্ছা আছে। কারন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে য. করেছে তা কংগ্রেস আমলে হয়েছে কি ? এ.যে ৬০ বৎসরের উর্ধে বয়স্ক দর ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়ে.ছ, মাননীয় সদস্য মাখন বাবু বলেছেন প্রায় অর্ধ কোটি টাকার মত লাগবে। তাহলে এর পরিমান যদি ব ড়ানো হয় তাহলে আরও টা.া চা. । কি ন্তু একটি বারও তো তারা একথা বলেন না এই বিধানসভার ভিতরে যে এই প্রস্তাবের দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকার তোমরা টাকা দাও। টাকা আরও বাড়িয়ে দাও। একবারও বলেন না বরং যদি কে.ন্দ্রর কাছে টাকা চাওয়া হয় তাহলে তার বিরোধীতা করা হয়। আবার বলছেন যে বার্ধক্য ভাতা বাড়ানোর জন্য। কয়েক বৎসর আগে থেকেই বামফ্রন্ট সরকার ভাতা দিতে শুরু করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে কি এই ভাতা দেওয়া হত, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার অ নক লড়াই সংগ্রামের মধ্যে এসেছে। ত্রিপুরার মানুষের কল্যানজনক কাজের জন্য ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার। বামফন্ট সরকার ক্ষমতায় আসর পর বার্ধক্যভাতা চ.লু করে ছন বিকলাঙ্গদের ভাতা। চালু করেছেন। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এইটা আমরা অস্বীকার করি না। ১০০ টাকা কেন সমস্ত পরিবারের দায় দায়িত্বটাই নেওয়া দরকার। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে ? তারপরে অনেক গরীব আছেন যারা তাদের ছেলে মেয়েদের টাকা পয়সার অভাবে পড়াতে পারে না। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য সকালবেলায় একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন বাম ন্ট সরকার। কাজেই আমি বলছি

আজকে কর্মচারীদের জন্য মেকী কান্না কেন ? আমি পরিস্কার বলতে চাই এটা কুম্ভীরাশ্রু আর কিছু নয়। এই সব কর্মচারীদের উপর পুলিশী নির্যাতন, ছাটাই, জেলাখানায় দেওয়া অনেকই ত করেছেন। কই তখন ত মহার্ঘ ভাতার জন্য এই রকম কুম্ভীরাশ্রু ফেলেননি। আর আজকে কথা উঠেছে ৬০ বৎসরের উর্ধে বয়স্কদের ১০০ টাকা করে ভাতা দিতে হবে। কি আব্দারের কথা। এতদিন এত আব্দার কোথায় ছিল ? আজকে তারা বিধানসভার ভিতর মাইক ভেঙ্গে আক্রমন করে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ত অনেক কিছু করেছেন। সাড়ে সাত কানির জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছে, টিলা জমি ১৫ কানি খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন, অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছেন, আরও অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আপনারা ত তখন কিছুই করেননি। আজকে মানুষ যখন দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পায় তখন আপনাদের গাত্রদাহ দেখা দিয়েছে। কাজেই আজকে যখন কিছু করার জন্য টাকা চাওয়া হয় তখন আপনারা বাজেটটাকে বিরোধীতা করেন। অর্থাৎ মুখে বড় বড় কথা। কাজ করতে অষ্টরম্ভা। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে সংশোধনী এনেছেন তার সমর্থন করে মাননীয় সদস্য জওহর সাহার প্রস্তাবকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক জওহর সাহার প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী সংশোধনী এনেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলিতে বিশেষ করে এই রাজ্যে যারা গরীব মানুষ, জুমিয়া, ভূমিহীন, কৃষক মজদুর আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ছিল সুদখোর, মহাজনদের। আজকে তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বিধানসভার ভিতরে নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করেন। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন এর মধ্যে দিয়ে মাননীয় সদস্য নিজের যে চরিত্র সেই চরিত্রটাকে ঢাকা দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। আমরা দেখেছি আগে যারা কৃষক, মজুর ছিলেন তাদের ২ টাকা করে দেওয়া হত, এই ২ টাকার কাজের জন্য যখন তারা ব্লক অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিত তখন তাদের কাজ দেওয়া ত দূরের কথা তাদেরকে জেলখানায় ভরা হত, তাদের উপর অত্যাচার

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

করা হত। আমরা দেখেছি বিশেষ করে আজকে যারা উপজাতি ত্রিপুরা রাজ্যের মূল বাসিন্দবা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের ভাল জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সেখানে ২০০ টাকা বা যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের কর্মসূচী হাতে। নেওয়া হয়েছে। আমার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা লোক তার পরিবারের ৪-৫ জনের কাজকর্ম করতে হয়। ২ টাকা দিয়ে তার কিছুই হয়না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১লা এপ্রিল থেকে ১০ টাকা করে দেওয়াব। আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য রাবার প্ল্যানটেশানের মাধ্যমে, ফলের বাগান করার মাধ্যমে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা যখন কোন পরিকল্পনা নিই, তখন আমাদের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্র। আমরা টাকা চাইলে টাকা পাইনা। আর পরিকল্পনার জন্য যখন আমরা টাকার ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব করি তখন বিরোধীরা এর বিরোধীতা করে। আমরা টাকা পাব কোথা থেকে ?

টাকা তৈরী করার যে যন্ত্র সেই যন্ত্রতো রাজ্যের হাতে নাই। টাকা ছাপানো এই যন্ত্রটা আছে দিল্লীর হাতে, কারণ আমরা দেখেছি গত কয়েক বছর যাবত কেন্দ্রীয় সরকার তাদের খুশিমত সেখানে টাকা ছাপিয়েছেন, খুশিমত তারা সেখানে তাদের পরিকল্পনা নিতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা করলেই রাজ্যে সরকার তা পারে না, এখানকার মানুষ যখন খরার মধ্যে পরেন, বন্যার মধ্যে পরেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে উদবাস্তু আর বাকী ৩০ ভাগ হচ্ছে যেখানে উপজাতি, যাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে কিছু নাই। আজকে সেই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যখন আমরা টাকা চাইছি বা পরিকল্পনা তৈরী করছি তখন ওখান থেকে কোন আর্থিক সাহায্য আসছে না, মানে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বছর আমাদের পরিকল্পনা কি হবে, এখন পর্যন্ত সেটা চূড়ান্ত করা হয়নি। শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যই নয় ভারতবর্ষের আরও অনেক রাজ্যের জন্যই এখন পর্যান্ত কোন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের অর্থনৈতিক নীতি কেন্দ্রকে আরও শক্তিশালী করার নাম দিয়ে রাজ্যগুলির ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়ার যে প্রবনতা এইটা এর আগে আর পরিলক্ষিত হয়নি সেই দিক থেকে এখানে সংশোধনীর আকারে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন এইটা সম্পর্কে আমি মনে করি যে এইটা অত্যন্ত সংগত যে এই ধরনের শ্রমিক যাদের বয়স ৬০ বছর হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে যেমন কৃষি শ্রমিক, ভূমিহীন, দিনমজুর, ক্ষেত মজুরেরা আছেন, তাদের বয়স ৬০ বছর হওয়ার পর আর তাদের চলার ক্ষমতা থাকে না। তাদের এই প্রথম জীবনটা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যায় কাজেই স্বাভাবিক ভাবে তাদের এই শেষ জীবনটায় যাতে তারা সামান্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। এখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা চেষ্টা করছি ৮০ বছরের উপরে যাদের বয়স তাদেরকে ভাতা দেওয়ার জন্য, এখানে যারা পঙ্গু তাদেরকেও ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের

এই সরকার আরও চিন্তা করছেন যে, এখানে যারা বিধবা, যাদের দেখাশুনা করার সমাজে কেউ নাই তাদের জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া যায় কি না। আমরা মনে করি, আজকে ৬০ বছরের উপরে যারা আছেন তাদের প্রতিও একটা সমাজিক দায় দায়িত্ব পালন করা সরকারে দায়িত্ব, কিন্তু এইটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ধরনের পরিকল্পনাকে বা কার্য্যসূচীকে রুপায়িত করতে অনেক টাকার দরকার হবে। অথচ আমাদের এই রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নেই সেই টাকার ব্যবস্থা করার। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাদের বাজেটে এই টাকার ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই ধরনের কর্মসূচীকে বাস্তবে রুপায়িত করা সেই দিক থেকে খুব কঠিন হয়ে পড়বে। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং এই ব্যাপারে হাউসকে আমরা বলতে পারি যে এই জন্য নানা প্রশ্ন তুলে ত্রিপুরার জনগনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। কারন গত ৬ বছরের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার এইটা প্রমান করেছেন যে, এই রাজ্যের যারা গরীব মানুষ, রাজ্যের যারা দিন মজুর, ক্ষেত মজুর এই সরকার তাদের পক্ষে আছেন,। আমরা এই হাউসের মধ্যে বলতে পারি যে, ত্রিপুরার গরীব মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের খাদ্য বস্ত্র ও বাস স্থানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে তাদের জন্য প্রয়োগ করবেন। সেই দিক থেকে আমি আশা করছি যে, এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাবটি রয়েছে সেটাকে সকলে সমর্থন করবেন এবং এইটাকে পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—এখানে বিরোধী ভাষণ দেওয়ার জন্য কোন সদস্য উপস্থিত নাই, সুতরাং আলোচনা শেষ হলো। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজিউলিশানটির উপর শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজিউলিউশানটি সংশোধীত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :— **After the words** এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, **insert the words** কেন্দ্রীয় সরকার **and after the words** প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান **The last time delete the words** করা হউকে **and insert words** করুন।

(সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি মূলক রিজিউলিউশানটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধীত আকারে রিজিউলিশাটি হলো :— এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেটে রাজ্যের ৬০ বছরের উর্দ্ধে বয়স্ক দিন মজুর, কৃষি শ্রমিক ও জুমিয়াদের পরিবার পিছু মাসিক ১০০ টাকা হারে পেনশান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করুন। ”

(অতএব, রিজিউলিউশানটি সংশোধীত আকারে পাশ হয়)।

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

শ্রী মতিলাল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিশানটা হচ্ছে "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাথমিক পর্য্যায়ে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছেন না লক্ষ্য করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

রেল সম্প্রসারনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে পুরানো এলাইনমেন্ট বাতিল করে পেচারথল থেকে চেবরী নূতন এন, ই, সি, সড়ক বরাবর রেল লাইন সম্প্রসারিত করা হোক এবং এই সম্প্রসারনের কাজ যাতে সপ্তম পরিকল্পনার মধ্যে শেষ করা যায় তার জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হোক।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দাবী উত্থাপন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারন করার দাবী আমাদের দীর্ঘ দিনের এইটা এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দাবী। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই দাবী নিয়ে বিধানসভায়তো প্রস্তাব উঠেছেই বিধান সভার বাহিরেও ত্রিপুরার জনগন এই দাবীর ভিত্তিতে হরতাল পালন করেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি প্রথম যখন ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার আসেন তখন এই বিধানসভায় এই প্রস্তাবটা তুলেন এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট পালন করেন, তখন কেন্দ্রীয় সরকার জনগনের এই দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনের সারা দেখে কুমারঘাট পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, তাতে ছিল ১৯৮৪ সালের মধ্যে সেই রেললাইনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এই বিধানসভায় যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা দেখছি যে ১৯৮৪ সালটাকে পরিবর্ত্তিত করে এখানে বলেছে ১৯৮৬ সাল পর্য্যন্ত এই কাজ চলবে। আর এই সময় পর্য্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই এইযে উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে ভারতবর্ষের যে একটা অংশ এখানে রেললাইন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলি করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনিহা বার বার আমরা লক্ষ্য করছি। অথচ ভৌগলিক অবস্থাটা হচ্ছে তিন দিক দিয়ে বাংলা দেশ দ্বারা বেষ্টিত, কাজেই এখান থেকে ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে যোগা-যোগ করার পথ হচ্ছে উড়ো জাহাজ এর মাধ্যমে। যাও একটা সড়ক পথ আছে তাতেও এই পর্য্যন্ত রেললাইন এসেছে মাত্র ১২ কিলোমিটার। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরে ত্রিপুরার অভ্যান্তরে যেখানে ৩ ভাগের ২ ভাগ হচ্ছে টিলা জায়গা, যেখানে যোগাযোগ

ব্যবস্থা উন্নত করার কোন সুযোগ নাই সেখানে ত্রিপুরার রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে রেললাইন খুব অপরিহার্য্য বিষয়।

শ্রী মতিলাল সরকার :—রেললাইন আসার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। এই রাজ্যে শিল্পের বিকাশ ঘটছেনা যদিও অনেক সুযোগ রয়েছে। এই রাজ্যের মাটির নীচে গ্যাস, তেল, বনজ সম্পদ যা আছে তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারাটাই পালটিয়ে দেওয়া যায়। এখানে কাগজ কল হওয়ার মত যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যখনই কোন কল কারখানার কথা বলা হয় তখনই কেন্দ্র থেকে বলা হয় ওখানে রেললাইন নেই তাই হবেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলার চাষ, পাটের চাষ করা যায় এখানে প্রচুর বনজ সম্পদ আছে, প্রচুর কাঠ আছে কিন্তু উপযুক্ত বাজার নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলই আজকে অবহেলিত। এখানে কি মিজোরাম, কি মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড কি অরুনাচল প্রদেশ আর কিই বা মেঘালয়, সর্বত্রই রেললাইন নাই। একমাত্র আসামে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করেছি, বিশ্ব ব্যাংক থেকে যখন লোন নেওয়া হয় তখন অলিখিতভাবে বলাহয়, এই টাকা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেলাইনের জন্যও খরচ হবে। আমরা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোক একবাক্যে দাবী করছি ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেললাইন অতি শীঘ্র করা হউক। আর পুরান এলাইনমেণ্ট পালটিয়ে পেচারথল থেকে চেবরী এই নূতন এন ই, সি সড়ক বরাবর রেললাইন সম্প্রসারিত করা হউক। ত্রিপুরাতে শতকরা ২৯ ভাগ হচ্ছে উপজাতি আর বাকী অংশের মানুষ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্‌বস্তু। এই এন, ই, সি, সড়ক বরাবর যদি রেল লাইন করা হয় তাহলে অনেকগুলি ঘনবসতি এলাকা ও শহর এই রাস্তার ধারে পড়বে। বিশেষ করে কমলপুর, খোয়াই প্রভৃতি এলাকা ও শহর পড়বে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষের উপকার হবে। এই দাবী ও সিদ্ধান্ত একসময়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও আনা হয়েছিল কিন্তু পরে ডিফেন্সের কথা তুলে বাতিল করা হয়েছে। আমি বলতে চাই এই এলাকাগুলিতে কি মানুষ থাকবেনা, মানুষ চাষবাস করবেন না? যদি মানুষ থাকতে পারে তাহলে এই প্রশ্ন মানা যায়না। তাই এন, ই, সি, সড়ককে মেনে নেওয়ার জন্য আমি এই প্রস্তাব করছি। আমরা আজকে দেখছি একটি অংশের মানুষের হাতে সম্পদগুলি আস্তে আস্তে পুঞ্জিভূত হচ্ছে আর একটি অংশের মানুষ ক্রমশঃ অব-

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

হেলিত হচ্ছে। তাই এক এক জায়গায় বড় বড় শীল্প গড়ে উঠেছে আর অন্য জায়গা পিছিয়ে পড়ছে। এটা একটা অশুভ বিকাশ। তার জন্যই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই অনগ্রসরতা। বিগত ৩৭ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দাবিয়ে রেখেছেন আর তার জন্যই আসাম, পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে সাজ সরঞ্জামের কোন অভাব নেই। আমাদের দেশের রেল বোর্ডের সদস্য কারা কারা হবেন তা বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে করা হয় যাতে কিছু সি. আই, এ,র লোক ঢুকতে পারে। আমাদের দেশের রেল ওয়াগন. কোচ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ঐ তাইওয়ান, আফ্রিকা প্রভৃতি কান্ট্রিতে চলে যায় অথচ আমাদের দেশে রেল সম্প্রসারিত হয় না। দেশের শ্রমিকরা যে জিনিষ উৎপাদন করছেন সে জিনিষ দেশের কাজে আগে না লাগিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মানুষ মানেন না। সে হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও মেনে নিতে পারেন না। রেলে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা লাভ করা হচ্ছে আর রেলের ১৬ লক্ষ কর্মচারীর দাবীকে বল প্রয়োগ করে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘট একটা ঐতিহাসিক ধর্মঘট। সেখানে দাবী করা হয়েছিল ১৫/২০ ঘন্টা খাটানোর পরিবর্তে ৮ ঘন্টাতে নামিয়ে আনতে হবে। তাদের সে দাবী আজও কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিচ্ছেন না। কাজেই এখনও রেলের লোকো-মোটিভ স্টাফদের ৮ ঘন্টার বেশী খাটতে হয়। এটা হচছে শ্রমিক কর্মচারীদের শোষণের নীতি। এই নীতি পরিহার করে যাতে তাদের দাবী সুন্দর ভাবে মিটিয়ে নেওয়া যায় তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি আশা করি যে আমার এই যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহন করবেন এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে তার জন্য যেনপ্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের যে দাবী ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করা সেই দাবীকে গ্রহন করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস: মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন যে "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাথমিক পর্যায়ে কুমার-ঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিচছেন না লক্ষ্য করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

রেল সম্প্রসারনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে পুরানো এলাইনমেন্ট বাতিল করে পেচারথল থেকে চেবরী নূতন এন, ই, সি, সড়ক বরাবর রেল লাইন সম্প্রসারিত করা হোক এবং এই সম্প্রসারনের কাজ যাতে সপ্তম পরিকল্পনার মধ্যে শেষ করা যায় তার জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হোক।", এই প্র াব আমি সমর্থন করি।

স্যার, রেল একটা জাতি এবং একটা দেশের উন্নতির প্রধান বাহক। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৭ বৎসর পরেও ১২ কিলোমিটার রেল লাইন সম্প্রসারন করা হয়নি। অর্থাৎ বছরে এক কিলোমিটারও রেল লাইন হয় নি। অথচ দেখা যায় ভারত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রেল সম্প্রসারনের জন্য অর্থ সাহায্য করছে। অথচ এই ত্রিপুরা রেল লাইন থেকে একেবারে বঞ্চিত রয়েছে। এই রাজ্যে রেল লাইন স্থাপনের জন্য ত্রিপুরার মানুষ আন্দোলন করে আসছেন। ত্রিপুরার মানুষের দাবী হলো ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট এবং সেখান থেকে আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যেখানে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন বসাতে খরচ পড়ে ২০ কোটি টাকা সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন মাত্র ৫ কোটি টাকা। সুতরাং এই কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন যেখানে ৮৫ ইং সনে আসার কথা ছিল সেখানে ৮৬ ইং সনেও আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। এই কুমারঘাট থেকে এন. ই. সি. রাস্তা বরাবর পেচারতল হয়ে চেবরী পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য প্রস্তাব এসেছে এবং রাজ্য সরকার সে প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এই অনুযায়ী রেল লাইন স্থাপন হলে এই এলাকার উপজাতিরা অনেক উপকৃত হবেন। এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে পরিমান প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করবেন সেটা বিশ্বাস করতে পারি না। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার ৮-৩ ৮৪ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে বলেছেন যে কুমারঘাট থেকে পেচারতল হয়ে চেরবী পর্য্যন্ত এবং কুমারঘাট থেকে আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের যাতায়াতের অব্যবস্থার কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার যেন এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপনের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন। এই দাবী করে এবং এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকারঃ মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন ত্রিপুরার রেল লাইন সম্প্রসারন সম্পর্কে আমি সেটাকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের দিনে কোন রাজ্য যে রেল ছাড়া চলতে পারে তা আমরা চিন্তা করতে পারি না। দেশে যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয় তখন দেশে নানা ধরনের কল কারখানা স্থাপন হতে থাকে আর এই ক্ষেত্রে প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হলো রেল ব্যবস্থা। কিন্তু আজকে বিংশ শতাব্দীতেও একটা রাজ্যের বিধান সভাতে যে প্রস্তাব করে রেল লাইন স্থাপনের জন্য দাবী করতে হয় এটা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে। যে স্থানে রেল লাইন নেই সে স্থানকে অন্ধকারে রয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যকে সভ্যতার অগ্রগতির অন্ধকারে রাখতে চান বলে মনে হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩৭ বছর পরেও সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন নি। ফলে এই উত্তর পূর্বাঞ্চল এখনো অন্ধকারের রয়ে গেছে। অথচ আমরা দেখি যে, পাঞ্জাব হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্য ভারতের মধ্যে সর্বাধিক উন্নতি লাভ করেছে। নানা ধরনের উৎপাত হচ্ছে। যার ফলে এই উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নতি হচ্ছে না বলে বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে সেগুলি সমাধান না করে গোলমাল লাগিয়েই রাখছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসিই তাই। কাজেই আমরা আশা করব যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিচ্ছিন্নতার পলিসি, ডিপ্রাইভ করার পলিসি ত্যাগ করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন যে আগামী ৮৪-৮৫ সালের পরিকল্পনায় মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। এই যে টাকা এটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। কারণ এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমগ্র ত্রিপুরার রেলপথ সম্প্রসারনের জন্য সামান্য অংশ মাত্র। কাজেই আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত জিনিষগুলি পুনর্বিবেচনা করবেন এবং রেলপথ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করবেন।

আমরা লক্ষ্য করছি বিরোধী দলের সদস্যরা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু রেলপথ সম্প্রসারনের কথা বা ত্রিপুরা রাজ্যের দাবী নিয়ে একটা কথা বলছেন না। তারা এমন আচরণ করছেন যে সেই আচরনে আমরা শঙ্কিত। যারা আজকে জনগণ

থেকে বিচ্ছিন্ন জনগণের সংগে যাদের সম্পর্ক নেই তারাই এই সমস্ত আচরণ করতে পারে। বামফ্রণ্ট সরকার ২২ লক্ষ মানুষের সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছেন, সেই সরকার মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যদিও জানেন যে সমস্ত সমস্যা এই বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত কুক্ষিগত করে রেখেছেন! তার পরেও বলছে যে কেন্দ্রকে শক্তিশালী কর। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলোকে দুর্বল রেখে কি কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা যায়? তার সমস্ত অঙ্গ যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে কি করে কেন্দ্র শক্তিশালী হবে? কাজেই আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করবেন। তাতে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মঙ্গল হবে। তারা যদি উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা চালু করেন যা দাবি পশ্চিমবংগ এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে দাবী উঠেছে তাহলে অনেকটা সমস্যার সমাধান হবে। কাজেই আমি আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবী মেনে নেবেন এবং রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করে নতুন এলাইনমেন্টের অনুমোদন তারা দেবেন। এই আশা রেখেই আমার প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় আজকে হাউসে রেল সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল চলবে, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণি খান চৌধুরী বলেছিলেন যে ৮৪ সালের মধ্যে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল চলবে। আর আজকে আমরা হাউসে তথ্যে দেখতে পারলাম যে ৮৪ সাল পর্যন্ত কুমারঘাট পর্যন্ত যে কাজ হবে সেটা মাত্র ২০ শতাংশ হবে। তাহলে বাকী ৮০ শতাংশ হতে আর কত বৎসর লাগবে? কাজেই এই কাজ ওরা যেভাবে করছেন-আজকে দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে ৩৭ বৎসর হল! এরপরে আমরা দেখলাম নাগাল্যাণ্ডে ১ কিলোমিটার এবং ত্রিপুরায় ১২ কিমি রেলপথ হয়েছে। তাহলে ৩৭ বৎসরে ১২ কিলোমিটার হলে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট কুমারঘাট থেকে আগরতলা, আগরতলা, থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল হতে কত শত বৎসর লাগবে? তা হলে কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় সরকার যতই বলুক যে তারা এই রাজ্যে রেল চালাবে, আমার মনে হয় যতদিন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকবে ততদিন এই রাজ্যে রেল চলবে না। রেল একটা অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম সারা ভারতবর্ষে। কিন্তু এটা আজকে

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

একটা আতঙ্কের মাধ্যম হিসাবে মনে হচ্ছে। ১৯৮১— ২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে গড় দৈনিক ৩টার বেশী অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে।

মানুষ এখন রেল চড়তে আতঙ্কগ্রস্ত। অথচ এই রেল ব্যবস্থার উন্নতি করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে ঋণ নিচ্ছে-রেল লোকমটিভ ইত্যাদির জন্য। রেলে চুরি ডাকাতি এখন নিত্য দিনের ঘটনা আর লাইন ক্রসিং এ্যাক্সিডেন্টের তো কথাই নাই। এই যদি রেলের অবস্থা হয় তাহলে মানুষ রেলকে বিশ্বাস করতে পারবে না। স্যার, ১৯৮১—৮২ রেলের এ্যাক্সিডেন্টের যদি হিসাব দেই, তাহলে তো অবাক হওয়ার কথা। ঐ বছর ২৭টি কোলিশন হয়েছে, চুরি ডাকাতি তো প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে। আর সেই জায়গাতে সিকিউরিটির নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, অথচ মানুষের নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারছেন না। স্যার, এ হল আমাদের রেল ব্যবস্থা। আর অন্য দিকে দেখছি, এই রেলে যে সব শ্রমিক কর্মচারী আছে, তাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যে চাহিদা, সেটা তারা পাচ্ছে না। ফলে ইচ্ছা অনিচ্ছা সত্বেও তাদেরকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের দাবী আদায়ের জন্য বৃহত্তর সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাঙগার জন্য বা দমন করবার জন্য নানা রকম কৌশল নেওয়া হচ্ছে, এসমার মত নানা রকম আইন প্রয়োগ করে তাদের সেই বেঁচে থাকার আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। এমন কি কোথাও কোথাও মিলিটারী নামানো হয়েছে। যেমন আমরা দেখছি যে সেদিন ডক শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করবার জন্য পারাদীপে নৌ সেনা পর্য্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে সেখানে ২ হাজার শ্রমিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সব শ্রমিকদের মেরে ঐ সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই যারা গরীব শ্রমিক শ্রেণী, তারা যখন গনতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবী আদায় করার সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন ঐ কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন হলে তাদের মেরে সাগরে ভাসিয়ে দেবে তবু তাদের দাবী দাওয়া স্বীকার করে নেবে না। এটা হচ্ছে এখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্র। তাই বলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষ ভয় পাবে না। তারা তাদের ন্যায্য পাওনা সংগ্রামের মাধ্যমে এক দিন আগে অথবা পরে আদায় করবেই করবে। অতএব ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনে রেল আসবেই আসবে। স্যার, আজকে সারা ভারতের মধ্যে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চলছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যেন তেন প্রকারেণ অর্থনৈতিক শোষণ বজায়

রাখতে হবে, যার ফলে বিগত ৩৭ বছর ধরে দ্রব্যমূল্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এবং তার সংগে সংগে দেশের মাঝে যা বাকী যেটুকু সম্পদ রয়েছে, সেটাও ঐ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে চলে যাচ্ছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে, আর ধনী আরও ধনী হচ্ছে। কাজেই অবস্থার মধ্যে মানুষ আজকে যে ভাবে সমস্যার পর সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়ছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার যে পথ, সেটাকে তারা কোন মতেই সমর্থন করতে পারছে না। অন্য দিকে দেশের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি রয়েছে যেগুলি রাজ্যে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে, ওরা তাকে আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই হাউসের মধ্যেও আমরা সেটা লক্ষ্য করছি। শুধু এই হাউসের মধ্যে কেন বন্ধু ছি. এর বাইরে, ও তারা সেটা করবার চেষ্টা করছে। এই তো সে দিন তারাই আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে মাইক ভেঙ্গে তা ছুঁড়ে মেরেছে. এমন কি ? মাননীয় স্পীকারকে পর্যন্ত তারা রেহাই দেন নি। স্যার, আজকে কেন এই অবস্থা হল ? তারা আজকে কোথায় যেতে চাইছেন ? তারা কি আজকে রাজ্যের মানুষের সমস্যার কথা বুঝতে পারছেন ? না, তাদের কাজ কর্ম দেখে আমরা বুঝতে পারছি, যে তারা সেই সব বুঝবার চেষ্টা করছেন না। কাজেই আজকের যে সংকট, তা গভীর এবং এই গভীর সকংট থেকে রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আর এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা আতঙ্কিত, তারা তো রাজ্যের মধ্যে রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। তারা বিধান সভার বাইরে "রাস্তা রোখ" আন্দোলন করে, আবার এই হাউসের মধ্যেই তারা মাননীয় সদস্যদের ফিজিকেলী টরচার করার জন্য উদ্ধত। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়াসী, আর সেজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক এবং কর্মচারী যে যেখানেই থাকুকনা কেন, তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের সেই অধিকার আদায় করবার জন্য সংগ্রাম করতে আদৌ পিছ—পা নয়। কাজেই ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারণের যে দাবী সেটা আদায় করতে ত্রিপুরা রাজ্যে ২২ লক্ষ মানুষ এই বিধান সভার ভিতরে অথবা বাইরে, তাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং আমি নিশ্চিত যে তারা তাদের সে সংগ্রামে জয়যুক্ত হবেনই। এ কথাগুলি বলে এই হাউসে ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব এসেছে, তাকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় রেল—ওয়ে সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে

উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে দুইটি অংশ আছে। প্রথমটা হল এই কাজ ত সম্পন্ন করার জন্য আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে এর জন্য আগে যে এলাইনমেন্ট ছিল, সেটার পরিবর্ত্তন করা দরকার। স্যার, রেল—ওয়ে লাইন সম্প্রসারণের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্ন ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের, এটা বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্যও প্রয়োজন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ। স্যার, আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে আজকে বিজ্ঞান ও আনবিক যুগে মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে এবং পৃথিবীর মানুষকে বিজ্ঞানের সুফল পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও আমাদের রাজ্যে রেল সম্প্রসারনের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। স্যার আমার মনে আছে যে স্বাধীনতার ঠিক পরবর্ত্তী মুহূর্তে যখন গোবিন্দ বল্লভ পনথ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তখন ১৯৪৮ সালের জুন জুলাই মাসের ৪ তারিখে সেই দিল্লী থেকে ঘোষনা দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যকে রেল লাইনের মাধ্যমে ভারতের সংগে যুক্ত করতে হবে।

এবং তার সেই ঘোষনার ফলেই ত্রিপুরাতে এই রেল লাইন সম্প্রসারণের প্রশ্নটা এসেছিল। তারপর ১৯৫৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন যে সেই ঘোষণা মত ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নীরব রয়েছেন, তখন অবশ্য আমরা বিরোধী পক্ষে ছিলাম আমরা এবং ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক দল, এমন কি কংগ্রেস দলও ত্রিপুরা রাজ্যের রেল লাইন সম্প্রসারণের প্রশ্নে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী একটা ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন। আর এই আন্দোলন সৃষ্টি করার ফলে দিল্লীতে একটা ধাক্কা লাগল এবং এ বছরেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য শুধু সার্ভে ওয়ার্কের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমরা ভাবলাম হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যে সত্যি রেল লাইন আসছে। তারপরে ২০টি বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু ত্রিপুরাতে রেল লাইন এসেছে মাত্র ১২ কিলো মিটার। তারপর সেটাকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত সম্প্রসারণের কথা। এটাও আবার এমনিতেই হয় নি, এর জন্যও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আন্দোলন করতে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে এর কাজ খুব একটা এগুচ্ছে না। স্যার, একটা রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে শাসক গোষ্ঠি যারা ক্ষমতায় বসে আছে, তাদের কার্য্যকলাপ, তাদের দৃষ্টি সব কিছুই যেন একটা শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারণের কথা উঠছে।

এবং এই শাসনের ফলে সমাজের মধ্যে একটা অংশ পিছিয়ে পরে থাকবে এবং এটা যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেই আছে তাই নয় অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রমানিত। আর ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানের লোক সংখ্যা হচ্ছে ২২ লক্ষ আগামী ১০ বছরে তা বেড়ে হবে ৩০ লাখ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে চাষ যোগ্য ভূমি আছে সেটা আর টানলে বাড়বে না। কাজেই লোক সংখ্যা বাড়ান সংগে সংগে তাদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নটিও এসে যাবে সেই প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া আরও জরুরী প্রশ্ন এসে যাবে এই রেলওয়ে যদি সম্প্রসারিত না হয় তাহলে যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিশ পত্র আসে সেগুলির দাম বেশী পরে যাবে এবং ত্রিপুরাকে পুনর্গঠনের জন্য যে সব ম্যাটেরিয়েলস আসে সেগুলি যদি যথাসময়ে না আনা যায় বিশেষ করে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি ব্যহত হবে এবং যখন আমরা বিরোধী দলে ছিলাম তখন আমরা রেল পথ সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন সময় দাবী করেছি তাছাড়া আমাদের এম. পি. মহোদয়েরাও দিল্লীতে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আসছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানান হত যে ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারন একটা অলাভজনক কাজ হবে সেই দৃষ্টি ভংগী নিয়েই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ভাবে অর্থনীতি দিক থেকে অনগ্রর রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে আর অন্য দিকে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের রাণীকে আপ্যায়িত করার জন্য কমনওয়েলথ সম্মেলন করার জন্য ঘটনায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করা হচ্ছে। এই জন্যই দেখা যায় যে ৩৩'৫ কিলোমিটার রেল লাইন আসতে লেগেছে ৩০ বছর আর ১৫ কিলোমিটার রেল লাইন হতে যে কত বছর লাগবে কে বলতে পারে। তাছাড়া এই কাগজ কল—এর প্রশ্ন যখন এসেছে তখনই বলা হচ্ছে তোমাদের এখানে রেলওয়ে নাই কি করে কাগজ কল হবে তোমাদের ওখানে কি করে মাল যাবে এই প্রশ্ন তুলে কাগজ কলের প্রশ্নটি বিলম্বিত করা হচ্ছে। আর আমাদের এখান থেকে আনারস বাইরে পাঠান যায় কিন্তু বর্ষার সময় আসাম আগরতলা রোড মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় এর ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—আনারস ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল এই যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকাতে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরাতে প্রচুর গ্যাস আছে এবং রাশিয়ান একসপার্টরা একথাও জানিয়েছেন ত্রিপুরাতে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা ও আছে কাজেই আগামী দিনে ত্রিপুরার দারিদ্র সীমার নিচের অংশের মানুষদের উপর তুলবার জন্য এই রেলওয়ের প্রযোজন খুব বেশী। কাজেই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই রেলওয়ে সম্প্রসারনের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী সেজন্য রেল সম্প্রসারনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য এই বিধান সভায় যে প্রস্তাব এসেছে সেটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। তাই এই প্রস্তাবটি হাউস কর্তৃক গ্রহন করা দরকার এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় প্রস্তাবককে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

শ্রী মতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আশা করি হাউস সর্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—ত্রিপুরা বিধান সভা প্রাথমিক পর্যায় কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল প্রসারনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছেন না লক্ষ্য করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

রেল সম্প্রসারনের কাজ তরান্বিত করার জন্য বিধান সভা প্রস্তাব করছে যে পুরানো এলাইমেন্ট বাতিল করে পেচারথল থেকে চেবরী নূতন এন, ই, সি, সড়ক বরাবর রেললাইন সম্প্রসারিত করা হউক এবং এই সম্প্রসারনের কাজ যাতে ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে শেষ করা যায় তার জন্য ৭ম পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হউক।

রিজোলিউশানটি সভায় ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজোলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রী ভানুলাল সাহা—মাননীয় স্পীকার স্যার আমার যে প্রস্তাব সেটি হল ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছে যে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি ফল সংরক্ষণ, বিশেষ করে আনারস ফল সংরক্ষন কেন্দ্র সংস্থাপনের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে NERAMAC আনারস ফল সংরক্ষন সম্পর্কে ২ (দুই) কোটি টাকার যে প্রজেকর্টটি এন, ই. সি,র অনুমোদন সহকারে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তরে পাঠিয়েছেন তাহা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পায় নাই।

ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে আনারস সহ সর্বপ্রকার ফল উৎপাদক চাষীদের বিশেষ করে উপজাতিদের স্বার্থে প্রকল্পটি ত্বরায় অনুমোদন করুন। স্যার আজ এই বিধান সভায় এই যে প্রস্তাবটি আনতে হল সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কারন গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রশ্নে কিছু কিছু প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এবং যথা-রীতি পরিকল্পনাও তৈরী করা হয়। আমি এই সভাকে জানাতে চাই যে নর্থ ইস্টার্ন এরি-য়ার জন্য একটা এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং কর্পোরেশান আছে—এই কর্পোরেশানটি গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন উতপাদন সামগ্রী সাহায্যে তাদের মার্কেটিং—এর ব্যবস্থা করছেন। এবং এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিশেষ করে এই ত্রিপুরায় আনারস প্রচুর পরিমানে উতপাদিত হয়। এই উতপাদিত আনারসের বিক্রীর জন্য রাজ্যের বাইরে বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

কিন্তু যোগাযোগের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কাঁচামাল বাহিরে পাঠানো যায় না, নষ্ট হয়ে যায়। তাই এটাকে সংরক্ষণ করে প্রিজার্ভ করে সেটাকে বাহিরে পাঠানো যাবে। যেহেতু বাইরে মার্কেট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর আগে এ রাজ্যে কোন বৃহৎ প্রকল্প নেওয়া হয়নি। এন, ই, সি এই প্রথম এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এন, ই, সি ৫০ লক্ষ টাকার প্রোজেক্টকে অনুমোদন দিতে পারে কিন্তু এর উপরে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন নিতে হয়। এটা এক কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প। এটা কেন্দ্রের অনুমোদন না পেলে হবে না। এটা এই রাজ্যের কুমারঘাটে হওয়ার কথা। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন তাতে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নেতিবাচক মনোভাব। আমরা দেখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ফল সংরক্ষণ প্রকল্প অনুমোদন করার জন্য দিল্লীতে গেছেন এবং কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সংগে আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপারে এই রাজ্যের রাজ্যপালকে চিঠি লিখতে হয়েছে তাড়াতাড়ি এটা অনুমোদন দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখনও দেওয়া হয়নি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে আনারস সংরক্ষিত হলে তার সংগে অন্যান্য জিনিসও তৈরী হবে। উৎপাদিত আনারসের দাম পাওয়া যাবে। আমরা জানি এই আনারস টিলার মধ্যে বেশী হয়। ত্রিপুরা রাজ্য তার সবটাই পাহাড়ী অঞ্চল এবং সেখানে শুধু আনারস নয় অন্যান্য ফলও সংরক্ষণ করা যাবে। আনারস থেকে পাইনএপল জুইস তৈরী হলে তার মার্কেট পাওয়া যাবে। আমরা জানি আমাদের রাজ্যের আনারস রাশিয়া পর্য্যন্ত পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের টিলা জমির ২/৩ অংশ জোড় অবাধে আনারস চাষ করা যায়। সেখানে বিশেষ করে যারা উপজাতী কৃষক জুম চাষ করেন তাদের একটা আলাদা সোর্স অব ইনকাম এর দ্বারা হতে পারে। যার জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল এই প্রকল্পটা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তর থেকে তার অনুমোদন মিলছে না। আমরা দেখি আনারস উৎপাদনের জন্য খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না। পাহাড়ে টিলার উপর লাগিয়ে দিলেই হয়। আমাদের রাজ্যের জুমিয়া ভাইদের জীবন জীবীকার প্রশ্নে এটা দরকার। তারা শুধু আনারস নয়, কমলা ও লেবুর চাষ করতে পারে এবং এই সমস্ত সংরক্ষিত করে প্রসেস্ করা যেতে পারে। আনারসের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ তারা দেখেছে যে তিন রাজ্যে—ত্রিপুরা, মনিপুর এবং নাগাল্যাণ্ডে উৎপাদিত হতে পারে। সবচেয়ে বেশী হবে ত্রিপুরায়। তারপর মনিপুর এবং নাগাল্যাণ্ড। তার জন্যই উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ এর অনুমোদন দিয়েছেন এবং এটা প্রথম।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না 'পাওয়াতে ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন নেই। উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদেরকে দিয়েছে। ৫০ লক্ষ টাকার উপর যে প্রকল্প তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন আইনের ব্যবস্থা একটা ফেক্টরী করতে কেন্দ্রের অনুমোদনের দরকার হয়। আমরা ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষ জুমিয়া, কৃষক তাদের কল্যাণের জন্য যে প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন তাতেই কেন্দ্রীয় সরকার বাঁধা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন রাজনৈতিকভাবে। তালবাহানা করছেন। তাই এই বিধানসভায় জোড়ালো দাবী রাখতে চাই যে এই প্রকল্পের অনুমোদন দিতে হবে এবং আরও বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পের অনুমোদন দিতে হবে। আমরা দেখছি কেন্দ্রে যে সরকার আছে সেই সরকার একটা বিরোধী ভূমিকা এই রাজ্যের প্রতি এবং সেই জন্যই কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর এই প্রকল্পের অনুমোদন দিচ্ছে না। জুমিয়া কৃষক, ভূমিহীন তারা এই প্রকল্প চালু হলে একটা রোজগারের রাস্তা পাবে সেটা তারা চান না। শুধু ফল নয়। রেলওয়ে, জুট মিল, কুমারঘাটে কাগজ কল সেখানেও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য যখনই কোন প্রকল্প হাতে নেন তখনই সেটাতে তারা বাঁধা দিচ্ছে। এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা এ ব্যাপারে কোন স্ট্যাটমেন্ট দেন না। তারা দিল্লীতে গিয়ে দরবার করে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য চেষ্টা করছেন। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না। আমি এখানে যে প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাব আপনারা সবাই সমর্থন করুন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর এর অনুমোদন দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব তারা পালন করবেন, এ আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাব, "ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছে যে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি ফল সংরক্ষণ, বিশেষ করে আনারস ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের NERAMAC আনারস ফল সংরক্ষণ সম্পর্কে ২ (দুই) কোটি টাকার যে প্রজেক্টটি N. E. C. এর অনুমোদন সহকারে

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তরে পাঠিয়েছেন তাহা এখনও কেন্দ্রীয় অনুমোদন পায় নাই।

ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে আনারসসহ সর্বপ্রকার ফল উৎপাদক চাষীদের বিশেষ করে উপজাতিদের স্বার্থে প্রকল্পটি ত্বরায় অনুমোদন করুন।" এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটিস্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আনারস চাষের জন্য বিখ্যাত। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে মৌসুমী হাওয়া বেশী তার সিংহ ভাগই এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হয়। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরার হাজার হাজার চাষী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন তারা আনারস চাষী হিসাবে বিখ্যাত। এ ছাড়া উপজাতি আনারস চাষী যুগ যুগ ধরে এখানে আছেন। কিন্তু তাদের উৎপাদিত ফসলের যে মূল্য তা তারা কোন দিন পাননি। এই আনারস থেকে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বার বার এই বিধান সভা থেকে দাবী জানান হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর থেকেই। কিন্তু এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়াই আজ অবধি পাওয়া যায়নি। এই আনারস থেকে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য প্রস্তুত করে দীর্ঘ দিন রাখা যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী করে ত্রিপুরা আমাদের ভারতের মুদ্রা অর্জন করার একটা ভাল ব্যবস্থা করতে পারে এই আনারস সংরক্ষণ করার পদ্ধতি যদি গ্রহন করা হয়। সে জন্য এখানে কুমারঘাটে একটি কারখানা গড়ে উঠা দরকার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা অবাক হয়ে যাই যখন দেখি, এন, ই, সি, অনুমোদন করা সত্বেও এখন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের জন্য। এই রাজ্যে শিল্প প্রসারে তাদের কোন উদ্যোগ নেই এবং সদিচ্ছা আছে বলেও মনে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও বঞ্চিত করছেন। যেমন, জম্পুই পাহাড়ের কমলালেবু ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হয় এবং মানের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট। এই কমলালেবু সংরক্ষণ করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও চকোলেট বানান যায়। সেখানেও কমলালেবু সংরক্ষণের জন্য একটি কারখানা গড়ে তোলা দরকার। এতে লক্ষ লক্ষ টাকা কমলালেবু চাষীরা আয় করতে পারেন। কিন্তু সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। মাননীয়, ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন এই প্রস্তাব খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি সমর্থন করছি। আমি

বলতে চাই, এই বিধান সভায় যখন এই সব বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের জন বিরোধী কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে আলোচনা হবে তা ভেবেই বিরোধী দল কংগ্রেস(আই) এবং অন্যান্য যারা আছেন তাঁরা এখান থেকে সরে গেছেন। বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে সব কাজের জন্য ভূমিকা নিয়েছেন উপজাতিদের উন্নতির জন্য যে সব প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা কংগ্রেস (আই) সহ্য করতে পারবেন না বলেই কৌশলে সরে গেছেন। তাদের সঙ্গে সু কৌশলে টি ইউ. জি. এস, ও নির্দল সদস্যরাও বেড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য-এর বিষয়. তাঁরা বিধান সভার ভেতরে না এসেও সই করছেন। জনগণ তাদের পাঠিয়েছেন এই বিধান সভায় তাদের কিছু বলতে এবং ধৈর্য্য সহকারে মন্ত্রী এবং সদস্যদের আলোচনা শোনা এবং সে গুলি জনসধারণের স্বার্থে মাঠে ময়দানে নিয়ে গিয়ে কিছু প্রয়োগ করতে। কিন্তু বার বার আমরা দেখছি, গত এক বছর আগেও দেখেছি, অর্থাৎ তারা যেদিন থেকে এই বিধান সভায় এসেছেন তখন থেকে জনস্বার্থ রক্ষার নাম নিয়ে কিছু চেচিয়ে হট্টগোল করে চলে যান রেডিও শুনতে। কেন না, সেখানে তাদের নাম বলা হয় কিনা শুনতে হবে। কিংবা পত্রিকা দেখতে চলে যান, সিনেমা একটর একট্রেসদের মত তাদের ছবি উঠেছে কিনা দেখার জন্য। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই ছবির দিকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার কংগ্রেস (আই) তার ৩৭ বছরের শাসনে দেশটাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে আমরা দেখেছি। দেখেছি, কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি করেছেন, ভূমিহীন সৃষ্টি করেছেন, দেশে পর্বত প্রমান সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। সব কিছু গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মহাজন, জোৎদার টাটা বিড়লার কাছে। কারণ সেই সব লোকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কংগ্রেস আই এবং তাদের লেজুড় দল গুলি এবং সুবিধাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠি গুলি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. এই যে দল গুলি আমরা দেখছি, তারা একবারও উচ্ছারণ করলেন না কেন্দ্রে এই মনোভাব সম্পর্কে তাদের কি প্রয়োজন ছিল না এই বাজেটকে সমর্থন করার? তাদের কি প্রয়োজন ছিল না সমর্থন করার কুমারঘাটের এই ফল সংরক্ষণ কেন্দ্রটির. তাদের কি সমর্থন করা উচিত ছিল না তপশিলী জাতি-উপজাতির জন্য যে সব দাবী এই বাজেটে রাখা হয়েছে তার জন্য কিছু বলার? কিন্তু তারা এই ব্যাপারে একটি আওয়াজও তুললেন নি। বরং সমগ্র বাজেটের বিরোধীতা করেছেন এবং একটি পয়সাও যাতে না আসে সে জন্য চেষ্টা করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে অনেক বিরোধী সদস্য আছেন যারা বিধান সভার গঠনের সময় থেকে আজ

পর্য্যন্ত আছেন। এই বামফ্রন্ট তথা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যখন বিরোধী দলে ছিল, তখন ধৈর্য্য সহকারে এই বিধান সভায় বসে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য দাবী তুলেছেন। আরো বেশী টাকা চেয়েছেন। তখন তো কংগ্রেসর শাসন ছিল। এই টাকা পয়সা তাঁদের নেতৃত্বেই খরচ করা হত। তথাপিও আমাদের বামফ্রন্ট তথা মার্কস বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি রাজ্যের হাতে আরো বেশী ক্ষমতা চেয়েছিলেন, পূর্ণাঙ্গ বিধান সভা চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, একটি রাজ্যের মধ্যে যদি একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল থাকে তাহলে, তারা সরকারের সমস্ত কাজে বিরোধীতা করবে এটা ভাবা যায়। এখানে যে ব্রীজ, কালভার্ট আছে, নদী, ছড়া আছে সেগুলির প্রতি বছর প্রলয়ংকরী বন্যায় ভেঙে যায়।

বাজেটে ব্যায় বরাদ্দ বেশী ধরা হলেই ওরা আতংকিত হয়ে যায়। ওরা কৌশল করছে যাতে রাজ্যে বেশী টাকা পয়সা না আসে, রাজ্যে আরও সমস্যার সৃষ্টি হউক এই তাদের কামনা। স্যার, গতকালও ওদের চেহারা আমরা দেখেছি যে কর্মচারী মোর্চার নাম করে কংগ্রেস (ই) যারা কর্মচারী নয় তাদের মিছিলে ঢুকিয়ে দিয়েছে আসলে মিছিল কত বড় করা যায় সেই চেষ্টাই তারা করেছেন। ত্রিপুরা বাসী এত বোকা নন, তাদের কার্য্য কলাপ দেখে মানুষ হাসছেন। ভারতবর্ষ গনতন্ত্রের পীঠভূমি। এখানকার মানুষ বহু আন্দোলন, সংগ্রাম করেছেন, লক্ষ মানুষের সমাবেশও তারা দেখেছেন। গনতন্ত্রের আওয়াজ এখানকার মানুষ শুনেছেন। আর গতকালকের চেহারাও এখানকার মানুষ দেখেছেন। কর্মচারীর নাম করে ত্রিপুরাবাসীকে ভাওতা দেওয়া এত সহজ নয়। এই সমাবেশের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের চরিত্র উদ্দঘাটন করে দিয়েছে। নিজের পার্টির লোক নিয়ে এসে মিছিলকে দীর্ঘয়িত করার চেষ্টা করেছেন তবুও তারা মিছিলে লোক জমাতে পারেন নি। স্যার, কুমারঘাটে যদি ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় তাহলে ভাল হয়। কেননা ধর্মনগর থেকে কুমারঘাটে রেল পথ আসছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রাস্তার সম্মিলন হয়েছে এই কুমারঘাটে। কাজেই হাজার হাজার চাষী অতি সহজেই কম খরচে এই কেন্দ্রে ফল সংরক্ষণ করতে পারবে। ফলে চাষীরা আরও বেশী উৎসাহিত হবে দীর্ঘদিন তাদের ফল নষ্ট হবে না। স্যার, যদিও এ রাজ্যের আনারস চাষ উন্নত প্রথায় করার পদ্ধতি এখনও চালু হয়নি, কিন্তু ফলটি একটা বিশেষ সীজনে উৎপন্ন হয়। তাই ফলটি সংরক্ষন করে একটি সংরক্ষণ কেন্দ্র এ রাজ্যে স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই মাননীয় সদস্য শ্রী ভানু লাল সাহা মহোদয় কুমারঘাটে একটি ফল সংরক্ষন, বিশেষ করে আনারস ফল সংরক্ষনের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী পুরণ

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

হবে। জনস্বার্থে আনীত এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী তরণীমোহন সিন্‌হা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা মহোদয় ফল সংরক্ষনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ বরাদ্দ চেয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন, এটাকে আমি সমর্থন করছি। ত্রিপুরার যে আয়তন তার অধিকাংশই বনভূমি এবং সেই বনাঞ্চলগুলির অধিকাংশ স্থানেই ট্রাইবেল উপজাতিরা বাসকরেন। সেই উপজাতিদের স্থায়ী ভাবে বসবাসকল্পে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার মত ভূমি ত্রিপুরায় নেই। কিন্তু ঐ ভূমি হীনদের পূর্ববাসন দেওয়ার মতই একটা বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াত যদি একটা আনারস ফল সংরক্ষন কেন্দ্র ত্রিপুরায় গড়ে তোলা যেত। স্যার, ছয় বৎসর আগে আমি দেখেছি কৈলাশহর সাবডিভিশনের অন্তর্গত নাগিপেটা, কাঁঠালছড়া, কাঞ্চনছড়া ও ৮২ মাইল অঞ্চলে যে আনারস উৎপাদন হত, সেগুলি বিক্রি হতে না পেরে হয় বাগানের মধ্যেই নষ্ট হত, না হয় বাজারে ক্রেতা নেই বলে অত্যন্ত সস্তায় বিক্রি করতে হত। ভাঁড়ে ভাঁড়ে আনারস বাজারে আসত, কিন্তু ক্রেতা নেই বলে বিক্রি হত না। বামফ্রন্ট সরকারে এসে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ত্রিপুরার উৎপাদিত আনারস বাইরে রপ্তানি করার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এক প্রশ্নের উত্তর জানান যে ১২ লক্ষের মত আনারস বাইরে রপ্তানি করা হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আনারস উৎপাদন হচ্ছে এবং তারই সামান্য একটা অংশ বাইরে রপ্তানি করা হয়েছে। এতে ট্রাইবেল কৃষকদের কিছুটা উপকার হয়েছে সত্য, কিন্তু এতে তো তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এই ছয় বৎসর আগেও আমি দেখেছি, আনারস উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমার দেখেছি কৃষকদের মধ্যে নূতন করে আনারস উৎপাদনে জোয়াড় এসেছে এই জন্য যে—সরকার বলেছেন, কৃষকদের উৎপাদিত আনারস বাইরে বিক্রি করবেন.। তাদের লাভ হবে। এই আশা—আকাংখা গ্রামের মানুষদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা দুঃখিত যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থে মাত্র দুই কোটি টাকা ব্যায়ে একটা ফল সংরক্ষন কেন্দ্র খোলার জন্য অনুমোদন দিচ্ছেন না। এখানে কংগ্রেসী সদস্যরা বলেছেন যে, আমরা নাকি ক্যাডার পোষণ করি। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজগুলি তাদের চোখে একেবারে অন্ধের হাতী দেখার মত হয়ে যায়। কেউ বলেন ক্যাডার পোষণ, কেউ বলেন পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে গোষ্ঠি করা। এই বলে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটকে অপব্যাখ্যা দিতে চাইছেন। আমি দুঃখিত হচ্ছি এই ভেবে যে—সর্বভারতীয় একটা দল জনসাধারণের কাছে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করছেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কুমারঘাটে—আনারস ফল সংরক্ষনের যে কেন্দ্রটি হবে, সেটা

কি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের, নাকি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের ? এই কথাতো রিজলিউশানের মধ্যে লেখা নাই যে শুধু সি, পি, আই (এম) দলের লোকেরা এখানে আনারস ফল সংরক্ষন করতে পারবে, আনারস উৎপাদনে সি, পি, আই (এম) সমর্থিত কৃষকদের সরকার সাহায্য করবেন. তাদের উৎপাদিত ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষই যাতে এর সুযোগ নিতে পারে, সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিভংগীর সাথে তাদের দৃষ্টি ভংগীর এখানেই তথাৎ। স্যার. নালাকাটায় যে বাগান আছে সেখানে প্রচুর পরিমানে লেবু উৎপন্ন হচ্ছে এবং আরও অনেক জাতের ফল আছে। অথচ সেগুলি রীতিমত বাজার পাচ্ছে না বলে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ডেভলাপমেন্টের সাহার্য্যে এই ফলগুলিকে যদি কাজে লাগানো যেত তাহলে কোন অভিযোগ থাকতো না এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা উৎসাহ পেতেন অথবা মূল্য পেতেন। বাবা কৃষক হয়তো বা তাঁর ছেলে বেকার বসে আছে যদি সংরক্ষন কেন্দ্র থাকতো তাহলে এই বেকার ছেলের চাকুরী হতে পারতো। এই সমান্য কাজ টুকু করার জন্য আমরা বারবার কেন্দ্রের কাছে দাবী করছি, শুধু বামফ্রন্ট বলে কথা নয় ভারতবর্ষে সমস্ত মানুষ যাতে উন্নত মানের ফল খেতে পারে তার জন্য কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ মনোভাব পোষন করেছেন এটা অত্যন্ত: দুঃখজনক তাই এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করে আমাদের অনুন্নত ত্রিপুরাবাসীর জন্য সাহায্য করুন এটাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার দাবী করছি। শিল্পের জন্য দাবী করলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে রেল নেই। তাই আমরা রেল এবং শিল্প এই দুইটির জন্য দাবী করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পের উন্নতি করতে হলে কাচামাল থেকে শিল্পের উন্নতি করতে হবে এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের উপকার হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারন এটা দেশের স্বার্থে তিনি এনেছেন। তাই প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় শিল্প মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার।

শ্রী অনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা কুমারঘাটে ফল সংরক্ষন কেন্দ্রের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪৪১ হেকটার জমিতে আনারসের চাষ হয় এবং সেই আনারসের যে পরিমান সেটা ১৩, ৮, ৩০ মেট্রিক টন ১৯৮২-৮৩ সালের মোটামুটি এষ্টিমেট। তার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় এবং সংরক্ষনের জন্য যে ভেরাইটিজটা বেশী লাভ জনক সেটা সেখানে প্রায় ৬০০০০ মেট্রিক টনের মতো উৎপন্ন হয় উত্তর ত্রিপুরায়। আনারসের যে কোয়ালিটি সেই কোয়ালিটির দিক থেকে

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

ভারতবর্ষে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আনারসের রস সংরক্ষন করা হয় কিন্তু ত্রিপু-রায় সংরক্ষিত রসের যে কোয়ালিটি, তার বৈশিষ্ঠ বলা চলে "আন-পেরালাল"। ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি করপোরেশান ওরা অল্প পরিমানে যা উৎপন্ন করে তার খুব অল্প মাত্রা সংরক্ষিত করতে পারে এবং তার বাজার ভারতবর্ষে আমরা সরবরাহ করে শেষ করতে পারি না। এমন কি এখন রাশিয়ায় যাচ্ছে, আমেরিকা, যুগশ্লাভিয়া যাচ্ছে কারন বিদেশের বাজারে এই রসের চাহিদা বেশী। বিদেশের বাজারে সেই নর্থ ইষ্টার্ন রিজিউয়ান থেকে অর্ডার দেওয়া আছে। নর্থ ইষ্টার্ন রিজিউয়ানে কেউ সেটা দিতে পারে নি, আমরা কিছু পূরন করেছি। কিন্তু এই যে আনারসের রস যে সংরক্ষিত ফল বা তার রস তার জন্য একটা বিরাট মার্কেট সারা ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীতে অপেক্ষা করে আছে। এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে কৃষিজীবি মানুষ বিশেষ করে উপজাতি জনগণ তাহারা পাহাড়ে. পর্বতে এবং টিলার মধ্যে থাকে এবং সেখানে এই আনা-রসের চাষের জন্য কোন রকম বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না কারন স্বাভাবিক ভাবে যা হয় সেটাই যথেষ্ট এবং সেটা, গড়ে হেকটার প্রতি ৫ টন, ১০ টন উৎপন্ন হয় এবং যদি একটু যত্ন করা যায় তাহলে প্রতি হেকটার সেটা ৩০ টন পর্য্যন্ত উৎপন্ন হতে পারে। পাহাড়ে টিলার মধ্যে যে সমস্ত জায়গা ওয়েষ্টেজ হয়ে যাচ্ছে কোন কাজে লাগছে না সেটাকে যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে আনারসের এমন ফসল তৈরী হতে পারে যা নাকি চিন্তাও করা যায় না। এটা দিচ্ছে নানারকম নর্থ ইষ্টার্ন রিজিওন্যাল মার্কেটিং করপোরেশন থেকে যখন নাকি আনারস পেকে উঠে তখন সেটাকে কলকাতা, গৌহাটি বা আসামের বাজারে নিয়ে বিক্রি করা যায় কিনা তার জন্য কয়েকটা মাল (আনারস) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু দেখা গেছে যে আনারস বাগান থেকে তোলার পর এত তাড়াতাড়ি পাকতে শুরু করে যে হয়তো দু দিনের মধ্যে সেটা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। সে জন্যই দেখা গেছে যে আনারস ট্রাকে করে নিয়ে গৌহাটি. কলকাতা বাজার ধরায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাচা অবস্থায় বা অরক্ষিত অবস্থায় দেওয়ায় যে সময় সেটা যথেষ্ট নয় কাজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার প্রিজারভেশানের জন্য মালটা যে উৎ-পন্ন হয় এটা ভারবর্ষের বাজারে শ্রেষ্ট এবং পৃথিবীর বাজারে এটার জন্য অফুরন্ত সুযোগ আছে। আমার এখানে কয়েক শত বছর ধরে এই আনারস উৎপন্ন হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি, জুমিয়া এবং চাষী আনারসের চাষ তাদের শিখতে হয় নি কাজেই তারা যদি একটু সাহার্য্য পায় তাহলে হেকটারে ৩০ টন পর্য্যন্ত আনারস উৎপন্ন হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে এই আনারসের মার্কেট আছে এবং তার মূল্য আছে তাই আমার মনে হয় এই চাষীদের যদি সাহায্য করা যায় তাহলে কৃষকদের জীবনে একটা বিরাট অগ্রগতি, পরি-বর্ত্তন আসতে পারে। এন, ই, সি এটা প্রথম ষ্টার্ট করেছে এবং তাঁরা বলছেন যে তোমরা এটা করে, যে—হেতু নর্থ ইষ্টার্ন রিজিয়ানে সেই এন, ই, সিতে কোন প্রজেকট করতে হলে অনুমতি

নিতে হয় কিন্তু ৫০ লক্ষটাকার বেশী হলে তার জন্য বিশেষ অনুমোদনের দরকার হয়। বিশেষ করে মিনিষ্ট্রি অফ ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইয়েতে যোগাযোগ করে অনুমোদন করে পাঠিয়েছেন এবং তাদের কাছে টাকা আছে ৫ কোটির বেশী ওরা বলছে তোমরা এ া কর এবং তার জন্য আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। ভারতবর্ষে এই আনারসের চাহিদা আছে কিন্তু গৌহাটি, নাগাল্যাণ্ড এবং মেঘালয় এ া দি.ত পারছে না কাজেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা এটা করতে পারবে এবং এর জন্য টাকা আছে, প্রস্তুতি আছে, এখানকার অবস্থা আছে, কিন্তু তবুও আমাদের কেন্দ্রের কাছে বার বার বল.ত হচ্ছে, ভিক্ষা করতে হ.চ্ছ। কাজেই কোন এলাকার অসম বিকাশ যতটুকু হয়েছে যার জন্য প্রশ্ন উঠেছে আমরা বঞ্চিত। আমরা দেখেছি আজকে আমাদের রিজিওনের আমার ঘরের ছেলেরা বেকার, আমরা কাজ পাচ্ছি না, এর জন্য দায়ী কেন্দ্র। কিন্তু তা নানাভাবে বলা হচ্ছে যে না এর জন্য দায়ী বাংগালী, এর জন্য দায়ী মনিপুরি, এর জন্য দায়ী বিদেশী আজ.ক গোটা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বুর্জোয়া, জমিদার মুনাফাখোরদের যেখা.নে বানিজ্যের সুবিধা, যেখানে ব্যবসার সুবিধা সেখানে ইণ্ডাস্ট্রী করার উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু যেখানে করলে ডেভালাপ.মেন্ট হতে পারে, একটা রিজওনে ইনফ্রাস্ট্রকচার হতে পারে সেখানে তারা কোন শিল্প গড়ে উঠতে দি.চ্ছ না। আজকে এই অসম বিকাশের ফলে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি আরও পিছিয়ে পড়ছে। আজকে আমরা বলছি, এখনও কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসা উচিত। যেটা আমাদের পাওনা, খুব সহজে পেতে পারি। জুট মিল এখানে সাক.সসফুল হতে পারে, আজকে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে জুট মিল এখানে চলতে পারে সুতরাং তাদের কাছে ফ্রুট রিজার্ভেশান কেন্দ্র কোন ব্যাপারই না। জুট মিল যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে ফ্রুট ক্যানিং সেণ্টার এখানে হতে পারে। কেন্দ্রীয় মিনিষ্ট্রি অফ ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইকে বলেছিলাম, দেখি তাদের অ্যাপ্রুভ করার উপর নির্ভর করে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এর উপরে খুব বেশী বলবনা। সর্বশেষ এই প্রজেক্টের কি অবস্থা সেটা সম্পর্কে আমি দু-একটা কথা বলব। আমি

কেন্দ্রের খাদ্য মন্ত্রীর সংগে দেখা করেছি এবং তারপর ওখান থেকে এসে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪তে একটি চিঠি লিখি, আমাদের এই যে আনারসের কনসেনট্রেইট প্রজেক্ট সম্পর্কে। এই সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন তার একটা চিঠি আসে। সেই চিঠিটা আমি এখানে পড়ে দিতে পারি। We fully share your concern and anxiety for tribal development, At the same time. will appreciate that the viability of any investment proposal should be appraised carefully before it is undertaken. The points that emerged as a result of this appraisal of the pineapple Juice concentrate project for Tripura had been remitted to the concultancy cell in the Ministry simultaneously with the communication addressed to NERAMAC so that further action in the matter could be taken by them expeditiously, এই চিঠির পরে সর্বশেষ পরিস্থিতি হল এই যে NERAMAC কাছে যখন ফিরে আসে এইটা সম্পর্কে পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয় ভায়েবল হতে পারে কিনা। এইটা সম্পর্কে যেসমস্ত অবজেক্শান আছে সেগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা করে তাদের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টও প্রজেক্টের পক্ষে। All the objections raised by the department of food have been answered by the consultancy cell and provisions also have been made for diversification by the consultancy itself. আগে শুধু প্রস্তাব ছিল যে কনসেনট্রেইট হবে, বাজার যাতে আরো বিস্তৃত হতে পারে সেই জন্য শুধু কনসেনট্রইট না, আনারস, বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা, তার জন্য প্রচুর বাজার আছে যেটা এখানে বলা হয়েছে তার ব্যবস্থা করার জন্য। এই প্রজেক্টকে যদি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয় তবে এই প্রজেক্টের জন্য আনুমানিক খরচ হবে ২ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এইটা যদিও বড় করা হয়েছে। কিন্তু টেকনিকেলি ফিজিব্যাল এবং ফিনানশিয়েলি ভায়েবল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। Board of Directors in their meeting on 21st of this month have approved setting up of the plant in Tripura and had requested the Ministry of Food to give concurrence to the proposal.

যেহেতু ৫০ লক্ষ টাকার বেশী খরচের প্রজেক্ট তার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রনালয়ের

অনুমোদনের জন্য আবার আবেদন করা হয়। এইটা একটা ফুটবলের মত অবস্থা হয়েছে। একবার ফুটবলকে ঐখানে পাঠানো হচ্ছে, আবার এইখানে। আমরা আশা করছি এইটা আর এন. ই সিতে ফিরে আসবে না। সেখান থেকে অনুমোদন পাওয়া যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যদিও বর্ত্তমানে পার হেড প্রডাকশান ৫ ৬ টন হবে, কিন্তু যদি একবার শুরু হয় ৯-১০ টন পর্য্যন্ত প্রডাকশান হবে। আমরা কেন্দ্রের কাছেও বলছি যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আনারস হয় না। বিশেষ করে এই প্রজেক্ট আমাদের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের পক্ষে খুব কল্যানজনক হবে। যথেষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে গ্রামে যারা আছে তাদের অনেকের একমাত্র আয়ের পথ হচ্ছে আনারস। কাজেই যদি একবার বুঝতে পারেন এই প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে তাহলে সব জায়গায় আনারসের চাষ বাড়বে। যারা গ্রামের গরীব অংশের মানুষ আছেন তাদের যথেষ্ট উপকার হবে। ত্রিপুরা এমন একটি জায়গা শ্রীমতি গান্ধীও অনেকবার বলেছেন এই সব জায়গায় শিল্প হলনা তার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এইখানে একটা পরীক্ষা কেন্দ্রীয সরকার এর হচ্ছে। পাশ করা যায় কিনা তার জন্য অপেক্ষা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উৎথাপক শ্রী ভানু লাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—আমি আশা করব আমার এই প্রস্তাব হাউস সমর্থন করবেন এবং গৃহীত হলে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা কর্তৃক রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল" ত্রিপুরা বিধানসভা গম্ভীর উদ্বেগ সাহকারে লক্ষ্য করিতেছে যে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি ফল সংরক্ষন বিশেষ করে আনারস ফল সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের NERAMAC আনারাস ফল সংরক্ষন সম্পর্কে ২ (দুই) কোটি টাকার যে প্রজেক্টির এন, ই, সি এর অনুমোদন সহকারে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তরে পাঠিয়েছে তাহান এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পায় নাই।

ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে আনারস সহ সর্ব্বপ্রকার ফল উৎপাদক চাষীদের বিশেষ করে উপজাতিদের স্বার্থে প্রকল্পটি করার অনুমোদন করুন।"

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার

শ্রী মানিক সরকার :—মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটা হচ্ছে, ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরা বাংলাদেশ পূর্ব সীমান্তে মিজোরাম থেকে শিলাছড়ি পর্য্যন্ত বর্ডারটি সিল আপ করার জন্য অবিলম্বে আরোও বি. এস এফ পাঠান, সীমান্ত এলাকার রাস্তাঘাটের দ্রুত উন্নতি সাধন করুন এবং বি, এস. এফ. এর পাহাড়াদারীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টাওয়ার নির্মানের ব্যবস্থা করুন।" মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমার এই প্রস্তাবটা সভার সামনে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বামপন্থী সরকার ত্রিপুরায় আসার পর থেকে এখানে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা লক্ষ্য করলাম যে সরকারের কাজে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য সরকার বিরোধী শক্তি গুলি, কায়েমী স্বার্থে এবং প্রতিক্রিয়শীল চক্রগুলি সক্রিয় ব্যবস্থা আরম্ভ করছে। আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি যে বামপন্থী সরকার ও ফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনে পরাজিত বিভিন্ন দলগুলি নিজেদের দলীয় পতাকা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে জরো করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং সেই ব্যবস্থায় আনন্দ মার্গের দ্বারা পরিচালিত আমরা বাঙালী নামক রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখে তার পেছনে সমস্ত কংগ্রেস সি এফ ডি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যারা সমর্থক ছিলেন তারা পরোক্ষে আমরা বাঙালীর পতাকা তলে জরো হতে নির্দেশ দেন। "আমরা বাঙালী" সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সেখানে পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে যে সম্প্রীতি গত ৪০.৫০ বছরের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, এই বামফ্রণ্টের গড়া যে পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্য এইটাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন এবং তাদের সেই চেষ্টায় তারা সাময়িকভাবে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেও, তাদের বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকে ও পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা নেওয়া সত্বেও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ও তার বামফ্রন্ট তথা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন ও শান্তিকামী শক্তি যখন ঐক্যবদ্ধভাবে "আমরা বাংগালীর" ভুল, বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর ও শান্তি বিঘ্নিতকারী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী দাবী ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দ্রুত এই শক্তির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হন এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হতে শুরু

করেন। আর তার পরেই মঞ্চে আসে উপজাতি যুব সমিতি, এই উপজাতি যুব সমিতি তখন বিধানসভায় ছিলেন, যদিও কংগ্রেস ছিলেন না, আমরা বাংগালী ছিলেন না, জনতা পার্টি ছিলেন না। কিন্তু সেখানে উপজাতি যুব সমিতি যারা ১৯৬৭ সালে জন্ম গ্রহণ করার পর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তাদের সমস্ত কর্মসূচী মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের সংগে তাদেরও চেতনার মানকে আরও বৃদ্ধি করার একটা উদ্যোগ গ্রহন করবেন, তারা লাল ও না, সাদাও না। মানে কোন রাজনৈতিক পার্টির সংগে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না, কিন্তু আমরা দেখলাম বিধানসভার নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহন করলেন এবং বিধানসভায় আসলেন, কিন্তু এসে তারা সমস্ত কংগ্রেস জনতা প্রভৃতি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির যে নীতি ও বক্তব্য তারা এখানে এসে বলতে শুরু করলেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত কর্মসূচীর বিরোধীতা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই সব করে যখন তারা দেখলেন যে তার ফলে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে জনগণের সমর্থন তা আরও সংগবদ্ধ হচ্ছে সুদৃঢ় হচ্ছে। কারন গত নির্বাচনে তারা দেখেছে যে তখন মানুষকে বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপ দিয়ে পরিচালিত করার কোন ব্যবস্থা নাই, মানুষ তখন একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যে এখানে বামফ্রন্ট সরকারকে আসনে বসিয়েছেন এবং সেটা ক্রমশঃ বামফ্রন্ট সরকারের কাজের মধ্য দিয়ে যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ফলে এই সমস্ত বিকৃত বিভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যখন মানুষকে আর বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং আমরা বাঙ্গালী যখন সেখানে ব্যর্থ হয়েছে তখন তারা বিধানসভার ভিতরে আইনসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে মিছিল মিটিং ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিরোধীতা করে বামফ্রন্ট সরকারকে দূর্বল করা যাবে না, তখন সেই জায়গায় তারা নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে। আমরা বাংগালী যেখান থেকে ব্যর্থ হল তারা সেখান থেকে শুরু করল, পাহাড়ী বাংগালীর মধ্যে তারা সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ গঠন করতে শুরু করল এবং তাতে সেখানে বামপন্থী আন্দোলনের যে কর্মী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির যে কর্মী এবং গনতান্ত্রিক আন্দোলনের যে কর্মী, যাদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে তাদেরকে তারা খুন করতে শুরু করেন। তাদের বাড়ীতে লুট পাট ও অগ্নি সংযোগ করতে শুরু করেন এবং যার মধ্য দিয়ে এক সময় দেখা দিল ১৯৮০ সনের দাংগা, এই দাংগার মধ্য দিয়ে তারা সেখানে একটা জঘন্য অবস্থার সৃষ্টি করলেন এবং এইটা এখানে প্রায় স্বীকৃত সত্য যে সাম্প্রদায়িক দলগুলি এইটাকে পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করেছিল, এর মূল গোড়াটা হচ্ছে ভারতবর্ষের ভিতরে নয় বাহিরে বাংলাদেশের মধ্যে ঐ চট্টগ্রামে তারা গিয়ে অস্ত্রের

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

ট্রেনিং প্রভৃতি শুরু করে। আমরা দেখেছি যে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তারা উপ মুখ্যমন্ত্রী কমঃ দশরথ দেবের জীবন হানীর চেষ্টায় আক্রমন সংগঠিত করেন, সেই সম্পর্কে তথ্য এই সভার সামনে একাধিকবার উপস্থিত করা হয়েছে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি সেই সময় ত্রিপুরার এই কথাটা একবারও উল্লেখ করেননি। শুধু নির্বাচনে আসন সংযোজনা এইটা রাজনৈতিক সমঝোতা কংগ্রেস ও উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে গড়ে উঠেছিল বামপন্থী আন্দোলন ও শক্তিকে দুর্বল করার জন্য এবং তাকে গত বিধানসভায় রোধ করার জন্য একটা চেষ্টা করেছিল। তাতে সেখানে যে সমস্ত বোমা তারা ব্যবহার করেছিল, গ্রেনেট ব্যবহার করেছিল সেইগুলি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেটা ভারত সরকারের যে ডিফেন্স অরগনাইজেশান, সেই কারখানায় এই সমস্ত জিনিসগুলি তৈরী করা হয়। কিন্তু তাদের এই সব কিছুকে অতিক্রম করে বামপন্থী সরকার আবার আসলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদেরকে ভোট দিয়ে আবার আনলেন। এইটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। বামপন্থী সরকার যাতে ত্রিপুরায় আসতে না পারে, তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেস, উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাংগালী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তগুলিকে দেখা গেল নির্বাচনের ফলে বিরোধীতা অন্য দিকে ঘুরতে শুরু করল, প্রথমে আমরা দেখলাম যে বিনন্দ জমাতিয়ার নেতৃত্বে যে শক্তিটা যারা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের মধ্যে উপজাতি যুব সমিতির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এখানে একটা স্বাধীন সরকারের জন্ম দিয়েছিল এবং এইটার কারন হচ্ছে ত্রিপুরার বাহিরে ভারতের বাহিরে যে একটা বিরোধীচক্র আছে তাদের সংগে তখন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এখন এইটা অস্বীকার করা যায় না যে, এখন তারা যোগাযোগ করেছেন, তাই তাদের কাছে বামপন্থী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন গনতান্ত্রিক আন্দোলন বা বক্তব্য সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা তাদের বাড়লেও তাদের সেখানে আত্ম সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নাই,

তবু বামপন্থী সরকারকে জাতি উপজাতি নির্বিশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাংগিন উন্নয়নের যে কর্মসূচীকে রূপায়নের জন্য তারা তাদের সমস্ত শক্তি এই সরকারের কাছে অর্পন করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তারা যেন আসেন গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগে। টি, ইউ জে-এস যাদেরকে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বিগত লোকসভা নির্বাচনে ১৩ পারসেন্ট ভোট পেয়েছিলেন, এইটা সোজা কথা নয়। কারন ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে কংগ্রেস (ই) ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে ১৩ পারসেন্ট ভোট পাওয়া সোজা কথা নয়।

এই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে দেখা গেল তারা হালে পানি পাচ্ছে না। তারা জেলা পরিষদের নির্বাচন দেবেনা বলে ঘোষণা করল। তারা বিভিন্ন অপপ্রচার করল কিন্তু দেখা গেল তাতে বামফ্রন্টের প্রতি জনগণের সমর্থন আরও সুদৃঢ় হল। দলে দলে মানুষ বামফ্রন্টের প্রতি ঝুঁকল। টি. ইউ, জে এসের শ্যামাচরণবাবু। বৃন্দবাবু। রতিবাবু দ্রাউবাবু কংগ্রেসের জন্য দিবারাত্র খেটে দেখলেন যে প্রকৃত অর্থে তাদের কোন লাভ হচ্ছে না। বরং ক্রমে জন সমর্থন হারাচ্ছে। যেসব উপজাতিদেরকে তাদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে তাদের দলে এনেছিল তারা দেখল ও নারা কংগ্রেসের সাথে গাঁট বেঁধছেন মন্ত্রীত্বের লোভে, ক্ষমতার লোভে উপজাতি জনগণের স্বার্থের লোভে নয়। তাই তাদের দল ছেড়ে একাংশ ত্রিপুরা হিল পিপলস পার্টি গঠন করেন। ত্রিপুরার জনগণ দেখছেন কে তাদের জন্য কাজ করছেণ। কৃষক, শ্রমিক, মজুর, কর্মচারির উন্নতির জন্য কে চেষ্টা করছেন। সর্বস্তরের মানুষ আজকে তাই ওদেরকে আর কোন ঠাঁই দিচ্ছে না। তাই আজকে তারা পাহাড়ে জংগলে সন্ত্রাস বাড়ানর জন্য চেষ্টা করছে। কিছু দিন আগে পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. সি, শেঠি ঘোষণা করেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসের পেছনে কিছু বিদেশী শক্তি মদত দিচ্ছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে কিছু ছেলে ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বামফ্রন্ট সরকার যখন বার বার এই বিদেশী ট্রেনিং প্রাপ্ত অনুপ্রবেশকারী উগ্রপন্থীদের কথা বলে আসছিল তখন ঐ ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কোন কথাই কানে তুলেন নি এখানে তাদের দলের লোকেরাও এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। গত ৩/৪ মাসের মধ্যে সি, আর, পি. বি, এস, এফ, পুলিশ প্রভৃতি কিছু লোককে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পাহাড়ে জংগলে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদীরা ৮০০ কিলোমিটার বাংলদেশ ত্রিপুরা বর্ডার ব্যবহার করছে। এই জায়গাটাকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিরিক্ত বি, এস, এফ, দেওয়ার জন্য বলেছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি। যেখানে ২০/২৫ কিলোমিটার অন্তর একটা করে ক্যাম্প সেখানে কি করে সম্ভব ঐ উগ্রপন্থীদেরকে চেলেইঞ্জ করা, তাদেরকে চেস করা। তার উপরে নাই রাস্তা,। সেখানকার, কর্মচারীদেরকে অনেকদূর হাঁটতে হয়, অনেক কষ্ট করে তাদের জিনিষপত্র বয়ে নিতে হয়। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকার ছিল কিন্তু এসব দায়িত্ব তারা পালন করেনি। ত্রিপুরায় রেল লাইনের প্রস্তাব আজকে নয়।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট দল বিগত ২০ বছর ধরে এই দাবী করে আসছিল : রাজ্যে রাজ্যে এই বৈষম্যমূলক কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণের জন্য আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সাহায্য করতে হবে। আমি মনে করি এজন্য বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে একটি শক্ত ভিত্তি, একটি শক্তিশালী মশাল। এটা জানা সত্বেও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই বাম-ফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করছেন না। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদেরকে ঠেকাতে হলে অন্তত: ৫ কিলোমিটার অন্তর একটি করে ক্যাম্প দেওয়া উচিত। কিছু দূর অন্তর টাওয়ার বসান উচিত যাতে দুস্কৃতকারীদের গতিবিধি পূর্বে থেকে লক্ষ্য করা যায়। ভাল রাস্তা ঘাট করা দরকার যাতে সি, আর, পি, ও বি, এস, এফ কুইক মোভমেন্ট করতে পারে। তাছাড়া যাবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম তাড়াতাড়ি সরবরাহ করা যায়। যদি কোথাও কোন ঘটনা হয় তখন পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বন্ধুরা তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কিন্তু সি, আর, পি, ও বি, এস এফকে খবর দিলে বলে সাহেব খাতা হায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা শুধু ত্রিপুরা জন্যই নয়। আজকে আমরা দেখছি আসামে, নাগাল্যাণ্ডে, মিজোরামে মেঘালয়ে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে। তাই বাংলাদেশ থেকে যাতে কোন একস্ট্রিমি আমাদের দেশে ঢুকতে না পারে তার জন্য এটা সত্বর করা উচিত। তাই আমি আশা করব, এই সভা আমার উত্থাপিত প্রস্তাবটি সঠিক বলে মূল্যায়ন করে গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রী বিমল সিন্‌হা।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। তাই এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে মাননীয় সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে যেসব দিক তুলে ধরেছেন সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক। আজকে আমরা দেখছি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, এশিয়ার মধ্যে আরও কতকগুলি দেশে, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপ জোরদার করছে। এমনকি তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেরও চেষ্টা করছে। তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তাদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ থেকে সোভিয়েত দূতাবাস উঠাতে হয়েছে।

শ্রী বিমল সিনহা ঃ—আমার বাড়ী একেবারে বর্ডারের নিকট। তিন দিকেই রয়েছে বাংলাদেশ বর্ডার। পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ কোন দিকেই তিন কিলোমিটারের বেশী দূরে নয়। পূর্বদিকে এক পাজং এর বেশী দূর হবে না। সুতরাং আমরা যারা বর্ডারের বাসিন্দা আমরা কিভাবে যে সেখানে বাস করি তা সকলে বুঝতে পারবেন। আমরা রাত্রে ঘরে শিকল দিয়ে গরু বেধে রাখতে হয়। তাও বাংলাদেশী চোর সিদ কেটে ঘরে ঢুকে গরু চুরি করে নিয়ে যায়। বর্ডারের নিকট যে সকল লোক বাস করেন তাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যে তার ঘর থেকে চোরেরা গরু চুরি করে নিয়ে যায়নি। আর একটি গরু চুরি হয়ে যাওয়া মানে একজন গৃহস্থের মৃত্যুর সমান বিশেষ করে আষাঢ় শ্রাবন বা ভাদ্র মাসে যখন মাঠে কৃষি কাজের সময়। আজকে এই ত্রিপুরায় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারন হলো জিনিসপত্র চোরা পথে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। কিন্তু এই চুরি এবং জিনিসপত্র পাচার বন্ধ হতে পারে একমাত্র সীমান্তে বি. এস, এফ এর চৌকি বসিয়ে। আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমান বাঁশ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায় এবং এই বাঁশ দিয়ে বাংলাদেশের কাগজ কলগুলি চালানো হচ্ছে। এই বাঁশ বাংলাদেশে গেলে সেখানে তা ৭ টাকা বা ৮ টাকা দামে বিক্রি হয়। বাংলাদেশের বি. ডি, আর এই চোরা কারবারীদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছে। এই এলাকায় সীমান্ত অঞ্চলে ৩০/৩৫ কিলোমিটার গভীর জঙ্গল। এই জংগল পাহারা দেবার জন্যে কোন বি এস এফ নেই। ফলে এই বন থেকে বাঁশ, কাঠ এমনকি আজকাল পাথরও বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই বন পথে উগ্রপন্থীরা ইচছেমত ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারে। তাদের বাঁধা দেবার মত কেউ নেই। আজকে যদি একটা পুলিশ ষ্টেশনে যেমন ফটিকরায় পুলিশ ষ্টেশনে খবর দেওয়া হয় অথবা কমলপুর পুলিশ ষ্টেশনে খবর দেওয়া হয় যে, এই ধরনের জিনিসপত্র পাচার হচ্ছে তাহলে পুলিশকে সে স্থানে যেতে হলে ৩৩ কিলোমিটার অতিক্রম করে যেতে হবে তাতে সময় লাগবে একদিন আবার সেখানে যে পুলিশ যাবে যাবার তো কোন রাস্তা সেখানে নেই। তারপর হয়তো পুলিশ সেখানে গেলো কিন্তু এত দেরীতে সেখানে গিয়ে কি তারা তস্করদের ধরতে পারে? ইতিমধ্যে হয়তো পুলিশ খবর পেল যে অন্য আরো চার পাঁচ জায়গায় গণ্ডগোল হচছে। তাহলে পুলিশকে কোন দিক দিয়ে তস্করদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। এইভাবে তস্কররা পুলিশের দৃষ্টিকে ডাইবার্ট করে দেয়। কিন্তু এটা হতো না যদি সীমান্তে বি. এস. এফ, এর চৌকি থাকতো এবং রাস্তাঘাট থাকতো। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মোবাইল টাস্ক ফোর্স গঠন

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ থেকে এখানে অনুপ্রবেশ না ঘটে। কিন্তু এই সব পাহাড় অঞ্চল দিয়ে হামেসা বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটছে। সুতরাং এতে বুঝতে হবে যে, যেহেতু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় রয়েছেন সেই সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উঠেপড়ে লেগেছে। তাইতো বারবার বাংলাদেশ থেকে জোর করে মগ চাকমা রিফিউজিদের ত্রিপুরায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। আজকে আমরা দেখতে পাই- সীমান্তের পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে যে সকল গ্রাম রয়েছে সে সব গ্রামে উগ্রপন্থীরা বারবার হামলা করছে—খুন ডাকাতি রাহাজানি করছে। গ্রামবাসীদের কিডন্যাপ করে বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কোন মতেই বন্ধ করা যাবে না যতদিন পর্যন্ত এই সীমান্ত অঞ্চল আনপ্রোটেকটেড থাকবে।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এই ত্রিপুরায় যাতে উন্নতি না হতে পারে, রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে না পারে, শিক্ষার উন্নতি হতে না পারে তারজন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র এই ত্রিপুরায় সক্রিয় রয়েছে এবং এরাই ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সৃষ্টি করছে। আর এই উগ্রপন্থীরা যাতে সহজে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে যাতায়াত করতে পারে তারজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছে। নতুবা আজকে এই ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এত উদাসীন কেন ?

কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আজকে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন যে সীমান্ত অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া এবং বিভিন্ন জায়গায় অবজারবেশন টাওয়ার বসানো। আমরা বামফ্রন্ট সরকার এটাকে সমর্থন করছি। আমি কেন্দ্রীয় সরকার কে বলেছি যে, অন্যান্য রাজ্যের যেখানে জায়গা পাবার সমস্যার রয়েছে সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে সীমান্ত অঞ্চলে সরকারী খাস জমি রয়েছে। সুতরাং এই অঞ্চলটাকে যেন আগেই কাঠাতারের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—প্রশ্নটা হচ্ছে যে কি পরিস্থিতির মধ্যে এটা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে বিভিন্ন রকম সাম্প্রদায়িক শকৎটি রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের উত্তেজনা সৃষ্টির কাজে ব্যাবহার করা হচ্ছে। কালকে রাত্রিতে এখানে একটা ছাত্র খুন হল এবং সংগে সংগে কংগ্রেস আইয়ের লোকেরা বলল যে সি, পি, এম. ছেলেটাকে খুন করেছে। এবং ছেলেটাকে নিয়ে তারা সি, পি, এম, প্রাধানের বাড়ীতে হাজির হয়েছে। এইভাবে যদি তারা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চান, তার সংগে যদি আক্রমণ হয় উগ্রপন্থীদের যেটা গতকাল রাত্রিতে আমরা দেখেছি, হয়ত টি, এন, ভি, হতে পারে, বড়মুড়াতে এবং আমাদের প্রহরীদের সতর্কতার জন্য

তাদের লক্ষ্য সাধন করতে পারে নি। সেই প্রহরীদের আমি নিশ্চয়ই অভিনন্দ জানাচ্ছি যে তারা সতর্কতার সহিত আক্রমণ প্রতিহত করেছেন তার জন্য তাদের পুরস্কৃত করা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন এই নয়. প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে সারা ভারতবর্ষের যে ধরণের সম্প্রদায়িক শক্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং যে ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে যার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লী। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে দিল্লীতে যিনি একটা গুরুদ্বারের চেয়ারম্যান. তাকে গুলি করে খুন করা হলো, যার জন্য পার্লামেন্টের সমস্ত সদস্যরা প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এটা খুবই বিপজ্জনক ঘটনা।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশ এক সময় পাকিস্তানের কলোনী ছিল। আজকে রেগন সাহেব সেটা কে তার কলোনী হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছেন। আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে হবে। এই ব্যাপারে আমি কয়েকবার সরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে দেখা করার চেষ্টা করছি। গত ৬ মার্চ আমি তাকে চিঠি লিখছি যে আমাদের আরও বি, এস. এফ. দেওয়া হোক। অন্তত: কয়েকটা টাওয়ার তৈরী করা হোক। এই চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। ১৯৮৩ সনে একটা ব্যাটালিয়ান দেওয়া হয়েছিল। সেটা ঐ বর্ডারে লাগানো হয়নি। অন্য বর্ডারে লাগানো হয়েছে। কাজেই এই অঞ্চলে একটা বিস্তৃত সীমান্ত অরক্ষিত রয়েছে। কাজেই আমি আশা করছি এই হাউস এটা বিবেচনা করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তারা যেন বিষয়টা কে আরও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং বর্ডার শক্তিশালী করার প্রস্তাব এই হাউস সমর্থন করবেন বলে আমি আশা করি।

মিঃ স্পীকার—আলোচনা শেষ। মাননীয় সদস্য মানিক সরকারের প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটা হলো—ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে ত্রিপুরা বাংলাদেশ পূর্ব সীমান্তে. মিজোরাম থেকে শিলাছড়ি পর্যন্ত বর্ডারটি সিল আপ করার জন্য অবিলম্বে আরও বি. এস. এফ. পাঠান, সীমান্ত এলাকার রাস্তাঘটের দ্রুত উন্নতি সাধন করুন এবং বি. এস. এফ. এর পাহারাদারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক টাওয়ার নির্মাণের ব্যবস্থা করুন। যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলেন।

(উপস্থিত সকলে 'হ্যা' বলছেন)

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(কেহই 'না' বলেননি)

আমি মনে করি যাঁরা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

(একটু থেমে)

তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ. তাঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। অতএব রিজলিউশনটি পাশ বলে গন্য হলো।

এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রইল

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE– A

Admitted Starred Question No :— 259

Name of Member :— Shri Buddha DebBarma,

Will the Hon'ble Minister– in– charge of the P W. Deptt, be pleased to State :—

প্রশ্ন

Question.

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত যজ্ঞঠাকুর পাড়া ও বাথানমুড়ায় বৈদ্যুতিক আলোর লাইন সম্প্রসারনের সরকারী সীদ্ধান্ত থাকা সত্বেও এখনও পর্যন্ত কাজ শুরু না হওয়ার কারন।

২। অতি সত্বর তথায় বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ শুরু করা হবে কি ?

উত্তর

১। এই সম্প্রসারণের ব্যাপার সরকার এখনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহন করে নি।

২। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question :—266

Name of M. L. A. :— Sri Monoranjan Mazumder.

Will the Honb'le Minister in—Charge of the P. W. D be pleased to State.

১। প্র: বিলোনীয়ার গত বন্যায় বিধ্বস্ত মাঝিরমিঞার ঘাট হইতে ঈশানচন্দ্রনগর অভিমুখে যাওয়ার রাস্তাটি এবং উক্ত রাস্তায় অবস্থিত ব্রীজগুলি বর্তমান বর্ষে মেরামত করা হবে কি ? এবং

১। উ: উক্ত রাস্তায় পুলগুলির মেরামতির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বাকী মেরামতির কাজ ১৯৮৪—৮৫ সালে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১) প্র : না করা হলে তাহার কারণ কি ?

২) উ : ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 289

Name of the M. L, A, শ্রী শ্যামা চরন ত্রিপুরা

Will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট কয়টি পশু পালন কেন্দ্র রয়েছে ?

২) ঐ সব কেন্দ্রে সর্বমোট কয়টি পশু রয়েছে,

উত্তর :— MINISTER INCAHRGE SHRI ABHIRAM DEBARMA

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট ১২ (বারটি) পশু পালন কেন্দ্র আছে।

২) কেন্দ্র ভিত্তিক মোট পশুর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

খামারের নাম	মোট পশুর সংখ্যা
১) আর,কে, নগর গবাদি পশু খামার	৪৩৭ টি
২) আর কে, নগর হাঁস খামার	৩৯০০ টি
৩) গান্ধী গ্রাম রাজ্যিক মুরগী পালন খামার।	৭০৬৩ (মুরগী)
	৮৯ (শুকর)
৪) আঞ্চলিক ছাগল পালন খামার	১৯১ টি
৫) দক্ষিণ জিলা মুরগী পালন খামার, উদয়পুর	১২০০ টি
৬) অমরপুর শুকর পালন কেন্দ্র	১৩ টি
৭) ভলুমা মহিষ প্রজনন কেন্দ্র	১৭ টি
৮) বীরচন্দ্রমনু মিশ্র পশু পালন খামার	৫৫ টি (গবাদি পশু)
	৬১ টি (মুরগ)
	৬০ টি (শুকুর) ৪৫টি (হাঁস)।
৯) উত্তর জিলা মুরগী পালন কেন্দ্র পানিসাগর	১৯৩২ টি
১০। নবীনছড়া শুকর পালন কেন্দ্র	৩৭ টি
১১) মেন্দিহাওর শুকর পালন কেন্দ্র	৪৭ টি
১২) নালকাটা জিলা মিশ্র পশু পালন খামার	২৭ টি (শুকর)

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of M. L, A, :-- Shri Monoranjan Majumder.
Will the Hon'ble Minister in Charge of the P. W. Deptt, be pleased to state :—

১) প্র : দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া অন্তর্গত কাঞ্চন নগর বেতাগা ভায়া লাউগাং রাস্তাটির মেরামত বর্ত্তমান আর্থিক বছরে করা হবে কিনা।

১) উ : রাস্তাটির মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ইহা অগ্রগতির দিকে সম্পূর্ন রাস্তার মেরামতির কাজ ১৯৮৪ ইং সনের মে মাসের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) প্র : না হলে তাহার কারণ ?

২) উ : ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitied Question. : 302 (STARRED)

Name of Member : Shri Manoranjan Majumder.

Will the Hon, ble minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state—

১) বর্ত্তমানে জুট মিলে মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২) ইহা কি সত্য গত ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কিছু সংখ্যক কর্মচারী উক্ত জুট মিলের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন ?

৩) সত্য হইলে চাকুরী ছাড়ার কারণ কি ?

ANSWAR

১) ২০৭২ জন।

২) হঁ্যা !

৩) ব্যক্তিগত কারনই চাকুরী ছাড়ার একমাত্র কারণ।

Admitted Starred Question No :-- 307

Name of Member :— Shri Dhirendra Deb Nath. MLA,

Will the Hon ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লকের বড়কাঠাল গাঁওসভার প্রধান এস, আর, ইপি, ও এন, আর, ইপি, কাজের জন্য বরাদ্দ চাল চুরি করিয়া হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছেন?

উত্তর

১) না ।

প্রশ্ন

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ দুর্নীতি দায়ে অভিযুক্ত গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ? এবং

২) প্রশ্ন উঠে না ।

প্রশ্ন

৩) যদি না করা হয় তবে তাহার কারন কি ?

উত্তর

৩) প্রশ্ন উঠেনা ।

Admitted Starred Question No :— 309

Name of M. L. A, :— sri samir Kr, Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P W D be pleased to state,

১। প্র ইহা কি সত্য ধর্মনগর বিভাগে দীঘলবাঁক কালাছড়া রাস্তায় বর্ষার সময়ে রাস্তা সহ ৭০।৮০টি ঘর জলমগ্ন হয়ে থাকে।

১। উঃ হ্যাঁ, কিছু বাড়ীঘরসহ উক্ত রাস্তার কিয়দংশ আংশিকভাবে জলমগ্ন থাকে।

২। প্রঃ সত্য হইলে উক্ত রাস্তা ও বাড়ীঘরগুলি জলমগ্ন হওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন কি, এবং

২। উঃ ইহা পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

৩। প্রঃ যদি করে থাকেন তাহা হইলে কবে নাগাদ কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। উঃ যথাযথ অনুসন্ধানের পর প্রয়োজন অনুযায়ী কাজটি আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে সাময়িকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য বর্ষার আগেই আরও কিছু কালভার্ট তৈরী করা হইবে।

Admitted

Question. : 311. (STARRED)

Name of Member : Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

১) কমলপুরের মেচিরুয়া গ্রামের বাঁশ বেতের কেন্দ্রটি চালু আছে কি এবং

২) চালু থাকিলে ঐ কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত কি কি বাঁশ বেতের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে ?

৩) যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ,

ANSWER

১, ২, এবং ৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted starred question no :—315

Name of M. L. A. :— sri samir Kr. Nath

Will the Hon'ble Minister in Charge of the PWD be pleased to state :—

১। প্রঃ ইহা কি সত্য চোরাইবাড়ী থেকে রাণীবাড়ী পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ ডি, রাস্তাটির মেটালিং ও কার্পেটিং-এর পরিকল্পনা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সরকার হাতে নিয়েছেন ?

১। উঃ না। এই কাজ ১৯৮৪-৮৫ আর্থিকবর্ষে হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। প্রঃ যদি নিয়ে থাকেন তাহা হইলে কতদিনের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

১। উঃ অর্থের সংকুলাণ হইলে কাজটি ১৯৮৬-৮৭ইং সনে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No :— 307

Name of M L A : sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P W D be pleased to state

১। প্রঃ বিলোনীয়া মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতুর কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখার কারন কি ?

১। উ যে ঠিকাদারী সংস্থা কাজ পেয়েছিল সে ঠিকাদারী সংস্থা কাজ চলাকালীন কত-গুলি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। ঐ দাবীর মিমাংসার জন্য আরবিট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে। দাবীগুলি বর্ত্তমানে আরবিট্রেটর-এর বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রঃ উক্ত কাজ কবে থেকে পুনরায় আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উঃ উক্ত কাজ আগামী ১৯৮৫ইং সনের মধ্যে পুনরায় আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred question No 326

Name of the M. L A : শ্রী ভানুলাল সাহা

will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৮৩—৮৪ ইং বর্ষে মোট কতটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসালয় এবং Vety, First Aid Centre, খোলা হয়েছে,

২। বিশালগড়ের মুড়াবাড়ীতে পশু চিকিৎসালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেওয়া সত্বেও এখনও নির্মান কার্য্য না হওয়ার কারন কি,

৩। ১৯৮৪—৮৫ সনে মধ্য লক্ষীবিলে Vety, First Aid Centre খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

উত্তর

MINISTER IN CHARGE SHRI ABEHIRAM DEBBARMA

১। ৮৩—৮৪ ইং বর্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার গকুলনগরে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

২। জমি অধিগ্রহনের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় নির্মাণ কার্য্য শুরু করা সম্ভব হয় নাই।

৩। আছে।

Admitted Starred Questeion No :— 342

Name of Member :— Shri Kashiram Roang, MLA.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

মাননীয় পঞ্চায়েত অধিকর্ত্তার আদেশ নং, এফ, ৪ (৩—৫৪)—পিই, পি আর। ৮৩ তারিখ ২৬—৮৩ ইং অনুযায়ী কৈলাশহর রাতাছড়া বাজারে যে শেড্ নির্মান হওয়ার কথা ছিল তা এখন পর্য্যন্ত আরম্ভ না হওয়ার কারন কি ?

উত্তর

১। রাতাছড়া বাজারের শেড্ নির্মান করার আগেই স্থান নির্ধারন নিয়ে গেলোযোগের সৃষ্টি হয় এবং এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্খা দেখা দেওয়ায় পঞ্চায়েত অধিকর্ত্তা ব্যাঙ্ক হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ না উঠানোর জন্য ২৬—৮৩ ইং তারিখে নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

প্রশ্ন

২। কবে নাগাদ উক্ত শেড্ নির্মানের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

২। শেড্ নির্মানের জন্য উপযুক্ত জায়গা স্থির হওয়ার পর নির্মান কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

Admitted starred question No. 344

Name of M L A, :— Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister In-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১। প্রঃ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মোট কয়টি ছাত্রাবাস সংস্কার এবং পায়খানা প্রস্রাবাগার ইত্যাদি নির্ম্মানের জন্য শিক্ষাদপ্তর থেকে কোন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কি।

১। উঃ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ছাত্রাবাস সংস্কার এবং পায়খানা, প্রস্রাবাগার ইত্যাদি নির্মানের জন্য শিক্ষাদপ্তর থেকে মোট ৪, ২৫৯০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। প্রঃ যদি হয়ে থাকে তা হলে উপরোক্ত কাজগুলি না হওয়ার কারণ, এবং

২। উঃ উক্ত সংস্কারের কাজগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩। প্রঃ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উঃ ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, এ প্রশ্ন উঠে না।

Question. : 356 (STARRED)

Name of Member : Shri Keshad Maj-mder,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to State—

১) বর্ত্তমানে রাজ্যের তাঁত শিল্পীদের রক্ষার্থে বামফ্রন্ট সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

২) তাঁত শিল্পীদের শিল্পজাত দ্রব্য বিপননের জন্য সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি কি কি,

৩) তাঁত শিল্পীদের উন্নত ধরণের তাঁত সরবরাহের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি,

৪) হলে কি কি ধরনের তাঁত সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) রাজ্যে তাঁত শিল্পীদের রক্ষার্থে বামফ্রন্ট সরকার বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছেন :

(ক) ১) বার্ষিক প্রকল্প মাধ্যমে তাঁত শিল্পীদের ভর্ত্তুকীতে সূতা প্রদান,

২) তাঁত ঘর, নির্মান ও মেরামতের জন্য ভর্ত্তুকী প্রদান,

৩) তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁত শিল্পের শিক্ষা প্রদান,

৪) তাঁত শিল্পের উচ্চতর শিক্ষার জন্য ত্রিপুরার ছেলেদের বাহিরে প্রেরন,

৫) তাঁত শিল্পীদের উন্নত ধরনের নক্সা শিক্ষা লাভের জন্য তাঁতীদের ত্রিপুরার বাহিরে শিক্ষা-

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

দানের ব্যবস্থা,

৬। তাঁত বস্ত্র বিক্রয়ের উপর রেহাই প্রদান,

৭। ত্রিপুরার বাহির হইতে সূতা আনা ও ত্রিপুরার বাহিরে বস্ত্র প্রেরণের উপর পরিবহন ভর্তুকী প্রদান।

খ) ১। তাঁতশিল্পীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন,

২। সমবায় সমিতিগুলিকে শেয়ার মূলধন প্রদান,

৩। তাঁত ঘর তৈরীর জন্য ঋণ,

৪। তাঁত আধুনিকি করনের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান,

৫। সমবায় সমিতিগুলিতে ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার জন্য বেতন প্রদান

গ) ১। ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফটস ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ মাধ্যমে সমবায় সমিতিকে শেয়ার মূলধন প্রদান।

২। উক্ত কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাঁতীদিগকে ন্যায্য মূল্যে সূতা বিক্রীর ব্যবস্থা ও সূতা যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা,

৩। উৎপাদিত বস্ত্র ক্রয় ও বিপণনের ব্যবস্থা,

৪। তাঁতীদের সুবিধার্থে ধর্মনগর, শান্তির বাজার ও আমবাসাতে সার্ভিস সেণ্টার স্থাপন

৫। সূতা রং ঘর স্থাপনের ব্যবস্থা,

৬। জনতা শাড়ী ও পাছড়া উৎপাদন ও বিপণন,

৭। রপ্তানী ভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁতীদের শিক্ষা প্রদান,

ঘ) ১। ত্রিপুরা এপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন এবং ঐ সোসাইটির মাধ্যমে সদস্য তাঁতী সমবায় সমিতি সমূহে উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের ব্যবস্থা করা,

২। সরকার হইতে শেয়ার মূলধন প্রদান

২নং প্রশ্নোত্তর

সরকার পরিচালিত ১১টি, ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফটস ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন পরিচালিত ১৫টি এবং ত্রিপুরা উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি পরিচালিত ৭টি বিপণীর মাধ্যমে তাঁত বস্ত্র বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

৩নং প্রশ্নোত্তর—হঁ্যা,

৪নং প্রশ্নোত্তর

ক্রেইমলুম পলিয়েষ্টারলুম দক্তিতে একাধিক মাকু চলার ব্যবস্থা সহ তাঁত, ডবি ও জ্যাকার্ড মেসিনের প্রবর্ত্তন।

Admitted Starred question No 357

Name of M, L, A, :— sri Keshab Mazumder,

Will the Hon'ble Minister in Charge of the PWD be pleased to state :—

১) প্রঃ উদয়পুর থেকে কাকড়াবন পর্য্যন্ত চলাচলের অনুপযোগী রাস্তাটি কবে নাগাদ চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

১) উঃ প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হইলে রাস্তাটির উন্নয়নের কাজ ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরের মধ্যে আরম্ভ করা যাইবে এবং ডিসেম্বর ১৯৮৬র মধ্যে শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) প্রঃ উক্তরাস্তাটিকে চওড়া করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২ উঃ হ্যাঁ।

Admitted Question :— 360 (Starred)

Name of Member :— Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Industries Department be pleased to state

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প বিস্তারে বামফ্রন্ট সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ,

২। গ্রামীণ ও কুটির শিল্পীদের সাহায্যার্থে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি না ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প বিস্তারে বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানে যে সব উদ্যোগ গ্রহন করেছেন তাহা নিম্নরূপ :—

ক) পাট কল : ত্রিপুরায় বড় মাঝারি শিল্প বলতে এখন পর্যন্ত একটি দৈনিক ৪০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন পাট কল স্থাপিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে পূর্ন উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না তবুও উৎপাদন ক্ষমতা মোটামুটি ৬০ শতাংশ লক্ষ মাত্রায় পেঁছানো গেছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

খ) দ্বিতীয় পাট কল ঃ ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিমানে পাট উৎপাদিত হয়। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে পাট জাতীয় দ্রোহ্যার চাহিদা প্রচুর এই কথা স্মরণ রেখে ত্রিপুরা সরকার একটি দ্বিতীয় পাট কল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা চলছে।

গ] কাগজ কল : বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই এক সমিক্ষায় জানা গেছে যে ত্রিপুরায় দৈনিক ২৫০ ৩০০ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষম কল স্থাপন করা যেতে পারে। ইহার প্রোজেকট রিপোর্ট দীর্ঘদিন যাবৎ ভারত সরকারের বিচারাধানে রয়েছে। এতে ২০০ কোটি টাকার ন্যায় ব্যয় হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে জানিয়েছেন যে, লামডিং থেকে বদরপুর পর্য্যন্ত রেলের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত না হলে কাগজ কলের জন্য জ্বালানী পরিবহনে অসুবিধে দেখা দিতে পারে। বড়মুড়ায় প্রচুর পরিমানে গ্যাস প্রাপ্তির ফলে বিকল্প জ্বালানী ব্যবস্থায় কোন অসুবিধে হবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে এখানে উল্লেখ যোগ্য যে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন যা ভারত সরকারের একটি সংস্থা তাদের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান অবস্থাতে দৈনিক ২০ টন উৎপাদনক্ষম কাগজ কল ত্রিপুরায় স্থাপন করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে উচ্চ পর্য্যায় কথাবার্ত্তা চলছে।

ঘ] স্পিনিং মিলঃ ত্রিপুরায় এক লক্ষের উপর তাঁত শিল্পী রয়েছেন। বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকার মত তাঁত বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এই বস্ত্র উৎপাদনের সুতার পুরোটাই বাইরে থেকে আনতে হয়।

রাজ্য সরকার ২৫ হাজার স্পিন্ডল এর একটি স্পিনিং মিল স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। উক্ত ব্যাপারে আনুমানিক ব্যয় হবে ৮ ২৫ কোটি টাকা।

ঙ] নিউক্লিয়াস কমপ্লেক্স ঃ— ১৯৮০ সালের কেন্দ্রীয় শিল্প নীতি অনুযায়ী একটি Task force গঠন করা হয়েছিল। তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ত্রিপুরার উৎপন্ন রাবারের ভিত্তিতে এখানে দুইটি রাবার ভিত্তিক শিল্প যথা।

১) "ক্রাম্ব রাবার কমপ্লেক্স"

২) সেন্ট্রিফিউ গেল কমপ্লেক্স গঠন করা যেতে পারে। এই শিল্প দুইটি স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। প্রকল্প দুইটি রূপায়ন করবে ত্রিপুরা ফরেষ্ট

ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং এই ব্যাপারে আন্তর কাঠামো বাবদ শিল্পদপ্তর থেকে ৮৫ লক্ষ টাকা ১৯৮৪—৮৫ অর্থবর্ষে ব্যয়ীত হবে।

এতদব্যতীত সিমেন্টের বিকল্প হিসাবে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের ভিত্তিতে একটি লাইমবান্ড পোজোলনা মিক্সচার প্লেন স্থাপিত হবে। উর্মতমানের ইট তৈরীর জন্য বার্ষিক ৭০ লক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ম্যাকানাইজড ব্রিক ক্লিক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২) হ্যাঁ, গ্রামীন ও কুটীর শিল্পীদের সাহায্যে বহুবিধ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন একটি প্যাকেজ ইনসেনটিভ স্কীম চালু করা হয়েছে যার দ্বারা গ্রামীন ও কুটীর শিল্পীরা নানা রকমের আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। শিল্প দপ্তর থেকে শিল্পের কাঁচা মাল সরবরাহ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অনুদান, কারখানা গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান ও শিল্পোদোগীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা ও সরকার করে থাকেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্প তৈরীতেও সরকার সাহায্য করেন। এ ছাড়া ও বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর শিল্প প্রকল্পে নিযুক্তির এক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Admitted starred question no :—375

Name of the Member :— Sri Jadab Majumder. M.L.A.

Subject :— Regarding Badarghat Orchard,

Will the Hon'ble Minister in Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৮-৭৯ইং হইতে ১৯৮৩-৮৪ ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বাধারঘাট ফলের বাগানের আয় ব্যয় কত ছিল (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। মোট কত জন কর্মচারী ঐ বাগানের কাজে নিযুক্ত আছে এবং কর্মচারী খাতে বাৎসরিক ব্যয় কত

৩। উক্ত বাগানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী লেবারের সংখ্যা কত এবং প্রত্যেকের দৈনিক হাজিরা কত ?

ANSWER

Minister In-Charge of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ১৯৭৮-৭৯ইং হইতে ১৯৮৩-৮৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

হিসাব নিম্নরূপ :—

বৎসর	আয়	ব্যয় কর্মচারীর বেতন বাদে
১৯৭৮-৭৯	৪৬,৮১৪'৩৯	৪২ ২৬৯ ৮৮
১৯৭৯-৮০	৬৭,৬৮৭'৮৪	৩৩,০৩৫'৫৪
১৯৮০-৮১	৮৮,৪৪২'৭৪	৫৮ ০৩৫'৫৪
১৯৮১-৮২	১,৫৬,৩৭৮'৯২	১,০৯ ২৭০'৮১
১৯৮২ ৮৩	১,৯০,১১৮'৯৬	১,৭৭ ১০৪ ৯৬
১৯৮৩-৮৪	২,১০,৭৮৩'৯০	১,৭১ ৫৮০'৩২

(ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)

২। বর্তমানে মোট ৬ জন নিয়মিত কর্মচারী আছেন। তাহাদের বেতন বাবত বৎসরে প্রায় ৫৬,৪০০ টাকা ব্যয় হয়।

৩। বর্তমানে স্থায়ী লেবার ৭ জন এবং অস্থায়ী লেবার ১৬ জন আছে। তাহাদের দৈনিক হাজিরা ৯ টাকা 50 পয়সা।

Admitted

Question : **376. (starred)**

Name of Member : **Shri Jadab Majumder.**

will the Hon' ble Minister—in—Charge of the Industry Department be Pleased to State —

১। **Arundhutinagar Industrial Estate** এ বাসাৎরিক আয় ব্যয়কত ?

২। **Estate** এ বর্তমানে কতগুলি **Trade চালু** আছে .(**Trade** গুলির নামের তালিকা) ;

৩। **Arundhutinagar Industrial area** তে যে মৃত প্রায় তাঁতশিল্পের একটি কারখানা আছে সেটা সুষ্ঠুভাবে চালু করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

ANSWER

১। আয় টাঃ ৫. ৭১, 000'00 (১৯৮২—৮৩)

ব্যয় টাঃ ১৫, ১৩. ৬৬৯'০০

২। অরুন্ধুতি নগর **Industrial State** এ বর্তমানে মোট ৯ (নয়)-টি **Trade** চালু আছে :—

ক) কার্পেন্টি (কাঠের আসবাব তৈরী।

খ) শীটমেটেল ও ব্ল্যাকস্মিতি (লোহা ও ধাতুর সরঞ্জাম তৈরী.

গ) ফুটওয়্যার (জুতা তৈরী)।

ঘ) টেনরী (চামড়া পাকাই)।

ঙ) হ্যাণ্ডমেইড্ পেপার (হস্ত নির্মিত কাগজ শিল্প).

চ) ভিহিক্যাল সার্ভিসিং (গাড়ী ধোলাই).

ছ). ভিহিক্যাল রিপেয়ারিং এণ্ড পেইন্টিং (গাড়ী মেরামত ও রং করা)।

জ) মডেল কার্পেন্টি এণ্ড ব্ল্যাকস্মিথি.

ঝ) জি. বি. রিপেয়ারিং ইউনিট (হাসপাতাল আসবাব পত্র মেরামত) !

৩। **Industrial area** তে সরকারী তাঁতশিল্পের কোন কারখানা নাই।

ANNEXURE—'B'

Admitted Starred Question :—57

Name of M L A. :— Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon ble Minister in—Charge of the P. W. D be pleased to State.

১। প্রঃ উত্তর ত্রিপুরার পূর্তদপ্তরের অধীন নর্দান ডিভিসন-এ ১৯৮৩—৮৪ ইং আর্থিক বছরে কতটি নতুন রাস্তায় ইট সলিং এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে (রাস্তাগুলির নাম)

১। উঃ ১৯৮৩—৮৪ইং সনে নর্দান ডিভিসন-এ নিম্নলিখিত নূতন রাস্তাগুলিতে ইটসলিং এর কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ক) পানিসাগর হইতে শৈলেংবাড়ী রাস্তা : ৫.৫ কি. মি

খ) পদ্মপুর এলাকার হরিচাঁদ রাস্তা : ১.০০ কি. মি.

গ) রাঙ্গাবাড়ী স্টীলট্রাস ব্রীজের সম্মুখস্থ যোগাযোগকারী রাস্তা : ২.০০ কি. মি,

ঘ) কৈলাসহর—গোলকপুর রাস্তা হইতে : ২.০০ কি. মি.
তাচাই চা বাগান।

২। প্রঃ এরমধ্যে কোন কোন রাস্তায় ইটসলিং এর কাজ ১৯৮৪ ইংসনের ৩১ শে মার্চের

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

২। উঃ: এইগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত নুতন রাস্তাগুলিতে ইটসলিং এর কাজ—১৯৮. সনের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ক) কদমপুর—এলাকায়—হরিচাঁদ রাস্তা।

খ) কামরাঙ্গাবাড়ীর স্টীলপাস ব্রীজের যোগাযোগকারী রাস্তা।

গ) কৈলাসহর গোকুলপুর রাস্তা হইতে ভাচাই চা বাগান।

Admitted UN–Starred Question NO :—60

Name of Member :— Smt. Ratna pra-va Das.

Will the Hom'ble Minister Incharge of Agriculture Department, be pleased to State :—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে আর্থিক ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ ইং সনের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কোন পঞ্চায়েতে বাজার নির্মানের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। ইতি মধ্যে কোন কোন পঞ্চায়েতে বাজার নির্মানে কাজ শেষ হয়েছে।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে আর্থিক ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ সনের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে সকল পঞ্চায়েত বাজার নির্মাণে জন্য যত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহা এই রূপ: বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (টাকা)
১। পানিসাগর	কুর্তি—	১। কুর্তি—	৮০-৮২	৬২,৯০০,০০
		২। দামছড়া	৮২-৮৩	১,৪৬,০০০,০০
	গছিরামপারা	৩। আনন্দ বাজার	৮৩ ৮৪	৯৮,২০০,০০
	রাছলছড়া	৪। রাছলছড়া	৮৩-৮৪	৯৯৭৪০,০০

১। কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর—	৫। কাঞ্চনপুর	৮২-৮৩	৪,৩,৪,০৪০,০০
	উত্তর দশদা	৬। দশদা	৭৭-৭৮	৬৯৬৯৩,৪৬
	করইছড়া	৭। মাছমারা	৭৮-৭৯	৩৬৭৩৪,২০
		৴	৭৯-৮০	২৯৩৩৮,১০
		৮। ডলুগাঁও	৮০-৮১	৬৩৩৭০,০০
৩। কুমার ঘাট			৮১-৮২	১২,৬০০,০০
			৮২-৮৩	৩০,৪৩০,০০
	কুমারঘাট	৯। পাবিয়াছড়া	৭৯-৮০	২০৬২০০.০০
	শ্রী নাগপুর	১০। বাবুর বাজার	৮০-৮১	৫৮৩৭০,০০
	রাজকান্দি	১১। রাজকান্দি	৮০ ৮১	৫৮৩৭০,০০
	মিঙ্গিবিল	১২। মিঙ্গিবিল	৮০-৮১	৫৮৩৭০,০০
		১৩। করমছড়া	৮৩-৮৪	১,০৪০৩৫,০০

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (টাকা)
কুমার ঘাট	পশ্চিম কাঞ্চন বাড়ী	১৪। কাঞ্চনবাড়ী	৮৩-৮৪	১,১০,৬৩৫,০০
ছামনু	কাঠালছড়া	১৫। নেপালটিলা	,,	১,৮০৬০০,০০
৪। ছামনু	জয়চন্দ্রপাড়া	১৬। ছৈলেংটা	৮০-৮১	১,৪৬ ৫৫০,০০
			৮৩ ৮৪	৭৩২৭৫,০০
	মনু	১৭। মনু বাজার	৮০-৮১	১,৪৭৩১০,০০
	পশ্চিম মাছলী	১৮। মাছলী	৮০-৮১	৫৯৬৬০,০০
	নাতিন মনু	১৯। ছামনু	৮৩-৮৪	১,১৭৪৮০,০০
৫। সালেমা	সামেলা	২০। সালেমা	৭৯-৮০	৩১,০০০,০০
	শিকারী বাড়ী	২১। শিকারীবাড়ী	৮২-৮৩	১৯৪৪৩০,০০
	মড়াছরা	২২। মড়াছড়া	৮৩-৮৪	১২৭৬,৮১,০০
		২৩। কচুছড়া	৮৩-৮৪	১,০৯২১০,০০
৬। খোয়াই	রতনপুর	২৪। রতনপুর	৮৩-৮৫	১,০৪০,৩২,০০
		২৫। ছুস্কি	,,	১০০৭৮০,০০
	পূর্ববাচাই বাড়ী	২৬। পূর্ববাচাইবাড়ী	,,	১০০৭৮০,০০

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের (টাকা)
	পশ্চিমলক্ষীছড়া	২৭। পশ্চিমলক্ষীছড়া ,,	৮৩-৮৪	১০০৭৮০,০০
৭। তেলিয়ামুড়া পঃ	তেলিয়ামুড়া (আর এক)	২৮। খাসিয়ামংগল	৮১-৮২	২৪০১২০,০৩
	কল্যাণপুর	২৯। কল্যাণপুর	৮০-৮১	৬৩৩৭০ ০০
	শান্তিনগর	৩০। শান্তিনগর	৮১ ৮২	২৩৮১৫০,০০
	উত্তরঘিলাতলী	৩১। ঘিলাতলী	৮৩-৮৪	১০৩ ৮৫ ০০
৮। জিরানীয়া	ভৃগুদাস বাড়ী	৩২। চম্পকনগর	৮২ ৮৩	১৪৬৪৯০ ০০
	মাধব বাড়ী	৩৩। জিরানীয়া	৮০ ৮১	১৬৫১C০ ০০
	কাথিরামবাড়ী	৩৪। মান্দাই	৮১ ৮	২২ ৪০ ০২০-০০০
	রাণীর বাজার	৩৫। রাণীর বাজার	৭৮ ৭৯	১৪১৬'৩ ০০
			৭৯ ৮৯	২০৬৫৮০ ০০
		৩৬। অজেন্দ্রনগর	৮১-৮২	২ ৫৬,০১০ ০০
			৮২ ৮৩	১৮৫৭৪-০০
	মান্দাই নগর	৩৭। শচীন্দ্রনগর	৮১-৮২	১ ৫০ ২৮০ ০০
৯। মোহনপুর	তহচামুংকুরই	৩৮। চাচু	৮২ ৮৩	১.০৬,২৮০ ০০
	দেবেন্দ্রনগর	৩৯। দমদমিয়া	৮১ ৮২	৭৪ ৭০১'০০
		৪০। দিঘালিয়া	৮১-৮২	১৪৫৬৫০.০০
			৮২-৮৩	৫৫৬২০'০০
	ফটিকছড়া	৪১। কামালঘাট	৭৯-৮০	১,৬১,২২০'০৩
			৮০ ৮১	৩৫৪০'০০
		৪২। কাতলামারা	৮১-৮২	২.২৪৮৪'০০
	মোহনপুর	৪৩। মোহনপুর	৭৯ ৮০	২.৯০,৩০০'০০
		৪৪। পঞ্চবটি	৮০ ৮১	১,৩৭,৯৬০'০০
	দেবেন্দ্রনগর	৪৫। লেম্বুছড়া	৮১ ৮২	১,৪৭৮২০'০০
	বুধজংনগর	৪৬। লেফুংগা	৮১-৮২	২,১১ ৫৭০'০০
	বড়কাঠাল	৪৭। বড়কাঠাল	৮১-৮২	১,২৯,৯৮০'০০
১০। বিশালগড়	আমতলী	৪৮। বিশ্রামগঞ্জ	৭৮-৭৯	৫৩১৪৮'৪০

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (টাকা)
	চড়িলাম	৪৯। চড়িলাম	৭৯ ৮০	৫২৩৫০,০০
			৮০-৮১	২৬,৫০০,০০
১০। বিশালগড়	জম্পইজলা	৫০। জম্পুইজলা (বাঙ্গালী কলোনী)	৮১-৮২	২৩২১৫০,০০
	বিক্রমনগর	৫১। সেকের কোট (কেন্দ্রীয় সহায়তায়)	৮১-৮২	১,০০,০০০,০০
			৮২ ৮৩	৫০,০০০,০০
	বিশালগড়	৫২। বিশালগড়	৮০/৮১	৫৯৬৬০,০০
			৮১/৮২	১৪৫০০,০০
			৮২/৮৩	৮৯,৯০০,০০
			৮৩/৮৪	১,২৩,৫০০,০০
				২,৬৭,৫৬০,০০
	মধুপুর	৫৩ মধুপুর	৭৮/৮০	১৩৮,১৪০,০০
	কাঞ্চনমালা	৫৪। কাঞ্চনমালা	৮১/৮২	১৪৭০৫০,০০
			৮২/৮৩	৪৯০০০,০০
				১৯৬০৫০,০০
		৫৫। সোমবাড়ীয়া	৮১/৮২	৮০,৩৫০,০০
	অমরেন্দ্রনগর	৫৬। অমরেন্দ্র নগর	৮২/৮৩	১৪৪৭৭১,০০
	যোগেন্দ্র নগর	৫৭। যোগেন্দ্রনগর	৮০/৮১	১৫৭,৩০০,০০
			৮১-৮২	৮০০০ ০০
				১,৬৫,৩০০,০০
	গুলিরাইবাড়ী	৫৮। গুলিরাইবাড়ী	৮০/৮১	৯০,০০৭,২৫
	সূর্য্য মণি নগর	৫৯। চৌমুহনী বাজার	৮১/৮২	৪৯০০০,০০
		৬০। বাইজারদিঘী	৮৩/৮৪	১,০৮,২০০,০০
	চাম্পামুড়া	৬১। চাম্পামুড়া	৮৩/৮৪	১,০৪,৫০০,০০
		৬২। ওয়ারেং বাড়ী	,,	১,০৩,০০০,০০
		৬৩। হরিপুর	,,	১,১০,০০০.০০
		৬৪। হেরমা	,,	১.০৫,০০০,০০

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
	রামনগর	৬৫। রামনগর	,,	১,০৬০০০,০০
		(চড়িলাম)		
১১। মেলাঘর	মেলাঘর	৬৬। মেলাঘর	৭৮-৭৯	৫২৯৯২৬৫
			৮১-৮২	৫৫,৬৭৩'০০
			৮২-৮৩	২০,০০০,০০
				১,৮০,৬,২৫
১২। মাতাবাড়ি	শালগড়া	৬৭। শালগড়া	৮১-৮২	২,৭২.৫৫০,০০
	তুলামুড়া	৬৮। তুলামুড়া	৮১-৮২	২,০৮,০০০'০০
	কাঙ্ছিগাং	৬৯। বাগমা	৭৮-৭৯	৪০.৮৪৯, ০
			৭৯-৮০	৫৭.৮১৯' ২
				৯৮.৬৬৩.৯২
	আটারবোলা	৭০। আটারবোলা	৮১-৮২	৯৫ ৬৪০.০০
	গর্জি	৭১। গর্জি	৮৩-৮৪	১.২৯.০০০'০০
	কলাবন	৭২। কলাবন	৮৩-৮৪	১,১৫.৫০০
	কুপিলং	৭৩। কুপিলং	৮৩-৮৪	১ ২৫.৪০০ ০০
	গঙ্গাছড়া	৭৪। গঙ্গাছড়া	৮৩-৮৪	১.১৮,৭৩০.০০
১৩। অমরপুর	বীরগঞ্জ	৭৫। অমরপুর	৮২-৮৩	১৩৪,৮৫৫.০০
	অম্পিনগর	৭৬। অম্পিনগর	৮০-৮১	৫৯.৬৬০,০০
			৮১-৮২	১৮.০৩০ ০০
				৭৭,৬৯০.০০
	চেলাগাং	৭৭। চেলাগাং	৮০-৮১	১.৪৫.৪৯৫,০০
	রামভদ্র	৭৮। যতনবাড়ী	৭৮-৭৯	৮৫,০০৫.০৫
	ডালাক	৭৯। ডালাক	৮১-৮২	৬৭.১৯৫'০০
	রামপুর	৮০। রামপুর	৮১-৮২	৬৫,৮২০.০০
		৮১। সিংডুয়া	৭৮-৭৯	৭২,৪৫৩,৭০
	করবুক	৮২। করবুক	৮১-৮২	১,৮০,২৪৫ ০০

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান
	ছেচুয়া—	৮৩। ছেচুয়া বাড়ী	৮১-৮২	১.০২, ০০০.০০
	জগবন্ধু পাড়া	৮৪। জগবন্ধু পাড়া	৮২-৮৩	১.০৫.৪৪০.০০
	কুরমাবাড়ী	৮৫। কুরমাবাড়ী	৮১-৮২	১,০২, ০০০.০০
	লক্ষীপুর	৮৬। কার্লাঝাড়ী	৮৩-৮৪	১,১৫, ৮৫০,০০
১৪। গণ্ডাছড়া	রাইমা	৮৭ তীর্থমুখ	৮০-৮১	৮৭,১৫০,৩০
			৮১-৮২	১,৩২, ৫৩৫,০০
				২,১৯,৬৮৫,০০
	রাইমা	৮৮। রাইমাবাড়ী		১,৮৩.৫৬০,০০
	গণ্ডাছড়া	৮৯। গণ্ডাছড়া	৮০-৮১	৯০,৪৫০,০০
			৮১-৮২	১.৩১, ৭৫৫,০০
				২.২২.২০৫,০০
	রত্নগর		৮১-৮২	১.১৮.৯১০,০০
			৮৩-৮৪	৬ ৭৬৫.০০
				১. ২৫. ৬৭৫.০০
১৫। রাজনগর	কালাবাড়িয়া	৯১। মাইছড়া	৮১-৮২	১. ১৯. ০০০.০০
	ঋষ্যমুখ	৯২। ঋষ্যমুখ	৮২-৮৩	১. ২৬. ৮০০. ০০
		৯৩। বাতপোল	৮৩-৮৪	১. ৩১. ৯৪০. ০০
		৯৪। চোত্রাপোল।	৮৩-৮৪	১, ৭২, ৩৪০, ০০
		গৌরাঙ্গ বাজার	৮৩-৮	, ১৩, ৯৯০,০০
১৬। বগাফা	চরকরাই	৯৬। বাইখোড়া	৮১-৮২	৭০,৮০০,০০
	মুহুরীপুর	৯৭। মুহুরীপুর	৮০-৮১	৫০,১০০,০০
	শান্তির বাজার	৯৯। বীরচন্দ্রমনু	৭৮-৭৯	৮১,৩৮৬,০৯
১৭। সাঁতচাঁদ	মনুবাজার	১০০। মনু	৭৮-৭৯	৪৮,১১৪,৫৫
	শিলাছড়ি	১০১। শিলাছড়ি	৮০-৮১	২.১৯.৩০০,০০
	হরিনা	১০২। হরিনা	৮১-৮২	১.৪১,৫০০,০০
		১০৩। ছোটখিল	৮৩-৮৪	১.১৫.৬৪০.০০
	মাধবনগর	১০৪। সমরেন্দ্র গঞ্জ	৮৩-৮৪	১,০২.৭৩০.০০
	মনুবনকুল	১০৫। বনকুল	৮৩-৮৪	১.০০.৬৫০,০০
	বড়বিল	১০৬। বড়বিল	৮৩-৮৪	১০২.৯৫৫.০০
	মাধবনগর	১০৭। মাধবনগর	৮৩-৮৪	১,০১.৬৮০.০০

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ইহা ছাড়াও নিম্নোক্ত বাজার গুলি কেন্দ্রীয় সহায়তা উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে তাহা এইরূপ :—

(কেন্দ্রীয় সহায়তায়)

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান
মেলাঘর	খাস চৌমুহনী	১। খাস চৌমুহনী	১৯৮২-৮৩	১ 00 000 00
	তকসা পাড়া	২। তকসা পাড়া	৮২-৮৩	১ 00 000.00
	নিদয়া	৩। নিদয়া	৮২-৮৩	১.00 000 00
				পরিমান
বিশালগড়		৪। দুর্গানগর	৮৩-৮৪	১,00,000,00
	যোগলকৃষ্ণনগর	৫। গাবর্দ্দি	৮৩ ৮৪	১,00,000,00
	টাকারজলা	৬। টাকারজলা	৮৩-৮৪	১,00,000,00
		৭। কাঞ্চনমালা	৮৩-৮৪	১,00,000,00
তেলিয়ামুড়া	মোহরছড়া	৮। মোহরছড়া	৮৩-৮৪	১,00,000.00
	ঘিলাতলী	৯। ঘিলাতলী	৮৩ ৮৪	১ 00,000,00
				৯,00,000,00
				(নয় লক্ষ টাকা)

(স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বাজার উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে যে বাজার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা এইরূপ—

ব্লক	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান
জিরানিয়া	ভৃগুদামবাড়ী	১। চম্পা নগর	৮৩-৮৪	২,0১,৯৪0
খোয়াই		২। একরাই	৮৩ ৮৪	১,0৭,২৮৫
মাতারবাড়ী	শামুকছড়া	৩। শামুকছড়া	৮৩ ৮৪	১,৩৪,১৫0
অমর পুর	পাহারপুর	৪। পাহারপুর	৮৩-৮৪	২,৪২,২00
অমরপুর	চেচুয়াছড়া	৫। চেচুয়াবাড়ী	৮৩ ৮৪	১,১৭,৫0৬
বিলোনীয়া		৬। গারো কলোনী	৮৩ ৮৪	১,৩৬,৯৫0
সাত চাদ	সোনাইচড়ি	৭। সোনাইচড়ি বাজার	৮৩-৮৪	১ ১৭ ৯৭0

ব্লক	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	বৎসর	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান
কমলপুর	বলরাম	৮। বলরাম	৮৩-৮৪	১,৪৯,৫৩৪
ছামনু	কাঞ্চনপুর	৯। ৮২-মাইল (কাঞ্চনছড়া)	৮৩-৮৪	৮৯,২৯০
				মোট ১৩,০০,৮৫৭

(তের লক্ষ আটশত সাতান্ন টাকা)

২। ইতিমধ্যে যে সব বাজারের উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে সে সব বাজারের নাম দিয়ে দেওয়া গেল :—

১।	মোহনপুর	মোহনপুর	মোহনপুর
২।	,,	ফটিকছড়া	কামালঘাট
৩।	,,		পঞ্চবটী
৪।	,,	দেবেন্দ্র চন্দ্র নগর	লেম্বুছড়া
৫।	,,	বোধজংনগর	লেফুংগা
৬।	,,		দিঘালিয়া
৭।	,,	তুইচামুংকুবাই	চাচু
৮।	,,	দেবেন্দ্রনগর	দমদমিয়া
৯।	,,		কাতলামারা
১০।	,,	বড় কাঠাল	বড় কাঠাল
১১।	জিরানীয়া	রানীরবাজার	রানীরবাজার
১২।	,,	মাধববাড়ী	জিরানীয়া
১৩।	,,	ভৃগুদাসবাড়ী	চম্পকনগর
১৪।	,,	কাথিরামবাড়ী	মান্দাই
১৫।			অজেন্দ্রনগর
১৬।	জিরানীয়া	মান্দাইনগর	শচীন্দ্রনগর
১৭।	তেলিয়ামুড়া	কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
১৮।	,,	শান্তিনগর	শান্তিনগর
১৯।	,,	পঃ তেলিয়ামুড়া আর এক	খাসিয়ামংগল

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ক্রমিক নং	ব্লক	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম
২০।	বিশালগড়	আমতলী	বিশ্রামগঞ্জ
২১।	”	চড়িলাম	চড়িলাম
২২।	”	জম্পাইজলা	জম্পাইজলা (বাঙ্গালী কলোনী)
২৩।	”	মধুপুর	মধুপুর
২৪।	”	বিশালগড়	বিশালগড়
২৫।	”	বিক্রমনগর	সেকেরকোট (কেন্দ্রীয়সহায়ভার)
২৬।	ঐ	কাঞ্চনমালা	কাঞ্চনমালা
২৭।	ঐ	অমরেন্দ্র নগর	অমরেন্দ্রনগর
২৮।	ঐ	যোগেন্দ্র নগর	যোগেন্দ্র নগর
২৯।	ঐ	সূর্য্যমনি নগর	চৌমুনী বাজার
৩০।	মেলাঘর	মেলাঘর	মেলাঘর
৩১।	মাতাবাড়ী	শালগড়া	শালগড়া
৩২।	ঐ	তুলামুড়া	তুলামুড়া
৩৩।	ঐ	কাছিগাং	বাগমা
৩৪।	মতাবাড়ী	আঠার বোলা	আঠার বোলা
৩৫।	অমরপুর	অম্পিনগর	অম্পিনগর
৩৬।	ঐ	চেলাগাং	চেলাগাং
৩৭।	ঐ	রামভদ্র	রতন বাড়ী
৩৮।	ঐ	ডালাক	ডালাক বাজার
৩৯।	ঐ	রামপুর	রামপুর
৪০।	ঐ		মিংরোয়া
৪১।	ঐ	করবুক	করবুক
৪২।	গণ্ডাছড়া (ডম্বুর নগর)	রাইমা	তীর্থমুখ
৪৩।	ঐ	রাইমা	রইস্য বাড়ী
৪৪।	ঐ	গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৪৫।	ঐ	রতন নগর	রতন নগর
৪৬।	রাজনগর	কলাবাড়িয়া	রাইছড়া

ক্রমিক নং	ব্লক	পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম
৪৭।	বগাফা	চড়কবাই	বাইকুড়া
৪৮।	ঐ	শান্তির বাজার	বীরচন্দ্র মনু
৪৯।	ঐ	মুহুরী পুর	মুহুরী পুর
৫০।	ঐ		শান্তির বাজার
৫১।	সাঁতচান্দ	মনু বাজার	মনু
৫২।	ঐ	শিলাছড়ি	শিলাছড়ি
৫৩।	পানিসাগর	কুত্তি	কুত্তি
৫৪।	কাঞ্চনপুর	উত্তরদশদা	দশদা
৫৫।	ঐ	করই ছড়া	মাছ মারা
৫৬।	কুমার ঘাট		ডলু গাঁও
৫৭।	ঐ	কুমারঘাট	পাবিয়া ছড়া
৫৮।	ঐ	শ্রীনাথপুর	বাবুর বাজার
৫৯।	ঐ	রাজকান্দি	রাজকান্দি
৬০।	ঐ	শিঙ্গিবিল	শিঙ্গিবিল
৬১।	ছামনু	মনু	মনু
৬২।	ঐ	প: মাছলি	মাছলী
৬৩।	সালেমা	সালেমা	সালেমা

Admitted un starred question no :—62

Name of the Member :—Shri Rabindra Deb Barma M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় কয়টি গাঁও সভা আছে (নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় মোট ৩৩০টি গাঁও আছে।
মহকুমা ভিত্তিক নাম সহ হিসাব।

১। সদর মহকুমার

১। সংকুমা বাড়ী ২। জম্পইজলা ৩। কেন্দ্রাইছড়া ৪। টাকার জলা ৫। মধ্য

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

হনাইয়ামারা ৬। রতনপুর ৭। প্রভাপুর ৮। যুগলকিশোর নগর ৯। পেকুয়াজলা ১০। মোহনপুর ১১। লাটিয়াছড়া ১২। পদ্মনগর ১৩। বাসতলী ১৪। পাথালিয়াঘাট ১৫। উজান পাথালিয়াঘাট ১৬। গুলিরাইবাড়ী ১৭। অমরেন্দ্রনগর ১৮। আমতলী ১৯। রামনগর ২০। রংমালা ২১। প্রমোদনগর ২২। সুতারমুড়া ২৩। ভৃগুদাসবাড়ী ২৪। পূর্ব দেবেন্দ্রনগর ২৫। পাটনী ২৬। কার্থীরান ২৭। শিবনগর ২৮। রামচন্দ্রনগর ২৯। বুরাথা ৩০। বেলবাড়ী ৩১। শান্তিনগর ৩২। জগজ্জয়নগর ৩৩। দিনবন্ধুনগর ৩৪। রাধাপুর ৩৫। চন্দনগর ৩৬। চাম্পাবাড়ী ৩৭। আশিঘর ৩৮। সেরাই ৩৯ জিরানীয়া খলা ৪০। ওয়াকিনগর ৪১। হারবাং ৪২। দিনকুবরা ৪৩ মান্দাইনগর ৪৪। দুর্গানগর ৪৫। লক্ষীপুর ৪৬। রাধামোহনপুর ৪৭। পশ্চিম বড়জলা ৪৮। রবিসর্দার ৪৯। বোধজংনগর ৫০। উত্তর দেবেন্দ্রনগর ৫১। তমাকেরী ৫২। ডুমরাকরীডাক ৫৩। চাঁদপুর ৫৪। তুইছামংকরই ৫৫। সুরেন্দ্রনগর ৫৬। কামুকছড়া ৫৭। বালুরবন্দ ৫৮। সনখলা ৫৯। মেঘলিব ৬০। পূর্ব সিমনা ৬১। পশ্চিম সিমনা ৬২। সরদ চৌধুরী ৬৩। বড়কাঠাল।

২। খোয়াই মহকুমার

১। আশারামবাড়ী ২। বনবাজার ৩। পশ্চিম করঙ্গীছড়া ৪। বেহালাবাড়ী ৫। পূর্ব চাম্পাছড়া ৬। পশ্চিম চাম্পাছড়া ৭। শিকারীবাড়ী ৮। পূর্ব বাচাইবাড়ী ৯। পূর্ব রাজনগর ১০। উত্তর পদ্মবিল ১১। পশ্চিম বাচাইবাড়ী ১২। দক্ষিণ পদ্মবিল ১৩। বগাবিল ১৪। রতনপুর ১৫। বেলছড়া ১৬। পশ্চিম লক্ষীছড়া ১৭। তাকছাইয়াবাড়ী ১৮। সমতল পদ্মবিল ১৯। দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট ২০। গয়ামনীবাড়ী ২১। উত্তর পুলিনপুর ২২। দক্ষিণ মহারানীপুর ২৩। সাউথ পুলিনপুর ২৪। রামদয়াবাড়ী ২৫। পাগলাবাড়ী ২৬। শ্রীরামখার। ২৭। নোনাছড়া ২৮। বাদলাবাড়ী ২৯। কাকড়াছড়া ৩০। আঠারমুড়া ৩১। সরদুকরকরী ৩২। উত্তর ঘীলাতলী ৩৩। উত্তর গকুলনগর ৩৪। দক্ষিণ গকুল নগর ৩৫। তুইচীংগ্রামবাড়ী ৩৬। পশ্চিম রাজনগর।

৩। সোনামুড়া মহকুমার

১। মনাইপাথর ২। চণ্ডুল ৩। তৈবান্দাল ৪। বিজয়নগর ৫। জগৎ রামপুর।

৪। বিলোনীয়া মহকুমার

১। তকমাছড়া ২। দেবীপুর ৩। মনিরামপুর ৪। বিরেন্দ্রনগর ৫। লক্ষী-ছড়া ৬। পতীছড়ী ৭। রতনপুর ৮। কলসী ৯। ইষ্ট খিলাক ১০। বীর-চন্দ্রনগর ১১। কাঠালীয়াছড়া ১২। দক্ষিণ ইচাছড়া ১৩। কাঁশারী আর. এফ ১৪। কৈলাশনগর ১৫। মোহিনীনগর।

৫। অমরপুর মহকুমার

১। পতীছড়ী ২। ইচাছড়ী ৩। ইষ্ট করবুক ৪। ওয়েষ্ট করবুক ৫। সাউত করবুক ৬। লেবাছড়া ৭। রাম ভদ্র ৮। পূর্ব মানিক্যদেওয়ান ৯। পশ্চিম মানিক্যদেওয়ান ১০। নতুন বাজার ১১। পশ্চিম ডলুম ১২। উত্তর চলাগাং ১৩। দক্ষিন চেলাগাং ১৪। লাউগাং ১৫। উত্তর একছড়ী ১৬। একছড়ী ১৭। ডালাক ১৮। পাহাড়পুর ১৯। পূর্ব্ব ডলুম। ২০। মালবাসা ২১ পশ্চিম মালবাসা ২২। রাঙ্গকাং ২৩। কুরমাছড়া ২৪। উত্তর সববং ২৫। সাউথ সরবং ২৬। সোনাছড়া ২৭। একজন ছড়ী ২৮। মেলছী ২৯। ছেচুয়া ৩০। পূর্ব তৈজলং ৩১। পশ্চিম তৈজলং ৩২। অম্পিনগর ৩৩। গামা-ইছড়া ৩৪। বৈষ্যমনিপারা ৩৫। হরিপুর ৩৬। অম্পিছড়া ৩৭। তৈড়ু ৩৮। ধনলেগা ৩৯। দক্ষিন তৈড়ু ৪০। তৈড়ু ডেপা ৪১। জাম্বুকছড়া ৪২। পালকু ৪৩। উত্তর তৈড়ু ৪৪। জগবন্ধু পাড়া ৪৫। গণ্ডাছড়া ৪৬। সরমা ৪৭। ভগীরথ ৪৮। লক্ষীপুর ৪৯। দল পতী ৫০। রতনপুর ৫১। তৈছামা ৫২। পোতাছড়া ৫৩। রাইমা বামনগর ৫৫। পশ্চিম সরবং ৫৬। পূর্ব্ব সরবং।

৬। সাবরুম মহকুমার

১। তৈচামা ২। গরিফা ৩। হারবাতলী ৪। মোরাগাপপা ৫। সুকনাছড়ী ৬। বিষ্ণুপুর ৭। উত্তর বিজয়পুর ৮। কাঠালছড়ী ৯। বৈষ্ণব পুর ১০। সিন্দুক পাথর ১১। পূর্ব্ব সাবরুম ১২। পশ্চিম লতুয়া ১৩। পূর্ব লতুয ১৪। মাণুম ১৫। বগাছাতল ১৬। কাপ-তলী ১৭। চাইলতাছড়ী ১৮। বেতাগা ১৯। চাতকছড়ী ২০। সুনাছড়ী ২১। রুপাই ছড়ী ২২। শীলাইছড়ী ২৩। বরাবীল ২৪। চাইলতা বনকুল ২৫। বাগমাড়া ২৬। দক্ষিন মনুবনকুল ২৭। উত্তর মন বনকুল ২৮। গাদ্দাং ২৯। ফুলছড়ী ৩০। টেকাতুলসী আর, এফ, ৩১। সাকবাড়ী

৭। উদয়পুর মহকুমার

১। তৈনানী ২। দক্ষিন মহারানী ৩। কাচিগাং ৪। রাইয়া বাড়ী ৫। পূর্ব্বক পিলং ৬। পশ্চিম কুপিলং ৭। কিল্লা ৮। দক্ষিন বক্সনুড়া ৯। দক্ষিন বৃজেন্দ্র নগর ১০। ছন্ন-

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

গরিয়া ১১। অঠারেভো ১২। বাগমা ১৩। ধুপতলী ১৪। সামুকছড়া ১৫। মগ-পুষ্করিনী ১৬। গর্জ্জী ১৭ কলাবন ১৮। উত্তর বড়মুরা ১৯। উত্তর ব্রজেন্দ্র নগর।

৮। ধর্মনগর মহকুমার

১। কাঞ্চনপুর ২। ভুতসানাং মতুচৈলেংটা ৪। শান্তিপুর ৫। দশমনিপারা ৬। কড়াই-ছড়া ৭। গাচিরামপাড়া ৮। গোদাছড়া ৯। কালাপানি ১০। ভাণ্ডারীমা ১১। আনন্দ-সাগর ১২। উত্তর লালজুড়ী ১৩। দক্ষিন লালজুড়ী ১৪। সাবুয়াল ১৫। কালাগাং ১৬। ভাংমন ১৭। পশ্চিম সাতনালা ১৮। পূর্ব্ব সাতনালা ১৯। ডাইনছড়া ২০। দক্ষিন দশদা ২১। উত্তর দশদা ২২ উজান মাছমারা ২৩। যামবাইপাড়া ২৪। বাগছড়া ২৫ চন্দ্রী পুর ২৬। শিব নগর ২৭ পশ্চিম মনপুই ২৮। ডামছড়া ২৯। ডামছড়া আর. এফ ৩০। দক্ষিন ধনিছাড়া ৩১। উত্তর ধনিছড়া ৩২। পেঁচারথল ৩৩। নালকাটা ৩৪। বগাইছড়া ৩৫। নবীন ছড়া ৩৬। আন্দ্রোছড়া ৩৭। তালসাং ৩৮। কাচাড়ীছড়া ৩৯। উত্তর মাছ-মারা ৪০। দক্ষিন মাচমারা ৪১। পিপলাছড়া ৪২। রাহুমছড়া ৪৩। বালিধুম ৪৪। জুড়ী আর. এফ।

৯। কমলপুর মহকুমার

১। শ্রী রামপুর ২। অপরেশপুর ৩। মেনদী ৪। কচুছড়া ৫। পশ্চিম নালীছড় ৬। নালছড়ী ৭। বলরাম ৮। কলমছড়া ৯। জগন্নাথপুর ১০। হরিমঙ্গলপাড়া ১১। শিকাড়ী বাড়ী ১২। ধর্মনি পাড়া ১৩। কুলাই আর এফ একটেনসন ১৪। গঙ্গা-নগর ১৫। রাধারাম বাড়ী ১৬। তেতুইয়া ১৭। চাকমপাড়া ১৮। সিদ্ধা পাড়া ১৯। দুর্গাপুর ২০। কাটালুতমা ২১। সেতরাই ২২। জামথুমবাড়ী।

১০। কৈলাশহর মহকুমার

১। ডেমডুম ২। সৈদাছড়া ৩। রাজকান্দী ৪। দক্ষিন ঊনকোটী ৫। দেওছড়া আর এফ ৬। ঊনকোটী ৭। গোলকপুর ৮। কাঞ্চনছড়া ৯। নারিদানি ১০। ওয়েস্ট কৈলাশ-ছড়া ১১। ইষ্ট করমছড়া ১২। ইষ্ট মাছলি ১৩। ওয়েস্ট মাছলি ১৪ ওয়েস্ট করমছড়া ১৫। করাতীছড়া ১৬। সাউথ ধুমাছড়া ১৭। জামিছড়া ১৮। কাঠালছড়া ১৯। ছেম-ছড়া ২০। মনু ২১। ময়নামা ২২। লালছড়া ২৩। চৈলেংটা ২৪। দুর্গাছড়া ২৫। নথ লংতরাই ২৬। জয় চন্দ্র পারা ২৭। ওয়েষ্ট ছামনু ২৮। [illegible] ২৯। মার্শিকপুর ৩০। লবনছড়া ৩১। ডলুছড়া ৩২। রাজধরপুর ৩৩। মালিধর ৩৪। গোবিন্দবাড়ী ৩৫। নাতীনমনু ৩৬। দেউ রিজার্ভ ফরেস্ট ৩৭। সিন্দুকুমারপাড়া ৩৮। লংড়াই রিজার্ভ ফরেস্ট ৩৯। গয়নামা।

Admitted UN-starred question No. 69

Name of the Member :—Sri Samir Kr. Nath, M L A,

Subject : – Regarding Opening of new Agri. Store.

Will the Hon ble Minister in-charge of Agriculture, Department be pleased to state,

১। ইহা কি সত্যি রাজ্যে কৃষকদের কৃষি সার বীজ ও ঔষধ ইত্যাদি ক্রয় করার সুবিধার্থে ৮৩ইং সনে কিছু নতুন Agri Seed Stores খোলা হইয়াছে ?

২। যদি সত্যি হয় তাহা হইলে তার সংখ্যা কত ? ব্লক ভিত্তিক হিসাব ,

৩। আগামী আর্থিক বছরে সরসপুর, আমটিলা, বড়গুল, দ: করুয়া, উত্তরছকুয়া ও সেবানী গ্রামগুলিতে অনুরূপ Agri seed stores খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। যদি থাকে তাহা হইলে কত দিনের মধ্যে উহা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। হ্যাঁ।

yes.

২। ৬১টি ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম	বীজাগারের সংখ্যা
১। বিশালগড়	৬টি।
২। জিরানীয়া—	৪টি।
৩। তেলিয়ামুড়া—	৩টি।
৪। খোয়াই—	৩টি।
৫। অমরপুর—	১৫টি।
৬। কমলপুর—	৯টি।
৭। ছামনু—	৩টি।
৮। কুমারঘাট—	১২টি।
৯। পানিসাগর—	৬টি।
মোট—	৬১টি

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

61 Nos. Blook-wise account is as follows

৩। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি ২ টি গাঁওসভার জন্য ১টি বীজাগার বি ডি সি'র অনুমোদিত স্থানে খোলা হয়। ইতিমধ্যে নয়নপুর ও কদমতলা গাঁওসভার জন্য কদমতলায় ১টি এবং টাঙ্গীবাড়ী ও কামেশ্বর গাঁওসভার জন্য তুকরাতে ১টি বীজাগার খোলার অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

৪। বি ডি সি'র অনুমোদনক্রমে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খোলা যাইতে পারে।

Admitted

Question. : 73 (STARRED)

Name of Member : Sri Jadab Majumder

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Industry Department be pleased to state :

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় স্থাপিত চরকা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ?

২। মোট কতজন কর্মী উক্ত কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত অবস্থায় আছেন ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮৪-৮৫) নূতন কোন চরকা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৪) থাকিলে কোথায় এবং কবে নাগাদ করা হইবে বলে আশা করা যায়,

ANSWER

১) ১৮ টি,

২) চরকা কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত কর্মীর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের অধীনে—৮১৬ জন মহিলা

খ) ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ-এর অধীনে—১৫৯ জন মহিলা,

গ) সমবায় সমিতি পরিচালিত চরকা কেন্দ্রের অধীনে—৩৩ জন মহিলা

৩) হ্যাঁ পাঁচটি চরকা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪) প্রস্তাবিত চরকা কেন্দ্রগুলি স্থাপনের স্থান এখনও নির্বাচিত হয় নাই। চরকা কেন্দ্রগুলির গৃহ নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোজন, চরকা ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সময় মতো পাওয়া গেলে ১৯৮৪ ৮৫ আর্থিক বৎসরের মধ্যে চরকা কেন্দ্রগুলি খোলা সম্ভব হইবে।

Assembly Unstarred Question No. 77

Name of the Member :— Sri Samar Chaudhury, M. L. A.

Will the Honble Chief Minister be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। লোক সভায় ১৯৮৩ ৮৪ আর্থিক বছরে পাবলিক্ একাউন্টস্ কমিটি কর্তৃক ১৬৫তম রিপোর্টের কোন কোন রিকমেণ্ডেশন্ ত্রিপুরার স্বার্থের সাথে জরিত এবং

উত্তর :—

লোক সভা ১৯৮৩ ৮৪ আর্থিক বছরে পাবলিক্‌ একাউন্টস্‌ কমিটি কর্তৃক ১৬৫তম রিপোর্টের কোন রিকমেণ্ডেশন কেন্দ্রীয় সরকার অথবা লোক সভা ত্রিপুরা সরকারের নিকট পাঠায়নি।

প্রশ্ন :—

২ সেই সুপারিশ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কার্যকরী করেছেন।

উত্তর :

জানা নাই।

প্রশ্ন:—

৩। যদি কার্যকরী করা না হয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার বিষয়গুলির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি না ?

উত্তর :—

প্রশ্ন উঠে না

Postponed Starred Assembly Question No. 107

Name of Member :— Shri Diba Chandra HrangKhawl,

Subject :— Regarding acquisition of Jote land of N, E. C. Nalkata Orchard.

বিগত ৭-১০-৮৩ ইং তারিখে প্রশ্নে ২য় ও ৩য় অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। উক্ত দুইটি অংশের উত্তর নিয়ে দেওয়া গেল।

২য় অংশ বাগান স্থাপন করার পরবর্তী সময়ে কয়েকজন আদিবাসী বাগানের অন্তর্ভুক্ত এলাকার কিছু জমি নিজের বলিয়া দাবী করেন। সঠিক তথ্যের অভাবে এই দাবী নিষ্পত্তি করা যায় নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

৩য় অংশ এক্ষনে তদন্তে কারো কারো দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষতি-পূরন দেওয়ার ব্যবস্থাদি নেওয়া হইতেছে। শীঘ্রই ক্ষতি পূরন দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

Admitted

Question :— 134 (Postpond)

Name of Member :— Smt, Gouri Bhattacherjee.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩-৮৪ বৎসরে আনারস উৎপাদকের নিকট থেকে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে কি পরিমান আনারস ক্রয় করেছেন? এবং

২। গত বৎসরের তুলনায় তার পরিমাণ কত বেশী না কম ?

উত্তর

১। ৪৪৮.০৪০ মে:. টন।

২। ১২৮,৪৯৭ মে:, টন কম।

Postponed un starred Assembly Question No. 17

Name of Member :— Sri Fayzur Rahaman

প্রশ্ন : উক্ত কৃষি ফার্ম ও ফলের বাগান থেকে ১৯৭৭-এর এপ্রিল মাস থেকে ১৯৮৩ সনের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা আয় হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক, খামার ও বাগান ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর :— বিগত ৮-৭-৮৩ তারিখে এই প্রশ্নের উত্তরে ১টি খামার ৭টি ফলের বাগানের আয়ের হিসাব দেওয়া সম্ভব হয় নাই। উক্ত খামার ও বাগানের আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ক) সরকারী খামারের আয়ের হিসাব

মহকুমা ৮ ৭ ৮৩ইং তারিখে উত্তর পত্র অনুযায়ী যে খামারের তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহার ক্রমিক নং	খামারের/ফলের নাম	বৎসর ভিত্তিক আয় ১৯৭৭-৭৮, ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩	টাকার হিসাব
সদর	লেম্বুছড়া	২১৫৪-৮১, ৪০২১-৮৯, ১১৮৭-১৮, ১৩৭১-৫৬, ২৪৪৮-২৫, ৪৭২১-৬০	

খ) সরকারী ফলের বাগানের আয়ের হিসাব

মহকুমা ৮/৭/৮৩ইং তারিখে উত্তর পত্র অনুযায়ী যে ফলের বাগানের আয়ের তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহার ক্রমিক নং	ফলের বাগানের নাম	বৎসর ভিত্তিক আয় ১৯৭৭-৭৮, ১৯৭৮-৭৯,৭৯ ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১, ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩	টাকার হিসাব

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

সদর— ৪) লেম্বু ছড়া	৭০২১৬,৭২	৯৩০৬৯,৭৫	৭১,৫৪৪,৫০	৮৫.৭৭০,৩২	২১৯,৭৯৭,৩৬	২,৩৩৫৯১,৭৪
৫) বেলবাড়ী TCD	৩৫৪,০০	৮২১,০০	২২৬১,৫০	৫০,০০	২৩০৯,০০	৫০,০০
৬) জুমের ডেপা	৫৮,২৩৩,৯৬	৯০,২৪৪,৪৬	৮৯,০১৭,২৫	১,১৭৮৮৯,৫৫	১,৫৬,২৮৩,১৫	২,০৫৯৯২,৫৪

Go ১। সরকারী ফলের বাগানের আয়ের হিসাব

মহকুমার	৮-৭-৮৩ইং তারিখে উত্তর পত্র অনুযায়ী ফলের বাগানের আয়ের তথা দেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহার ক্রমিক নং	ফলের বাগানের নাম	১৯৭৭-৭৮,	১৯৭৮-৭৯,	১৯৭৯-৮০,	১৯৮০-৮১,	১৯৮১-৮২,	১৯৮২-৮৩
উদয়পুর	১৫।	ধনিসাগর	৫৭.০০	৬৩,০০	১৭-১১-৮৩ইং তারিখে পশুপালন বিভাগে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।			
অমরপুর	২৮।	ডুম্বুর নগর	(Coconut Plantation centre)	এখন পর্য্যন্ত কোন আয় হয় নাই।				
কৈলাসহর	৪৬।	নালকাটা	৪৭৪৮,২৫	৯৭৬০,২৫,	১৮৭৮৫.১০.	৫৩৩৪৩,১৫,	৪০৩৭৬,৮০,	১.০৮,৮৭৫.২০
	৪৮।	করমছড়া	৮৮৪৪,৭৫	৬৪৬০.৯৪	৯২৬৩.২৩	২২১৩৩,৪৫	২০৭৬১,২১	১২.৮৮৭ ১০
	৫১।	পাবিয়া ছড়া	…	…	…	…	…	১৯৮০-৮১ সনে বাগানটি স্থাপিত হয়েছে? কোন আয় হয় নাই।